শ্রীমুরলী-বিলাস।

শ্রীশ্রীবংশীবদন-বংশাবতংস পণ্ডিতপ্রবর
শ্রীশ্রীমৎ প্রভু রাজবল্লভ গোস্বামি-
বিরচিত।

শ্রীনীলকান্ত গোস্বামি
ও
শ্রীবিনোদ বিহারি গোস্বামি
কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সংশোধিত।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, কর্ত্তৃক
শ্রীপাট বাঘ্‌নাপাড়া হইতে প্রকাশিত।

[চৈতন্যাব্দ ৪০৯]

মূল্য ২৲ দুই টাকা।

শ্রীমুরলী-বিলাস।

শ্রীশ্রীবংশীবদন-বংশাবতংস পণ্ডিতপ্রবর
শ্রীশ্রীমৎ প্রভু রাজবল্লভ গোস্বামি-
বিরচিত।

শ্রীনীলকান্ত গোস্বামি
ও
শ্রীবিনোদ বিহারি গোস্বামি
কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সংশোধিত।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, কর্ত্তৃক
শ্রীপাট বাঘ্‌নাপাড়া হইতে প্রকাশিত।

[চৈতন্যাব্দ ৪০৯]

মূল্য ২৲ দুই টাকা।

কলিকাতা,

৪নং হেমচন্দ্র করের লেন, কম্বুলিয়াটোলা,

রিলায়ান্স প্রেসে

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র রায় দ্বারা মুদ্রিত।

উপক্রমণিকা।

ভক্তাবতার ভক্তপ্রাণ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জীবন স্বরূপ। সদ্গুরুর আশ্রয় ব্যতিরেকে ধর্ম্মার্থ তত্ত্বে অধিকার জন্মে না, এজন্য শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার পার্ষদদিগের মধ্যে কতকগুলি শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্রাত্মাকে সদ্গুরুপদাভিষিক্ত করিয়া গিয়াছেন;—ইঁহারা মন্ত্রাচার্য্য ও ইঁহাদের বংশই আচার্য্য বংশ। খড়দহ, শান্তিপুর, অম্বিকা, বাঘ্‌নাপাড়া, মালিপাড়া, নবগ্রাম প্রভৃতি স্থান ঐ সকল আচার্য্য সন্তানদিগের বাসস্থান। শ্রীপাট বাঘ্‌নাপাড়া নিবাসী আচার্য্য সন্তানগণ প্রভুর প্রিয় পার্ষদ বংশী অবতার শ্রীবংশীবদনানন্দের বংশধর। ইঁহাদের সকলেরই বহুসংখ্যক শিষ্য প্রশিষ্য চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। ঐ সকল নিষ্ঠাবান আচার্য্যগণের চরিত্রাস্বাদন করা ধর্ম্মপিপাসুমাত্রেরই কর্ত্তব্য; সুতরাং প্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীবদনানন্দ ও শ্রীরামাই সদৃশ মহাত্মা-চরিত্র ধর্ম্মার্থীমাত্রেরই আদরের ধন,

তাহার আর সন্দেহ কি ? এই জন্য আমরা বহু ক্লেশে পরম পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীরাজবল্লভ গোস্বামি বিরচিত শ্রীমুরলী-বিলাস নামক এই মধুময় গ্রন্থ-খানি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারি গোস্বামি প্রভুর কৃপায় প্রাপ্ত হইয়া পরম পূজ্যপাদ ভক্তিপ্রবীণ শ্রীযুক্ত যদুনাথ গোস্বামি প্রভুর আগ্রহাতিশয়ে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সাতগেছিয়া নিবাসী একান্ত ভক্তি-নিষ্ঠ ধর্ম্মপিপাসু শ্রীমান্ চন্দ্রশেখর শীল মহোদয়ের একান্ত সাহায্যে ও উৎসাহে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলাম।

এই গ্রন্থের সংশোধন, সংস্কৃত টীকা ও বঙ্গানু-বাদ সম্বন্ধে বদনানন্দ-বংশ-প্রদীপ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামি ও শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গোস্বামি প্রভুদ্বয় সমধিক পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া-ছেন। গোস্বামিপাদেরা প্রথমতঃ প্রথম হইতে পঞ্চম পরিচ্ছেদান্তর্গত সংস্কৃত শ্লোক সকলের সরল সংস্কৃত টীকা সন্নিবিষ্ট করিয়া অবশেষে কতিপয় কৃতবিদ্য ভক্তদিগের অনুরোধে শ্লোকের বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশ করিয়া সাধারণের বোধ-গম্য হইবার উপায় বিধান করিয়া দিয়াছেন ; শ্রীপাদ গ্রন্থকার

নিজকৃত পদ্যে যে সকল শ্লোকের মর্ম্মার্থ উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, গোস্বামিপাদেরা তাহার আর পৃথক অর্থ করেন্ নাই।

এই গ্রন্থখানি প্রকাশ সম্বন্ধে আমি পূজ্যপাদ গোস্বামিপাদদ্বয়ের ও কল্যাণাস্পদ শ্রীমান্ চন্দ্র বাবুর নিকট চিরঋণী ও চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। তত্ত্বান্বেষী ভক্তগণ অভিনিবেশ পূর্ব্বক এক একবার পাঠ করিলেই শ্রম সাফল্য জ্ঞান করিব।

শিষ্যবর্গের গুরু-পরম্পরার অবগতির জন্য এই গ্রন্থে কাশ্যপ গোত্রজ দক্ষ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত একটী বংশাবলী সন্নিবেশিত করা গেল; ইহাতে পরলোকগত মহাত্মাদিগের নাম লাল অক্ষরে লিখিত হইল।

বাঘ্‌নাপাড়া
১লা বৈশাখ, ১৩০১ সাল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

"ভক্তে কৃপা করেন্ প্রভু এ তিন স্বরূপে
সাক্ষাৎ আবেশ আর আবির্ভাব রূপে।"

শ্রীচৈঃ, চ. আ, ১০ম অঃ।

অবতরণিকা।

"অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে,
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে।"

শ্রীচৈঃ চ, আ, ১০ম অঃ।

পতিত-পাবন শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেব চারি শত বৎসর পূর্ব্বে প্রিয়পার্ষদগণের সহিত আমাদিগের মঙ্গল কামনায় শ্রীনবদ্বীপ ধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; সেই প্রেমপূর্ণ অবতারণা সাব্যস্ত করিবার জন্য বোধ হয় অধিক বিচার বিতণ্ডা করিবার আবশ্যক নাই, শ্রীচৈতন্যদেবের ও তাঁহার পার্ষদগণের লীলা-মাধুরীর অনেক অংশ এখনও আমাদিগের এই কুতর্ক-পূর্ণ পাষণ্ড-নয়নের উপরিভাগে নৃত্য করিতেছে। সেই জগৎপাবন শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার সহচরগণ যে প্রদেশে যে অঞ্চলে শ্রীপাদপদ্ম বিক্ষেপ করিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত সেই সেই প্রদেশে প্রেমোচ্ছ্বাসের প্রবাহ এককালে অবরুদ্ধ হয় নাই; নিবিড় ঘনঘটাচ্ছন্ন অন্ধকারের মধ্য হইতে যেমন বিদ্যুৎপ্রভা চমকিত হয়, সেইরূপ অপ্রাকৃত পরতত্ত্বাত্মক সেই পরম পুরুষের মধুর লীলার অকৃত্রিম মঙ্গলময়জ্যোতি ঘোরতমসাবৃত পাপঘটার মধ্য হইতে বিস্ফুরিত হইতেছে; শ্রীনবদ্বীপধাম, শ্রীনীলাচলক্ষেত্র ও শ্রীবৃন্দাবনধামের কথা দূরে থাকুক, অম্বিকানগর, শান্তিপুর, খড়দহ,

বাঘ্নাপাড়া, মালিপাড়া আদি[illegible]া, কুলীয়া, কাঁটোয়া, অগ্রদ্বীপ, কুলীনগ্রাম ও শ্রীখণ্ড প্র[illegible]ৃতি প্রভুর পার্ষদগণের পুত্রপৌত্রাদির স্থান সকলে আজও প্রভুর লীলা কথার সম্পূর্ণ আলোচনা রহিয়াছে, এমন কি শ্রীগৌরসুন্দরকে ঐ সকল দেশের লোকেরা একজন পরমাত্মীয় কুটুম্ব বলিয়া মনে করিয়া থাকেন ; বর্ত্তমান সমাজে শ্রীচৈতন্যের ও তদীয় ভক্তগণের কথা লইয়া বিবিধ আন্দোলন চলিতেছে, স্বজাতীয়, বিজাতীয়, স্বধর্ম্মী ও বিধর্ম্মী সকলের মুখেই প্রভুর গুণগাথা শুনা যাইতেছে ; আশ্চর্য্য মহিমা !! মহামুল্য হীরকখণ্ড মৃত্তিকামধ্যে ব্যবস্থিত হইলেও কখন তাহার প্রকৃতজ্যোতি বিনষ্ট হয় না, প্রভুর ও শক্তিধর পার্ষদগণের লীলাজ্যোতিও কখনই এই পাপপূর্ণ জগতে বিলীন হইবার নহে, কিন্তু আমরা সেই মৃদাশ্লিষ্ট খণ্ডজ্যোতিতে তৃপ্তিলাভ করিতেছি না, আমরা আবার সেই অপ্রকটিত পূর্ণ-জ্যোতিকে প্রকটের ন্যায় দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি ; বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী জ্যোতি কখনই নয়ন মনের তৃপ্তি সাধনে সমর্থ হয় না, প্রত্যুত ক্লেশের নিদানভূত হইয়া থাকে। প্রভু চৈতন্য যদি আপন শক্তি-জ্যোতি, ভক্তবাৎসল্য ও প্রেমময় ভাব আকর্ষণ করিয়া অপ্রকট হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই আমরা চিরদুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতাম, যখন তিনি স্বীয় ভক্ত হৃদয়ে বিশুদ্ধ ভাব, ভক্তি ও প্রেম সংস্থাপন করিয়া কায়মনোবাক্যে ধর্ম্ম প্রচারার্থ নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন, তখন আর আমাদের কোনও ক্লেশের সম্ভাবনা নাই, আমরা ত অনায়াসেই লীলাময়ের কার্য্যকুশল প্রিয়ভক্তগণের লীলা-চাতুর্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিলেই সুখময় ভক্তিতত্ত্বের নিগূঢ় ভাব অঙ্গীকার করিতে পারি।

শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের ও তাঁহা[illegible] ভক্তগণের প্রেমপূর্ণ অভিনয়ের এক একটী অঙ্ক পর্য্যালোচনা করি[illegible] শত জগাই মাধাই এই পাপাচ্ছন্ন সংসার চক্রের চক্রান্ত হইতে বিমুক্তিলাভ করিতে পারেন। এই প্রেমপূর্ণ অভিনয়ের প্রত্যেক অঙ্কসন্ধিতে প্রত্যেক গর্ভাঙ্কেই মনুষ্যজীবনের সারভূত ভাব ভক্তি ও প্রেমের আবির্ভাব লক্ষিত হইতেছে; দয়াময় শ্রীচৈতন্য প্রগাঢ় ভক্তবাৎসল্যের পরিচয় দিবার জন্যই বৃন্দাবন লীলার সহচর সহচরীদিগকে লইয়া শুষ্কতর্কসমাচ্ছন্ন প্রদেশে আবির্ভূত হইলেন, সম্পূর্ণ ইচ্ছা প্রেমে জগৎ প্লাবিত ও অভিষিক্ত করিবেন, নামসুধা প্রদানে জীবের জীবত্ব প্রতিপাদন করিবেন; নটরাজ শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, শচীমাতা, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, বংশীবদনানন্দ প্রভৃতি নবদ্বীপবাসী নরনারীগণকে লইয়া বাল্যাভিনয়েই এক অদ্ভুত ভক্তিতত্ত্বের অভিনয় করিলেন; ক্রমে অভিনব পৌগণ্ড, কৈশোর ও যৌবনে, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধর, প্রভৃতি নব নব অভিনেতা লইয়া নব নব নেপথ্যে নবদ্বীপ, গয়া, শান্তিপুর, নীলাচল, সেতুবন্ধ, কাশী, প্রয়াগ ও স্বাভিলষিত বৃন্দাবন প্রভৃতি নব নব রঙ্গে নব নব নাট্যের অভিনয় দেখাইয়া জগৎ পবিত্র ও প্রেমে উন্মত্ত করিলেন। লীলাময়ের লীলাচক্র কে বুঝিবে! স্বয়ং সন্ন্যাসী সাজিলেন, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস ও বংশীবদন প্রভৃতি চিরসহচরগণকে সংসারী করিলেন; ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে আমরা এই মাত্র অবধারণ করিতে পারি যে, অনুপম ভক্তিতত্ত্ব ও প্রেম-তত্ত্বকে বদ্ধমূল করাই তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য। নটবর গৌরসুন্দর, নাট্যপরিসমাপ্ত করিয়া যখন দেখিলেন অভিনায়কগণ সুন্দররূপে

স্বাভিলষিত অভিনয়ের মর্ম্মাবধারণ করিয়াছেন, অভিনয়ে বিশেষ চতুরতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতা ফলোপধায়িনী হইয়াছে, তখন ইচ্ছাময় বিশ্বম্ভরের ইচ্ছা পরিপূর্ণ হইল, স্বরূপ শক্তির স্বভাবে দূরে বসিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল, নেপথ্য পরিত্যাগ করিলেন। সঙ্গের সঙ্গী শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীবাসাদি প্রভুর বিরহে কাতর হইয়া অবিলম্বে তদনুসরণ করিলেন। ক্রমে রূপ, সনাতন, রামানন্দ প্রভৃতি প্রভুর পার্ষদগণও তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে প্রেমভক্তির অবতারণা ও অনুশীলন করিয়া জড়জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তখন ভক্তচূড়ামণি প্রভু বীরচন্দ্র, শ্রীঅচ্যুতানন্দ, শ্রীজীব, প্রভুশক্ত্যাবিষ্ট শ্রীনিবাস, ঠাকুর রামাই, জগদীশপণ্ডিত, শ্যামানন্দগোস্বামী, শ্যামদাস-আচার্য্য ও নরোত্তম প্রভৃতি শক্তিধর পাত্রগণ রঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কেহ প্রভুর অভিমত ভাবতত্ত্ব, কেহ ভক্তিতত্ত্ব, কেহ কেহ বা রসতত্ত্বের অভিনয় করিতে লাগিলেন।

এখন আর সেই অধমতারণ শ্রীচৈতন্য চন্দ্রও নাই, সেই প্রেমদাতা নিত্যানন্দও নাই, সেই ভক্তিপ্রাণ বৈষ্ণব চূড়ামণি ভক্তগণও নাই; তবে জীবের দুর্গতি কিসে দূর হইবে? তবে কি আর পরিত্রাণের উপায় নাই? তবে কি জগৎ চিরকালের জন্য তমসাচ্ছন্নই থাকিবে? কখনই না, করুণাময়ের করুণার সীমা নাই; জীবের দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। গুরুরূপে ভক্তরূপে ও সাধকরূপে অবতীর্ণ হন, শাস্ত্রপথ প্রদর্শন করেন। বিশেষতঃ শাস্ত্রে যখন নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পরম পবিত্র হরিকথানুশীলন ও তচ্ছ্রবণোৎকণ্ঠা হইতেই জীবের চৈতন্য শক্তি বিস্ফুরিত হইবে, সকল মালিন্যই প্রক্ষালিত

হইবে, তখন আর জীবের মুক্তিপথ কণ্টকিত থাকিবে কেন! সাধুসঙ্গলাভও ইহার অন্যতম উপায়, এবং তদভাবে সাধু-চরিত্রানুশীলনও সর্ব্বথা প্রশস্ত; কিন্তু এই ঘোর কলি-কলুষিত দুর্দ্দিনে অসাধুজগতে সাধুসঙ্গ আর কোথায় মিলিবে? সুতরাং দেখিতেছি, সাধুচরিত্রানুশীলনই এখন আত্মোন্নতি সাধনের ও ভক্তিতত্ত্বলাভের মুখ্য উপায়। সাধু চরিত্র অনুসন্ধান করিতে হইলে শ্রীচৈতন্য পার্ষদগণের চরিত্রই অগ্রে নয়ন-পথে পতিত হয়। গৌরহরি নিজে অন্তর্হিত হইলেন বটে, কিন্তু পার্ষদগণে স্বীয় শক্তি সঞ্চার করিয়া সুদৃঢ় সংসার বন্ধনে বদ্ধ করিয়া গেলেন। তাঁহারা ও তচ্ছক্তিধরগণই এখন শিষ্যানু-শিষ্য পরিবেষ্টিত হইয়া আচার্য্য নামে অভিহিত হইয়াছেন।

ঐ আচার্য্যনিচয়ের মধ্যে প্রভুর পার্ষদ শ্রীবংশীবদনানন্দও বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ সমাদৃত ও সম্মানিত। ইনি কবিকর্ণপুর বিরচিত গৌরগণোদ্দেশের "বংশীকৃষ্ণপ্রিয়া যাসীৎ সা বংশীদাস ঠকুরঃ" প্রমাণে ভগবান্ নন্দ-নন্দনের বংশী অবতার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। প্রেম-পূর্ণ চৈতন্য-চরিত, শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গল ভক্তিরত্না-কর, ভক্তমাল, প্রবোধানন্দের জীবন-চরিত ও নরোত্তম-বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে গৌরভক্তগণের বিশুদ্ধ চরিত্র পর্য্যালোচনায় ভক্তহৃদয়ে যেরূপ মধুময়ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে, আজ প্রভুর প্রিয় পার্ষদ আশ্রমী বংশীবদন ও তচ্ছক্তিধর অনাশ্রমী রামাইয়ের পরম পবিত্র চরিত্রানুশীলনে সেইরূপ একটি অভিনব ভাবের আবির্ভাব হইবে, এই আশায় প্রভু বংশীবদনানন্দের প্রপৌত্র ভক্তিশাস্ত্রকুশল পবিত্রাত্মা শ্রীশ্রীরাজবল্লভ গোস্বামি প্রভুর বিরচিত অন্যূন তিন শত বৎসরের এই মুরলী-বিলাস গ্রন্থখানি সাধ্যমত

সংশোধন ও প্রয়োজনানুবর্ত্তী শ্লোকার্থ সন্নিবেশ পূর্ব্বক আমা-দিগের প্রীতিভাজন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ শ্রদ্ধাবান্ শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবাজীর হস্তে সমর্পণ করিলাম। এই গ্রন্থখানি নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিলে যে, সুপ্রবীণ ভক্ত-হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভক্তি-তত্ত্বের আবির্ভাব হইবে না, তাহা আমাদের মনে এক তিলার্দ্ধের জন্যও স্থান পায় নাই; ভক্তিপ্রবীণ পাঠক অবশ্যই ইহা হইতে এক অকৃত্রিম আনন্দ উপভোগ করিবেন এবং ভক্তিতত্ত্বে ও সাধনতত্ত্বে সমধিক অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

বাঘনাপাড়া। শ্রীবিনোদবিহারী শর্ম্মা।
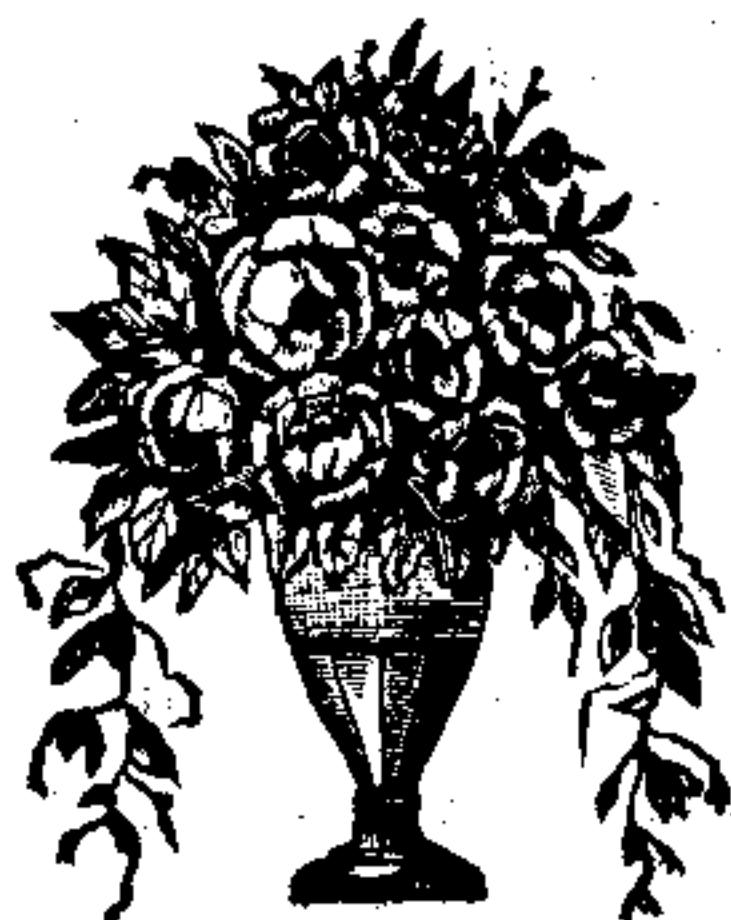
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণৌবিজয়েতাং।

শ্রীমুরলীবিলাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জগদাকর্ষিণী শক্তি নিত্য প্রেম-স্বরূপিণী।
ত্বং বংশী বদনানন্দ! বন্দে ত্বা হ হং জগদ্‌গুরো! ॥১॥
শ্রীচৈতন্য প্রিয়তম ত্বদীয় প্রেম-বিগ্রহঃ।
বন্দে তচ্চরণাম্ভোজ মকরন্দ-পিপাসয়া ॥২॥
বন্দিব শ্রীগুরু পদ নখ চন্দ্র শোভা,
শশধর জিনি জগজন মনোলোভা।

গ্রন্থারম্ভে প্রথমং তাবৎ সকলাভীষ্ট পরিপূরণায় দ্বাভ্যাং প্রসিদ্ধ-পরম গুরোর্নমস্কাররূপং মঙ্গলমাচরতি, জগদাকর্ষিণীতি, হে বদনানন্দ! এতদ্‌গ্রন্থ প্রতিপাদ্য তদাখ্য মৎ পরম গুরো! নিত্যপ্রেম স্বরূপিণী প্রেম মাত্র প্রিয়েণ শ্রীকৃষ্ণেন নিত্যং নিজাধরে ধৃতত্বাৎ। জগদাকর্ষিণী জগন্মোহিনী শক্তি স্বরূপা যা বংশী, শ্রীকৃষ্ণস্যেতি শেষঃ। সা ত্বমেব; অতএব হে জগদ্‌গুরো! শ্রীকৃষ্ণ-পদ প্রদর্শকত্বাত্ত্বমেব জগদ্‌গুরুরিতি ত্বা ত্বামহং বন্দে সাষ্টাঙ্গং প্রণমামি। প্রভোঃ শ্রীমদ্‌বংশীবদনস্য বংশী দাসঃ বদনানন্দঃ বংশী-বদনানন্দ ইতি চ বহব আখ্যাভেদাঃ শ্রূয়ন্তে। ১।

১। পুনশ্চ, হে প্রভো! ত্বদীয় প্রেমবিগ্রহঃ প্রেমময়স্বরূপঃ শ্রীচৈতন্য-প্রিয়তমঃ শ্রীশচীনন্দনস্য প্রীতি-জনকঃ অতস্ত্বমেব ধন্যঃ ইত্যর্থঃ। অহং মঙ্গল কামনয়া বিঘ্ন পরিশঙ্কয়াচ তব চরণএব পদ্মঃ তস্য যো মকরন্দঃ তস্মৈ যা পিপাসা তয়া, চরণপদ্ম-মধু-পানেচ্ছয়া বন্দে প্রণমামি ত্বামিতি শেষঃ। ২।

গুরু সর্ব্ব পরাৎপর বুঝিতে বিরল,
স্মরণে জড়িমা ঘুচে সর্ব্ব অমঙ্গল।
সেই গুরু চৈতন্য স্বরূপে অবতরি,
দীনদয়াময় নাম জগতে প্রচারি।
গুরু দেখাইলা কৃষ্ণমন্ত্র মহাবীজ,
বীজরূপে ভগবান আপনে সে নিজ।
যাঁহার স্মরণমাত্রে প্রেমোদ্ভব হয়,
নাম দেহে ভেদ নাই সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।

তথাহি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণ শ্চৈতন্য রসবিগ্রহঃ,
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্য-মুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥৩॥

সাধনানুসারে গুরু আজ্ঞামৃত পাঞা,
সাধুসঙ্গ করে কেহ বৈষ্ণব জানিয়া।
বৈষ্ণব গোসাঞিঃ পাদপদ্ম সুকোমল,
যাহার স্মরণে হৃদি হয় নিরমল।

নামেতি। নাম নামিনো রভিন্নত্বাৎ কৃষ্ণ ইতি নাম চিন্তামণিঃ, চিন্তামণি-রিব চিন্তামণিঃ। সেবকস্য চিন্তিতার্থ প্রদত্বাৎ। যথা শ্রীকৃষ্ণঃ, সেবকস্য চিন্তি-তার্থপ্রদঃ তথা ইদমপীত্যর্থঃ। কিঞ্চ চৈতন্য-রস-বিগ্রহঃ, চৈতন্যঞ্চ রস আনন্দশ্চ তন্ময়ো বিগ্রহো যস্য তথাভূতঃ; আনন্দং ব্রহ্মণোরূপমিতি শ্রুতেঃ, যথা শ্রীকৃষ্ণশ্চিদানন্দ-ঘন-রূপ স্তথা, তন্নামাপীত্যর্থঃ। পুনঃ কিন্তূতঃ পূর্ণঃ দেশ-কালাদিনা অপরিছিন্নঃ। তথা শুদ্ধঃ স্বয়ং পাপ-কর্ষকত্বান্নির্ম্মলঃ। নিত্য-মুক্তশ্চ জ্ঞানানন্দ স্বরূপত্বাদজ্ঞান-বন্ধবিহীন ইত্যর্থঃ, ভবতীতি শেষঃ। ৩॥

এক বস্তু গুরুকৃষ্ণ বৈষ্ণব এ তিন,
এক বস্তু তিন দেহ কিছু নহে ভিন্।
জয় জয় গৌরচন্দ্র প্রেমভক্তিদাতা,
জয় জয় নিত্যানন্দ দীনহীন ত্রাতা।
জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র তিমির-বিনাশী,
জয় জয় স্বরূপাদি প্রেমপূর্ণ রাশি।
জয় জয় গৌরীদাস আদি ভক্তগণ,
প্রেমের স্বরূপ জয় রূপ সনাতন।
জয় জয় বংশীবদনানন্দ ! প্রভু মোর,
শরণ লইনু প্রভু ! শ্রীচরণে তোর।
সাঙ্গোপাঙ্গ গৌরাঙ্গের যত ভক্তগণ,
দন্তে তৃণ ধরি সবে করি নিবেদন।
তোসবার পাদপদ্ম মকরন্দে আশা,
কৃপা করি দেহ প্রভু ! করি যে প্রত্যাশা।
মনের সন্দেহ মোর ছুটে কেন নাই,
এই বার কর কৃপা বৈষ্ণব গোসাঞি।
নশ্বর শরীরী আমি কি বলিতে জানি,
তো সবার কৃপালেশ এই সত্য মানি।
বহু ভাগ্যে গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবেতে রতি,
প্রেম অনুরাগে হয় কৃষ্ণেতে ভকতি।

আমি অতি দীন হীন না জন্মিল রতি,
হায় হায় অভাগার কি হইবে গতি।
শ্রীবংশীবদনানন্দ প্রেমিক সুজন,
তাঁর পুত্র নিতাই চৈতন্য দুইজন।
ঠাকুর রামাই নামে চৈতন্যের সুত,
পরম দয়ালু প্রভু সর্ব্বগুণযুত।
সেই প্রভু অনঙ্গমঞ্জরী অনুগতা,
তাঁহার বৃত্তান্ত কার বুঝিতে যোগ্যতা।
হেন প্রভু মোর নাথ পতিত পাবন,
অদ্ভুত মহিমা তাঁর না হয় বর্ণন।
জয় জয় ঠাকুর রামাই গুণধাম,
যাঁহারে সাক্ষাৎ হৈলা কৃষ্ণ বলরাম।
সেবা অঙ্গীকার কৈলা যাঁর প্রেমবশে,
হেন প্রভুর তত্ত্ব জানি জীব ছার কিসে।
ব্যাঘ্রে কৃষ্ণ নাম দিয়া করিলা করুণা,
হেন প্রভুর প্রতাপ জানিবে কোন্ জনা।
জয় জয় ঠাকুর রামাই কৃপাবান,
ব্যাঘ্রে দূর করি কৈলা বাঘ্নাপাড়া গ্রাম।
জাহ্নবা রহিলা যাঁর রন্ধন শালায়,
সহস্র বৈষ্ণবগণ যাঁহা অন্ন পায়।

বীরচন্দ্র সনে সদা সখ্যতা যাঁহার,
তেঁহ তাঁহে পরীক্ষা করিলা বার বার।
এক দিন সখ্যরসে কন্দলী করিয়া,
বারশত লেড়া রাত্রে দিলা পাঠাইয়া।
বীরচন্দ্র প্রভুর আদেশ শিরে ধরি,
দ্বিতীয় প্রহর যবে হইল শর্ব্বরী।
রামাই সকাশে আসি বৈষ্ণব সকলে,
কহে সকাতর মোরা জঠর অনলে।
* ইলিশ মৎস্যের ঝোল আম্রের সহিত,
খাইতে বাসনা চিতে করহ বিহিত।
উদর পূরিয়া অন্ন করাহ ভোজন,
ত্বরা দেহ অন্ন আর কথিত ব্যঞ্জন।
শুনেছি রামাই তুমি মহান্ত প্রধান,
আমাদের তুষি রাখ নামের সম্মান।
একে মাঘ মাস তাহে নিশীথ আগত,
তখন ইলিশ আম্র আশা অসঙ্গত।

বৈষ্ণবের মৎস্য ভক্ষণে অভিলাষ; ইহাতে অনেকের মনে সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ ভোজনের ইচ্ছা নহে কেবল প্রভু রামাইএর অলৌকিক মহিমা পরীক্ষা মাত্র, এবং যমুনায় ইলিশ মৎস্য ও তাহা তাঁহাদিগের ভক্ষণ এ সকল কেবল মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এতেক বলিলা যদি বৈষ্ণবের গণ,
জাহ্নবা স্মরণ গোসাঞি করিলা তখন।
যমুনার ঠাঁই মৎস্য নিলেন মাগিয়া,
চূত বৃক্ষ স্থানে ফল নিলেম চাহিয়া।
জাহ্নবার কাছে কহেন জোড় হাত করি,
তোমার শরণ রাখ প্রাণের ঈশ্বরি।
কিছুমাত্র অন্ন ছিল রন্ধন ভাজনে,
অন্নপুর্ণ হইল সব জাহ্নবা স্মরণে।
বার শ বৈষ্ণব সবে ভোজনে বসিল,
অল্পাংশ আহারে দেখে উদর ভরিল।
জঠরে বুলায় হস্ত উঠিছে উদ্গার,
খাও খাও বলে প্রভু সবে বার বার।
ভোজন সম্পূর্ণ হৈল যাঁহার প্রতাপে,
যুধিষ্ঠিরে রাখে যেন দুর্ব্বাসার শাপে।
এ কোন বিচিত্র তাঁর যাঁর নিকেতনে,
বিরাজে জাহ্নবা, কৃষ্ণ বলরাম সনে।
বৈষ্ণবের মুখে তাঁর মাহাত্ম্য শুনিয়া,
মিলিলা শ্রীবীরচন্দ্র দুর্লভ জানিয়া।
আর এক কথা সবে করহ শ্রবণ,
প্রসঙ্গ ক্রমেতে তাহা করিব বর্ণন।

শ্রীবংশীবদন যবে অপ্রকট হৈলা,
এস মা ! বলিয়া নিজ বধূরে ডাকিলা।
মা, মা, বলিতে তাঁর লোভ উপজিল,
গলে বস্ত্র দিয়া বধূ প্রভুকে কহিল।
যদি মোরে মা বলিলে প্রভু, দয়াময় !
প্রার্থনা শ্রীপদে, হও, আমার তনয়।
তথাস্তু, বলিয়া প্রভু আশ্বাসিল তাঁরে,
মনোগত কথা তাঁর কে বুঝিতে পারে।
পুনঃ পুনঃ তায়াতে বল কিবা কাজ,
একথা বুঝিতে পারে ভকত সমাজ।
আমি অতি মূঢ়মতি কিছুই না জানি,
তত্ত্বজ্ঞান নাই বাহ্যে করি টানাটানি।
কিছুমাত্র জানি যাঁরে সাধুর কৃপায়,
সেই প্রভু অবতীর্ণ শ্রীবাঘ্‌না-পাড়ায়।
প্রসঙ্গে কহিনু কথা সংক্ষেপ করিয়া,
পশ্চাতে কহিব বস্তু তত্ত্ব বিবরিয়া।
শুন শুন ওহে ভাই ! যতবন্ধুগণ !
মুরলী বিলাস কথা করহ শ্রবণ।
বর্ণিবার যোগ্য নই আমি জ্ঞানহীন,
অভীষ্ট তুলিয়া লও হইয়া প্রবীণ।

করো না অবজ্ঞা মনে করো না সংশয়,
ইথে রাধাকৃষ্ণ প্রেম তত্ত্বজ্ঞান হয়।
পূর্ণরূপে গোলোকে বিরাজে ভগবান্,
চিন্তামণি ভূমে সদা স্থিত নিত্যধাম।
কল্পবৃক্ষগণ যাতে সুরভির ঘটা,
নানা ভূষা দীপ্তি করে লক্ষ্মীগণ ছটা।
চিচ্ছক্তি বিলাসে কৃষ্ণরে সর্ব্ব অবতরী,
সর্ব্বেচাংশ কলা যাঁর মহাবিষ্ণু করি।

তথাহি ব্রহ্ম সংহিতায়াং।

চিন্তামণি প্রকর সদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভি-পালয়ন্তং।
লক্ষ্মীসহস্রশত-সংভ্রম-সেব্যমানং,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪ ॥

চিন্তামণি প্রকর সদ্মস্বিতি। বিরিঞ্চিগীত বহূনাং স্তবানাং প্রথমঃ স্তবঃ। চিন্তিতার্থ প্রদত্বেনৈব চিন্তামণিস্তদাখ্যঃ অপ্রাকৃত আনন্দঘনঃ প্রস্তর-বিশেষ স্তৎপ্রকরৈঃ সমূহৈর্বিলসিতেষু সদ্মসু স্থানেষু কিম্ভূতেষু কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু, সংকল্পানুরূপ ফলপ্রদা যে বৃক্ষা স্তেষাং লক্ষৈরাবৃতেষু বিরাজিতেষু সুরভীঃ গাঃ চিদানন্দরূপা এব পালয়ন্তং সর্ব্বতো রক্ষন্তং। লক্ষ্মীনাং রূপবৎ-স্বরূপ-শক্তীনাং গোপীনামিত্যর্থঃ সহস্রাণি তেষাং শতানি চ তৈ রসংখ্যাত-গোপী-জনৈ-রিত্যর্থঃ, সম্ভ্রমেণ সেব্যমানং লালিত-পাদপদ্মং তং সর্ব্ববেদেতিহাস-প্রসিদ্ধং আদিপুরুষং সর্ব্বকারণ কারণং। একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশান ইতি শ্রুতেঃ। গোবিন্দং অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রোক্তং অহং ভজামি। কর্ম্মাধীন প্রলীন-জীব নিকরাণাং অনুরূপ ভোগস্থানং দাতুমিতি পরস্মৈ পদং ॥ ৪ ॥

স্বেচ্ছাময় জগন্নাথ স্বেচ্ছাতে বিহার,
নিত্য লীলানন্দ করে লয়ে পরিকর।
ত্রিভঙ্গ ললিত অঙ্গ শ্যাম কলেবর।
অঙ্গদ বলয় শোভে অতি দীপ্তিকর।
মুরলী উপরে নথ আলোল চন্দ্রমা,
বামেতে শ্রীমতী শোভে কতি মনোরমা।
দোঁহার রূপের সীমা ত্রিজগতে নাই,
অনন্ত অযুত মুখে যাঁর গুণ গাই।

তথাহি তত্রৈব।

আলোল-চন্দ্রকলসৎ বনমাল্য-বংশী-
রত্নাঙ্গদ-প্রণয়কেলি-কলাবিলাসং।
শ্যামং ত্রিভঙ্গ-ললিতং নিয়ত প্রকাশং,
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৫ ॥

রূপের অবধি নাই গুণে নিরুপম,
আমি কি বর্ণিতে তাঁরে হইব সক্ষম।

আলোলেতি। আলোলং বামবঙ্কিমং যৎ চন্দ্রকং ময়ূর-পিচ্ছং, লসৎ শোভমানং যৎ বনমাল্যং বংশীচ রত্নময়মঙ্গদঞ্চ তানি ভূষাত্বেন বিদ্যন্তে যস্য তং। প্রণয়েন যঃ কেলিঃ পরিহাস স্তত্র যা কলা রসিকতা সৈব বিলাসঃ ক্রীড়া যস্য তং। শ্যামং ইন্দ্র নীলমণি-প্রভং, ত্রিষু অঙ্গেষু চরণকটিগ্রীবাসু যো ভঙ্গস্তেন ললিতং সুন্দরং। এতেন শ্রীমদ্বৃন্দাবনে ভগবতস্ত্রিভঙ্গ-প্রকাশে যথা সৌন্দর্য্যা-তিশয়ং, ন তথা দ্বারকাদি প্রকাশে : ইতি ধ্বনিতং। নিয়ত-প্রকাশং নিয়তং অনাদি-কাল-মারভ্য অনন্তকাল-পর্য্যন্তং প্রকাশো যস্য তং আদি-পুরুষং গোবিন্দং অহং ভজামি। ৫ ॥

গুরুমুখে শুনিয়া লিখিতে হলো আশা,
গুরুপাদপদ্ম মাত্র আমার ভরসা।
রসের স্বরূপ কৃষ্ণ আনন্দ স্বরূপ,
কি লাগি মুরলী হাতে একি অপরূপ।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডে যাঁর মহিমা অপার,
তিনি না ছাড়েন বংশী একি চমৎকার।
অলৌকিক বৈভব তাঁর ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য,
তবে কেন বংশী করে এবড়ি আশ্চর্য্য।
মুরলী কি বস্তু কিবা তার উপাদান,
ইহা কি জানিতে পারে জীবের পরাণ।
মুঞি জীব তুচ্ছ মতি নাহি ভক্তিজ্ঞান,
কোথা হৈতে পাই নিত্য বস্তুর সন্ধান।
গোলোকের নিত্য বস্তু ইহা শাস্ত্রে কয়,
তার মর্ম্ম বুঝে উঠা মোর সাধ্য নয়।
আর এক কথা কহিতে বাস লাজ,
একথা জানেন মাত্র রসিক সমাজ।
কহিতে লালসা বাড়ে কহিতে না পারি,
ব্যতিরেক তত্ত্ব বস্তু নির্দ্ধারিতে নারি।
তত্ত্ব নিরূপণে জানি মুরলীর তত্ত্ব,
দুই বস্তু ভেদ নাই একই মহত্ত্ব।

গোলোকে করিল যবে নিত্যলীলা রাস,
নিজাঙ্গ হইতে সব করিলা প্রকাশ।

তথাহি পদ্মপুরাণে।

গোলোকে ভগবান্ কৃষ্ণো রাসলীলা যদৃচ্ছয়া,
স্বাঙ্গে চ কৃতবান্‌রাধাং মুরলীং মুখপঙ্কজে॥ ৬॥

নিজাঙ্গ হইতে রাই রসের পুতলী,
মুখপদ্মে প্রকাশিলা মোহন মুরলী।
সেই মহারাস বলি তাহার আখ্যান,
নিত্য বস্তু নিত্য দুই হয় উপাদান।
গুরুমুখে এসকল পাইয়া সন্ধান,
লিখিনু সংক্ষেপে এই করি অনুমান।
একদিন গোলোকে বসিয়া ভগবান্,
ভয়েতে মলিন দেখি রাধার বয়ান।
শ্রীদামের ক্রোধাবেশ করিয়া শ্রবণে,
স্বেচ্ছা হলো মানবীয় লীলানুকরণে।

গোলোকে ইতি। গোলোকে অপ্রাকৃত ভগবন্নিত্যাধিষ্ঠানে ভগবান্ কৃষ্ণঃ শ্রীনন্দনন্দনঃ যদৃচ্ছয়া জীববৎ সংকল্পং বিনৈব রাসলীলাঃ কৃতবান্ তত্রচ নিজাঙ্গে শ্রীমদ্বক্ষসি শ্রীরাধাং শ্রীমুখকমলে চ মুরলীং কৃতবানিতি॥ ৬॥

তথাহি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

ব্রজং গত্বা ব্রজে দেবি! বিহরিষ্যামি কাননে,
মম প্রাণাধিকা ত্বঞ্চ ভয়ং কিন্তে ময়িস্থিতে ॥ ৭ ॥

অন্যান্য বিলাস ব্রজে হলো প্রকটন,
আগে অবতরি মাতা পিতা বন্ধুগণ।
প্রণয়-বিকার আহ্লাদিনীগণ লঞা,
ব্রজভূমে নরলীলা করিলা আসিয়া।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ
ভজতে তাদৃশীঃক্রীড়া যা শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥ ৮ ॥

অষ্টবসু সঙ্গে দ্রোণ ধরা ভার্য্যা সনে,
করিলা তপেতে বশ জগত-কারণে।
সে যাহা মাগিল প্রভু তাহার কারণ,
করেন মানব রূপে নর আচরণ।

ব্রজং গত্বেতি। হে দেবি! রাধিকে! ত্বং মম প্রাণেভ্যোপ্যধিকা ময়ি স্থিতে তে তব ভয়ং কিং ময়ি উপস্থিতে তব কিমপি ভয়কারণং নাস্তীতি ভাবঃ। অহমপি (বারাহে কল্পে) ব্রজং গত্বা ত্বয়া সহ কাননে শ্রীমদ্বৃন্দাবনাখ্যে বিহরিষ্যামি রাসাদিলীলাং প্রকটয়িষ্যামীতি ॥ ৭ ॥

অনুগ্রহায়েতি। ভক্তানাং ভক্তানুগ্রহার্থং মানুষং নরাকারং দেহমাশ্রিতঃ সন্, স্বেচ্ছয়া মানুষং দেহং বিরচয্যেত্যর্থঃ, তাদৃশীঃ উজ্জ্বলরস-প্রধানাঃ ক্রীড়া ভজতে শ্রীকৃষ্ণ ইতি শেষঃ। যা শ্রুত্বা জীবো বহির্মুখোঽপি তৎপরো-ভবেদিতি ॥ ৮ ॥

পরে শুন ব্রজধামে লীলানুকরণে।
কিরূপ জনমে ইচ্ছা শ্রীমতীর মনে।
বৃষভানু নৃপজায়া কীর্ত্তিদা সুন্দরী,
যমুনাতে জল খেলে সঙ্গে সহচরী।
সুবর্ণ-মঞ্জুস এক ভাসিয়া আসিল,
আচম্বিতে কীর্ত্তিদার কোলে সামাইল।
পাইয়া অমূল্য নিধি আসি নিজ ঘরে,
অতি রম্য স্থানে তাহা রাখে যত্ন করে।
আচম্বিতে প্রকাশয় রূপের মাধুরী,
তাহার ভিতরে দেখে শিশুবেশ নারী।
ললিতাদি সখী অষ্টজনার প্রকাশ,
যাহা হৈতে জানি কৃষ্ণলীলার নির্যাস।
শ্রীরূপমঞ্জরী আদি সখী অষ্টজন,
শ্রীমতী রাধিকা সহ দিলা দরশন।
বীরা বৃন্দা দুই দাসী হইলা প্রকাশ,
পূর্ণমাসীর শিষ্যা দুই বৃন্দাবনে বাস।
দেখিয়া কীর্ত্তিদা মনে উপজিল সুখ,
কোলে লয়ে, চুম্বন করয়ে চাঁদ মুখ।
দেখি বৃষভানু রাজা আনন্দে ভাসিলা,
মহানন্দে গোপ গোপীগণে নিমন্ত্রিলা।

আসিল রোহিণী সহ যশোদা সুন্দরী,
প্রাণসম সুত কৃষ্ণচন্দ্রে কোলে করি।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অঙ্গ কান্তে আলো করি,
চক্ষু নাহি মেলে রহে মৌনব্রত ধরি।
আদ্যা তপস্বিনী যোগমায়া পূর্ণমাসী,
আচম্বিতে সেই স্থানে উত্তরিলা আসি।
সেই পূর্ণমাসী তথা কৃষ্ণে কোলে নিল,
রাধিকার কাছে তাঁরে পরে সমর্পিল।
নয়ন মেলিয়া দেখে কৃষ্ণমুখ শোভা,
মুখচন্দ্র অঙ্গ নীলমণি জিনি প্রভা।
আছিল মুরলী সঙ্গে কৃষ্ণ হাতে দিলা,
মুরলী পাইয়া কৃষ্ণ প্রসন্ন হইলা।
ষড়ৈশ্বর্য্য ভোগে হয় যত সুখোদয়,
বংশীর আলাপে তাঁর ততোধিক হয়।
এই তো কহিনু মুরলীর প্রাদুর্ভাব,
যাহা হৈতে হয় নিজ কাম্য-বস্তু লাভ।
জাহ্নবা রামাই কৃপা করি অভিলাষ,
এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস।

ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয়পরিচ্ছেদ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য দীনবন্ধু,
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণার সিন্ধু।
জয় শ্রোতা ভক্তগণ চরণ বন্দিয়া,
গাইব প্রভুর গুণ আনন্দে ভাসিয়া।
অতঃপর শুন তাঁর লীলা বিবরণ,
তত্ত্বজ্ঞান লাভে যদি কর আকিঞ্চন।
যোগমায়া হতে হয়, লীলার আস্বাদ,
না হইলে পরকীয়ামাত্র অনুবাদ।
পরকীয়া হতে হয় রসের আস্বাদ,
স্বকীয়া হইতে ব্রজ ভজনেতে বাদ।
তাই কৃষ্ণ যোগমায়া করি আচ্ছাদন,
বিহরেন্ গোপ গোপী লয়ে অণুক্ষণ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে।

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষাঞ্চৈব দেহিনাং।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এষ ক্রীড়ন-দেহভাক্ ॥১॥

স্বরূপপর্য্যবেক্ষণেন সর্ব্বান্তর্যামিনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য নকেঽপি পরে ইত্যাহ—গোপীনামিতি। গোপীনাং ব্রজসুন্দরীণাং তাসাং পতীনাং সর্ব্বেষাঞ্চ দেহিনাং

সংক্ষেপে কহিনু এই লীলার বিশেষ,
অপার অনন্ত কোটি না পায় উদ্দেশ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে।
নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়-স্তবেশ,
ব্রহ্মায়ুষাঽপিকৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্ব্বহিস্তনুভৃতামশুভং
বিধুন্বন্নাচার্য্য-চৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥২॥

পূর্ব্বে কৃষ্ণ এক কথা শুনি আচম্বিতে,
সে কথা শুনিবামাত্র না সম্বরে চিতে।
তাহার স্বভাব সদা করে আকর্ষণ,
যেই শুনে তার আকর্ষয়ে তনু মন।

প্রাণিনাং যো অধ্যক্ষোবুদ্ধ্যাদিসাক্ষী অন্তশ্চরতি পরমাত্মারূপেণ ইতি শেষঃ স এব এষঃ ক্রীড়নেন দেহং ভজতি যঃ স ক্রীড়নদেহভাক্ রাসরসিকঃ রাসে ক্রীড়তীতি শেষঃ। ১।

নৈবেতি। হে ঈশ! কবয়ঃ পরংতত্ত্বজ্ঞাঃ ব্রহ্মায়ুষাপি ব্রহ্মণ আয়ুষং প্রাপ্যাপি, অতিদীর্ঘায়ুষাপীতার্থঃ; তব অপচিতিং ত্বৎকৃতোপকারস্য প্রত্যুপকারং নৈব উপযন্তি, উপকারানুরূপং প্রত্যুপকারং কর্ত্তুং ন শক্নুবন্তীত্যর্থঃ। কৃতং ত্বৎকৃতমুপকারং স্মরন্তশ্চিন্তয়ন্তঃ কেবলং ঋদ্ধমুদঃ প্রবৃদ্ধানন্দ আসতে। উপকারমেবাহ যো ভবান্ অন্তর্ব্বহিরাচার্য্যচৈত্য-বপুষা গুর্ব্বন্তর্যামী-রূপেণ বহির্গুরুরূপেণ অন্তঃ অন্তর্যামিরূপেণ চ, তনুভৃতাং জীবানাং অশুভং অমঙ্গলং বিষয়াভিলাষং বিধুন্বন্ নিরস্যন্ স্বগতিং নিজস্বরূপং প্রকটয়ন্ প্রকাশয়তীতি ॥২॥

সেই যে পরম রস অতি চমৎকারী,
যে রসে বিহ্বল হন্ কিশোর কিশোরী।
তাহার স্বভাব সদা উন্মত্ত করয়,
গোপীগণ কৃষ্ণসহ যাতে ভুলে রয়।
এইরূপে পূর্ব্বাবস্থা হয়ে বিস্মরণ,
রসের স্বভাবে রাগ বাড়ে অনুক্ষণ।
জাতি কুলশীল আদি ধর্ম্ম আছে যত,
সঁপিলা কৃষ্ণের পায় জনমের মত।
বাল্য পৌগণ্ড অতি মনোমতি-লোভা,
কৈশোর হইতে নানা ভাবচন্দ্র শোভা।
দোঁহার হইল নব-কৈশোর উদয়,
সে রূপ লাবণ্য কেবা বর্ণিতে পারয়।
নীলমণি জিনি কান্তি করে ঢল ঢল,
সৌদামিনী জিনি রাই করে ঝলমল।
কোটিচন্দ্র কান্তি জিনি, কৃষ্ণ মুখশোভা,
তাহাতে শোভিত বংশী গোপী মনোলোভা।
চূড়ার টাননী ইন্দ্র-ধনু মোহনীয়া,
শ্রবণে কুণ্ডল কোটি সূর্য্য কিরণিয়া।
চাঁচর কুন্তল ভালে অলকা-লম্বিত,
তাহাতে চন্দন চাঁদ অতি সুশোভিত।

ভ্রূভঙ্গ, আমরি যেন কামের কামান,
জিনিয়া কুসুম শর কমল নয়ান।
উন্নত নাসিকা মুখে আলো করি রয়,
দেখি ব্রজবধুগণ বিকল হৃদয়।
গলে দোলে বনমালা অতি সুশোভিত,
কিম্বা নবঘনে যেন বিদ্যুত উদিত।
পীতাম্বর পরিধান অতি পরিপাটী,
বিজলী সঞ্চার তায় হয় কোটি কোটি।
চরণে নূপুর তায় রুণু রুণু বাজে,
চমকে যুবতী সবে হৃদে শর বাজে।
লাবণ্য লহরী খেলে শ্যাম কলেবরে,
তুলনা দিইতে তার কেবা সাধ্য ধরে।
স্বেচ্ছাময় বপু তাঁর স্বেচ্ছায় বিহার,
কিসের লাগিয়া শিখি-চন্দ্র শিরে তাঁর।
একথা সন্দেহ মনে হইল আমার,
কে মোরে জানাবে এ সকল সমাচার।
যদি মোরে দয়া কর ঠাকুর রামাই,
অনায়াসে এসব সিদ্ধান্ত তত্ত্ব পাই।
ওহে প্রভু জাহ্নবার মানসরঞ্জন,
মো অধমে প্রেমভক্তি কর বিতরণ।

ভক্তি অনুসারে পাই এ সকল তত্ত্ব,
নহিলে বা কে বা কোথা জানে এ মহত্ত্ব।
বৈষ্ণব গোসাঞি দীন দুঃখীর জীবন,
যাঁহার আশ্রয়ে পাই তত্ত্ব নিরূপণ।
এসব সিদ্ধান্ত কথা পাছে নিরূপিব,
আগে শ্রীরাধিকারূপ স্বরূপ কহিব।
স্থগিত বিজরী যেন রাই অঙ্গ কাঁতি,
নীলবাস পরিধান নানাচিত্র ভাতি।
মাথায় কুন্তল-ভার কবরী-রচিত,
তাহে নানা ফুলদাম গন্ধে আমোদিত।
চন্দ্রের উপরি সূর্য্য উদয় হয়েছে,
কামের কামান ভুরুযুগ্ম শোভিতেছে।
শ্রবণে নাটকমণি কোটি সূর্য্য প্রভা,
মৃগেন্দ্র নয়নী মুখ কোটি চন্দ্র আভা।
তিলফুল জিনি নাশা মুকুতার ঝুরী,
তাহার সৌন্দর্য্যে কৃষ্ণ মন করে চুরি।
মৃগমদ-বিন্দু-শোভা চিকুরের মাঝে,
হেমাব্জ উপরে যেন ভ্রমর বিরাজে।
কম্বু-কণ্ঠ অধোদেশে কনক কলস,
কি দিব তুলনা তার কৃষ্ণ যার বশ।

তাহে নীলবাস নানাচিত্র কঞ্চুলিকা,
যাহার গৌরবে মত্তা শ্রীমতীরাধিকা।
প্রমত্ত মাতঙ্গ শুণ্ড জিনি করদ্বয়,
মণি-সুরচিত ভূষা কত শোভে তায়।
ত্রিবলীকো পর্ নাভি জিনি সুকোমল,
কটি-ভূষা কিঙ্কিণীতে করে ঝলমল।
মদন বিমান চাক নিতম্ব-নিদেশ,
উলট্ কদলী জানু-যুগ্ম সুবিশেষ।
চরণকমলে নখকৌমুদী সঞ্চার,
যাব-রাগ সুবিরাজে তাহার উপর।
এরূপ লাবণ্য যে তুলনা দিব কিসে,
ত্রিজগতের নাথ কৃষ্ণ থাকে যাঁর বশে।
মদন-মোহন সেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন,
তাঁহার মোহিনী-রূপের কি করুঁ বর্ণন।
দুঁহরূপ অনুপম নিরূপণ নহে,
এ কথা জানিব কিসে শাস্ত্রবেদ্য নহে।
সবে এক জানে যেই তাঁহারি আশ্রয়,
তাঁহার আশ্রয় হইলে তার বেদ্য হয়।
এক বস্তু হৈতে দুই দেহমাত্র সেহ,
কে জানিবে এই তত্ত্ব জানে কেহ কেহ।

প্রেমময় শ্রীরাধিকা প্রেমের স্বরূপা,
রসের স্বরূপ কৃষ্ণ রসেতে অধিকা।
যথা তথা মতে এই কৈলা নিরূপণ,
এবে সে জানিতে হয় বিলাস কারণ।
কামের বিলাস আর রূপের বিলাস,
প্রেমের বিলাস আর রসের বিলাস।
এ সব প্রকার ভেদ বুঝা নাহি যায়,
তবে যে বুঝয়ে সেই ভকত-কৃপায়।
আমি দীন হীন মোরে করহ করুণা,
ওহে নাথ কর কৃপা না করিহ ঘৃণা।
এ ভব সংসারে মোর আর কেহ নাই,
এবার রাখহ মোরে বৈষ্ণব গোসাঞি।
কৈশোর বয়সে কাম জগত সফল,
বিহার করিতে কৃষ্ণ সদাই চঞ্চল।
বংশী আলাপন করি গোপীমন হরি,
কন্দর্পের দর্পনাশ করেন শ্রীহরি।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে।

এবং পরিষঙ্গ করাভিমর্ষ স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দাম বিলাস-হাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ব-বিভ্রমঃ ॥৩॥

এবমিতি। স্বপ্রতিবিম্বৈর্বিভ্রমঃ ক্রীড়া যস্য সোঽর্ভকঃ মুগ্ধঃ শিশুরিব।

পূর্ব্বরাগে যবে বংশীধ্বনি যে শুনিল,
শুনিতেই তার মনেন্দ্রিয় আকর্ষিল।
উৎকণ্ঠা বাড়িল মনে দেখিবার তরে,
দোঁহে দোঁহা রূপ দেখে দুঁহুমন হরে।
যে অঙ্গে লাগয়ে নেত্র সেই অঙ্গে রয়,
ব্যথিত অন্তরে শেষে বিধিরে নিন্দয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে।

অটতি যদ্ভবানহ্নি-কাননং,
ত্রুটিযুগায়তে ত্বামপশ্যতাং।
কুটিল-কুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড়উদীক্ষ্যতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাং।৪।

রমায়াঃ লক্ষ্মাঃ ঈশঃ প্রভুরপি পরিষঙ্গ আলিঙ্গনং করেণাভিমর্ষঃ স্পর্শঃ স্নিগ্ধেক্ষণং সপ্রেমাবলোকনং, উদ্দামবিলাসঃ পারিতোষিকপ্রদানং, হাসঃ মুখোল্লাসঃ, পরিহাসো বা তৈঃ ব্রজসুন্দরীভিঃ সহ রেমে।৩।

শ্রীকৃষ্ণস্য বেণুনাদমাকর্ণ্য তদনুসরণক্রমেনাভ্যোতা দর্শন-লালসা-পরিপূরণান্তরায়ভূতং বিধাতারং নিন্দন্তি। অটতীতি। যদ্‌যদা ভবান্ অহ্নি দিবসে কাননং বৃন্দাবনাখ্যং বনং অটতি গচ্ছতি ; তদা ত্বাং অপশ্যতামস্মাকং গোপরামানাং ত্রুটিঃ ক্ষণাংশোঽপি যুগায়তে যুগতুল্যাস্তবতি। (পুনঃ কথঞ্চিৎ দিবসাবসানে) তে তব কুটিলং কুন্তলং যস্মিন্ তৎ শ্রীমুখং মুখকমলং উদীক্ষ্যতাং সোৎসুকমীক্ষমানানাং তাসাং গোপরামানাং দৃশাং চক্ষুষাং পক্ষ্মকৃৎ পক্ষ্মস্রষ্টা বিধাতা পদ্মযোনিঃ জড়ঃ বিবেকশূন্যঃ, অতঃ নিন্দাস্পদীভূত ইতি।৪।

প্রেম শব্দে এই কহি উভয় প্রকার,
দুঁহু প্রেমে মত্ত দোঁহে এই ব্যবহার।
সেই প্রেম বিলাসের নানা অঙ্গ হয়,
সম্যক্ প্রকারে তাহা বর্ণন না হয়।
বংশীর শব্দেতে প্রেমরাগ জন্মাইয়া,
দুঁহু প্রেমে দুঁহু মন ঝুরে কি লাগিয়া।
রসিক-শেখর রস-বিলাসে সুজন,
রস আস্বাদিয়া রাখে রসিকের মন।
রস বিলাসের কথা বুঝিতে দুর্গম,
রসিক ভকত বুঝে, কি বুঝে অধম।
রসিক কহি, যে সদা রস আস্বাদয়,
এমন রসিক কেবা বুঝিতে পারয়।
জগতের গুরু সেই রসিক প্রধান,
রস আস্বাদন বিনা নাহি জানে আন।
রসের হিল্লোলে রস সদা করে পান,
তার অবশেষ পিয়া মানে ভাগ্যবান।
এমন রসিক মানি মুরলী সকলা,
সদাই করয়ে যেই কৃষ্ণাধরে খেলা।
রসিক শেখরাধর রসের ভাণ্ডার,
তাহা যেই পান করে উপমা কি তার।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে।

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধর-সুধামপি গোপিকানাং
ভুঙক্তে স্বয়ং যদবশিষ্ট-রসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্বচোশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ। ৫।

অতএব সর্ব্বোৎকর্ষা সর্ব্বরসালিকা,
সর্ব্ব আকর্ষিকা কৃষ্ণ প্রাণের অধিকা।
ভূলোক ভবলোক স্বরলোক আর,
সত্য লোক গোলোক আকর্ষে রবে যার।
এ বড় আশ্চর্য্য নহে বংশার চরিত,
পতিব্রতাগণ শুনি না পায় সম্বিত।

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে।

নদন্নবঘন-ধ্বনিঃ শ্রবণহারি সচ্ছিঞ্জিতঃ
সনর্ম্ম-রস-সূচকাক্ষর-পদার্থ-ভঙ্গ্যুক্তিকঃ,
রমাদিক-বরাঙ্গনা-হৃদয়হারি-বংশীকলঃ
সমে মদনমোহনঃ সখি! তনোতি কর্ণস্পৃহাং।৬।

গোপ্য ইতি। হে গোপ্যঃ অয়ং বেণুঃ কিং স্ম কুশলংপুণ্যং আচরৎ কৃতবান্। যদ্ যস্মাৎ গোপিকানামেব ভোগ্যং দামোদরাধরসুধাং শ্রীকৃষ্ণাধরামৃতং অবশিষ্ট-রসং কেবলং অবশিষ্টরসং যথাস্যাত্তথা ভুঙক্তে। যদ্ যতঃ হ্রদিন্যঃ নদ্যঃ মাতৃতুল্যা বিকসিত কমলমিষেণ হৃষ্যত্বচো রোমাঞ্চিতা লক্ষ্যন্তে দৃশ্যন্তে। তরবো বৃক্ষাশ্চ মধুধারামিষেণ আনন্দাশ্রু মুমুচুঃ মুক্তবন্তঃ। যথা আর্য্যাঃ কুলবৃদ্ধাঃ স্ববংশে ভগবৎ সেবকং দৃষ্ট্বা হৃষ্যত্বচোহশ্রু মুঞ্চন্তি তদ্বদিতি। ৫।

নদন্নিতি। হে সখি বিশাখে, নদন্ শব্দায়মানঃ নবঘনবৎ ধ্বনিঃ

আর এক শুন বংশীর অদ্ভুত চরিত,
যে কথা শুনিলে চিত্ত না পায় সম্বিত।
গোপকন্যা মুনিকন্যা শ্রুতিকন্যাগণ,
দেবকন্যা নাগকন্যা কি করুঁ গণন।
একা বংশীধ্বনি মাত্রে আকর্ষিয়া আনে,
কামবাণে জ্বর জ্বর নাহি বাহ্যজ্ঞানে।
বিপরীত বেশ ভূষা করিল সবাই,
কোথায় চরণ পড়ে এই জ্ঞান নাই।
তার মধ্যে এক গোপী যাইতে না পাঞা,
রাগেতে পাইল গুণময় তেয়াগিয়া।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে।

তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ।৭।

কণ্ঠধ্বনির্যস্য সঃ, শ্রবণহারি শ্রুতিসুখকরং সচ্ছিঞ্জিতং সুমধুর-ভূষণশব্দো যস্য সঃ, নর্ম্মেণপরিহাসেন সহ রসব্যঞ্জকানাং অক্ষরপদার্থানাং ভঙ্গিঃ নানা-রসকাব্যমহাকৌতুকদায়িনী উক্তিঃ ভাষা যস্য সঃ, রমাদিক বরাঙ্গনানাং হৃদয়হারী বিকলীকরণশীলঃ বংশীকলঃ বংশীধ্বনির্যস্য সঃ মদনমোহনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ মে মম কর্ণস্পৃহাং তনোতি বিস্তারয়তীতি।৬।

ত্বমেবেতি। জারবুদ্ধ্যাপি প্রাকৃত-পরপুরুষজ্ঞানেনাপি তমেব পরমাত্মানং শ্রীকৃষ্ণং সঙ্গতা মিলিতাঃ, অতএব সদ্যস্তৎক্ষণাৎ প্রক্ষীণবন্ধনা নির্ধূত-পাপপুণ্যাঃ সত্য গুণময়ং প্রাকৃতমেব দেহং শরীরং জহুস্ত্যক্তবত্যঃ গোপ্য ইতি শেষঃ।৭।

এ আশ্চর্য্য নহে গোপী রসের পুতলী;
রসালিকা বংশী শুনি, হইলা ব্যাকুলী।
মৃততরু মুঞ্জরয়ে শুনি বেণু গান,
ইথে কি রসের বপু ধরয়ে পরাণ।
খগ মৃগ আদি করি যত জীবগণ,
নদ নদী শীলা আর স্থাবর জঙ্গম।
সবার বিভ্রম হয় মুরলীর স্বনে,
বিশেষ গোপীকাগণে হানে কামবাণে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে।

কাস্ত্র্যঙ্গ-তে কলপদা-ম্নত বেণুগীত,
সম্মোহিতার্য্য-চরিতান্ন চলেত্ত্রিলোক্যাং।
ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং,
যদ্গোদ্বিজদ্রুম-মৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ।৮।

অতএব মুরলীর গুণ চমৎকারি,
কোন্ বস্তু হয় বংশী বুঝিতে না পারি।
যার ধ্বনি শুনিমাত্র পুরুষ অঙ্গনা;
উন্মত্ত হইয়া পড়ে হারায় চেতনা।

কাস্ত্রীতি। অঙ্গ হে শ্রীকৃষ্ণ! কাস্ত্রী তে তব কলপদায়তবেণুগীত-সম্মোহিতা- মধুর-স্বরালাপ-বেণুগান-বিভ্রান্তা সতী ত্রৈলোক্যসৌভগং ত্রিভুবনৈকসুন্দরং ইদং রূপং নিরীক্ষ্য চ, সম্যগক্ষিগোচরীকৃতাচ, আর্য্য-চরিতাৎ নিজধর্ম্মাৎ নচলেৎ। যদ্ যস্মাৎ গবাদয়োঽপি পুলকানি অবিভরুরিতি। ৮।

তথাহি বিদগ্ধ-মাধবে

ক্ষন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্মুহুস্তম্বুরুং
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মেরয়ন্ বেধসং,
ঔৎসুক্যাবলিভির্ব্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ ।৯।

এই ত কহিনু বংশী-বিলাসের তত্ত্ব,
বুঝিতে নারিনু তার কেমন মহত্ত্ব।
জগতমোহন কৃষ্ণাধরে স্থিত সদা,
কৃষ্ণের স্বরূপানন্দদায়ী সুপ্রমদা।
কৃষ্ণপক্ষ, কিবা রাধার হন্ অনুগতা,
বুঝিতে না পারি কিছু এসকল কথা।
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ,
ইহাঁদের বেদ্য হয় সব যথাযথ।

রুন্ধন্নিতি। অম্বুভৃতঃ মেঘান্ রুন্ধন্ স্তম্ভয়ন্, তুম্বুরুং স্বনাম প্রসিদ্ধং গন্ধর্ব্বাধিপতিং চমৎকৃতিপরং আশ্চর্য্যান্বিতং কুর্ব্বন্, সনন্দনমুখান্ সনন্দনাদীন্ ঋষীন্ ধ্যানাৎ অন্তরয়ন্, সনন্দনাদীনাং ধ্যানচ্যুতিং কারয়ন্নিত্যর্থঃ, বেধসং বিধাতারং বিস্মেরয়ন্, লোকস্রষ্টুরপি বিস্ময়মুৎপাদয়ন্নিত্যর্থঃ; বলিং বলিরাজং ঔৎসুক্যাবলিভিঃ ঔৎসুক্য-সম্ভারৈশ্চটুলয়ন্ চঞ্চলীকুর্ব্বন্, ভোগীন্দ্রং অনন্তদেবং আঘূর্ণয়ন্, অণ্ডকটাহভিত্তিং ব্রহ্মাণ্ডং ভিন্দন্, বংশীধ্বনিঃ অভিতঃ সর্ব্বতো বভ্রাম ভ্রমিতবানিতি ॥ ৯ ॥

তথাহি বিদগ্ধ-মাধবে।

সদ্বংশতস্তবজনিঃ পুরুষোত্তমস্য,
পাণৌস্থিতির্মুরলিকে! সরলাসি জাত্যা,
কস্মাত্বয়া সখি! গুরোর্বিষমাদগৃহীতা,
গোপাঙ্গনাগণ-বিমোহন-মন্ত্রদীক্ষা।১০।

গোসাঞি লিখিলা ইহা বিদগ্ধ মাধবে,
ইথে কি সন্দেহ, নিষ্ঠা করি শুন সবে।
কেহ কোন মত কহে তাহা নাহি জানি,
শ্রীরূপ গোস্বামী বাক্য সত্য করি মানি।
সর্ব্ব আকর্ষিণী কাম-বীজ মহামন্ত্র,
তাহা দীক্ষা দিলা কৃষ্ণ আর নানা তন্ত্র।
রাধামন্ত্র উপদেশ শিক্ষা করাইলা,
শ্রীমতি রাধিকা পাদপদ্মে সমর্পিলা।
তেঞি রাধা রাধা বলি ডাকে নিরন্তর,

সদ্বংশত ইতি। হে সখি! মুরলিকে! সদ্বংশতঃ মহৎকুলাৎ তব জনিঃ উৎপত্তিঃ, পুরুষোত্তমস্য নন্দনন্দনস্য পাণৌ করকমলে তব স্থিতিঃ স্থানং শ্রীকৃষ্ণস্য করকমলাশ্রিতত্বমিত্যর্থঃ, পুনঃ জাত্যা স্বভাবেন ত্বং সরলাসি; এবম্ভূতাপি ত্বং কস্মাৎ বিষমাৎ কৌটিল্য-গুণগরীয়সো গুরোঃ সকাশাৎ ত্বয়া গোপাঙ্গনানাং বিমোহনায় যা মন্ত্রদীক্ষা সা গৃহীতা অবলম্বিতেতি॥ ১০॥

কৃষ্ণ করে স্থিতা নিত্য নাহি করে ডর।
কৃষ্ণমুখোদ্ভবা তাতে রাধা অনুগতা,
ইহাতে বিচিত্র কিবা এসব যোগ্যতা।
দোঁহার সম্ভোগকালে চরণের তলে,
প্রেমেতে বিভোল হয়ে গড়া গড়ি বুলে।
সম্ভোগান্তে রতিশ্রান্তে কৃষ্ণনিদ্রাকালে,
চুরি করি রাই বংশী রাখে নিজ কোলে।
সে আনন্দ সব কথা রসের তরঙ্গ,
সেই সে জানিতে পারে যে জন রসজ্ঞ।
রাগ বস্তু হঞা রাগাত্মিকাতে আশ্রয়,
বুঝিতে না পারি কিছু ইহার বিষয়।
রাগাত্মিকা বস্তু হয় প্রেম স্বরূপত,
আপনি শ্রীকৃষ্ণ যাতে হৈলা অনুগত।

তথাহি গোবিন্দ-লীলামৃতে।

কস্মাদ্বৃন্দে! প্রিয়-সখি! হরেঃ পাদমূলাৎ, কুতোঽসৌ?
কুণ্ডারণ্যে, কিমিহ কুরুতে? নৃত্য-শিক্ষাং, গুরুঃ কঃ?
তং ত্বন্মূর্ত্তিঃ প্রতিতরুলতা-দিগ্বিদিক্ষু স্ফুরন্তী,
শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো নর্ত্তয়ন্তী স্বপশ্চাৎ।১১।

কস্মাদিতি। হে বৃন্দে! সম্প্রতি কস্মাদাগতাসি? বৃন্দাহ. হে প্রিয়সখি! রাধিকে! হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পাদমূলাৎ, অহং শ্রীকৃষ্ণ সকাশাদাগচ্ছামীতিশেষঃ। হে বৃন্দে! অসৌ হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কুতঃ কুত্রাস্তে? হে রাধে! হরিস্তব কুণ্ডারণ্যে

রাধা বৃন্দা প্রশ্নোত্তর এই সব কথা,
যে কথা শুনিলে যায় হৃদয়ের ব্যথা।
প্রেমের স্বভাবে কৃষ্ণ রাধাময় হেরি,
রাধা অগ্রে করি, নাচে নটবেশ ধরি॥
এসব নিগুঢ় কথা সর্ব্বত্র না পাই,
চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিলেন্ তাই।
গোস্বামী সকল মহাভাব রসজ্ঞানী,
অতএব এসকল তত্ত্ব যে বাখানি।
ময়ূর চন্দ্রিকা বনমালা পীতবাস,
এসব রাধিকাভাবে করয়ে বিন্যাস।
গোপাঙ্গনা নেত্রোৎপলে কৃষ্ণ প্রপূজিত,
সদাই কৈশোর দেখি অনঙ্গে মোহিত।
সেই নেত্র শোভা কৃষ্ণ দুর্ল্লভ জানিয়া,
ময়ূর চন্দ্রিকা পরে ভাবাবিষ্ট হঞা।

অধিতিষ্ঠতি। হে বৃন্দে! হরিরিহ মম কুণ্ডতীরে কিং কুরুতে? রাধে! নৃত্যশিক্ষাং কুরুতে। রাধাহ গুরুঃ কঃ? নৃত্যাভ্যাসস্যেতি শেষঃ। বৃন্দাহ, রাধে! ত্বন্মূর্ত্তিস্তব অঙ্গচ্ছবিঃ [illegible] অষ্টাসু দিশাসু প্রতিতরুলতাং স্ফুরন্তী সতী স্বপশ্চাৎ নিজপার্শ্বে তং শ্রীনন্দনন্দনং নর্ত্তয়ন্তী সতী, পরিতঃ সর্ব্বতঃ শৈলূষীব প্রধানা নর্ত্তকীবৎ [illegible]। শ্রীকৃষ্ণস্তব মধুময়-ভাবেনাবিষ্টঃ সন্ সর্ব্বংজগৎ রাধাময়ং পশ্যতীতি ভাবঃ॥ ১১॥

শ্রীরাধিকা কান্তি শোভা বিদ্যুৎ সমান,
সেই ভাবে করে পীতবাস পরিধান।
রাধা প্রেম অনুরাগ সদাই অন্তরে,
সেই অনুরাগে হৃদে বনমালা ধরে।
এই ত কহিনু ময়ূর-চন্দ্রিকা আখ্যান,
আর নানা মত আছে কতই ব্যাখ্যান।
আমি ক্ষুদ্র জীব মোর নাহি শাস্ত্রজ্ঞান,
ইহাতে কেমনে জানি এসব প্রমাণ।
মোর প্রাণপতি সেই ঠাকুর রামাই,
যা লেখায় তাই লিখি মোর দোষ নাই।
অতএব বংশী হৈলা রাধিকা আশ্রয়,
রাধা সর্ব্বপরাৎপরা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
জানিলা কৃষ্ণের ঐছে রাধা অনুরাগ,
জানিতে চাহি যে কৃষ্ণে যৈছে তাঁর ভাব।
রসাশ্রয়া প্রেমানুগা এ দুই প্রকার,
উভয়ত গুরু মানে এই ব্যবহার।
রাধা গুরু করি মানে শ্রীনন্দ নন্দনে,
সে ভাবে করেন্ কৃষ্ণ-প্রেমের সেবনে।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত দিবানিশি নাহি জানি
কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণনাম মুখে সদা ধ্বনি।

কৃষ্ণলীলা গুণবৃন্দ অবতংশ কাণে,
কৃষ্ণ বিনা অন্য আর কিছু নাহি জানে।
নীলমণি প্রভা জিনি কৃষ্ণের বরণ,
তার ভাবে বক্ষে, নীলবস্ত্র আচ্ছাদন।
বাহিরে অন্তরে কৃষ্ণময়ী শ্রীরাধিকা,
আহ্লাদিনী শক্তি কৃষ্ণ প্রেমের স্বরূপা।
আহ্লাদিনী কহি, কৃষ্ণে করয়ে আহ্লাদ,
প্রীতিরূপা গুরু, এই প্রেম মরিযাদ।
শ্রীকৃষ্ণ আপনে হৈলা রাধিকা আশ্রয়,
মুরলী হইবে, ইথে কি আছে বিস্ময়।
রাধিকা মুরলী ললিতাদি সখী গণ,
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য, এ সবার কারণ।
বিশেষ বংশীর দেখ আশ্চর্য্য মহিমা,
গোপাঙ্গনা না পাইলা যাঁর ভাগ্যসীমা।
কৃষ্ণের স্বরূপা বংশী কৃষ্ণপ্রাণসমা,
সদা আস্বাদয়ে প্রেমে কৃষ্ণরসপ্রেমা।
কৃষ্ণ সুখোল্লাসা সদা দূতিকা প্রধান,
যার শব্দামৃতে ঘুচে মানিনীর মান।
সখীগণ হয়েন রাধার অনুরূপ,
শ্রীমতী রাধিকা রস বিলাসের কূপ।

ললিতাদি সখীগণ রাধিকাস্বরূপা,
শ্রীরূপমঞ্জরী আদি রাই অনুগতা।
তদ্ভাবেচ্ছাময়ী বলি কৃষ্ণ সুখোল্লাসা,
তত্তৎভাবে রসময়ী উভয়-আবেশা।
রাধিকা আশ্রয় হঞা কৃষ্ণ-সুখ চায়,
প্রিয় নর্ম্ম-সখী বলি, সকলেতে গায়।
মুরলীকে জেন প্রিয় নর্ম্ম-সখী বলি,
রাধাকৃষ্ণ দোঁহাকার প্রেমেতে আগলি
সিদ্ধাবস্থা সাধকাবস্থা এই দুই ভেদ,
লীলাস্থানী সাধকা, নিত্যে সিদ্ধাপ্রভেদ।
নিত্যলীলা নিত্যানিত্য এ দুই প্রকার,
উপাসনা ক্রমে জানি এ সব বিচার।
নিত্যস্থানী শ্রীরাগমঞ্জরী যাঁর নাম,
লীলাস্থানী মুরলিকা তাহার আখ্যান।
রাগেতে উদয় তেঞি রাগমঞ্জরী কহি,
রূপেতে উদয় রূপমঞ্জরী বোলহি।
অনঙ্গ হইতে অনঙ্গ-মঞ্জরী উদয়,
রসবিলাসাদি করি এই মত কয়।
কহিল সংক্ষেপে এই মঞ্জরী আখ্যান,
আমি অজ্ঞ কি জানিব ইহার প্রমাণ।

শাস্ত্র নাহি পড়ি আমি প্রমাণ কি জানি,
শ্রীগুরুচরণ কৃপা এই সত্য মানি।
রাগোদ্দেশে ভগবান্ করি নরলীলা,
বিশেষে বিশেষে কৈলা নানারস খেলা।
শ্রীমতী রাধার প্রেম-অন্ত না পাইয়া,
আশ্রয় লইলা কৃষ্ণ তুল্লর্ভ জানিয়া।
বিজাতীয় প্রেমচেষ্টা শ্রীমতী রাধার,
যাহা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে হাহাকার।
রাধিকার সখীগণ রাধিকা সমান,
যাহাদের প্রেম চেষ্টা নহে পরিমাণ।
নর্ম্ম-সখীগণ-প্রেমে রসের প্রকাশ,
সহজহি রাধাকৃষ্ণে যার ভাবোল্লাস।
এসবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ চমৎকার,
কি করিতে কি হইল নাহি পান্ পার।
গোলোকের বিলাসাদি কিছু নাই মনে,
দিবানিশি প্রেমানন্দে করে আকর্ষণে।
রাধাপ্রেম আপন মাধুরী গোপীভাব,
এই তিন আস্বাদিতে হৈল অনুরাগ।
রাধিকাকে কহেন্ কৃষ্ণ গর গর মন,
কিরূপে হইবে তিন বস্তু আস্বাদন।

ভাবিয়া দেখিনু তোমা বিনে গতি নাই,
তিন বস্তু আস্বাদন তোমা হতে পাই।
আমিহ করিব তথা ভাব অঙ্গীকার,
নবদ্বীপে তুয়া প্রেম করিব প্রচার।
তুয়া ভাব অঙ্গকান্তি অঙ্গীকার বিনে,
তিনবস্তু কভু দেখ নহে আস্বাদনে।
কৃষ্ণের এতেক বাক্য শুনিয়া রাধিকা,
কহিতে লাগিলা কিছু প্রেম-পুতলিকা।
আমিহ রহিব কোথা আর সখিগণ,
মুরলী রহিবে কোথা কহত কারণ।
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ কহিতে লাগিলা,
তুমি হেন কহ তোমা হতে এই লীলা।
তোমাতে আমাতে হই একাত্মা স্বরূপ,
ললিতাদি সখি তব কায়ব্যূহ রূপ।
তুমি হবে গদাধর দাস মহাশয়,
ললিতাদি স্বরূপাদি জানিহ নিশ্চয়।
মুরলী হইবে প্রভু শ্রীবংশী বদন,
শ্রীরূপমঞ্জরী হবে রূপসনাতন।
এইমত মোর সঙ্গে নর রূপ ধরি,
প্রেম আস্বাদিবে সবে ভাব অঙ্গীকরি।

এতেক কহিয়া কৃষ্ণ হৈয়া প্রেমময়,
গৌড় দেশে নবদ্বীপে হইলা উদয়।

তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা—
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত-মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশংবেতি লোভাৎ,
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।১২।

বলাই হইলা নিত্যানন্দ পদ্মাসুত,
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য যাঁহা হইতে উদ্ভূত।
রাধাভাব দ্যুতি সুবলিত অঙ্গীকরি,
শচী-গৃহে নবদ্বীপে হৈলা গৌরহরি।
সংক্ষেপে কহিনু এই চৈতন্যাবতার,
যাহা হৈতে জানি প্রেম নামের প্রচার।

শ্রীশচীনন্দনস্যাবতার-মূল-কারণভূতং বাঞ্ছাত্রয়মাহ। শ্রীরাধায়া ইতি। শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা প্রণয়মাহাত্ম্যং বা কীদৃশঃ, স ময়া জ্ঞাতব্য ইত্যর্থঃ। অনয়া রাধয়া এব যেন প্রেম্ণা মদীয়োদ্ভুত মধুরিমা লোকাতীত-মাধুর্য্যাতিশয় আস্বাদ্যঃ সঃ কীদৃশঃ সোঽপি ময়া অনুভবিতব্য. ইত্যর্থঃ। চ পুনঃ মদনুভবতঃ অস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ কীদৃশম্বা সৌখ্যংজাতমিতিশেষঃ, তদেবচ ময়া জ্ঞাতব্যমিতি লোভত্রয়েনাকৃষ্টত্বাৎ তস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ ভাবেন আঢ্যঃ যুক্তঃ সন্ হরীন্দুঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ শচ্যাঃ গর্ভ এব সমুদ্রঃ তস্মিন সমজনি প্রাদুর্ভূব ইতি॥ ১২॥

রসিক শেখর আর পরম করুণ,
এই রস আস্বাদন নাম প্রচারণ।
স্বাঙ্গোপাঙ্গ ভক্ত সঙ্গে সতত বিলাস,
আপনে করয়ে সদা রসের প্রকাশ।
গদাধর দাস প্রিয় শ্রীবদনানন্দ,
ললিতা স্বরূপ বিশাখিকা রামানন্দ।
এ সবা লইয়া সদা রসের আস্বাদ,
সদা রসে ঢল ঢল প্রেমে উনমাদ।
পরেতে কহি যেরূপ মুরলীবিহার,
যাহা লঞা শ্রীগৌরাঙ্গের আনন্দ অপার।
গৌড়দেশে নবদ্বীপ গঙ্গাসন্নিধান,
চট্ট উপাধ্যায়ী তাঁর ছকু চট্ট নাম।
মহাধন মহাকুল মহাভাগবত,
মহাবিজ্ঞ পাণ্ডিত্যের হয়েন আস্পদ।
তাঁর পত্নী সুনীলা ধার্ম্মিকা সাধ্বী অতি,
চন্দ্রমুখী সুন্দরাঙ্গী যেন চন্দ্রদ্যুতি।
কৃষ্ণপ্রেমে গদ গদ অন্তর দোঁহার,
দুই জনে দিবানিশি রসের বিচার।
এইরূপে দুই জনে প্রেমানন্দ মন,
আচম্বিতে দুই জনে দেখিলা স্বপন।

ভুবনমোহন এক পুত্র মনোহর,
দেখিলা আপন কোলে যেন সুধাকর।
চট্ট মহাশয় দেখি আনন্দউল্লাস,
যেন রাকা-চন্দ্র-কান্তি জিনিয়া প্রকাশ।
চাঁদমুখে চুম্বন করয়ে বার বার,
নিদ্রা ভঙ্গ হৈল, দুঁহে করে হাহাকার।
চট্ট কহে স্বপনে কি দেখিনু অদ্ভুত,
মন-ভ্রান্তে অথবা দেখিনু শচীসুত।
ঠাকুরাণী কহে মোর কোলের উপর,
দেখিনু কন্দর্প হেন কুমার সুন্দর।
হাহাকার করি দোঁহে চলিলা ধাইয়া,
শচী-গৃহে দুই জনে প্রবেশিল গিয়া।
দেখিয়া গৌরাঙ্গরূপ জগত-মোহন,
মহাদুঃখ শোকানলে জুড়াইল মন।
গৌরাঙ্গে হৃদয়ে ধরি করয়ে চুম্বন,
নিবৃত্ত হইল তাঁর যত দুঃখগণ।
গৌরাঙ্গ কহেন মাগো শুন ঠাকুরাণী,
কেন দুঃখ ভাব কহি শুন মোর বাণী।
পুত্র হৈলে মোরে দিবে কর অঙ্গীকার।
একথা শুনিয়া দোঁহে করিলা স্বীকার

কত দিনে ঠাকুরাণী হৈলা গর্ব্ভবতী,
আচম্বিতে আইলা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
রাশি গণি কহে চট্ট তুমি ভাগ্যবন্ত,
তোমার গৃহে আইলা মহা প্রেমবন্ত।
মিশ্রের হয়েছে এক পুত্র সর্ব্বোত্তম,
তব গৃহে তৎসদৃশ হেন লয় মন,
ইহা কহি তিঁহ গৃহে করিলা গমন,
যেরূপে ভুমিষ্ঠ হইলা শুন বিবরণ।
বসন্তকালেতে বহে মলয় পবন,
কোকিলাদি নানা পক্ষী ডাকিছে সঘন।
সকল লোকের মনে আনন্দ উল্লাস,
সকল লোকের মনে প্রেমের প্রকাশ।
জয় জয় করে সবে উঠে কোলাহল,
শুভ লগ্নে গঙ্গা স্নানে চলিলা সকল।
বসন্ত কালের ক্ষপা পূর্ণ চন্দ্রোদয়,
অনঙ্গ উল্লাসে সবে করে জয় জয়।
হেন কালে শচীর নন্দন গোরা রায়,
চট্টের দুয়ারে শিশু সঙ্গেতে খেলয়।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-ঠাম নাচে গোরাচাঁদ,
নদীয়া নাগরীগণ মনধরা-ফাঁদ।

হেন কালে মুরলী পড়িয়া গেল মনে,
মুরলী মুরলী বলি ডাকেন সঘনে।
সেই কালে গর্ভ হৈতে পড়িলা ভূমেতে,
জয় জয় ধ্বনি সবে লাগিলা করিতে।

যথা রাগ।

ছকড়ি চট্টের গেহ মনোহর স্থল,
গঙ্গার সদনে চন্দ্রের কিরণে
সদা করে ঝলমল।

দেখিয়া আনন্দে হইলা বিভোরা
আপনার মনে ত্রিভঙ্গিম ঠামে
নাচেন শচীর গোরা। ধ্রুঃ।

চট্ট মহাশয় মহাপ্রেমময়,
হেরে গোরা অবিরত।
হেনকালে আসি কহিছেন দাসী
হইল নবীন সুত।

একথা শুনিয়া আমোদিত হিয়া
গৌরাঙ্গে লইয়া কোলে,

হরি হরি বলি মহা কুতূহলী
নাচিতে নাচিতে চলে,
দেখিলা তনয় অঙ্গ রসময়
মুখানি পূর্ণিমা শশী।
গৌরাঙ্গ রূপেতে আপনার স্থতে
একই স্বরূপ বাসী।

ভবে নানা ধন করে বিতরণ
কি দিব তাহার লেখা।
বিপ্র নারী যত আসি কত শত
কপালে সিন্দূর রেখা।

আনন্দিত মন হরিদ্রা-জীবন
দিতেছে এ ওর গায়,
নানাবিধ যন্ত্র করিয়া স্বতন্ত্র
কেহ নাচে কেহ গায়।

শচীর কুমার দেখি সুকুমার
বালক লইয়া কোলে,
পুলকিত অঙ্গ হইয়া ত্রিভঙ্গ
আমার মুরলী বলে।

করয়ে চুম্বন সরোজ বদন
কতেক আনন্দ তায়,
পূরব পিরিতি পরে সেই রীতি
এ রাজ-বল্লভ গায়।

ইতি শ্রীমুরলীবিলাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয়পরিচ্ছেদ।

প্রণমহ নিত্যানন্দ চৈতন্য চরণ,
যাহা হৈতে হয় নিজ অভিষ্ট পূরণ।
তবে চট্ট আনাইয়া কুটুম্বের গণ,
যথাযোগ্য সবাকার করিলা সেবন।
জাত কর্ম্ম আদি আগে কৈল সমাপন,
তবে করাইল বহু ব্রাহ্মণ ভোজন।
প্রতিদিন শচীর নন্দন লয়ে কোলে,
আমার মুরলী বলি নাচে কুতূহলে।

বংশীবদনানন্দ নাম রাখিলা গণিয়া,
শান্তিপুরাচার্য্য যত আইলা শুনিয়া।
দেখিয়া মোহন রূপ মুরলী বদন,
প্রেমানন্দে নিছনি করিলা নানাধন।
দিনে দিনে বাড়ে কত আনন্দ উল্লাস,
বাল্যলীলাবেশে কত রসের প্রকাশ।
ঠাকুরাণী সুখে দেখি পুত্রের বদন,
পাসরিলা দুঃখ সব গ্রহানুকরণ
রোদন করয়ে যবে দুগ্ধ নাহি পায়,
নিরখি গৌরাঙ্গে কিন্তু পরাণ জুড়ায়।
পৌগণ্ডে করিলা তথা বিদ্যার সঞ্চয়,
সূত্র উপদেশমাত্র নানা শাস্ত্র কয়।
উপনয়ন দিলা তাঁর অতি শুভদিনে,
সে সব বর্ণন নাহি আসে অকিঞ্চনে।
গৌরাঙ্গের সঙ্গ দিবা নিশি নাহি ছাড়ে,
নৃত্য গীত নানা শাস্ত্র যাঁর ঠাঁই পড়ে।
এই যে পৌগণ্ড লীলা অনন্ত অসীমা,
কে তাহা বর্ণিতে পারে দোঁহার মহিমা।
কৈশোর বয়সে আরম্ভিলা সংকীর্ত্তন,
গৌরাঙ্গের সঙ্গে নাচে ভুবন মোহন।

চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ প্রেমানন্দে গায়,
মধ্যে নাচে বংশী আর গোরা নটরায়।
ভাবাবেশে কভু গোরা বংশী কোলে লঞা,
পূর্ব্বরাগে নাচে গদাধরমুখ চাঞা।
সংক্ষেপে কহিনু কৈশোর লীলানুকরণ,
দুঁহুর সমান দুঁহু রসের সদন।
বাল্যাদি-কৈশোর লীলা চৈতন্য মঙ্গলে,
বিস্তারি কহিলা তাহা ভকত সকলে।
বিবাহাদি কৈশোর লীলার ভিতর,
আমি কি বর্ণিতে পারি লীলার প্রকর।
গৌরাঙ্গের বিবাহ লিখিলা ভাগবতে,
আনন্দ উৎসব তথা হৈলা ভাল মতে।
নদীয়া নগরে সব ব্রাহ্মণ সমাজ,
শ্রীবংশাকে কন্যা দিতে সবে করে সাদ।
এক বিপ্র মহাশয় পরম পণ্ডিত,
কন্যা দান দিব বলি করেন নিশ্চিত।
চট্ট মহাশয় শুনি কৈলা অঙ্গীকার,
কন্যাকর্ত্তা দান পণ করেন স্বীকার।
শুভলগ্ন কৈলা দ্বিজ শাস্ত্রের বিহিত,
নানা যন্ত্র বাজে কত গায় সুললিত।

কুটুম্ব ব্রাহ্মণীগণ অন্য কতশত,
নানাবিধ ভক্ষ্যেয় সামগ্রী হৈল কত।
শুভক্ষণ জানি হৈল বিবাহ মঙ্গল,
জয় জয় ধ্বনি করি করে কোলাহল।
বিবাহ না করে বর কান্দে কি লাগিয়া,
আইলা গৌরাঙ্গ প্রভু এ কথা শুনিয়া।
দুই হস্তে ধরি কহেন্ নিমাই পণ্ডিত,
বিবাহ করহ যদি চাহ মোর প্রীত।
অঙ্গীকার কৈলা তবে প্রভুর আজ্ঞায়,
বিপ্র কন্যাদান কৈলা বসিয়া সভায়।
নানা ধন যৌতুকাদি দিলেন অনেক,
ঘটকে কুলাঞ্জি পঠে, পড়ে পরভেক।
কিবা শোভা দুইরূপে সভাসত আলা,
যাঁহা বিরাজয়ে গৌর যেন চন্দ্রকলা।
সংক্ষেপে কহিনু এই বিবাহ মঙ্গল,
যথাযোগ্য দান পূজা করিলা সকল।
কত দিনান্তরে গৌর করিলা সন্যাস,
সঙ্গে যেতে চায় বংশী গণিয়া হুতাশ।
প্রভু কহেন ওহে বংশি! তুমি মোর প্রাণ,
মোর কথা রাখ তুমি না করিহ আন।

তোমা হৈতে হবে মোর কতেক আনন্দ,
মোর বাক্য ধর মোরে না বাসিহ মন্দ।
তুমি গৌড়-দেশে পুন করিবে বিহার,
সাধুসেবা হইবে কত পতিত উদ্ধার।
তোমা প্রেমলেহা আমি ছাড়িতে নারিব,
কৃষ্ণ বলরাম রূপে সদাই থাকিব।
গদাধর দাস সঙ্গে থাকিবে সদাই,
জগন্নাথে রহিব, দেখিবে সবে যাই।
একথা শুনিয়া বংশী কৈলা অঙ্গীকার,
কহিলেন তত্ত্বকথা কতেক প্রকার।
নিত্যানন্দ রহে গৌড়ে গদাধর দাস,
অদ্বৈত রহিলা আর নরহরি দাস।
এ সবার সঙ্গে সদা আনন্দ উল্লাসে,
গোঁয়াইবে দিবানিশি প্রেমানন্দ রসে।
কোলে করি চুম্বন করিলা কতবার,
চিন্তা না করিহ কিছু তুমি যে আমার।
এতেক কহিয়া প্রভু করিলা বিজয়,
সে দুঃখ শুনিতে কার ধড়ে প্রাণরয়।
গৌর বিচ্ছেদে চটের যাতনা বাড়িল,
সেই দুঃখ ব্যাধিচ্ছলে সিদ্ধপ্রাপ্তি হৈল।

যথাবিধি ক্রিয়া বংশী কৈলা সমাপন,
কত দিনান্তরে দুই পুত্র আগমন।
চৈতন্য নিতাই বলি নাম দুঁহু দিলা,
নানা শাস্ত্র পড়াইয়া প্রবীণ করিলা।
দুই পুত্র পড়ি হৈল, পরম পণ্ডিত,
বিবাহাদি দিল ক্রমে যে যথা উচিত।
চৈতন্য গোসাঞি যবে অপ্রকট হৈলা,
শুনি মাত্র বংশীদাস লীলা সম্বরিলা।
লীলা সম্বরণ কালে পুত্রবধুগণ,
ঠাকুরে বেড়িয়া সবে করয়ে রোদন।
চৈতন্য দাসের পত্নী চরণে ধরিয়া,
কাঁদিতে লাগিলা বহু ধরণী লোটাঞা।
ঠাকুর কহেন মাগো ! কেন কাঁদ তুমি,
তোমার গর্ভেতে জন্ম লভিব যে আমি।
তোমা প্রেমে বশ হৈয়া কৈনু অঙ্গীকার,
তোরে মর্ম্ম কহিনু এ না করো প্রচার।
এ কথা কহিয়া প্রভু কৈলা অন্তর্দ্ধান,
ঠাকুর বিচ্ছেদে কার ধড়ে নাহি প্রাণ,
প্রভুর বিরহ দুঃখ না যায় বর্ণন,

পরে শুন ঠাকুর রামের প্রাদুর্ভাব,
যে কথা শুনিলে হয় প্রাপ্য বস্তু লাভ।
চৈতন্য দাসের পত্নী অতি বিচক্ষণা,
সদা কৃষ্ণ সেবারত অত্যন্ত সুমনা।
ঠাকুর বংশীর শিষ্যা মহা ভাগ্যবতী,
যাঁর গর্ভে জনমিলা রামাই সুমতী।
গর্ভবাস হেতু অনুবাদ মাত্র কথা,
নিত্যসিদ্ধ গণে মায়া প্রপঞ্চ সে বৃথা।
নরবৎ লীলা এই লোকানুকরণ,
এই চ্ছলে আস্বাদয়ে কৃষ্ণ প্রেমধন।
সাধু সেবানন্দ প্রভু আজ্ঞা বলবান্,
এই হেতু গতাগতি কহিনু নিদান।
এই ত কহিনু পুনর্জন্ম বিবরণ,
এরূপ জানিহ নিত্যানন্দ বংশগণ।
এইমত জানিহ অদ্বৈত সমাখ্যান,
ভক্তিস্রোত রক্ষা প্রভু আজ্ঞা বলবান্।
পণ্ডিত গোস্বামীর এইমত বিবরণ,
এরূপ জানিহ সর্ব্বজনার বর্ণন।
নিত্যানন্দ খ্যাত যৈছে বীরচন্দ্র রায়,
প্রভু বংশী তৈছে রাম সর্ব্বলোকে গায়।

শুন শুন ভক্তগণ মোর নিবেদন,
ঠাকুর রামাই যৈছে হৈলা প্রকটন।
শ্রীবংশীবদন-পুত্র শ্রীচৈতন্য নাম,
পরম উদার যেঁহ পরম বিদ্বান।
চৈতন্য-গোস্বামী বিনা কিছু নাহি জানে,
সদাই চৈতন্য-লীলা ভাবে মনে মনে।
অকস্মাৎ আইলা ঘরে জাহ্নবা গোসাঞি,
দেখিয়া দোঁহার মনে আনন্দ বাধাই।
বসিতে আসন দিয়া প্রেমানন্দে ভাষে,
তাঁর পত্নী হেনকালে আইলা তাঁর পাশে।
আলিঙ্গন করি তাঁরে কৈলা বহু দয়া,
বস্তু তত্ত্ব কথা কহে করি নানা মায়া।
তোমার দুই পুত্র হবে বড়ই উত্তম,
জ্যেষ্ঠ পুত্র মোরে যদি কর সমর্পণ।
ঠাকুরাণী কহে তুমি কৃপা কর মোরে,
দুই পুত্র হলে জ্যেষ্ঠে দিব তব করে।
ঠাকুর কহেন তোমায় অদেয় কি আছে,
চৈতন্য-গোসাঞি যৈছে তুমি হও তৈছে।
জাহ্নবা কহেন তুমি বড় ভাগ্যবান্,
তব দুই পুত্র হবে, ইথে নাহি আন্।

এত বলি গেলা তেঁহ আপন ভবন,
কতদিনে হলো তাঁর গর্ভের লক্ষণ।
জাহ্নবা পরশে তাঁর হলো ভাগ্যোদয়,
এহেতু উদরে আসি প্রভু জন্ম লয়।
প্রভু আজ্ঞা বলবান, নিজ অঙ্গীকার,
এই হেতু জন্ম প্রভু নিলা আর বার।
দশমাস দশদিন প্রসব সময়,
হেন কালে লোকমনে আনন্দ উদয়।
মধুমাস শুক্লপক্ষ পূর্ণিমা দিবসে,
বৃক্ষ আদি পুলকিত বসন্ত বাতাসে।
কোকিল করিছে গান ভ্রমর ঝঙ্করে,
বাল বৃদ্ধ যুবা আদি সবা মন হরে।
জয় জয় করে লোক চৌদিক ভরিয়া,
প্রেম-স্থরধুনী ধারা যায় উথলিয়া।
চৈতন্য দাসের মনে আনন্দ বাড়িল,
রাস পঞ্চাধ্যায়ী শ্লোক পড়িতে লাগিল।
এই কালে আবির্ভূত হইলা ঠাকুর,
পৃথিবীতে সবাকার আনন্দ প্রচুর।

যথা রাগ।

জয় জয় করে লোক পাসরিয়া দুঃখশোক,
প্রেমে অঙ্গ হলো পুলকিত।
সবে নাচে হাসে গায় কতেক আনন্দ তায়,
হরি ধ্বনি করিছে সতত।
অপরূপ চৈতন্য কুমার। ধ্রুঃ—
তপত কনক জিনি অঙ্গকান্তি হৈমমণি,
জগত মোহন রূপ যাঁর।
শুনিয়া চৈতন্যদাস অন্তরে পরমোল্লাস,
দেখিয়া বালক মুখ-শোভা।
ধন্য মানে আপনারে নানা ধন দান করে,
আনন্দ বর্ণিতে পারে কেবা।
কুটুম্ব ব্রাহ্মণীগণে নিমন্ত্রণ করি আনে,
আইলা সবে লয়ে দূর্ব্বা ধান।
সবে আশীর্ব্বাদ করে বিপ্রগণ বেদ পড়ে,
নানাবিধ করয়ে কল্যাণ।
হরিদ্রা সহিত দধি ঢালি দেয় নিরবধি,
গন্ধতৈল কুঙ্কুমাদি যত,
নানাবিধ দ্রব্য কত বিলাইছে অবিরত,
মহোৎসব করে এই মত।

নানাযন্ত্র বাজে কত বাদ্য আদি অপ্রমিত,
শুনিয়া কর্ণেতে লাগে তালি,
কত শত জন গায় নর্ত্তকীরা নাচে তায়,
কেহ কেহ দেয় করতালি।
দিবানিশি এই মত তাহা বা কহিব কত,
করে সবে আনন্দ উল্লাস,
বিধিমত ক্রিয়া যত কৈলা মন অভিমত,
অমঙ্গল যাহাতে বিনাশ।
জাহ্নবা গোস্বামী শুনি আনন্দ উল্লাস মানি
আগমন কৈলা তাঁর বাসে,
দেখিলা বালক শোভা কত চাঁদ জিনি আভা,
দশদিক্ রূপে পরকাশে।
নানা স্বর্ণ অলঙ্কার চিত্রবাস মুক্তাহার
দিলেন বালকে পরাইতে,
যথাযোগ্য সমাধান বাড়ায় সবার মান,
ব্রাহ্মণ ভোজন এই মতে।
বীরচন্দ্র কোলে লঞা বসুধা আসিলা ধাঞা,
বিষ্ণুপ্রিয়া অচ্যুত জননী,
বস্ত্রগুপ্ত দোলা চড়ি দাসীগণ সঙ্গে করি,
আইলেন সব ঠাকুরাণী।

দেখিয়া বালক ঠাম সবে করে অনুমান
যেন বংশীবদন প্রকাশ,
করিতে বিবিধ ছলা আবার প্রকট লীলা,
এ রাজবল্লভ করে আশ।

ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ভক্তজন প্রাণ,
মো অধমে দেহ প্রভু, প্রেম ভক্তিদান।
তবে সে চৈতন্যদাস মনের হরষে,
আপনারে ধন্য ধন্য করি মানে, হাসে।
ঠাকুরাণীগণে দিলা বাস বিভূষণ,
যথাযোগ্য সবাকার করিলা পূজন।
যথা তথা নিজস্থানে সবার গমন,
তার পর শুন সবে করি নিবেদন।
বালকেরে দেখি পিতা মাতার আনন্দ,

কৃষ্ণ নাম শুনি প্রেম পুলক সঞ্চার,
দেখিয়া সবাই কৃষ্ণ বলে বার বার।
কোলে করি কেহ যদি করয়ে চুম্বন,
চুম্বন করিতে অশ্রু ঝরে ঘনে ঘন।
একদিন এক মহা সর্ব্বজ্ঞ আসিয়া,
কহিতে লাগিল কিছু বালকে দেখিয়া।
এই তো বালক তব জগত-দুর্লভ,
ইহা হতে তত্ত্ববস্তু হইবে সুলভ।
কি নাম রেখেছ এর কহ দেখি শুনি,
ঠাকুর কহেন, নাম হবে রাশি গণি।
সর্ব্বজ্ঞ কহিল নাম জানি পূর্ব্বাপর,
ইহার চরিত নহে জীবের গোচর।
ইঙ্গিতেতে কহিলাম জানিবে পশ্চাতে,
তোমার সাক্ষাতে আমি কি পারি কহিতে।
এই শিশু সর্ব্বজনে করিবে রঞ্জন,
এ হেতু রামাই নাম করাহ ধারণ।
সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু দিলা নানা ধন,
ধন পাঞা গেলা তেঁহ আপন ভবন।
এই রূপে পঞ্চবর্ষ গেলা বাল্যরসে,
শিশু সঙ্গে খেলা করে পৌগণ্ড প্রবেশে।

খড়ি হাতে দিয়া পাঠ পড়ান্ যতনে,
অল্প উপদেশ মাত্রে সর্ব্ব তত্ত্ব জানে।
দিনে দিনে বাড়ে বিদ্যা সর্ব্ব সন্ধিজ্ঞান,
নানা শাস্ত্র পড়ি বিদ্যা কৈলা মূর্ত্তিমান।
যথা কালে যজ্ঞসূত্র দিলা বিধিমতে,
সে সব বিস্তার কথা কে পারে বর্ণিতে।
অষ্টাদশ পুরাণ মহাভারত পড়িলা,
এই মতে নানা শাস্ত্রে প্রবীণ হইলা।
শ্রীজাহ্নবা মাঝে মাঝে ঠাকুর ভবন,
আসিয়া দেখিয়া যান রামাই বদন।
প্রথম কৈশোরে যবে ঠাকুর রামাই,
শচী নামে প্রভুর হইল এক ভাই।
তাহার জনম হৈতে জাহ্নবা আসিয়া,
কহিতে লাগিলা পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরিয়া।
পূর্ব্বে কহিয়াছ জ্যেষ্ঠে দিব তব করে,
এবে কেন মায়া করি নাহি দেহ মোরে।
ঠাকুর কহেন পূর্ব্বে কহেছি বচন,
এহ সত্য কিন্তু কিছু করি নিবেদন।
চৈতন্য চরণে অনুগত মোর পিতা,
আমি অনুগত তাতে পুত্রের কি কথা।

জাহ্নবা কহেন, মনে না কর সংশয়,
আমিও লয়েছি তাঁর চরণে আশ্রয়।

তথাহি লীলাসূত্র-কড়চায়াং।

সা জাহ্নবী প্রিয়তমস্যহি রূপমেন-
মাস্থায় তস্য বচসাত্ত হরেঃ পদশ্চ,
সংসেবনোক্ষিতমতী রসভূঃ রসজ্ঞা
চক্রে গুরুং তমিহ কান্ত-শচী-তনূজং।১॥

গুরু শিষ্যে ভেদ কিছু না জানিহ আন,
যেই গুরু সেই শিষ্য একই সমান।
ঠাকুর কহেন গুরু বস্তু কিবা হয়,
নিশ্চয় করিয়া কহ ঘুচুক সংশয়।
এক মাত্র গুরু উপদেষ্টা সবাকার,
"বহবো গুরবঃ সন্তি" কি অর্থ ইহার।

সা জাহ্নবীতি। রসভূঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরসস্য ভূঃ আধার-রূপা, অতএব সর্ব্ব-রসজ্ঞা সা জাহ্নবী অনঙ্গমঞ্জরী-বিলাস-রূপা, প্রিয়তমস্য শ্রীমন্নিত্যানন্দস্য এনং নিত্যসেবা-নিরতং রূপং তদ্ভাবমিত্যর্থঃ; আস্থায় স্বীকৃত্য হরেঃ পদশ্চ সংসেবনেন শুশ্রূষয়া উক্ষিতা ক্ষালিতা মতির্বুদ্ধির্যস্যা সা তথাভূতা সতী তস্য স্বস্বামিনএব বচসা আজ্ঞয়া ইহ শ্রীজাহ্নবাস্বরূপাবির্ভাবেপি তং পরম-কমনীয়ং শ্রীশচী-তনূজং শ্রীচৈতন্যং গুরুং চক্রে। শ্রীমদ্‌বলদেবোহি সদা শ্রীকৃষ্ণ-সেবাপরঃ, তৎস্বরূপঃ শ্রীমন্নিত্যানন্দোঽপি শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ-শ্রীচৈতন্যস্য সেবাপরঃ; তচ্ছক্তি শ্রীজাহ্নবাপি সুতরামেব শ্রীচৈতন্য-সেবা-পরাভূদিতি॥১॥

চৈতন্য গোস্বামী এক স্বয়ং ভগবান্,
জগতের গুরু, কোটি সূর্য্যের সমান।
সূর্য্যের উদয়ে সর্ব্ব দিক্ উজিয়ার,
যাঁহার প্রকটে সর্ব্ব জীবের উদ্ধার।
শ্রীচৈতন্য দাস যদি এতেক কহিলা,
শুনিয়া জাহ্নবা মাতা কহিতে লাগিলা।
শুনরে চৈতন্য দাস! তুমি মহাশয়,
কহিব সংক্ষেপে কিছু ইহার নিশ্চয়।
অজ্ঞান তিমির অন্ধ নাশে যেই জন,
জ্ঞানাঞ্জন দিয়া করে চক্ষু উন্মীলন।

তথাহি গুরুগীতা-স্তোত্রে ;

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া,
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥২॥

অজ্ঞান শব্দেতে বস্তু জ্ঞাতব্য যে নয়,
অন্ধ শব্দে কহে মায়া প্রপঞ্চাদিময়।
জ্ঞান শব্দে কহে যাতে বস্তু তত্ত্ব জ্ঞান,
অঞ্জন শব্দেতে প্রেম শুনহ আখ্যান।
প্রেমের সঞ্চারে অন্ধ তিমির বিনাশ,
অজ্ঞানত্ব ঘুচে বস্তু তত্ত্বের প্রকাশ।

গুরু শব্দে কহে যেই স্বয়ং ভগবান্,
হেন গুরু পদে কোটি সহস্র প্রণাম।
সেই ভগবান্ হন জগতের গুরু,
তেঁহ প্রেমাধীন তাঁর রাধা কল্পতরু।
মাতা উদূখলে বাঁধে সকাতরে কাঁদে,
গোপাঙ্গনাকুল নিন্দে নানা মত ছাঁদে।
এ সবার প্রেম হেম শৃঙ্খল হইয়া,
সেই প্রেমাধীন ধনে রেখেছে বাঁধিয়া।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে।

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে,
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ।৩।

এই ত কৃষ্ণের হয় শ্রীমুখ বচন,
যাঁহা প্রেম, তাঁহা কৃষ্ণ এই ত কারণ।
মধুর মধুর রস সবার প্রধান,
সম্যক্ অধীন যার স্বয়ং ভগবান্।

গোপীং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

ময়ীতি। যৎ ময়ি মদ্বিষয়ে ভূতানাং ভক্তির্হি ভক্তিমাত্রমেব অমৃতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে যত্তু ভবতীনাং মৎ স্নেহ আসীৎ, ময়ি ভক্ত্যতিরিক্তঃ স্নেহঃ সঞ্জাতঃ তদ্দিষ্ট্যা, অতিভদ্রং। কুতঃ, আপয়তি প্রাপয়ত্যাপনঃ মম আপনঃ ভবতীনাং এবম্ভূতঃ স্নেহঃ মামেব সাক্ষাৎ প্রাপয়তীত্যর্থঃ॥৩॥

সে রসভাণ্ডারী সেই রাধিকা সুন্দরী,
তাঁর অনুরাগ গুরু বলি মান্য করি।

তথাহি দানকেলী-কৌমুদ্যাং।

বিভুরপি কলয়ন্ সদাতিবৃদ্ধিং,
গুরুরপি গৌরবচর্য্যয়া-বিহীনঃ
মুহুরুপচিতবক্রিমাপি শুদ্ধো
জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ।৪।

জাহ্নবা কহিলা ইথে নহে অপ্রমাণ,
গোস্বামী লিখিলা শ্লোক করিয়া জানান।
চৈতন্য কহেন রাগের কোথা জন্মস্থান ?
জাহ্নবা কহেন কাম হইতে উপাদান।
চৈতন্য কহেন কাম কোথা বিরাজয় ?
জাহ্নবা কহেন সেহ প্রাকৃত না হয়।
চৈতন্য কহেন তবে সে কাম কেমন ?
জাহ্নবা কহেন নাম নবীন-মদন।

বিভুরপীতি। বিভুঃ সর্ব্বব্যাপকোপি চিচ্ছক্তিবিকাশরূপত্বাদিত্যর্থঃ সদৈব নিরন্তরং অতিবৃদ্ধিং কলয়ন্ ধাবন মুরদ্বিষি শ্রীকৃষ্ণে রাধিকায়া অনুরাগো জয়তি, সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততাং; রাধিকানুরাগঃ কথম্ভূতঃ, গুরুরপি সর্ব্বোৎকর্ষেণ শ্রেষ্ঠোপি গৌরব-চর্য্যয়া বিহীনঃ গুরুগৌরব-সম্মানাদিভির্হীন ইত্যর্থঃ। পুনঃ কথম্ভূতঃ, মুহুঃ প্রতিক্ষণং উপচিতঃ সঞ্জাতঃ বক্রিমা কৌটিল্য-লক্ষণা যস্মিন্, রসস্যোৎকর্ষ-প্রাপকঃ কৌটিল্য-ভাবযুক্তোঽপি শুদ্ধঃ বিশুদ্ধঃ নিরুপাধিক ইত্যর্থঃ ॥৪॥

তাহা হৈতে কেমনে বা রাগের উৎপত্তি ?
তাঁরে দরশন যবে করিলা শ্রীমতী।
দৃষ্টিমাত্রে এই প্রেম জন্মিল কেমনে ?
রূপেতে করিল পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণে।

তথাহি গোবিন্দ-লীলামৃতে।

সৌন্দর্য্যামৃত-সিন্ধু-ভঙ্গ-ললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ,
কর্ণানন্দ-সনর্ম্ম-রম্যবচনঃ কোটীন্দু-শীতাঙ্গকঃ,
সৌরভ্যামৃত-সংপ্লবাবৃত-জগৎ পীযূষ-রম্যাধরঃ
শ্রীগোপেন্দ্র সুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি ! মে ॥৫॥

এই রূপে প্রেম তাঁর জন্মিল অন্তরে,
এই রূপে গুরুবস্তু কহিলা তোমারে।
সেই প্রেম যাঁর হৃদে সেই গুরু হয়,
প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধ তিনে বিরাজয়।

সৌন্দর্য্যামৃতেতি। হে আলি ! সখি বিশাখে ! সৌন্দর্য্যমেব অমৃতসিন্ধুঃ অমৃত-সমুদ্রস্তস্য ভঙ্গস্তরঙ্গস্তেন ললনানাং গোপযুবতীনাং চিত্তমেব অদ্রিঃ পর্ব্বতঃ তং সংপ্লাবয়তীতি সংপ্লাবকঃ আর্দ্রীকরণকঃ, পুনস্তাসাং গোপাঙ্গনানাং কর্ণং আনন্দয়িতুংশীলমস্য, নর্ম্মেণ ঈষৎ স্মিতেন সহ স্মিতপূর্ব্বং বচনং যস্য সঃ, কোটীন্দু শীতাঙ্গকঃ কোটিচন্দ্রবৎ শীতং শীতলং অঙ্গং যস্য সঃ ; সৌরভ্যামৃতমেব সংপ্লবঃ সমুদ্রস্তেন আবৃতং ব্যাপ্তং জগৎ যেন সঃ, পীযূষবৎ অমৃতবৎ রম্যঃ সুন্দরঃ অধরো যস্য সঃ শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ নন্দনন্দনঃ বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণিনেত্রকর্ণ-নাসা-বক্ষ-জিহ্বাসংজ্ঞকানি ইন্দ্রিয়াণি কর্ষতি লুণ্ঠতীত্যর্থঃ ॥৫॥

সিদ্ধেতে কহিল এই তত্ত্ব নিরূপণ,
সাধকে কহি যে শুন তার বিবরণ।
সাধক কহেন গুরু চৈতন্য গোসাঞী,
তাদৃশ হইলে তাঁরে গুরু করি গাই।
প্রাকৃত জীবেতে মায়া প্রপঞ্চে পড়িয়া,
গুরু উপদেশে গুরু তত্ত্ব সে জানিয়া।
প্রপঞ্চ ঘুচয়ে তাঁর কৃপালেশ পাঞা,
দীপরূপে প্রবেশয়ে শিষ্য হৃদে যাঞা।
এইত কহিনু সব সংক্ষেপ করিয়া,
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ বিবরিয়া।
চৈতন্য কহেন সর্ব্ব তত্ত্বজ্ঞাতা তুমি,
তুমি যে জগৎ গুরু তাহা জানি আমি।
পবিত্র করিলে মোরে কহি তত্ত্বকথা,
কৃপা করি হর মোর হৃদয়ের ব্যথা।
হেন কালে আইলা তথা দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া,
শ্রীচৈতন্য দাস তাঁরে বন্দন করিয়া,—
বসিতে আসন দিয়া করেন স্তবন,
কি ভাগ্য আছিল তেঁই তব আগমন।
জাহ্নবার হৃদয়েতে আনন্দ উল্লাস,
সবাকার মনে হয় প্রেমের প্রকাশ।

দুই পুত্র লয়ে শ্রীচৈতন্য মহাশয়,
দোঁহার চরণে দিলা হয়ে প্রেমময়।
বিষ্ণুপ্রিয়া কহে তুমি মহাভাগ্যবান্,
এই দুই পুত্র চন্দ্র সূর্য্যের সমান।
প্রাকৃত মনুষ্য নহে হেন লয় মন,
অঙ্গকান্তি যেন কোটিচন্দ্রের বরণ।
এই পুত্র নিস্তারিবে বহু জীবগণ,
যে দেখি শরীরে সব অলোক লক্ষণ।
ঈশ্বরী কহেন্ উপদেশ বাকী আছে,
জাহ্নবা কহেন সব শুনাইব পাছে।
অঙ্গীকার করি কেহ অন্যথা না করে,
আপনি বুঝহ দেখি কি হয় বিচারে।
পূর্ব্বে কহিয়াছে জ্যেষ্ঠ পুত্র দিব দান,
এবে কেন নাহি দেন্ এ কোন্ বিধান!
ঠাকুর কহেন আমি চৈতন্যের দাস,
ধর্ম্মহানি হয় পাছে এই মনে ত্রাস।
মোর কর্ত্তা আছহ বসিয়া মূর্ত্তিমান,
আপনার যেই আজ্ঞা সেই ত বিধান।
ঈশ্বরী কহেন মনে সন্দেহে কি কাজ,
স্বীকৃত আছহ মিথ্যা কেন কর ব্যাজ।

অনঙ্গ-মঞ্জরী পূর্ব্বে রাই সহোদরী,
ইদানী জাহ্নবা নাম কহিনু বিবরি।
নিত্যানন্দ পত্নী ইনি না কর সন্দেহ,
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ একই বিগ্রহ।
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য নিত্যানন্দের প্রকাশ,
কহিনু সংক্ষেপে বস্তু তত্ত্বের নির্যাস।

তথাহি ধরণীশেষসম্বাদে।

সএব কৃষ্ণো ভগবান্ দ্বিতীয়ং দেহমাপ্নুয়াৎ,
মহাসঙ্কর্ষণো নাম সর্ব্বশক্তিসমৃদ্ধিমান্।
আতপে নির্ম্মলং ছত্রং নিদাঘে শীতলোঽনিলঃ,
শয়নে দিব্যপর্য্যঙ্কঃ রমণে প্রাণবল্লভা॥
নিত্যা শ্রীরাধিকা নাম আনন্দঃ কৃষ্ণবিগ্রহঃ
উভয়োর্ম্মেলনং নাম নিত্যানন্দো বসুন্ধরে!॥৬॥

সএবেতি। স এব ভগবান্ সমগ্রৈশ্বর্য্যাদিযুক্তঃ শ্রীকৃষ্ণঃ দ্বিতীয়ং দেহং বিলাসরূপং আপ্নুয়াৎ গৃহ্লাতি। তদাচ সর্ব্বাসাং শক্তীনাং যা সমৃদ্ধিঃ পরাকাষ্ঠা তদ্বিশিষ্টো মহাসঙ্কর্ষণাখ্যো ভবতীতি॥

তস্য কার্য্যমাহ আতপইতি। আতপে রৌদ্রে নির্ম্মলং বিশুদ্ধং ছত্রং আতপত্রং; নিদাঘে গ্রীষ্মে শীতলঃ সুখসেব্যো ঽনিলো বায়ুঃ; শয়নে নিদ্রাকালে দিব্যপর্য্যঙ্কঃ সুন্দর-শয্যাধারঃ; রমণে বিহারকালেচ প্রাণবল্লভা প্রিয়তমাচ ভবতি। তত্তদ্রূপেণাত্মনৈবাত্মানং শ্রীভগবন্তং সেবতইত্যর্থঃ॥

ধরা শেষ সংবাদেতে লিখিলা পুরাণে,
সংক্ষেপে কহিলা নিত্যানন্দ নিরূপণে।
শুনিয়া চৈতন্যদাস মাতি প্রেমানন্দে,
কহিতে লাগিলা কিছু প্রেমের তরঙ্গে।
আমি অজ্ঞ জীব কিবা জানি তাঁর তত্ত্ব,
পবিত্র করিলে মোরে শুনাঞা মহত্ত্ব।
এত বলি শ্রীচৈতন্য ধরণী লোটায়,
ঘন ঘন বলে মুখে নিত্যানন্দ রায়।
পুলকে পূরিত অঙ্গ নেত্রে বহে নীর,
প্রেমানন্দ বাড়ি গেল হইলা অস্থির।
নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ করয়ে ফুকার,
দেখিয়া সবার নেত্রে বহে প্রেমধার।
ঠাকুরাণী প্রেমানন্দে করয়ে রোদন,
দেখিয়া ঠাকুর রাম সহাস্যবদন।

নিত্যেতি। শ্রীরাধিকা অনাদ্যনন্তসিদ্ধত্বাৎ নিত্যেতি কথ্যতে; আনন্দো ব্রহ্মণোরূপমিতি শ্রুত্যনুসারেণ, শ্রীকৃষ্ণস্য বিগ্রহ আনন্দ ইতি চ কথ্যতে। হে বসুন্ধরে! পৃথ্বি! এতয়োর্দ্বয়োর্মেলনং যোগো নিত্যানন্দ ইতি জানীহীতি শেষঃ।৬।

আনন্দাশ্রু বহে নেত্রে পুলকিত অঙ্গ,
কদম্ব-কেশর সম রসের তরঙ্গ।
শ্রীশচীনন্দন যেঁহ কোলের নন্দন,
তেঁহ প্রেমাবেশে করে সঘনে রোদন।
এইরূপে সবে মেলি প্রেমে গড়ি যায়,
বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীজাহ্নবা করে হায় হায়
কতক্ষণ বই কিছু বাহ্য উপজিলা,
দুই পুত্র জাহ্নবার কোলে সমর্পিলা।
স্তুতি নতি করি বহু করিলা রোদন,
করিতে না পারি আমি তাহার বর্ণন।
রামাই পড়িলা জাহ্নবীর পদতলে,
ভাসাইল পদযুগ নয়নের জলে।
জাহ্নবা তাঁহার পৃষ্ঠে আরোপিয়া কর,
আশ্বাস বচনে কহে শুন গুণধর।
তুমি মোর প্রাণধন তুমি সে জীবন,
বীরচন্দ্র সম তুমি মানস-রঞ্জন।
এত বলি ঈশ্বরী জীউর আজ্ঞা নিল,
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র তাঁরে শুনাইল।
ভঙ্গী করি কহে চৈতন্যদাস্ মহাশয়,
দীক্ষামন্ত্র বিধিমতে দেওয়া যুক্তি হয়,

জাহ্নবা কহেন্ বিধি গুরুর ইচ্ছায়।
এই ত বিধান আগমাদি শাস্ত্রে কয়।

তথাহি তত্ত্বসারে।

যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ,
ন তিথির্ন ব্রতং হোমঃ ন স্নানং ন জপঃ ক্রিয়া।
দীক্ষায়াং কারণং কিন্তু স্বেচ্ছয়াপ্তেত্ত সদ্‌গুরৌ ॥৭॥

শুনিয়া চৈতন্যদাস হৈলা প্রেমময়,
সাধু সাধু করি কহে ইহা সত্য হয়।
তুমি সে পরম গুরু তব এই মত,
শাস্ত্র অনুসারে ভক্তি হয় বিধিমত।
তবে যে করহ লোক শিক্ষার কারণ,
শাস্ত্র যুক্তি হয় এই প্রবর্ত্ত-করণ।
শুনিয়া জাহ্নবা প্রভু মুচকি হাসিল,
রামায়ের মুখ চাহি কহিতে লাগিল।
ওহে বাপু! কর তুমি শ্রীহরি-স্মরণ,
সর্ব্ব অমঙ্গল নাশ শুভের কারণ।
প্রবর্ত্তানুকরণ এ নাম উপদেশ,
সাধকানুমত নাম বিশেষ বিশেষ।
ইষ্টনাম শুনাইলা নিজ অভিমত,
গায়ত্রী শুনালা তাঁয় অর্থের সহিত।

কামবীজ শুনাইলা করি সমাদর,
তবে শুনাইলা তার অর্থের প্রকর।
দেহ নিরূপণ সিদ্ধাবস্থানুকরণ,
সাধকানুমত আর স্মরণ মনন।
তবে শুনাইলা পঞ্চদশার আখ্যান,
পঞ্চতত্ত্ব শুনাইলা করি মূর্ত্তিমান।
আর নানা বস্তু তত্ত্ব সব শুনাইলা,
ঈশ্বরীর পাদপদ্মে ধরি সমর্পিলা।
ঈশ্বরী স্থাপিলা পদ তাঁহার মাথায়,
কৃপা করি শ্রীহস্ত বুলায় তাঁর গায়।
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি রামাই সুন্দর,
তোমা সম ভাগ্যবান্ নাহি পূর্ব্বাপর।
তোমা হেন রত্নবরে করিয়া পালন,
তব মাতা পিতা দোঁহে সফল জীবন।
আপনি জাহ্নবা যাঁরে অতি স্নেহভরে,
শিষ্য করি লয়ে যান্ আপনার ঘরে।
তুমি ত প্রাকৃত নহ ইতরের প্রায়,
শ্রীবংশীবদন তুমি করি অভিপ্রায়।
রামাই কহেন প্রভু কর কৃপাদান,
অধম পামর আমি নাহি কোন জ্ঞান।

তোমার দাসের দাস হতে বাঞ্ছা করি,
চৈতন্য-বল্লভা তুমি জগত-ঈশ্বরী।
শ্রীচৈতন্য দাস দোঁহে প্রীতির কারণ,
নানা রত্ন বস্ত্র দিয়া করিলা পূজন।
চন্দন-চর্চ্চিত পুষ্প দিলা উপহার,
গঙ্গাজল আনি দিল ভরিয়া ভৃঙ্গার।
রামাই পূজিলা তবে দোঁহার চরণ,
মিনতি করিয়া তবে করান ভোজন।
তাম্বূলাদি দিয়া কৈল বহুত স্তবন,
দণ্ডবৎ করি করে আত্মসমর্পণ।
তবে সে চৈতন্যদাস সাধু মহাশয়,
জাহ্নবার পদে শচীদাসে সমর্পয়।
হরি নাম দিলা তাঁরে অতি সযতনে,
তবে শুনাইলা ইষ্ট নাম হৃষ্টমনে।
রাধাকৃষ্ণ কামমন্ত্র সব শুনাইল,
ঠাকুর রামের করে ধরি সমর্পিল।
চৈতন্যদাসেরে কৃপা করিয়া তখন,
বিষ্ণুপ্রিয়া নিজালয়ে করিলা গমন।
জাহ্নবা কহিলা তবে চলহ রামাই,
এখানে কি কাজ আর নিজ ঘরে যাই।

রামাই কহিলা তব শ্রীপদকমলে,
বিকানু জন্মের মত রব পদতলে।
শুনি জাহ্নবার মনে হর্ষ উপজিলা,
চৈতন্য দাসের প্রতি কহিতে লাগিলা।
রামাই লইয়া গৃহে করিব গমন,
গৃহকর্ম্ম কর তুমি পুণ্য আয়োজন।
এ কথা শুনিয়া চৈতন্য দাসের মাথায়,
বজ্রাঘাত পড়ে যেন, ধরণী লোটায়।
রামাই ধরিয়া পিতা কোলে করি তুলে,
ধৈর্য্য হও ধৈর্য্য হও পুনঃ পুনঃ বলে।
ক্ষণেকে সম্বিত পাঞা করয়ে রোদন,
কেন হেন কথা মোরে করালে শ্রবণ।
জাহ্নবা কহেন পুত্র মোরে সমর্পিয়া,
বিষাদ ভাবিছ কেন, কি হবে ভাবিয়া।
গরু অশ্ব আদি যথা করি সম্প্রদান,
তার তরে চিন্তা করা নহে সুবিধান।
আর এক কহি শুন ইহার দৃষ্টান্ত,
নিজকন্যা পালে কেহ তাবৎ পর্য্যন্ত।
যাবৎ নাহিক করে পাত্রে সম্প্রদান,
দানমাত্রে গোত্রান্তর শাস্ত্রের প্রমাণ।

ইহা বুঝি কেন মিথ্যা করহ রোদন,
এখন আমার, নহে তোমার নন্দন।
ছোট পুত্রে লয়ে গৃহে যাও মহাসুখে,
অকারণ ভাবি কেন দহ মনোদুখে।
শুনিয়া চৈতন্যদাস প্রবোধ মানিলা,
রামায়ের হাতে ধরি কহিতে লাগিলা।
তুমি মোর প্রাণধন নয়নের তারা,
তুমি ছাড়ি গেলে আমি জীবন্তেতে মরা।
রামাই কহেন পিতা হেন কহ কেন?
তোমা না ছাড়িব আমি করি নিবেদন।
সদাই করহ পিতা কৃষ্ণের স্মরণ,
কৃষ্ণসেবা কর আর সাধুর সেবন।
শচীর করহ যথাবিধি সুসংস্কার,
সুশিক্ষিত করি, পিতা বিভা দিও তার।
আবার আসিব তব চরণ দর্শনে,
এতবলি গেলা রাম জননী সদনে।
গলে বস্ত্র দিয়া যাচে মাতা সন্নিধানে,
ওগো মা! বিদায় দেহ শ্রীপাট গমনে।
চমকি উঠিলা মাতা বলে বাছাধন!
তোরে না দেখিলে দেহে না রবে জীবন!

ও চাঁদ মুখানি বাপ! তিল না দেখিলে,
কতযুগ মনে হয় পরাণ বিকলে।
ইহা বলি গলে ধরি করয়ে রোদন,
মধুর বচনে রাম করে সন্তোষণ।
শচীরে দিলেন তাঁর চরণে ফেলিয়া,
ভাই ভাই বলি রাম নিলেন তুলিয়া।
কোলে করি গলাধরি সোহাগ করিল,
মাতৃ পিতৃ পদে পুনঃ পুনঃ প্রণমিল।
কোলে করি চুম্বন করয়ে মাতাপিতা,
বর্ণন না যায় মনে যত পায় ব্যথা।
জাহ্নবার পায়ে ধরি বলেন দম্পতি,
রামাই সুন্দর মোর লয়ে যাও কতি।
দোঁহাকার প্রাণধন রামাই কুমার,
সমর্পণ কৈনু পাদপদ্মেতে তোমার।
পুনরপি পাই যেন দেখিতে বদন।
এই কথা পুনঃ পুনঃ করি নিবেদন।
জাহ্নবা কহেন কিছু চিন্তা না করিহ,
তোমারি নিকটে আছে এমতি জানিহ।
এত বলি সুখপালে কৈলা আরোহণ,
হেন কালে আসিয়া ঘেরিল বন্ধুগণ।

কেহ বলে ওরে রাম ! কি তোর চরিত,
পিতা মাতা ছাড়ি যাও এই কোন্ নীত।
পড়ুয়া আইল যার সঙ্গে সখ্যভাব,
বিলাপ করিয়া কহে মনোগত ভাব।
এইরূপে আপ্ত অন্তরঙ্গ যত জন,
যথাযোগ্য স্নেহ বাক্যে করে নিবারণ।
প্রণয় বাক্যেতে সবে করয়ে তোষণ,
বন্ধুগণ পুনরায় না কহে বচন।
হেথা শ্রীজাহ্নবা দেবী না করি গমন,
রামেরে কহেন কর শিবিকারোহণ।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি শিবিকা চড়িলা,
গুরু আজ্ঞা বলবান হৃদে বিচারিলা।
হরি হরি ধ্বনি করে সকল বৈষ্ণব,
নানা বাদ্য সমাগমে হলো ঘোর রব।
বীণা বেণু করতাল বাদ্য নানা মত,
খঞ্জনী মন্দিরা আদি বাজে যন্ত্র কত।
খুন্তী নিশান কত ঘণ্টায় খচিত,
শুভ্রবর্ণ চামরেতে দিক্ আলোকিত।
হরষে বৈষ্ণবগণ নাচে হাসে গায়,
দেখিবারে নগরের লোক সব ধায়।

বৈষ্ণবের তেজ যেন সূর্য্যের কিরণ,
তুলসীর মাল্য শোভে কণ্ঠ-বিভূষণ।
নগরে নগরে চলে এরূপে সকলে,
প্রেমে পুলকিত লোকে হরি হরি বলে।
গ্রাম ছাড়াইয়া গড় প্রান্তে উত্তরিলা,
তথাপি দর্শকগণ সঙ্গ না ছাড়িলা।
গঙ্গার সমীপে এক উত্তম আরাম,
সেইখানে ইচ্ছা হলো করিতে বিশ্রাম।
হেন কালে আইলা তথা এক মহাজন,
মহাধনী পরমপণ্ডিত বিচক্ষণ।
আগেতে পড়িলা রামায়ের পদতলে,
জোড়হাত করি কিছু ধীরে ধীরে বলে।
মোরে কৃপা কর প্রভু করি নিবেদন,
স্নান কর যদি, দ্রব্য করি আয়োজন।
অতি সুকোমল তনু হয়েছে মলিন,
পথশ্রমে ক্লান্ত অতি বৈষ্ণব-প্রবীণ।
ভাল ভাল করি রাম করিলা গমন,
জাহ্নবা সকাশে তাহা করে নিবেদন।
উভয়ের আজ্ঞা পেয়ে সেই সাধুবর,
অনুরাগে আয়োজন করিল বিস্তর।

দধি দুগ্ধ ছানা কলা আম্র সুরসাল,
ফল মূল নানাবিধ বিশাল কাঁঠাল।
নারিকেল শস্য আর মিষ্টান্ন মধুর,
আর কদলীর পত্র আনিল প্রচুর।
তখন রামাই বলে করি গঙ্গাস্নান,
সত্বরে আসিয়া সবে কর জল পান।
কাহার বেগার আদি ছিল যত জন,
সবাকারে আজ্ঞা হইল করিতে ভোজন।
প্রণমিয়া তবে রাম জাহ্নবা চরণে,
প্রার্থনা করিলা স্নান পূজার কারণে।
ভাল ভাল বলি স্নানে কৈলা আগুসার,
ঘাট ঘেরা হলো দিয়ে বস্ত্রের কাণ্ডার।
কৃতকৃত্য করি স্নান কৈলা সমাপন,
সেবা পরিচর্য্যা কৈল দাসে দাসীগণ।
শুষ্ক বাস পরি কৈলা তিলক ধারণ,
যার যেই নিত্য কৃত্য কৈলা সমাপন।
দিব্যাসনে বসিলা করিতে জলপান,
সামগ্রী আইল কত নহে পরিমাণ।
উত্তম সংস্কার করি আগেতে ধরিলা,
জাহ্নবা গোস্বামী রাধাকৃষ্ণে সমর্পিলা।

অনঙ্গ অম্বুজ কুঞ্জ নিত্য তাঁর স্থান,
সেই অনুসারে রাধাকৃষ্ণ বিদ্যমান।
তাম্বুলাদি দিয়া কৈলা সেবা সমাপন,
আজ্ঞা হৈল ভক্তগণে করিতে ভোজন।
অখণ্ড কদলীপত্রে চিঁড়া দধি দিলা,
উষ্ণ দুগ্ধ দিয়া চিঁড়া আগে ভিজাইলা।
অধরামৃতের হেতু বৈষ্ণবের গণ,
ঊর্দ্ধ হাতে রহে সবে না করে ভোজন।
জাহ্নবা গোসাঞি যবে করিলা ভোজন,
ঠাকুর রামাই শেষ করিয়া গ্রহণ।
বৈষ্ণব সকলে তাহা করিলা বণ্টন,
বসিলা ভোজনে সবে স্মরি জনার্দ্দন।
নানা উপহার আর যত ফল মূল।
শ্রীহস্ত পরশে সব বাড়িল অতুল।
ভোজন করয়ে সবে করি হরিধ্বনি,
"দীয়তাং ভুজ্যতাং" এই বাক্য মাত্র শুনি।
আকণ্ঠ পূরিয়া সবে করিলা ভোজন,
সামগ্রী বাড়িল খায় সহস্রেক জন।
তাম্বুল চর্ব্বণ সবে কৈল আনন্দেতে,
সাজিল বৈষ্ণবগণ আপন সাজেতে।

ডাকাইয়া রামচন্দ্র সেই মহাজনে,
অধর-অমৃত দিয়া বলেন বচনে।
তুমি আজ বিধিমতে বন্ধুকৃত্য কৈলে,
সৎকার করিয়া বড় সুখ উপজিলে।
মহাজন বলে তুমিই সুখের সদন,
তোমার ইচ্ছায় হয়, আমি কোন্ জন।
ঠাকুর কহেন তোমায় কি বলিব আর,
বিকাইনু আজ শুদ্ধ-ভক্তিতে তোমার।
আবার তোমার সঙ্গে হইবে মিলন,
সম্প্রতি করিহে তব সঙ্গে আলিঙ্গন।
তেঁহ কহে মুঁই নহি আলিঙ্গন যোগ্য,
চরণের ধূলি দেহ এইত সৌভাগ্য।
এত বলি কাঁদিয়া পড়িলা তাঁর পায়,
দিলেন শ্রীপদ প্রভু তাহার মাথায়।
জাহ্নবার পদে সাধু করিল প্রণতি,
জাহ্নবা কল্যাণ করি বৈষ্ণব সংহতি,
ভাগীরথী তীর দিয়া করিলা গমন,
বৈষ্ণব সকলে করে নাম সংকীর্ত্তন।
জাহ্নবা গোসাঞি যবে আসেন নবদ্বীপে,
প্রেরিলা সন্দেশ বিষ্ণু-প্রিয়ার সমীপে।

বীরচন্দ্র ভাবে মনে গেলা কতদিন,
তথাপিও অনাগত জাহ্নবা প্রবীণ।
সসজ্জ হইয়া সঙ্গে লয়ে ভক্তগণ,
জাহ্নবার স্থানে হেথা করিলা গমন।
এ দিকে জাহ্নবা আর ঠাকুর রামাই,
সত্বর হইয়া চলে সঙ্গে কেহ নাই।
দিবা অবসান, পথ আছে বহুদূর,
হেন কালে নিবেদন করেন ঠাকুর।
আসিয়া মিলিত হোক্ বৈষ্ণব নিচয়,
লভুন্ বিশ্রাম আর যাওয়া যুক্ত নয়।
হেনকালে জয়ধ্বনি শুনি আচম্বিতে,
হরি হরি ধ্বনিপূর্ণ হলো চারিভিতে।
নিনদে গম্ভীর শিঙ্গা উড়িছে নিশান,
দেখি শুনি রামচন্দ্র হৈলা আগুয়ান।
বৈষ্ণবনিকর পথে করি দরশন,
জিজ্ঞাসিল কে তোমরা কহ বিবরণ।
বৈষ্ণব সকলে কয় শুন মহাশয়,
নিত্যানন্দপ্রভুপুত্র বীরচন্দ্র হয়।
তাঁহার সঙ্গেতে মোরা করেছি গমন,
জাহ্নবা গোস্বামীবরে সন্ধান কারণ।

হেনকালে উপনীত বীরচন্দ্র রায়,
অগণ্য বৈষ্ণব যাঁর আগে পিছে ধায়।
দুঁহু দোঁহা দেখা হইল নয়নে নয়নে,
জিজ্ঞাসিলা বীরচন্দ্র মধুর বচনে।
কি নাম কোথায় বাস কাহার নন্দন,
কহ দেখি সব তত্ত্ব ওহে যশোধন।
ঠাকুর কহেন নবদ্বীপে মোর বাস,
রামাই আমার নাম জাহ্নবার দাস।
শুনিয়া শ্রীবীরচন্দ্র হাসিতে লাগিলা,
হেনকালে শ্রীজাহ্নবা উপনীত হৈলা।
বীরচন্দ্র প্রণমিলা ধরণী লোটাই,
আশীর্ব্বাদ করি তাঁরে জাহ্নবা গোসাঞি।
তোমা না দেখিয়া বাপ! হয়েছি ব্যাকুলী,
উঠ উঠ, বাপধন! গায়ে লাগে ধূলি।
যার তরে নবদ্বীপে আমার গমন,
এই সে রামাই, এর শুন বিবরণ।

তথাহি পদ্মে।

গোলোকে ভগবান কৃষ্ণঃ রাসলীলা যদৃচ্ছয়া,
স্বাঙ্গেচ কৃতবান্রাধাং মুরলীং মুখ-পঙ্কজে॥
বৃন্দাবনে তদাকৃষ্য ক্রীড়তে নরলীলয়া,
মুরলীমিব সম্মোহাৎ প্রস্থাপ্য রাধিকাকরে॥ ৭॥

তথাচ

এবমেবং কৃতে নানা বিলাসাদৌ সমগ্রতঃ,
প্রেম্নাচ তদ্বশীভূত্বা নাঁপিপারং সুদুর্ল্লভং ॥
শ্রীরাধিকা-মহাভাবং স্বমাধুর্য্যং বিলোক্য সঃ,
সমাকৃষ্য কলৌ ভাবী কৃষ্ণশ্চৈতন্যরূপকঃ ॥
কৃষ্ণকরে স্থিতা নিত্যা যাচ দূতী স্বয়ং তথা,
শ্রীবংশীবদনো-নাম ভবিষ্যতি কলৌ যুগে ॥৮॥

তথাহি গৌরগণ নিরূপণে।

শ্রীবংশীবদনানন্দঃ শ্রীচৈতন্য সমাজ্ঞয়া,
পুনঃ সমজনি শ্রীমান্ কথয়ামি ন সংশয়ঃ ॥৯॥

গোলোকে কেশব যবে রাসেতে বিহরে,
শ্রীঅঙ্গে ধরিলা রাই, মুরলী অধরে।
নরাকারে বৃন্দাবনে আনি সব তাই,
মোহে হারালেন বাঁশী, রাখিলেন রাই।
রাধাঅনুগত হয়ে খেলিলেন কত,
না পুরিল মনোসাধ অন্তরে আহত।
নিজ মধুরিমা আর ভাব শ্রীরাধার,
লইয়া কলিতে কৃষ্ণ গৌর অবতার।
কৃষ্ণের মুরলী যাহে মোহে জগজ্জন,
কলিতে হইলা সেই শ্রীবংশীবদন।
সেই শ্রীবদন, ধরি চৈতন্য আদেশ,
জনমিলা এবে আসি জানিহ বিশেষ।

শুনিয়া শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী তখন,
ভাই, ভাই, বলি, তাঁরে করে আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে উভয়ের বহে অশ্রুধার,
নানা ভাবোদয়ে অঙ্গ কাঁপয়ে দোঁহার।
জাহ্নবা পরশে দুঁহু বাহ্য উপজিলা,
গদ গদ স্বরে দোঁহে কহিতে লাগিলা।
মিলিনু উভয়ে প্রভু! তোমার কৃপায়,
চরণকমল দেহ দোঁহার মাথায়।
এত বলি দুই ভাই পড়িলা চরণে,
শ্রীচরণ দিয়া মাথে বলেন বচনে।
করে ধরি উভয়ের কর-কিশলয়,
আজ হতে হও দোঁহে অভিন্ন হৃদয়।

ইতি শ্রীমুরলী বিলাসের
চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জাহ্নবা চরণ,
জয় জয় বীরচন্দ্র মোর প্রাণধন।
জয় জয় ভক্তবৃন্দ পতিত পাবন,
মো অধমে কর সবে কৃপা বিতরণ।
সে নিশা সকলে তথা করিলা নিবাস,
গ্রামের সকল লোক করয়ে উল্লাস।
সেবার সামগ্রী কত আসিল তথায়,
বৈষ্ণব সকলে দিব্য বাসাঘর পায়।
অতি পরিপাটী করি বস্ত্রের কাণ্ডার,
রচিল বৈষ্ণবগণ অতি চমৎকার।
জাহ্নবা রামাই আর বীরচন্দ্র রায়,
তাহাতে নিবসে মনোরঞ্জন কথায়।
জাহ্নবা কহেন বাপু! ব্যাকুলিত মনে,
নবদ্বীপে আসি যাই ইহার কারণে।
বীরচন্দ্র কহেন, রাম বড় ভাগ্যবান্,
যার প্রতি আপনি হলেন কৃপাবান্।

ঠাকুর রামাই কন, ইহা সত্য হয়,
মহতের এই রীত অন্যথা না হয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমে।

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্য শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শ-পাদশৌচাসনাদিভিঃ॥ ১॥

জাহ্নবা গোসাঞি কৃপা করি অকিঞ্চনে,
মিলাইলা তোমা হেন মহতের সনে।
এই রূপে প্রশংসা করয়ে দুঁহু দোঁহা,
হেথা শ্রীজাহ্নবা গেলা পাকশালা যাঁহা।
নানাবিধ দ্রব্য তথা হয় আয়োজন,
জাহ্নবা করেন পাক বিবিধ ব্যঞ্জন।
অতি ত্রস্তে পাক কৈলা নানা উপচার,
সাক্ষাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ কৈলা অঙ্গীকার।
আচমন তাম্বুলাদি কৈলা সমর্পণ,
দুই ভাই আইলা তথা করিতে ভোজন।
বৈষ্ণব আসিলা সবে লভিতে প্রসাদ,
আসিল কতেক লোক না গণি প্রমাদ।

যেষামিতি। যেষাং সতাং সংস্মরণাৎ চিন্তনাদেব সদ্যস্তৎক্ষণাৎ পুংসাং জীবমাত্রাণাং গৃহাঃ শুধ্যন্তি পবিত্রা ভবন্তি, তেষাং সাক্ষাৎ দর্শনাদিভিঃ কিংপুনর্ভবতীতি কিংবক্তব্যমিতি॥ ১॥

জাহ্নবা আদেশে দোঁহে বসিলা ভোজনে,
বসিলা ব্রাহ্মণ আর বৈষ্ণব সজ্জনে।
আকণ্ঠ পূরিয়া সবে করিলা ভোজন
প্রসাদ লইয়া যায় কত শত জন।
জাহ্নবা গোস্বামী কিছু কৈলা উপযোগ,
প্রসাদ বাড়িল, খায় কত শত লোক।
পাকশালা হৈতে তবে আসিলেন শেষে,
বঞ্চিলা সকলে নিশি নিজ নিজ বাসে।
পরম সুখেতে রাত্রি গেলা সেই খানে,
সাজিল সকলে নিশাশেষ দরশনে।
শিঙ্গার শব্দ আর হরি হরি বোলে,
গগন ভেদিল সেই ঘোর কোলাহলে।
এইরূপে খড়দহে সবে উত্তরিলা,
উল্লাসে সকল লোক ধাইয়া আইলা।
হরি হরি ধ্বনি আর নামসংকীর্ত্তন,
প্রেমাবেশে নৃত্য করে বৈষ্ণবের গণ।
পুলকিত সবলোক করিয়া শ্রবণ।
মণ্ডলী করিয়া করে নামসংকীর্ত্তন,
তিন সম্প্রদায়ে তিন আগে করে গান,
তিনজনে কত সুখে নরযানে যান্।

উপস্থিত হইলা নিজ মন্দির দ্বারেতে,
উত্তরিল বীরচন্দ্র সবার আগেতে।
জাহ্নবারে করাইলা প্রভু আগুসার,
প্রবেশ করিলা তেঁহ আপন আগার।
আজ্ঞা হলো রামায়ে আনিতে নিজ স্থানে,
বীরচন্দ্র রামচন্দ্র আইলা বিদ্যমানে।
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম আসি শ্রীপদে করিলা,
আশীষ বচনে দুঁহে জাহ্নবা তুষিলা।
রামাই করিলা বীরচন্দ্রেরে প্রণতি,
কোলে ধরি সম্ভাষিলা প্রভু মহামতি।
পরে বসুধার পাদপদ্মে প্রণমিলা,
শ্রীবসুধা পুলকেতে কল্যাণ গাইলা।
গঙ্গাদেবী দেখি রামে হৈলা পুলকিতা,
জিজ্ঞাসয়ে শ্রীবসুধা আনন্দ-বারতা।
কহ বাপু! কহ সে কুশল সমাচার,
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া তব পিতা ও মাতার।
নবদ্বীপবাসী যত আত্ম-বন্ধুগণ,
শান্তিপুরবাসী সীতা অদ্বৈতনন্দন।
রামচন্দ্র শুনাইলা সকল কুশল,
শুনিয়া বসুধা দেবী আনন্দে ভাসল।

তার পরে রামচন্দ্র জাহ্নবা সদনে,
কহিতে লাগিলা কিছু পুলকিত মনে।
তব কৃপাবলে আমি দেখিনু সকল,
এত দিনে হৈলা মোর পরম মঙ্গল।
নিত্যানন্দ প্রভু পদ দেখিবারে সাধ,
পূরিল না হতবিধি সাধিলেন বাদ।
দেখিতে না পাইনু সেই চরণ-কমল,
হা হা বিধি কি বলিব জনম বিফল।
এই কথা কহি দুখে কান্দেন ঠাকুর,
দেখিয়া বিরহ সবা বাড়িল প্রচুর।
বসুধা জাহ্নবা কান্দে হইয়া ব্যাকুল,
গঙ্গাদেবী বীরচন্দ্র হইলা আকুল।
প্রেমোৎকণ্ঠা যবহি বাড়িল সবাকার,
আবির্ভূত হৈলা আসি পদ্মার কুমার।
প্রচণ্ড তপন জিনি অঙ্গের কিরণ,
কমলনয়ন-যুগ্ম সহাস্য বদন।
চরণকমলে নখকৌমুদীসঞ্চার,
নীলবাস পরিধান গলে কুন্দ-হার।
শ্রবণে কুণ্ডল মরকত মণি তায়,
মাতায় মুকুট শিখি-পিচ্ছ উড়ে বায়।

ভুবনমোহনরূপে ভুলিল নয়ন,
সব দুঃখ গেল দূরে জুড়াল জীবন।
বসুধা জাহ্নবা দুঁহে পড়িলা চরণে,
দুঁহাকারে করিলেন প্রেম আলিঙ্গনে।
গঙ্গা বীরচন্দ্রে ধরি করেন আহ্লাদ,
চুম্বন করয়ে শিরে ধরি দুটী হাত।
রামাই পড়িলা প্রভুচরণ ধরিয়া,
কৃপা করি তুলিলেন কোলেতে করিয়া।
শ্রীবংশীবদনপৌত্র বংশীর সমান,
তোমারে দেখিয়া, স্পর্শি হয় বংশী জ্ঞান।
প্রভুর শুনিয়া তবে বচন-মাধুরী,
রামচন্দ্র স্তুতি করে যোড় হস্ত করি।

তথাহি

প্রফুল্ল-কমলারুণ-দ্যুতিবিড়ম্বি-রম্যাধরং
সুতপ্তকনকোজ্জ্বল-দ্যুতিসনাথ-নীলচ্ছদং।
সুকোমল-পদাব্জযুগ্ম-বিচরৎ-সুভক্তাবলিং
ভজে নিখিলমঙ্গলং প্রণত-সদ্ম পদ্মাসুতং ॥২॥

এই মত অষ্ট শ্লোকে করিলা স্তবন,
প্রভু তবে কৃপা করি বলেন বচন।
ওহে বাপু! ত্বরা করি যাহ বৃন্দাবন,
সর্ব্ব সিদ্ধি হবে তব স্থির কর মন।

এত বলি অন্তর্দ্ধান হইল ধৃষ্টরায়,
প্রভু না দেখিয়া সবে করে হায় হায়।
প্রাণের বল্লভ মোর প্রভু কোথা গেলে,
এই কথা কহি বসু জাহ্নবা বিকলে।
বীরচন্দ্র কান্দে, গঙ্গা হইলা ব্যাকুল।
ঠাকুর রামাই তথা কান্দিয়া আকুল।
এইরূপে কতক্ষণ কান্দেন সবাই,
প্রবোধিলা সবে শেষে ঠাকুর রামাই।
সুস্থির হইলা সবে চিত্তে বোধ লয়ে,
স্বপ্নপ্রায় কি দেখিলা কহিতে নারয়ে।
প্রোষিতভর্ত্তৃকা যেন গোপ গোপীগণ,
বিরহ অর্ণবে যৈছে পায় দরশন।
তৈছে নিত্যানন্দ প্রভু বিদ্যুৎসমান,
দেখা দিয়া রাখিলেন সবাকার প্রাণ।
জগৎ ঈশ্বর প্রভু ভক্তের কারণ,
স্বেচ্ছাময় বপু তাঁর প্রেম-প্রয়োজন,
তার পর সবাকার হইল বাহ্যজ্ঞান,
দেহাভ্যাসে করেন বাহ্যকৃত্য জলপান।
সদাই হৃদয়ে স্ফুরে বিরহ বেদনা,
বসুধা জাহ্নবা চিত্তে না পায় শান্ত্বনা

মধ্যাহ্ন সময়ে পাক কৈলা সমাপন,
মানসে করান নিতাই চৈতন্যে ভোজন।
তারপর দিলা বীরচন্দ্র রামায়েরে,
যত্তেক বৈষ্ণব ছিল, দিলা সবাকারে,
এইরূপে দিবা গেল হইল সন্ধ্যাকাল,
লক্ষ লক্ষ জ্বলে কত প্রদীপ রসাল।
গন্ধ মাল্য নানাবিধ ধূপাদি গন্ধেতে,
ভ্রমর ঝঙ্করে কত না পারি বর্ণিতে।
বিচিত্র-নির্ম্মাণ হর্ম্ম্য গঠন সুন্দর,
ধ্বজ পতাকাতে শোভে অতি মনোহর।
পারাবত কেলি করে বসিয়া কুটীরে,
ময়ূর ময়ূরী নাচে, কোকিল কুহরে।
গঙ্গার সমীপে স্থল অতি সুশোভন,
দিব্য-ভূষাম্বরে শোভে দাস-দাসীগণ।
সহজে বৈকুণ্ঠ তাহে গঙ্গাসন্নিধান,
তাহে নিত্যানন্দ প্রভু কৈলা অবস্থান।
সংক্ষেপে কহিনু এই শ্রীপাট বর্ণন,
তারপর শুন কিছু করি নিবেদন।
ঠাকুর রামাই রহে জাহ্নবার স্থানে,
প্রণতি করিলা তাঁরে দিবা অবসানে।

বীরচন্দ্র জাহ্নবারে প্রণাম করিয়া,
সভাতে বসিলা আসি গৃহ তেয়াগিয়া।
বিচিত্র আসনে বসি বীরচন্দ্র রায়,
সেবকে সেবিছে, কেহ তাম্বূল যোগায়।
ঠাকুর রামাই হেথা জাহ্নবার কাছে,
সাধ্যসাধনের তত্ত্ব সানুরাগে পুছে।
জোড় হাতে কহে রাম গদ গদ স্বরে,
কৃপা করি কহ কিছু অধম পামরে।
জাহ্নবা কহেন বাপু তত্ত্ব সে বিরল,
বিশ্রাম করহ আজি কহিব সকল।
যে অজ্ঞা বলিয়া রাম গেলেন সভাতে,
ক্ষণকাল পরে আসি বীরচন্দ্র সাতে।
আসিয়া দুই ভাইএ করি জলপান,
দিব্য পালঙ্কেতে দোহে সুখে নিদ্রা যান।
এইতো কহিনু খড়দহ আগমন,
জাহ্নবা গোঁসাঞি পদ করিয়া স্মরণ।
জাহ্নবা রামাই পাঁদপদ্মে অভিলাষ,
এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস।

ইতি—শ্রীমুরলী-বিলাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ্র,
শ্রীবংশীবদন জয়, প্রভু বীরচন্দ্র।
রামচন্দ্র প্রভু বন্দ করিয়া যতন,
শ্রীচৈতন্যশক্তিধারী রূপসনাতন।
আমার প্রভুর প্রভু জাহ্নবা গোসাঞি,
তাঁহার চরণ বিনা আর গতি নাই।
বৈষ্ণব গোসাঞি মোরে করহ করুণা,
ওহে নাথ কর কৃপা না করিহ ঘৃণা।
আমি অজ্ঞ জীব মোর নাহি বুদ্ধি শুদ্ধি,
কেমনে জানিব শুদ্ধ ভাবের ভকতি।
এহেন জীবের হয় কত মনে আশা,
বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে প্রত্যাশা।
এহত আশ্চর্য্য নয় মহৎকৃপায়।
শুদ্ধ জীব হয়ে সেহ হরিগুণ গায়।

তথাহি ভাবার্থ দীপিকায়াং।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং,
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবং ॥১॥

যাঁহার কৃপা মূককে (বোবাকে) বাক্ পটু করিতে পারে, চলৎশক্তি-

রজনী প্রভাত, পক্ষী ডাকিছে প্রচুর,
গঙ্গার তরঙ্গে ঊর্ম্মি অতি সুমধুর।
শুনি শয্যা ছাড়ি উঠি বসিলেন রাম,
জাহ্নবা সমীপে গিয়া করেন প্রণাম॥
বীরচন্দ্র প্রভু আসি হৈলা দণ্ডবৎ,
জাহ্নবা কহেন বাপু! হও নিরাপদ॥
তার পর প্রণমিলা মাতার চরণে,
পুলকিত মনে দোঁহে চলে গঙ্গাস্নানে॥
সঙ্গে সব দাস গণ চলিলা ধাইয়া,
কূপ জলে বাহ্যকৃত্য কৈলা দোঁহে গিয়া।
কৃতকৃত্য হয়ে দোঁহে গঙ্গায় নামিলা,
গঙ্গার তরঙ্গ দেখি আনন্দে ভাসিলা।
কতক্ষণ দুই ভাই গঙ্গার সলিলে,
প্রেমানন্দে মত্ত হয়ে দুঁহে মিলি খেলে॥
স্নানাদি আহ্নিক কৃত্য করি সমাপন,
তীরে উঠি পরে দোঁহে সুধৌত বসন।
নবদ্বীপ হইতে যবে ঠাকুর আইলা,
পরিচর্য্যা হেতু সঙ্গে দুই ভৃত্য দিলা।

রহিত পঙ্গুকেও পর্ব্বত লঙ্ঘন করাইতে পারে, সেই পরমানন্দ স্বরূপ মাধব শ্রীকৃষ্ণকে আমি অভিবাদন করি। ১।

দুই ভৃত্য দুই ভাইএ করয়ে সেবন,
শ্যামের মন্দিরে দোঁহে করিলা গমন।
তিলক অর্পণ করি গন্ধ পুষ্প লঞা,
জাহ্নবার কাছে আইলা কৃতাঞ্জলি হঞা।
স্নান করি প্রভু নাম করয়ে স্মরণ,
ক্ষণে বাহ্য উপজিল, কহেন তখন!
এস এস ওহে বাপু! বস দুই জনা,
প্রচুর হয়েছে বেলা না পাও বেদনা।
জল পান কর কেন বাড়াও জঞ্জাল,
কি পূজা করিবে বল, অবোধ ছাওয়াল।
বীরচন্দ্র প্রভু কন, ছাওয়াল দেখিয়া,
অবজ্ঞা করহ কেন, দুঃখ পায় হিয়া।
গুরুপাদপদ্ম হয় সম্পদের সার,
তাহার সেবন ধর্ম্ম সর্ব্বশাস্ত্র-পর।
শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণবসেবা যতেক সাধন,
গুরুর অধিক নহে শাস্ত্রের লিখন।

তথাহি গুরুস্তোত্রে।

তুলসীসেবা হরিহরভক্তিঃ, গঙ্গাসাগরসঙ্গমমুক্তিঃ, কিমপরমধিকং কৃষ্ণে ভক্তিঃ ন গুরোরধিকং নগুরোরধিকং ॥২॥

তুলসী দেবীর সেবা, শিবপূজা অথবা হরিভক্তিও গুরু সেবার সমান নহে;

শ্লোক শুনি জাহ্নবার হইল আনন্দ,
কহিতে লাগিলা কিছু করি পরবন্ধ।
ছাওয়াল হইয়া তব এত শিক্ষা জ্ঞান,
স্নেহ করি কহি, কিছু না ভাবিহ আন।
এরূপ মধুর বাক্যে করি সন্তোষণ,
তবে দোঁহে করে হর্ষে চরণ পূজন।
গঙ্গাজল দিয়া আগে পদ ধোয়াইলা,
সুগন্ধ চন্দন পুষ্প সব সমর্পিলা।
অষ্টাঙ্গপ্রণাম দোঁহে করিলা চরণে,
কল্যাণ করিলা মাতা সহাস বচনে।
জাহ্নবা গোসাঞি কিছু কৈলা জল পান,
পাদোদক পিয়ে দোঁহে, সে প্রসাদ পান।
কৌতুক করিয়া কাড়াকাড়ী করি খান,
দেখিয়া জাহ্নবা মাতা অনন্দেতে চান।
বসুধা আনিয়া দেন প্রচুর করিয়া,
দোঁহে বসি খান নানা কৌতুক করিয়া।

গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে স্নান ও প্রাণত্যাগ করিলেও জীব সদ্গতি লাভ করে বটে, কিন্তু তাহাও গুরু শুশ্রূষার নিকটে অতি তুচ্ছ। অধিক কি পুরুষার্থ শিরো-মণি কৃষ্ণভক্তিও গুরুসেবা অপেক্ষা গুরুতর হইতে পারে না। ২।

তার পর দোঁহে গিয়া কৈলা আচমন,
তাম্বূল কর্পূর সহ করিলা চর্ব্বন।
এরূপে পূর্ব্বাহ্ন গেল, মধ্যাহ্ন সময়,
প্রসাদ পাইয়া দোঁহে আলস্য ত্যজয়।
সায়াহ্নে করিলা নামকীর্ত্তন-বিলাস,
এরূপ আনন্দে নিত্য শ্রীপাটেতে বাস।
তারপর শুন কহি শিক্ষার বিধান,
বৈষ্ণব গোসাঞি পাদপদ্ম করি ধ্যান।
ঠাকুর কহেন, মাগো! করি নিবেদন,
মনুষ্য শরীর এই নিশার স্বপন।
দিনে দিনে আয়ুঃক্ষয় সূর্য্যাস্ত উদয়ে,
কালচক্রে গ্রাসে, যেন রাহু চন্দ্রে পেয়ে।
দিবস যামিনী আর প্রাতঃ সন্ধ্যাকাল,
ক্রমে ক্রমে যায়, বড় বাড়ায় জঞ্জাল।
ইহার উপায় মোরে কহ বিবরিয়া,
তাপত্রয়ে জর জর করিতেছে হিয়া।
একথা বলিয়া রাম করয়ে রোদন,
সঘর্ম্ম পুলক-অঙ্গ সজল-নয়ন।
দেখিয়া জাহ্নবা দেবী পুলকিত হৈলা,
স্নেহের আবেশে তাঁরে কহিতে লাগিলা।

ওহে বাপু ! ধৈর্য্য ধর না কর বিষাদ,
ছাওয়াল বয়সে তুমি ঘটালে প্রমাদ।
ঠাকুর বংশীর পৌত্র তাঁহারি সমান,
তোমার দেহেতে কৃষ্ণ সদা অধিষ্ঠান।
তবে যে করহ লোক শিক্ষার কারণে,
তুমি না করিলে লোক জানিবে কেমনে।
শুন শুন কহি, করি দিক্-দরশন,
বহু বিস্তারিত তত্ত্ব না যায় কহন।
গুরুর আশ্রয়ে হয় ভক্তি উদ্দীপনে,
ইতরে না হয়, হয় পুণ্যবান জনে।
প্রাকৃত জীবের নাহি কৃষ্ণজ্ঞানলেশ,
পুণ্যবান্ জনে ভজে দেবহৃষীকেশ,
ক্রমেতে করয়ে চৌষট্টী অঙ্গের ভজন,
নব অঙ্গ পঞ্চ অঙ্গ ক্রমেতে যাজন।
এই রূপে হয় যবে কায়মনে নিষ্ঠা,
প্রেমের তরঙ্গ বাড়ে হয় পরাকাষ্ঠা।
প্রেমানন্দ হৈতে হয় কৃষ্ণ তার বশ,
কৃষ্ণ বশ হৈতে সেই পায় কৃষ্ণরস।

তথাহি পদ্যাবল্যাং।

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে,
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।

অক্রূরস্তুতিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্ম-নিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরং ॥ ৩ ॥

এই ত কহিনু সাধন ভক্তির লক্ষণ,
এর মধ্যে আছে নানা সিদ্ধান্তের গণ।
শুনিয়া ঠাকুর রাম করি প্রণিপাত,
নিবেদন কৈলা কিছু করি যোড় হাত।
আমিত ছাওয়াল, ভাল মন্দ নাহি জানি,
আপনার মত মোরে কহত আপনি।
গুরু মতে শিষ্য ব্রতী, গুরু আজ্ঞা মানি,
গুরুর আজ্ঞায় আছে বিচার না জানি।
ইহা বুঝি আজ্ঞা কর যাতে মোর হিত,
কৃপা করি অজ্ঞজনে বল নিজ রীত।
এ কথা শুনিয়া তবে জাহ্নবা গোসাঞি
কহিতে লাগিলা কিছু রাম-মুখ চাই।

(একান্ত মনে নব অঙ্গ ভক্তির একাঙ্গ যাজনকরিলেও কৃষ্ণপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী) ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণলীলা শ্রবণে রাজা পরীক্ষিৎ, তাঁহার গুণলীলা কথনে ব্যাসতনয় শুকদেব, অনুধ্যানে প্রহ্লাদ, পাদ-পদ্ম-সেবনে লক্ষ্মী, পূজনে বেণ-রাজতনয় পৃথু, স্তুতিতে অক্রূর, দাস্যে হনুমান, সৌহার্দ্দ্যে অর্জ্জুন, ও আত্মসমর্পণে বিরোচনপুত্র বলি; ইঁহারা সকলেই ভক্তির এক এক অঙ্গ যাজন করিয়া সর্ব্বসুখের নিদানভূত ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন।

শুন শুন ওহে বাপু! কহি নিজ মর্ম্ম,
অহৈতুকী অবৈদিকী উপাসনা ধর্ম্ম।
হৈতুকী ভজন যত আত্মপ্রতিষ্ঠিত,
অহৈতুকী গন্ধহীন নিজেন্দ্রিয় প্রীত।
ব্রহ্মজ্ঞানে যোগমার্গে কতেক ভজন,
আর নানামত আছে কে করে গণন।
যত মত তত ভক্তি অনন্ত অপার,
অহৈতুকী ধর্ম্ম হয় সর্ব্ব ধর্ম্ম সার।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতেতৃতীয়ে।

অহৈতুক্য-ব্যবহিতা যা ভক্তি পুরুষোত্তমে,
সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ৪ ॥

অহৈতুকী বলি যারে নিষ্কাম ভজন,
সর্ব্বত্র না মিলে এই ধর্ম্ম সুলক্ষণ।

কপিল দেব দেবহূতিকে কহিলেন, দেখ মা! যে সকল ব্যক্তি পুরুষ-শ্রেষ্ঠ আমার প্রতি কামনা পরিশূন্য ও জ্ঞান কর্ম্মাদির সম্পর্ক বিরহিত ভক্তি করিয়া থাকে, তাঁহারা অন্য কামনার কথা দূরে থাকুক, আমার লোকে বাস, মৎসদৃশ ঐশ্বর্য্য, আমার সন্নিকটে অবস্থান, মৎসদৃশ রূপ, ও আমাতে লয়প্রাপ্তির ও আকাঙ্ক্ষা করেন না। আমার সেবনই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া তাহারই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। ৪।

যাতে নাহি গন্ধমাত্র সকাম বিলাস,
যার লবমাত্রে হয় প্রেমের উল্লাস।
সেই সে নির্ম্মল ভক্তি বিশুদ্ধ ভজন,
নিজ সুখ নাহি, কৃষ্ণ-সুখে মাত্র মন।
যতকর্ম্ম করে সেহ কৃষ্ণসুখ লাগি,
কৃষ্ণসুখে করে সব, নহে পুণ্যভাগী।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়ে।

অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী,
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা ॥ ৫।

পাপ পুণ্য শূন্য হলে প্রারব্ধের ক্ষয়,
কৃষ্ণ-কৃপা-পাত্র তবে জানিহ নিশ্চয়।
নিত্য-সিদ্ধ সাধক আর প্রবর্ত্ত সাধক,
নিত্য-সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধায়ক।
কৃষ্ণসুখে গতায়াত করে সেইজন,
কৃষ্ণ আজ্ঞা ধর্ম্ম রক্ষা জীবের কারণ।

কপিল দেব কহিলেন, মা! মদ্বিষয়িনী নিষ্কামা ভক্তি মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; জঠরানল যেমন ভুক্ত অন্নকে পরিপাক করিয়া থাকে, সেইরূপ শুদ্ধা ভক্তিও জীবের সূক্ষ্ম শরীরকে জীর্ণ করিয়া থাকে; সুতরাং মুক্তি কথনই শুদ্ধ ভক্তের সংশ্রব ত্যাগ করিতে পারে না, সর্ব্বথাই তাহার অনুগমন করিয়া থাকে। ৫ ॥

প্রবর্ত্ত সাধক গুরু কৃষ্ণ কৃপা হৈতে,
সকাম ছাড়িয়া, ভজে নিষ্কামের মতে।
ভজিতে ভজিতে যবে পরিপক্ক হয়,
দেহান্তরে কৃষ্ণ তারে কৃপা যে করয়।
তাহার অধীন কৃষ্ণ হৈতে নহে আন,
কৃষ্ণ যারে কৃপা করেন্ সেই ভাগ্যবান।
প্রেমে বশ হয়ে হন্ তাহার অধীন,
তাহার হৃদয় নাহি ছাড়েন্ রাত্রিদিন।
ঠাকুর কহেন নিত্য-সিদ্ধ কোন্ জন,
কৃপা করি কহ মোরে তাহার লক্ষণ।
আমি অতি অজ্ঞ, নাহি জানি ভালমন্দ,
দয়া করি কহ মোরে যাক্ ভব-বন্ধ।
জাহ্নবা কহেন বাপু! শুন মন দিয়া,
কহিব নির্যাস তোর প্রেমাধীন হঞা।
স্থায়ি-ভাব নাম পঞ্চ রসের অখ্যান,
সেই পঞ্চগুণ রস কৃষ্ণ ভগবান্।
শান্ত দাস্য সখ্য আর বাৎসল্য মধুর,
এই পঞ্চ রস হয় প্রেমের অঙ্কুর।
এই পঞ্চ রসে পঞ্চ ভক্তি অধিষ্ঠান,
তায় অনুগত যত করিতেছি নাম।

শান্ত গুণে সনকাদি নিত্যসিদ্ধ যত,
দাস্য গুণে সেবকগণ কহিব তা কত।
সখ্যে নিত্য সখা সে শ্রীদামাদি গোপাল,
বাৎসল্যে যশোদা আদি নন্দ মহীপাল।
মধুরেতে গোপীগণে কৈলা নিরূপণ,
এই পঞ্চ রসশ্রেষ্ঠ পরম কারণ।
শান্ত দাস্য বাৎসল্য মধুর আদি করি,
শ্রীমতী রাধিকা সব রসের ভাণ্ডারী।
ধ্যান প্রাপ্তা গোপী আছে ব্রজের ভিতর,
দাস্যে রক্ত পতাকাদি সেবক নিকর।
এসকল ভাব হয় রাধাঅনুগতা,
আর কত আছে সবে রসে অনুমতা।
মুনিগণ সেবকগণ সখাগণ আর,
মৈত্রীগণ কান্তাগণ ভাবগত সার।
যেই জন এই পঞ্চ ভাবাশ্রয় হয়,
কৃষ্ণ তারে সেই ভাবে সন্তোষ করয়।
নিত্য-সিদ্ধা ললিতাদি অষ্ট সখীগণ,
শ্রীরূপ মঞ্জরী আদি মঞ্জরীর গণ।
শ্রীমতী রাধিকা তুল্যা নহে একজনা,
কায়ব্যূহ মাত্র কৃষ্ণসুখেতে সুমনা।

অনীশ্বর জ্ঞানশূন্য প্রেমাবিষ্ট মন,
নিষ্কামা নির্ম্মলা কৃষ্ণ-সুখেতে মগন।
রতিভেদে জানি যার যেই মত ভাব,
যে কথা শুনিলে হয় প্রেমানন্দ লাভ।
সাধারণী সমঞ্জসা সমর্থা এ তিন,
ভাবোল্লাসা রতি কৃষ্ণ যাহার অধীন।
সাধারণী মথুরাতে কুব্জা সখীগণ,
আত্মসুখে কৃষ্ণ ভজে এই ত কারণ।
সমঞ্জসা দ্বারকাতে মহিষী প্রভৃতি,
উভয়তঃ সুখে বাধ্য সবার সুমতি।
গোকুলে গোপীকা বঞ্চে কৃষ্ণ সুখানন্দ,
কৃষ্ণ প্রীতে কৃষ্ণ ভজে এই ত সম্বন্ধ।
অতএব তাহাদের সমর্থা রতি হয়,
পুরী দ্বারাবতী হতে আধিক্যতা কয়।
ঘৃতসম সমঞ্জসা যতু সাধারণী,
মধুসম সমর্থা সে প্রেমশিরোমণী।
সংক্ষেপে কহিনু এই সিদ্ধাদি আখ্যান,
ইহার বিস্তার চিতে করো অনুমান।
ঠাকুর কহেন, কৃপা করি আগে কহ,
ভাবোল্লাসা রতি কোথা আমারে শুনাহ।

আমি অজ্ঞ নাহি জানি ইহার সন্ধান,
দয়া করি বল প্রভু না ভাবিহ আন।
জাহ্নবা কহেন বাপু! শুন সাবধানে,
ভাবোল্লাসা রতিমাত্র হয় বৃন্দাবনে।
বৃন্দাবন স্থান সে দেবের অগোচর,
সবে মাত্র বিরাজিত কিশোরী-কিশোর।
শ্রীরূপমঞ্জরী করি অনঙ্গ-মঞ্জরী,
সেবানন্দে মগ্না সবে দিবা বিভাবরী।
ভাবোল্লাসা রতিমাত্র ইহা সবাকার,
দুঁহু সুখে সুখী, কিছু নাহি জানে আর।
রাধা কৃষ্ণ সেবানন্দে সদা কাল হরে,
আনন্দ সাগরে তাঁরা সদাই বিহরে।
সঞ্চারী ভাবানুরূপা কৃষ্ণে দিতে প্রীতি,
অধিক প্রপুষ্ট করে ভাবোল্লাসা রতি।
শ্রীমতীর সমা সবে দেহ ভেদ মাত্র,
এক প্রাণ এক আত্মা সবে রাধা তন্ত্র।
সম্ভোগের কালে দুঁহু আনন্দ উল্লাস,
রাধাঙ্গে পুলক ভাব সখীতে প্রকাশ।
যত সুখ পায় বৃষভানুর নন্দিনী,
তার সপ্তগুণ সুখ আস্বাদে সঙ্গিনী।

কোন ছলে কৃষ্ণ সঙ্গে সখিরে মিলায়,
সে আনন্দ দেখি শুনি কোটি সুখ পায়।
এইত নিষ্কাম প্রেম আস্বাদন করে,
শুদ্ধ পরকীয়াভাবে সদাই বিহরে।
এই ত কহিনু ভাবোল্লাসার আখ্যান,
"ন পারয়েঽহং" রাসে কহিলা ভগবান্।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে।

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যামাভজন্ দুর্জর-গেহ-শৃঙ্খলাং
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতি যাতু সাধুনা॥ ৬॥

এতেক শুনিয়া রাম হৈলা প্রেমময়,
অশ্রুধারা বহে নেত্রে পুলকাঙ্গ হয়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলাগত গোপসুন্দরীদিগের বিশুদ্ধ প্রেম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে সুন্দরীগণ! তোমাদিগের এই অনুরাগপূর্ণ সম্বন্ধ সর্ব্বতোভাবে দোষপরিশূন্য; আমি দেবগণের পরমায়ু প্রাপ্ত হইলেও তোমাদিগের প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ হইব না; যে গৃহ-শৃঙ্খলচ্ছেদন করা নিতান্ত কঠিন, তোমরা তাহা অনায়াসেই সম্পূর্ণ ছেদন করিয়া আমার ভজনা করিতেছ, পিতা মাতা ভ্রাতা পতি প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের কিছুমাত্র মুখাপেক্ষা কর নাই, কিন্তু আমার মন অনেকের প্রেমে বদ্ধ, আমার নিষ্ঠামাত্র নাই; সুতরাং তোমাদের সাধুকার্য্য দ্বারাই তোমাদিগের সাধুকার্য্যের প্রতিশোধ হউক, প্রত্যুপকার করিয়া অঋণী হই, এমত কোন উপায় দেখি না। ৬॥

অষ্ট সাত্বিকভাবে হইলা অস্থির,
ভূমিতে লোটায় ঘন কম্পয়ে শরীর।
জাহ্নবা দেবীর মুখে না স্ফুরে বচন,
প্রভু ভৃত্য প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন।
কতক্ষণে শ্রীজাহ্নবা মনস্থির কৈলা,
নেত্রাশ্রু মুছিয়া তাঁরে কহিতে লাগিলা।
ধৈর্য্য হও ওহে বাপু! শুন কহি মর্ম্ম,
তোমারে কহিনু এই গোপনীয় ধর্ম্ম।
সংক্ষেপে কহিনু এই, বিস্তার অপার,
ভাবিতে ভাবিতে স্ফূর্ত্তি হইবে তোমার।
ঠাকুর কহেন তব আজ্ঞা বলবান্,
অজ্ঞজন হৈতে পারে পরম বিদ্বান্।
কৃপা করি কহ, আমি পূছিতে না জানি,
আনন্দ উল্লাস শুনি অমৃতের বাণী।
নায়কাদি ভেদ মাতা কহিতে লাগিলা,
শুনিয়া ঠাকুর প্রেমে গদ গদ হৈলা।
ধীর শান্ত আদি ধীর-ললিত পর্য্যন্ত,
চতুর্ব্বিধ নায়কের গুণ আদ্যোপান্ত।
সকল কহিলা ক্রমে নায়িকা বিভেদ,
ধীরাধীর পর্য্যন্ত তার গুণের প্রভেদ।

নায়িকাদি বিলাস কহিলা ক্রম করি,
যে কথা শুনিলে বাড়ে আনন্দ-লহরী।
তার পর কহেন অষ্ট রসের সিদ্ধান্ত,
অভিসারিকাদি স্বাধীনভর্তৃকা পর্য্যন্ত।
অষ্ট নায়িকা অষ্টরসের প্রাধান্য,
আট অষ্টে চৌষট্টি রস অগ্রগণ্য।
সংজ্ঞাভেদ নায়িকার ক্রমেতে কহিলা,
শুনিয়া ঠাকুর মনে আনন্দ পাইলা।
অভিসারিকার রস শ্রীভাগবতমতে,
গোপী আকর্ষিলা কৃষ্ণ মুরলীর গীতে।
ধ্বনি শুনি মত্তা সবে চলিলা ধাইয়া,
পাইলা কৃষ্ণের সঙ্গ বৃন্দাবনে গিয়া।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে।

লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চলোচনে,
ব্যত্যস্ত-বস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ ॥৭॥

কোন কোন গোপী চন্দনাদি দ্বারা অঙ্গ রাগ করিতেছিলেন, কেহ কেহ অঙ্গ মার্জ্জন করিতেছিলেন, কেহ কেহ বা নয়নে অঞ্জন প্রদান করিতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের বেণুনাদ শ্রবণ মাত্র সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ব্যাকুলচিত্তে ধাবমান হইলেন (ব্যাকুলতাবশতঃ) সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগের বস্ত্রাভরণ সকল বিশ্লথ ও বিপর্য্যস্ত হইল। ৭ ॥

বাসক সজ্জার ভেদ শুন মন দিয়া,
কৃষ্ণপ্রাতে নানা উপচার যে করিয়া।
তপনদুহিতাতীরে কমল-বেদীতে,
বিচিত্র আসন নানাগন্ধ-সুবাসিতে,
কুন্দাদি কুসুম বিকসিত চারিভিতে,
সৌরভে ষট্‌পদগণ ফেরে হরষিতে।
যমুনাপুলিনে দীপ খদ্যোত-নিচয়,
পুষ্পমালা-যুত-কুচ পূর্ণকুম্ভ হয়।
উত্তরীয় বাস তাতে বিচিত্র আসনে,
তদুপরি বসাইলা শ্রীনন্দ-নন্দনে।
এই ত কহিনু বাসক সজ্জার বিধান,
মন দিয়া শুন ভাগবতের প্রমাণ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে।

তাঃ সমাদায় কালিন্দ্যা নির্ব্বিশ্য পুলিনংবিভুঃ।
বিকসৎকুন্দমন্দার-সুরভ্যনিল ষট্‌পদং॥
তদ্দর্শনাহ্লাদ-বিধূত-হৃদ্রুজো মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ।
স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতৈরচীক্লৃপন্নাসন-মাত্মবন্ধবে ॥৮॥

উৎকণ্ঠিতা রস এই কহি যে তোমারে,
সদাই উৎকণ্ঠ চিত্ত কান্তে মিলিবারে।

সর্ব্বব্যাপক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাস-ক্রীড়া সমুৎসুক সেই সকল গোপীগণকে লইয়া যমুনা পুলিনে সমুপস্থিত হইলেন; সেই পুলিনে প্রফুল্ল কুন্দ ও মন্দার

সঙ্কেতে অন্তরধান কৃষ্ণে না পাইয়া,
বিলাপ করয়ে সদা উৎকণ্ঠ হইয়া।
রাসে কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান, হইলা বিকল,
উৎকণ্ঠায় প্রলপয়ে হইয়া বিহ্বল।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে।
হা নাথ! রমণ! প্রেষ্ঠ! ক্কাসি ক্কাসি মহাভুজ!
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে! দর্শয় সন্নিধিং॥ ৯॥

বিপ্রলম্ভ রস কহি শুন মন দিয়া,
নিজ মনোবৃত্তি কহে সখি সম্বোধিয়া।

পুষ্পের গন্ধে সুগন্ধিত বায়ুসংযোগে ভ্রমরগণ চঞ্চল ভাব ধারণ করিয়াছিল; সেই মনোহর পুলিনে সমাগত হইয়া ও কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া গোপসুন্দরী-দিগের হৃদয়জরোগ এককালে দূরীভূত হইল। শ্রুতিগণ যেমন কর্ম্ম-কাণ্ডানুশীলনে পরম পুরুষের সাক্ষাৎ না পাইয়া জ্ঞানকাণ্ডের অনুশীলনে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়াছিলেন, আজ গোপরমণীগণও শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া পরম সুখে সুখী হইয়াছিলেন, কোন প্রকার কামানুবন্ধের লেশমাত্রও ছিল না, তাঁহারা সপ্রেমে কুচ-কুঙ্কুম-লিপ্ত স্ব স্ব উত্তরীয় বসনে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত আসন রচনা করিলেন। ৮॥

রাসলীলাকালে ভগবানকে অন্তর্হিত দেখিয়া গোপসুন্দরী বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা নাথ! হা প্রিয়তম! হা রমণ! হে মহাবাহো! তুমি কোথায়? সখে! তোমার এই সুদীনা দাসীকে তোমার সান্নিধ্য প্রদর্শন কর। ৯॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে।

মালত্যদর্শিবঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতি যুথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥১০॥

তারপর কহি শুন খণ্ডিতাদি রস,
রতি শ্রান্ত দেখি কৃষ্ণে নায়িকা বিবস।
নখাঘাতে দন্তাঘাতে দৃঢ় পরিস্বঙ্গে,
মলিন হয়েছে অঙ্গ নেত্রালস ভঙ্গে।
কৃষ্ণ দুঃখ দেখি ধনি গৌরবিনী হৈলা,
এই মর্ম্ম ভাগবতে ব্যাস বিবরিলা।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে।

এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ।
আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোহ্যধিকং ভুবি ॥১১॥

কলহান্তরিতা রস কহি যে তোমারে,
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে ধনি ব্যাকুল অন্তরে।

তখন কৃষ্ণালাপ-পরায়ণা গোপীগণ কহিতে লাগিলেন; সখি মালতি! অয়ি মল্লিকে! হে জাতি! রে যূথিকে! তোমরা কি দেখিয়াছ? আমাদের মাধব করস্পর্শে তোমাদিগকে প্রীত করিয়া কি এই দিকে গমন করিয়াছেন? ১০॥

এই রূপে রাসমণ্ডলে গোপীগণ সর্ব্বনায়কশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বিশেষ সম্মান লাভ করিয়া অত্যন্ত মানিনী হইলেন এবং আপনাদিগকে সকল রমণীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। ১১॥

পূর্ব্বে কৃষ্ণোপরি ঈর্ষা করিয়া অন্তরে,
অবনতমুখে রহে অতি মান ভরে।
নতি স্তুতি কৈলা বহু ব্রজেন্দ্র কুমার,
তথাপি সদয় নহে অন্তর রাধার।
হারিমানি অন্তর্হিত হইলেন হরি,
ঠেকিয়া কান্দেন রাই হা হা কৃষ্ণ করি।
পরে সে সকল কথা সখিরে কহিয়া,
বিষাদ করয়ে সব সখিতে মিলিয়া।
কৃষ্ণ যশ লীলাবৃন্দ গায় উৎকণ্ঠাতে,
কৃষ্ণাত্মিকা হৈলা ধনি প্রেম উনমাদে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে।
তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ।
তদ্‌গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ॥১২॥

পরে কহি শুন স্বাধীন ভর্ত্তৃকাদি রস,
নায়ক নায়িকা হয়, উভয়ের বশ।
অধীন হইয়া বেশ করয়ে রচনা,
অলকে তিলক দেয় হইয়া মগনা।
কেশ-প্রসাধন করে মালতী-মুকুলে,
চরণে যাবক রচে, অধর তাম্বূলে।

সেই সময়ে গোপবালাগণ কৃষ্ণমনা কৃষ্ণালাপপরায়ণা হইয়া তাঁহার গুণ-

নায়িকা করয়ে নায়কের বেশভূষা,
সহজেই রাজরতি কৃষ্ণভাবোল্লাসা।
চূড়ার সাজনী ময়ূর পুচ্ছাবতংসন,
কপালে চন্দন অঙ্গে কুঙ্কুম লেপন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে।
কেশ-প্রশাধনংহ্যত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতঃ,
তানি চূড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুবং ॥১৩॥

প্রোষিত ভর্ত্তৃকা কথা শুন দিয়া মন,
নায়ক করয়ে যবে প্রবাস গমন।
বিয়োগে বিবশ চিত্ত অত্যন্ত বিকল,
মৃগাঙ্ক চন্দন মৃগমদ হলাহল।
ভ্রমর কোকিল শব্দ যেন বজ্রাঘাত,
নেত্রে বারিধারা বহে যেন বৃষ্টিপাত
কহা নাহি যায় যে প্রকার তার দশা,
সদাই উৎকণ্ঠচিত দর্শন লালসা।
গোবিন্দ! মাধব! দামোদর! বলি কাঁদে,
অশক্ত হইল অঙ্গ স্থির নাহি বাঁধে।

গান করিতে করিতে আত্মবিস্মৃত হইলেন, গৃহস্মৃতিও তিরোহিত হইল। ১২॥

হে সখীগণ! নিশ্চয়ই সেই কামী কৃষ্ণ এই স্থানে নিজ কামিনীর কেশ-সংস্কার করিয়াছেন; নিশ্চয়ই সেই কান্ত কামিনীর কেশ তারকে চূড়ানুকারী করিবার নিমিত্ত এই স্থলে বসিয়াছিলেন। ১৩॥

শ্রীকৃষ্ণের বিরহেতে রাধা-দুঃখ দেখি,
সঙ্গের সঙ্গিনীগণ হৈলা অতি দুঃখী।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে।
এবং ব্রুবাণা বিরহাতুরা ভৃশং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণ-বিসক্ত-মানসাঃ।
বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃস্ম সুস্বরং
গোবিন্দ! দামোদর! মাধবেতি॥ ১৪॥

এই শ্লোক পড়ি মাত্র প্রেমাবিষ্ট হৈলা,
বিরহ বেদনা দুঃখ অধিক বাড়িলা।
কম্পাশ্রু পুলক স্বেদ স্তম্ভ বৈবর্ণ্য,
স্বরভঙ্গ হৈল মুখে না স্ফুরে বচন।
দেখিয়া ঠাকুর তবে বিস্মিত হইলা,
দেখিতে দেখিতে প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
উঠ উঠ বলি মাতা ধরিয়া তুলিলা,
ভাব সংগোপন করি কহিতে লাগিলা।
শুন শুন ওহে বাপু! রামাই সুন্দর!
তোমারে কহি যে কথা সর্ব্ব তত্ত্বপর।

কৃষ্ণ কথা কহিতে কহিতে বিরহ-কাতরা ব্রজরমণীগণ, কৃষ্ণাশক্তমনা হইয়া লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক হা গোবিন্দ! হা দামোদর! হা মাধব! বলিয়া সুস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ১৪॥

এই অষ্ট রস হয় রসের প্রধান,
অষ্ট নায়িকা যাহে হৈলা মূর্ত্তিমান।
আট অষ্টে চৌষট্টি ইহার বিস্তার,
পশ্চাৎ জানিবে সব করিলে বিচার।
ঠাকুর কহেন মোর সন্দেহ যে মনে,
বৃন্দাবন ছাড়ি কৃষ্ণ গেলেন কেমনে।
এ বড় আশ্চর্য্য কৃষ্ণ এ সুখ ছাড়িয়া,
কি কারণে গেলা গোপীগণে দুঃখ দিয়া।
এহেন পীরিতি তাহে নিতি নবলেহা,
কেমনে ছাড়িলা সবে, কিসে ধরে দেহা।
নিজ প্রাণ প্রাণ নহে কৃষ্ণ সে পরাণ,
কেমনে ধরিল দেহ কি এর প্রমাণ।
বুঝিতে নারিনু এ সকল অভিপ্রায়,
বিজাতীয় প্রেম এই বুঝা নাহি যায়।
জিজ্ঞাসিতে নাহি জানি বুদ্ধি অতি মন্দ,
কৃপা করি কহ যাক্ অন্তরের দ্বন্দ্ব।
এতেক শুনিয়া তবে জাহ্নবা গোসাঞি,
কহিতে লাগিলা কিছু তাঁর মুখ চাই।
ব্রহ্মার প্রার্থনা মতে ভূভারহরণে,
জন্মিলা ঈশ্বর বসুদেবের সদনে।

ভয়ে বসুদেব নন্দ-গৃহেতে রাখিলা,
সেই চতুর্ভুজ রূপ দ্বিভুজে মিলিলা।

তথাহি যামলে।

বসুদেবে সমানীতে বাসুদেবেঽখিলাত্মনি,
লীনে নন্দসুতে রাজন! ঘনে সৌদামিনী যথা ॥১৫॥

যশোদার হৈলা অম্বিকা গোবিন্দ আখ্যান,
মিথুন জনমে ইহা শাস্ত্রেতে প্রমাণ।

তথাহি যামলে।

নন্দপত্ন্যাং যশোদায়াং মিথুনং সমজায়ত,
গোবিন্দাখ্যঃ পুমান্ সোঽপি চাম্বিকা মথুরাংগতা ॥১৬॥

অম্বিকা লইয়া বসুদেব গেলা ঘরে,
দ্বিভুজে মিলান চতুর্ভুজ কলেবরে।
সেই ভগবান্ ব্রজে কৈলা বহু লীলা,
অসুর সংহার শৌর্য্য মাধুর্য্যাদি খেলা।
ভূভার হরণ হেতু মথুরা গমন,
স্বয়ং ভগবান হেথা রহে সংগোপন।

হে রাজন্! বসুদেব যখন আপন কৃষ্ণকে লইয়া নন্দগৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন মেঘমণ্ডলে সৌদামিনীর ন্যায় নন্দনন্দনে সেই সর্ব্বভূতাত্মা বসুদেব নন্দন বিলীন হইলেন। ১৫ ॥

নন্দপত্নী যশোদার গোবিন্দ ও অম্বিকা নামে যমজ উৎপন্ন হইয়াছিল; তন্মধ্যে বালা অম্বিকা মথুরায় নীত হইলেন, এবং গোবিন্দ নন্দভবনেই রহিলেন ॥ ১৬ ॥

প্রকটে করেন নানা সুখ আস্বাদন,
সে সব না দেখি সদা বিয়োগ-স্ফুরণ॥
বিচ্ছেদে ব্যাকুল চিত্ত নহে সম্বরণ,
মহা দুঃখার্ণবে রাই পড়িলা তখন।
মূর্চ্ছাগত হইলে, কৃষ্ণ হন সাক্ষাৎকার,
মরিতে না পায়, বাড়ে আনন্দ অপার।
রসিক নাগর রস আস্বাদন কাজে,
সদাই বিহরে কৃষ্ণ ভক্ত হৃদি মাঝে।
বৃন্দাবন নাহি ছাড়ে ব্রজেন্দ্র-কুমার,
বাসুদেব গেলা তথা বসুদেবাগার।

তথাহি যামলে।
কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃপরঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি॥১৭।

যদু-সম্ভূত গেলেন কংসেরে ভেদিতে,
নিত্য বৃন্দাবনে তথা রহে ব্রজনাথে।
ভক্তেরে প্রকট অপ্রকট কভু নয়,
বৃন্দাবনে কলানিধি সতত উদয়।

যদুবংশ-সম্ভূত বাসুদেব নামে যে কৃষ্ণ তিনিই মথুরা গমন করেন, পূর্ণ-স্বরূপ লীলাপুরুষোত্তম কখনই বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন না। ১৭॥

তবে যে হইল গোপীর বিরহ বেদনা,
মন দিয়া শুন কহি তাহার লক্ষণা।
রাগবস্তু হন্ কৃষ্ণ তাহাতে আত্মিকা,
সেই রাগাত্মিকা হন্ শ্রীমতী রাধিকা।
এই ত কারণে রাগ বাড়ে অনুক্ষণ,
লোক বেদ ছাড়ায় করে আত্মবিস্মরণ।
মহাভাব স্বরূপ যে ত্রিগুণ-গরিমা,
উজ্জ্বল মধুর রস আশ্চর্য্যের সীমা।
ভাবোল্লাসা প্রেমোল্লাসা রসোল্লাসা আদি,
প্রেমের বৈচিত্রে হৃদি সদা উনমাদি।
সাক্ষাতে বিয়োগ সদা স্ফুর্ত্তি হয় যাঁরে,
মথুরা গমন কথা কহে কি তাঁহারে।
সংক্ষেপে কহিনু বিয়োগ দশার লক্ষণ,
রাধিকানুগতা গোপী ঐ ত কারণ।
ব্রজবাসীজন সবে রাগানুগা হয়,
তাহারি কারণে রাগ দ্বিগুণ বাড়য়।
প্রাণের অধিক প্রাণ-কৃষ্ণ করি মানে,
কৃষ্ণ সুখে নিজ সুখ দুঃখ নাহি গণে।
শুনিয়া ব্রজের ভাব ঠাকুর রামাই,
প্রেমানন্দে গান প্রভু আনন্দ বাধাই।

পুলকে পুরল অঙ্গ কদম্ব-কেশর,
নেত্রে বারিধারা বহে গদগদস্বর।
জাহ্নবা গোস্বামী পাদপদ্মে অভিলাষ,
এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস।

ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

জয় জয় গৌরচন্দ্র পরম দয়াল,
যাঁহার স্মরণে বাঞ্ছা পূরে সর্ব্বকাল।
তারপর শুন সবে হয়ে এক মন,
মুরলী-বিলাস এই কর্ণ-রসায়ণ।
কবিত্ব-লালিত্য নাহি জানি ভাল মতে,
তথাপি লালসা বাড়ে বর্ণনা করিতে।

আমার হৃদয়ে কেবা লালসা বাড়ায়,
জানিতে না পারি এর করি কি উপায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুরু বৈষ্ণব গোসাঞি,
এই ত ভরসা বড় অন্য জানি নাই।
তবে জিজ্ঞাসিলা রাম হইয়া প্রণত,
কৃপা করি কহ কিছু অদ্ভুত চরিত।
সদৈন্য বিনয় শুনি মধুরিমবাণী
কহিতে লাগিলা সূর্য্যদাসের নন্দিনী।
জগতব্যাপক এক স্বয়ং ভগবান্,
তাঁহার স্বরূপে বলরাম অধিষ্ঠান।
তাঁহা হৈতে হৈল মহাবিষ্ণুর প্রকাশ,
সেই ত পুরুষ তিন রূপেতে বিলাস।
পদ্মনাভ এক, ক্ষীরোদকশায়ী আন,
তাহা হৈতে অবতার করেন ভগবান্।
গুণ অবতার দশ অবতার গণ,
মন্বন্তর অবতার কে করে গণন।
শক্ত্যাবেশ অবতারে শক্তি সঞ্চারণ,
যুগ অবতার কৈলা পরম-কারণ।
অসংখ্য যে অবতার নাহি পরিমাণ,
ইথে কত আছে ভাগবতের প্রমাণ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমে।

অবতারাহ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাঽবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃস্যুঃ সহস্রশঃ॥১॥

ঠাকুর কহেন কহ বিস্তার করিয়া,
অবতার করিলেন কিসের লাগিয়া।
জাহ্নবা কহেন কৃষ্ণ পরমকরুণ,
ভক্তে সুখ দেন করেন্ ধর্ম্ম সংস্থাপন।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারি যুগাখ্যান,
চারি যুগঅবতার করেন ভগবান্।
সত্যে শুক্লবর্ণ ধরি ধ্যান ধর্ম্মাচরে,
ত্রেতা যুগে রক্তবর্ণ দান যজ্ঞ করে।
দ্বাপরের ধর্ম্ম সেবা পরিচর্য্যা আদি,
কৃষ্ণবর্ণ ধরি হরি এ সব আস্বাদি।
কলিযুগে পীতবর্ণ ধরি ভগবান্,
নাম প্রবর্ত্তন ধর্ম্ম শাস্ত্রেতে প্রমাণ।
পরব্যোমনাথ হৈতে লীলার প্রকাশ,
আপনি করয়ে রসকেলীর বিলাস।
করিলাম অবতারের দিগদরশন,
রসিকশেখরলীলা শুন দিয়া মন।

হে দ্বিজগণ! হ্রাস-বৃদ্ধি-বিরহিত জলাশয় হইতে যেমন শত শত ক্ষুদ্রনদী প্রকাশিত হয়, সত্বনিধি ভগবান হইতেও সেইরূপে অসংখ্য অবতার হইয়া থাকে। ১ ॥

রসিক নাগর কৃষ্ণ রসোজ্জ্বলভূপ,
চিদানন্দ স্বেচ্ছাময় তাঁহার স্বরূপ।
আনন্দাংশে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপা রাধিকা,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠা হন্ কৃষ্ণ-আনন্দ-দায়িকা।
কৃষ্ণ সুখ লাগি তেঁহ বহুমূর্ত্তি হৈলা,
স্বরূপাংশে কৈতবাদি তাহা আস্বাদিলা।

তথাহি বৃহদ্গৌতমীয়ে।
দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিসম্মোহিনী পরা॥২॥

তদেকাত্মা ললিতাদি সখি অষ্ট জন,
এক দেহ এক প্রাণ মঞ্জরীর গণ,
অপর যতেক কৃষ্ণ প্রেয়সী আছয়,
এক এক অংশ কলা, রাধা হৈতে হয়।
কৃষ্ণ-স্বেচ্ছাময়ী রাধা কৃষ্ণ-সুখাবিষ্টা,
অতএব জেন রাধা সকলের শ্রেষ্ঠা।
সম্পূর্ণ করেন কৃষ্ণ হৃদয় বাঞ্ছিত,
নানা সেবা করে নানা ইষ্ট সমীহিত।
রসিকশেখর কৃষ্ণ রসাবিষ্ট মন,
রসিকা নাগরী রাই করে আস্বাদন।

রাধা বিনা কেহ কৃষ্ণে নারে আহ্লাদিতে,
অতএব আহ্লাদিনী কহে শাস্ত্রমতে।

তথাহি বিষ্ণু পুরাণে।
হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ
হ্লাদতাপকরী-মিশ্রা ত্বয়িনো গুণবর্জ্জিতে ॥৩॥

একা শ্রীরাধিকা কৃষ্ণে আহ্লাদদায়িনী,
কৃষ্ণেন্দ্রিয়গণ তনু মন আকর্ষিণী।
কৃষ্ণে সুখ দিতে রাধার আনন্দ উল্লাস,
বহুমূর্ত্তি ধরি কৃষ্ণে করালা বিলাস।
অপার অনন্ত রাধা-গুণবৃন্দ লীলা,
শ্রীনন্দ-নন্দন যাঁর প্রেমে হৈলা ভোলা।
ব্রজে নিত্য লীলা করেন্ রাধিকা লইয়া,
কেহ তাহা নাহি জানে কহি বিবরিয়া।
ব্রহ্মা রুদ্র আদি করি যত দেবগণ,
এ সবার অগোচর যে লীলাকরণ।
ঈশ্বর মহিমা জ্ঞানে জগৎ উন্মত্ত,
এ মধুর নরলীলার না জানে মহত্ত্ব।

ধ্রুব কহিলেন হে ভগবান্! তুমি সকলের আধারস্বরূপ, হ্লাদিনী সন্ধিনী ও সম্বিৎ এই স্বরূপভূত মুখ্য শক্তিত্রয় অব্যভিচারে তোমাতে অবস্থিত আছে, কিন্তু তুমি গুণাতীত সুতরাং আহ্লাদকরী তাপকরী ও হ্লাদ-তাপকরী গুণময়ী শক্তি তোমাতে নাই। ৩॥

মনুষ্যের লীলা জানে মনুষ্য আশ্রয়,
সে প্রেম পিরীতি নবলেহা হৈতে হয়।
ব্রজেন্দ্র কুমার সেই গিরিবরধারী,
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা নিত্যা রাধিকা সুন্দরী।
এই দুই নায়ক নায়িকা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা,
রসরাজ রসাশ্রয়া ইহাতে প্রকৃষ্টা।
দোঁহাকার নবপ্রেম নিতি নব লেহা,
দুঁহু এক প্রাণ দুঁহু মানি এক দেহা।
নিতি নবকৈশোর মূরতি দোঁহাকার,
নব অনুরাগে দোঁহে করয়ে বিহার।
সদানন্দে মগ্ন সুখ দুঃখ নাহি জানে,
কতকোটি কল্প যায় মুহূর্ত্ত না মানে।
শ্রীরাধা মধুরোজ্জ্বল-সুস্মিত-বদনা,
নানা ভাব বিভূষণে তরুণ-নয়না।
মুরলীবদনরন্ধ্র মুখাব্জে চুম্বিত,
নানারাগ তালে অঙ্গ অতি সুললিত।
মুরলীর রবে রাগ দ্বিগুণ বাড়ায়,
নবীন নাগরীন্দ্রিয় চিতাদ্রি ডুবায়।
অত্যন্ত সুষমা হৈমমণি চারিভিতে,
মধ্যে মরকত মণি নেত্র উন্মাদিতে।

ঠাকুর কহেন যেই মধুরিম বাণী,
কৃপা করি এ অধমে শুনালে আপনি।
এই বস্তু প্রাপ্তি কথা কৃপা করি কহ,
অচৈতন্য জনে তবে ঘুচয়ে সন্দেহ।
আশ্রয় বিষয় কথা বুঝিতে না পারি,
অনুগ্রহ করি তাহা কহুন্ বিবরি।
তুমি না জানালে আমি জানিব কেমনে,
আমি কি বলিব নাথ! তোমার চরণে।
তোমার প্রসাদলেশ অনুগ্রহ বিনে,
তোমা নিজ প্রাপ্ত বস্তু কেহ নাহি জানে।
কোটি কল্প চিন্তে যদি অন্তর্মনা হঞা,
তবু ত ইয়ত্তা নহে কহিলা ডাকিয়া।
পুলকে পূরিত শুনি অমিয় ভারতী,
কহিতে লাগিলা সূর্য্যদাসের সন্ততি।
এ রস মাধুর্য্যলীলা প্রাধান্য-নায়িকা,
নায়িকা আশ্রয়ে মিলে প্রেম সর্ব্বাধিকা।
নায়িকা বিভেদ এর আছয়ে অনেক,
রতিভেদে তারতম্য কহিলা প্রত্যেক।
সমঞ্জসা অনুগত কেহ সাধারণী,
সমর্থানুগত কেহ রতি ভেদে জানি।

পূর্ব্বে কহিয়াছি ইহা প্রসঙ্গ পাইয়া,
এবে শুদ্ধরূপে কহি শুন মন দিয়া।
এই নিত্য বস্তু প্রাপ্তি সবার দুর্ল্লভ,
ভাবোল্লাসা রতি যার তাহারে সুলভ।
ভাবোল্লাসা রতিশ্রেষ্ঠা বৃষভানুসুতা,
মঞ্জরীঅনঙ্গ রূপ, তাঁর অনুগতা।
মঞ্জরী লবঙ্গ, রস, রতি, গুণা আদি,
বিলাস মঞ্জরী নিত্যানন্দার সাহ্লাদি।
এ সবার ভাবোল্লাসা রতির আশ্রয়,
এ হেতু এঁদের বেদ্য নিত্যলীলা হয়।
দোঁহার অনঙ্গ রস উল্লাস বাড়াতে,
অনঙ্গ মঞ্জরী তত্ত্ব কহিলা নিশ্চিতে।
দোঁহাকার রূপোল্লাস পুষ্টির কারণ,
শ্রীরূপ মঞ্জরী তত্ত্ব হৈল প্রকটন।
দোঁহাকার নব অঙ্গ কিবা সুকোমল,
নব অঙ্গ হৈতে নব মঞ্জরী বিরল।
দুঁহুগুণে শ্রীগুণ মঞ্জরী প্রকাশিত,
শ্রীরতি মঞ্জরী রতি হৈতে সমুদিত।
শ্রীরস মঞ্জরী রস হৈতে সমুদ্ভূত,
বিলাস মঞ্জরী বিলাস হৈতে উদ্ভূত।

এরূপ জানিবে সব মঞ্জরীর গণ,
গুণাত্মিকাময়ী সবে প্রেমে নিমগন।
সেবা-পরায়ণা সবে দোঁহো আহ্লাদিনী,
এ সবার প্রেমচেষ্টা কহিতে না জানি।
সমবেশা সমগুণা সমান পিরীতি,
সমবয়া রাধাকৃষ্ণে অকপট রতি।
সবার আশ্রয়ে মিলে ব্রজেন্দ্র কুমার,
কহিনু নিশ্চিত এই প্রাপ্তির নির্দ্ধার।
রাম কহে কিরূপ সে আশ্রয় উপায়,
প্রত্যক্ষ শুনিলে মনে ঘুচে সব দায়
শ্রীমতী কহেন তার শুনহ লক্ষণা,
কামবীজ গায়ত্রীতে দুঁহু উপাসনা।
কামগায়ত্রীই হয় কৃষ্ণের স্বরূপ,
কামবীজ হয় বাপু! রাধিকানুরূপ।
কাম গায়ত্রীতে হয় রাধা উপাসনা,
অতএব কামানুগা তাহার লক্ষণা।
কামবীজে উপাসয়ে আপনি শ্রীকৃষ্ণ,
উভয় সম্বন্ধে গুরু এ হেতু সতৃষ্ণ।
দুঁহু রূপ গুণে দোঁহে হয় সংক্ষোভিত,
নিষ্ঠার স্বভাবে বাড়ে প্রেম অত্যদ্ভুত।

কামের সম্বন্ধে করি প্রেম নিরূপণ,
প্রেমের স্বভাবে আত্ম করায় বিস্মরণ।

তথাহি তন্ত্রে।

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং,
ইত্যুদ্ধবাদয়োপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎ প্রিয়াঃ ॥৪॥

প্রথা শব্দে কহে খ্যাতি মাত্র অনুবাদ,
ইহাতে কি আছে দোষ প্রেম মরিযাদ ?
তদ্ভাবেচ্ছাময়ী কামানুগা এক হয়,
তদ্ভাবেচ্ছা কামানুগা কভু ভিন্ন নয়।
শুদ্ধ কৃষ্ণসুখে সুখী তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা,
রাধা কৃষ্ণ সুখ বাঞ্ছে তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা।
তদ্ভাবে ভাবিত যে বিষয় গন্ধহীন,
নিশ্চয় কহিনু সেই আশ্রয়ের চিন্।
আশ্রয় বস্তুরে সদা গুরু করি মানে,
তাঁর সেবা-সুখে নিজ প্রেমানন্দ গণে।
কৃষ্ণসুখ রসোল্লাস দ্বিগুণ বাড়ায়,
তাঁহার দর্শনে নেত্র হৃদয় জুড়ায়।

গোপরামাদিগের বিশুদ্ধ প্রেমই কাম নামে প্রসিদ্ধ, এই জন্যই উদ্ধবাদি ভগবৎপ্রিয় ভক্তগণ সেই প্রেমেরই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

সংক্ষেপে কহিনু এই আশ্রয় প্রসঙ্গ,
আশ্রয় ও প্রেমাশ্রয় অতি অন্তরঙ্গ।
রসাশ্রয়া শ্রীরাধিকা তদ্ভাবে ভাবিত,
প্রেমাশ্রয়া সখিগণ দুঁহু সুখে প্রীত।
ঠাকুর কহেন প্রভু করি নিবেদন,
পরকীয়া স্বকীয়ার কি হয় লক্ষণ ?
শ্রীরাধিকা স্বকীয়া কি পরকীয়া হয়,
নিশ্চয় শুনিলে মনে ঘুচয়ে সংশয়।
এতেক শুনিয়া তবে বলেন জাহ্নবা,
এ অতি বিষম তত্ত্ব ইহা জানে কেবা।
তবে যাহা জানি আমি কহি সংক্ষেপেতে,
শ্রীমতী রাধিকা রহে পরকীয়া মতে।
শুদ্ধ পরকীয়া প্রেম অতি সুনির্ম্মল,
কাম গন্ধ বিহীন আশ্রয় রসোজ্জ্বল।
স্বকীয়া হইলে সমঞ্জসা হৈত রতি,
এ ভাব উল্লাস প্রেম তাহা পাই কতি।
তবে যে কহিনু রাধা আহ্লাদিনী শক্তি,
তাহার বৃত্তান্ত শুনি স্থির কর যুক্তি।
নিত্য বস্তু একই স্বরূপ, দুই ভেদ,
স্বেচ্ছাময়ী লীলা, রাধা-কৃষ্ণ পরভেক।

কিম্বা আত্মারাম রূপে করয়ে রমণ,
এই স্বেচ্ছাময়ী লীলা তাঁহার ঘটন।
কিম্বা রাগোদ্দেশে কৃষ্ণ ভক্তানুকম্পনে,
নরদেহ ধরে নরবৎ আচরণে।
এহ স্বেচ্ছাময় ভূতময় কভু নয়,
বুঝিতে না পারি কিছু ইহাঁর বিষয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে।
অস্যাপি দেববপুষো মদনুগ্রহস্য,
স্বেচ্ছাময়স্য নতু ভূতময়স্য কোঽপি।
নেশে মহিত্ববসিতুং মনসান্তরেণ
সাক্ষাত্তবৈব কিমুতাত্ম-সুখানুভূতেঃ ॥৫॥

স্বেচ্ছাময় রূপ, সুখ-মাধুর্য্য-জড়িত,
বস্তু রসরাজরূপ অতি সুললিত।
সেই রস প্রেম হয়, ভাব মহাভাব,
স্বেচ্ছাময় রূপ কেলি বিলাসেই লাভ।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভগবন্! আপনার এই প্রত্যক্ষ-পরিদৃশ্যমান শ্রীমূর্ত্তি হইতেই আমি যথেষ্ট অনুগৃহীত হইয়াছি এবং ভক্তগণ এই শ্রীমূর্ত্তিই আপন আপন অভিলাষানুসারে আস্বাদন করিয়া থাকেন, সুতরাং ইহা অতি সুখবোধ্য হইলেও ভূতময় নহে বলিয়া কাহারও এমন কি আমারও

রসের অম্বুধি তার ঊর্ম্মির লহরী,
তাহার প্রাগল্ভ কিবা সম্বরিতে পারি।
সেই রস উন্মাদে আহ্লাদিনীর প্রকাশ,
সেহ প্রেমরূপা এই কহিনু নির্যাস।
স্বকীয়া কেমনে আমি কহিব রাধায়,
যাঁর প্রেমবিন্দুমাত্র নাহি স্বকীয়ায়।
পাণি-সংগ্রহণ বিধি নাহি দেখি শুনি,
কিন্তু নিষ্কামের প্রেম তাঁহাতেই জানি।
তবে কি কহিবে রাধা করে ব্যভিচার,
মন দিয়া শুন কহি ইহার প্রচার।
পরম পুরুষ এক রসরাজ মূর্ত্তি,
অপর সকলে দেখ তাঁহার প্রকৃতি।
যাঁর রূপ গুণে জগ করে আকর্ষণ,
অন্য কথা দূরে যাক্ হরে লক্ষ্মী-মন।

স্বরূপতঃ অনুভবের বিষয় নহে, আপনার এই শ্রীমূর্ত্তি হইতে যে সকল অবতার আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে (সংযত অন্তঃকরণ দ্বারাও) যখন একটীরও মহিমা কেহই স্বরূপে নিরূপণ করিতে পারেন না, তখন আত্মানন্দানুভবস্বরূপ সাক্ষাৎ আপনার মহিমা নিরূপণ করা সকলের পক্ষেই সুদূর-পরাহত ॥ ৫ ॥

ছোট বড় আদি করি যত পতিব্রতা,
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মহাদেবাদি বিধাতা।
অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যত দেবগণ,
স্থাবর জঙ্গম আদি ঋষি অগণন।
সবা মন অপহৃত নাম শ্রুত মাত্র,
এ সব প্রকৃতি কৃষ্ণ পুরুষ সুপাত্র।
অতএব জগতের স্বামী সেই জন,
তাঁহার সেবন নিত্য ভক্তের লক্ষণ।
এই তত্ত্ব ভালমতে জানেন কিশোরী,
শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিহরি।
তাহার দৃষ্টান্ত বৃষভানুর মন্দিরে,
জন্মিয়া না পিয়ে স্তন চক্ষু নাহি মিলে।
নাহি দেখে নাহি বলে অন্য রূপ নাম,
না শুনয়ে অন্যের মহিমা গুণগ্রাম।
এই ত তাঁহার নিষ্ঠা পরম নিগূঢ়,
এ তত্ত্ব জানিবে কোথা ইতর বিমূঢ়।
শুদ্ধ পতিব্রতা ধর্ম্ম তাহাতেই সীমা,
অন্যের কা কথা, কৃষ্ণ না জানে মহিমা।
কি জাতীয় প্রেম চেষ্টা বুঝিতে না পারি,
প্রেমে ঋণী হৈলা তাঁর আপনি শ্রীহরি।

সুকঠিন তত্ত্ব ইহা কহিনু সংক্ষেপে,
পশ্চাৎ জানিবে সাধুসঙ্গের আলাপে।
জাহ্নবা রামাই পাদপদ্মে অভিলাষ,
এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস।

ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের
সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দরায়,
মোরে দয়া কর নাথ পড়ি তব পায়।
ঠাকুর কহেন কিছু করি নিবেদন,
কৃপা করি কহ বৃন্দাবন বিবরণ।
শ্রীবৃন্দাবনধামের কিরূপ মহিমা,
কতেক বিস্তার তার কতেক সুষমা।
কি রূপে তাহাতে হয় লীলার বিস্তার,
কি রূপে নির্ব্বাহ লীলা কেমন প্রকার।
দয়া করি কহ প্রভু এর তত্ত্ব কথা,
ছুটুক সন্দেহ মোর যাক্ ভবব্যথা।

এতেক শুনিয়া কহে সূর্য্যদাসসুতা,
মন দিয়া শুন বাপু! তাহার বারতা।
কামরূপী বৃন্দাবন অনন্ত মহিমা,
সম্যক্ প্রকারে কেবা দিতে পারে সীমা।
যোল ক্রোশ বৃন্দাবন শাস্ত্রে নিরূপণ,
দ্বাদশ সংখ্যক বন তাতে সুশোভন।
চিন্তামণিময়-গৃহ-নিকর শোভিত,
নানারত্নে রাধা-কল্পবৃক্ষ সুললিত।
লক্ষ লক্ষ সুরভি আবৃত বৃন্দাবন,
সর্ব্বভাবে পালন করয়ে সর্ব্বক্ষণ।
সহস্র সহস্র লক্ষ্মীগণে সেব্যমান,
যাহাতে বিরাজ করে পুরুষপ্রধান।
সহজ গমন দেব নর্ত্তকী সমান,
সহজ কথাতে জিনে গন্ধর্ব্বের গান।
যাঁহা জল তাঁহা গঙ্গা পিযূষ অমিয়া,
সুগন্ধ অনিল বহে মন-মোহনিয়া।
সহজহি বৃক্ষ কল্প বৃক্ষের সমান,
বার মাস পুষ্প ফল করে সবে দান।
গাভীগণ দুগ্ধ দেয় এই কর্ম্ম তার,
কেহ কিছু নাহি মাগে ধনাদি ভাণ্ডার।

দ্বাদশ বনের নাম কহি শুন রাম,
ভদ্র, শ্রী, ভাণ্ডীর, লোহ, মহাবন নাম।
খদির, কুমুদ, তাল, বহুল কানন,
মনোহর কাম্য, মধু, আর বৃন্দাবন।
কালিন্দী পশ্চিমে উপবন সাত হয়,
পূর্ব্ব পারে পঞ্চবন কহিনু নিশ্চয়।
এর মধ্যে যত কেলি কৈলা নন্দবালা,
গোচারণ আদি নানা মাধুর্য্যের খেলা।
এর মধ্যে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড শোভা,
যাহার মাধুর্য্য রাধাকৃষ্ণ মনোলোভা।

তথাহি পাদ্মে।

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা,
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥ ৬॥

যেন রাধা তেন কুণ্ড ইথে ভেদ নাই,
যার অবগাহে রাধা সম প্রেম পাই।
গোবর্দ্ধন গিরি এর মধ্যে সুবিস্তৃত,
যার কোলে রাধাকৃষ্ণ খেলে অবিরত।
গিরির মহিমা কিছু কহা নাহি যায়,
নানামতে হয় রাধা কৃষ্ণের সহায়।

সুস্নিগ্ধ শীতল জল সুগন্ধ মারুতে,
কন্দ মূল পানীফল পুষ্প সুবাসিতে।
এই উপহারে করে রাধাকৃষ্ণে সেবা,
তাঁর কোলে গুপ্তলীলা হয় রাত্রিদিবা।
আর এক গুণ হয় অতি শুদ্ধসত্ত্ব,
গোবৃন্দ ও ব্রজবাসীগণ আছে যত।
এ সবার মনে সদা বিস্তারয়ে নীতি,
এহেতু লিখয়ে শাস্ত্রে হরিদাস খ্যাতি।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে।

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রাম-কৃষ্ণ-চরণ-স্পর্শ-প্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ গো গণয়োস্তয়োর্যৎ,
পানীয়-সুযবস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ ॥২॥

অতএব ধন্য ধন্য গোবর্দ্ধন গিরি,
যাঁহার ধারণে নাম হৈল গিরিধারী।
যাঁরে কৃষ্ণ আহ্লাদিয়া মস্তকে ধরিলা,
সেই ছলে ব্রজবাসীগণে রক্ষা কৈলা।
যমুনার গুণলীলা অনন্ত অপার,
কে পারে বর্ণিতে বাপু! মহিমা তাঁহার।
ধন্য ধন্য তপন দুহিতা চিদানন্দী,
রাধাকৃষ্ণ প্রেমানন্দে বিলাসে সুরঙ্গি।

নানা রসোল্লাসোদ্ভবা সেবা কুতূহলী,
রাধাকৃষ্ণ প্রতিদিন করে যাঁহে কেলী।
মুকুন্দ-বেণুর রবে ভগ্নবেগ যাঁর,
ঊর্ম্মিতে চরণে দেয় কমলোপহার।
যাঁর তীরে তীরে কৃষ্ণ গোধন চরায়,
যাঁর তীরে রাসলীলা করেন্ নটরায়।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমজল হয়ে নিম্নগতা,
গন্ধর্ব্ব কিন্নর দেবগণ-প্রপূজিতা।
চক্রদ্বীপ সন্নিহিত পর্ব্বত হইতে,
সপ্তসিন্ধু ভেদি আইলা বৃন্দাবন পথে।
অতি মনোহর শোভা মহিমা অগণ্য,
কি দিব তুলনা যেঁহ বৃন্দাবনে ধন্য।
ঠাকুর কহেন যেই বৃন্দাবন পুরী,
ইহাতে বিলাসে নিত্য কিশোর-কিশোরী।
এখন কোথায় কেহ দেখা নাহি পায়,
শুদ্ধরূপে কহিলেই সন্দেহ যে যায়।
শ্রীমতী কহেন শুন কহি সবিশেষ,
মন দিয়া শুনিলেই পাইবে উদ্দেশ।
কলিযুগে পাপাশয় দেখি সাধুজন,
নানারূপ ভক্তিশাস্ত্র কৈলা প্রবর্ত্তন।

সেই সব শাস্ত্রে হয় তত্ত্ব নিরূপণ,
সে সব প্রত্যক্ষসিদ্ধ শ্রীমুখ-বচন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়ে।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎপরং,
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যো ঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং।
ঋতে ঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহং॥
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎস্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥৩॥

ভগবান ব্রহ্মাকে কহিলেন, আমার যেরূপ পরিমাণ, যেরূপ সত্তা, যেরূপ রূপ, যেরূপ গুণ ও যেরূপ কর্ম্ম আমার অনুগ্রহে তোমার সে সমুদায়ের স্বরূপ জ্ঞান হউক।

সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমিই ছিলাম; কি স্থূল কি সূক্ষ্ম কোন পদার্থই ছিল না, এমন কি সৃষ্টির প্রধান কারণ প্রধানও সেই সময়ে অসদ্ভাবে আমাতেই লীন হইয়াছিল। সৃষ্টির পর যাহা কিছু প্রত্যক্ষ হয়, সে সমুদায় আমিই। আবার প্রলয়কালে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাও আমিই। অতএব অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব প্রযুক্ত আমাকে পরিপূর্ণ বলিয়া জানিও।

যেমন আকাশে দ্বিচন্দ্রাদি, বস্তুতঃ না থাকিলেও আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেই রূপ যে কোন শক্তি দ্বারা বস্তুর অসদ্ভাবেও বস্তু বলিয়া বোধ হয় এবং যেমন অন্ধকার বাস্তবিক থাকিলেও প্রতীতি হয় না, সেইরূপ যে শক্তি দ্বারা বস্তু সত্ত্বেও বস্তু বলিয়া বোধ হয় না, তাহাই আমার মায়া।

যেমন সূক্ষ্ম মহাভূত সকল সমুদায় ভৌতিক পদার্থেই প্রবিষ্ট বলিয়া বোধ হয় অথচ সৃষ্টির পূর্ব্বে কারণরূপে পৃথক্ থাকায় অপ্রবিষ্টও অনুভূত হইয়া

কৃপা করি নারায়ণ কহিলা ব্রহ্মারে,
শ্লোকের মর্ম্মার্থ এই শুন অতঃপরে ॥
অগ্র মধ্য পশ্চাতে নিশ্চয় সত্যমানি,
অবশেষে আমাতে আশ্রয় সব প্রাণী ।
বেদে বলে নিগুঢ় অর্থ প্রতীত না হয়,
প্রতীত হইলে মোরে নিশ্চয় করায় ॥
সেই বিদ্যা মম মায়ায় ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া,
রাখিয়াছে ভূতগণে আচ্ছন্ন করিয়া ।
ভূতের হৃদয়ে আমি আমাতে ভূতগণ,
প্রবিষ্ঠানুপ্রবিষ্ট এর এই ত কারণ ।
তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর কাছে দুই ভেদ হয়,
অন্বয় ব্যতিরেক যোগে তাহার নিশ্চয় ।
আমি ত সর্ব্বত্র সকলের পরিপোষ্টা,
সর্ব্বভাবে ভজ মোরে করি পরাকাষ্ঠা ।
তেঁহ অগোচর তাঁহে কে পারে জানিতে,
আপনি জানান্ শাস্ত্র গুরু সাধুমতে ।

থাকে, সেইরূপ আমি কি ভূত, কি ভৌতিক সকল পদার্থেই আছি অথচ কিছুতেই নাই।

যিনি আত্মতত্ত্ব জানিবার অভিলাষ করেন, তিনি ইহাই বিচার করিয়া স্থির করিবেন যে, অন্বয় মুখে ও ব্যতিরেকমুখে চিন্তা করিয়া দেখিলে যাহা, সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র বিদ্যমান বলিয়া নিরূপিত হয় তাহাই আত্মা ॥ ৩ ॥

শাস্ত্র সাধু গুরু আজ্ঞা একভাবে জানি,
শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে তাঁরে সত্য করি মানি।
অন্বয় ব্যতিরেক দুই অর্থ পরমার্থ,
অন্বয়ার্থে প্রবৃত্তি মার্গেতে পরমার্থ।
ব্যতিরেকার্থ নিবৃত্তি মার্গেতে প্রবৃত্তি,
সংক্ষেপে কহিনু এই চতুঃশ্লোকবৃত্তি।
এই চারি শ্লোকে ব্যাস ভাগবৎ রচিলা,
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মার্গ তাহাতে লিখিলা।
ঠাকুর কহেন ইহা করিনু শ্রবণ,
কৃপা করি কহ, কিছু করি নিবেদন।
ব্রজলীলা অপ্রকটে নিজগণ লঞা,
কি কর্ম্ম করিলা কৃষ্ণ কহ বিবরিয়া।
শ্রীরাধা ললিতা বিশাখাদি সখীগণ,
অনঙ্গমঞ্জরী রূপমঞ্জরীর গণ।
দ্বাদশ গোপাল যশোমতী নন্দরাজ,
কে কোথায় গেলা, পরে কৈলা কোন কাজ।
কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে কৈলা কোন্ লীলা,
সম্যক্ প্রকারে ব্রজে কৈলা কোন্ খেলা।
শ্রবণ করিয়া তাঁর মধুরিম বাণী,
হাসিয়া কহেন সূর্য্যদাসের নন্দিনী।

বৃন্দাবনে নানাবিধ কৌতুকে বিলাস,
মনের বাঞ্ছিতাস্বাদে রসের নির্য্যাস।
শ্রীরাধিকা প্রেম চেষ্টা না পারি জানিতে,
শোধিতে না পারি ঋণ কহিলা ভাগবতে।
জগতমোহনরূপ, মাধুর্য্যের সার,
এই দুই দেখি কৃষ্ণ হৈলা চমৎকার।
ইহা ছাড়া শুন বলি তৃতীয় কারণ,
গোপীভাবে সদাকৃষ্ণে করে আকর্ষণ।
এই তিন রাধাকৃষ্ণ হৃদয়ে স্ফুরিল,
তিনে নব অনুরাগ দ্বিগুণ বাড়িল।
এই তিন বস্তু কিসে আস্বাদন হয়,
এতেক চিন্তিয়া কৃষ্ণ রাধিকা আশ্রয়।
গৌরাঙ্গীর কান্তি অঙ্গে কৈলা আচ্ছাদন,
আগে পাঠাইলা পিতা মাতা বন্ধুজন।
গঙ্গার সমীপে নবদ্বীপ রম্যস্থান,
তাহে অবতার আসি কৈলা ভগবান্।
যশোদা হইলা শচী, নন্দ জগন্নাথ,
জনমিলা গৌরহরি ভক্তগণ সাথ।
হারাই পণ্ডিত পিতা শ্রীপদ্মা জননী,
যাঁর গর্ভে নিত্যানন্দ জন্মিলা আপনি।

বৃষভানু রাজা আইলা পত্নীর সহিত,
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি জানিহ নিশ্চিত।
জগন্নাথ শচীগৃহে জন্মিলা শ্রীহরি,
পণ্ডিত শ্রীগদাধর রাধিকা সুন্দরী।
যাঁহার সেবায় বাধা লভিলা আনন্দ,
এবে সে ললিতা হৈলা শ্রীজগদানন্দ
বিশাখানুগত ভবানন্দের কুমার,
যাঁর সঙ্গে শ্রীচৈতন্য রসের বিচার।
সুচিত্রা হইলা বনমালী মহাশয়,
চম্পক লতিকা এবে শ্রীরাঘব হয়।
রঙ্গদেবী এবে হয় ভট্ট গদাধর,
সুদেবী অনন্ত হৈলা আচার্য্য-প্রবর।
তুঙ্গ বিদ্যা শ্রীপ্রবোধানন্দ স্বরস্বতী,
ইন্দুরেখার হৈল কৃষ্ণদাস এই খ্যাতি।
এই অষ্ট নায়িকানুগত সব জন,
অষ্ট সখী সঙ্গে সবে কৈলা আগমন।
শ্রীরূপ মঞ্জরী এবে হৈলা শ্রীরূপ,
সনাতন শ্রীলবঙ্গ মঞ্জরীস্বরূপ।
শ্রীরাগ মঞ্জরী এবে ভট্ট রঘুনাথ,
শ্রীরূপ মঞ্জরী তত্ত্ব দাস রঘুনাথ।

বিলাসমঞ্জরী জীব, শ্রীগুণ মঞ্জরী,
শ্রীগোপাল ভট্ট এবে কহিলা বিবরি।
শ্রীদাম এখানে নাম অভিরাম গোপাল,
সুদাম সুন্দরানন্দ-চরিত বিশাল।
এবে ধনঞ্জয় ব্রজে বসুদাম ছিল,
পণ্ডিত শ্রীগৌরিদাস সুবল হইল।
পিপ্‌লাই কমলাকর ব্রজে মহাবল,
উদ্ধারণ দত্ত রূপে সুবাহু জন্মিল।
মহাবাহু হইলা এবে পণ্ডিত মহেশ,
দাস শ্রীপুরুষোত্তম স্তোককৃষ্ণ শেষ।
দাস শ্রীপরমেশ্বর অর্জ্জুন হইল,
কৃষ্ণদাস রূপে এবে লবঙ্গ আইল।
শ্রীমধুমঙ্গল এবে শ্রীধর ব্রাহ্মণ,
শ্রীসুবল হৈলা হলায়ুধ যশোধন।
সবে সঙ্গে লয়ে সাধিবারে জগহিত,
অবতীর্ণ হৈলা প্রেম নামের সহিত।
যুগধর্ম্ম হয় কৃষ্ণ নাম প্রবর্ত্তন,
অন্তর্মনা চেষ্টা প্রেম রস আস্বাদন।
সঙ্গে চতুর্ব্যূহ সব উপাঙ্গ দেবগণ,
পারিষদ্ লয়ে যাজে নাম সংকীর্ত্তন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে।
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

ত্বিষা শব্দে কান্তি কহে, অকৃষ্ণবর্ণ ধরি,
পারিষদ্ লয়ে নাম সংকীর্ত্তনাচারী।
সর্ব্ব অবতারী সর্ব্বদেবের আশ্রয়,
সর্ব্বশক্তি সর্ব্বৈশ্বর্য্য মাধুর্য্যাদিময়।
সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হৈলা গোপীনাথাচার্য্য,
মহাবিষ্ণুরূপ হৈলা অদ্বৈত আচার্য্য।
বৃহস্পতি এবে সার্ব্বভৌম বিশারদ,
শ্রীবাস পণ্ডিত হয় দেবর্ষি নারদ।
দেবেন্দ্র হইলা গজপতি সমাখ্যান,
সংক্ষেপে কহিনু এই জানিহ বিধান।
ঠাকুর কহেন মনে সন্দেহ রহিলা,
অনঙ্গ-মঞ্জরী, বংশী কোথা প্রকটিলা।
অতি সুমধুর তব শ্রীমুখবচন,
শ্রীকৃষ্ণ চরিত তাতে কর্ণ-রসায়ন।
কেমন গৌরাঙ্গ রূপ কহ কৃপা করি,
আমি অভাগিয়া না দেখিনু গৌরহরি।
হায় হায় বৃথা মোর হইল নয়ন,

ইহা বলি প্রেমানন্দে কাঁদে শচীসুত,
দেখিয়া জাহ্নবা দেবী হইলা স্তম্ভিত।
কতক্ষণ পরে রাম সুস্থির হইলা,
অষ্টাঙ্গ লুটায়ে দণ্ডবৎ প্রণমিলা।
জাহ্নবা গোসাঞি কৈলা কৃপাবলোকন,
কহিতে লাগিলা কিছু মধুর বচন।
শুন শুন ওহে বাপু! তুমি ভাগ্যবান,
সংক্ষেপে কহি যে রূপ নাহি পরিমাণ।
প্রতপ্ত-পুরট-দ্যুতি গৌরাঙ্গ বরণ,
রবিছবি জিনি পাদপদ্ম সুশোভন।
নির্ব্বিশেষ মুখদ্যুতি কিরণ মণ্ডল,
দশন কিরণে মুখচন্দ্র ঝলমল।
নিরূপম গৌররূপ লাবণ্যের সিন্ধু,
নির্ব্বিশেষ যাঁর নখদ্যুতি নহে ইন্দু।
যে দেখিলা গোরারূপ সেই তার সাক্ষী,
কহিলে প্রত্যয় কিসে তাঁহে না নিরখি।
যাঁর রূপ গুণ শাস্ত্রে নহে নিরূপণ,
সে রূপ চরম চক্ষে নহে বিলোকন।
সাধুগণ প্রেমাঞ্জন-শোভিত লোচনে,
অচিন্ত্য মাধুর্য্যরূপ করে দরশনে।

হৃদি মধ্যে-ভক্তিমান প্রকট দেখয়,
ভক্তি বিনা বেদ যোগ জ্ঞানে বেদ্য নয়।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং।

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তি-বিলোচনেন।
সন্তঃ সদৈব হৃদয়ে হপি বিলোকয়ন্তি॥
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্য-গুণস্বরূপং।
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের
অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নবম পরিচ্ছেদ।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ,
জয় জয় জাহ্নবা রামাই ভক্তবৃন্দ।
পরে শ্রীজাহ্নবা দেবী অতি স্নেহভরে,
শ্রীবংশী-জনম কথা বলেন রামেরে।
শুন শুন ওহে বাপু! কহি বিবরণ,
নবদ্বীপে বাস ছকুচট্ট বিচক্ষণ।
পরম বিদ্বান তিনি পরম উদার,
কৃষ্ণ বিনা মনোবাক্যে জানে নাহি আর।

সেই ভাগ্যফলে বংশী তাঁহার ঘরেতে,
জনম লভিলা রাধাকৃষ্ণের আজ্ঞাতে।
গৌরাঙ্গের সহ বাস সহ লীলা খেলা,
যাঁরে লয়ে নাচিলেন করি কত ছলা।
জন্ম কালে যাঁর দ্বারে নাচে গৌররায়,
ত্রিভঙ্গ হইয়া বংশী ডাকে উভরায়।
গৌরাঙ্গ হুঙ্কারমাত্র বংশী সেই কালে,
গর্ভবাস হৈতে সুখে পড়ে ভূমিতলে।
শুনিমাত্র গৌরচন্দ্র ত্রিভঙ্গ হইয়া,
পূর্ব্বভাব ধরি নাচে ফিরিয়া ফিরিয়া।
পড়িবার ছলে তথা আসি প্রতিদিন,
করে ধরি নাচে অঙ্গে স্ফুরে প্রেম চিন্।
তাঁরে প্রভু আজ্ঞা দিলা সংসার করিতে,
অনেক যতনে কৈলা বিভা বিধিমতে।
আপনি গৌরাঙ্গ বসি তাঁর বিভা দিলা,
কে জানিতে পারে বল ঈশ্বরের লীলা।
স্থাপন করেন ধর্ম্ম অন্তরঙ্গ দ্বারে,
আপনি ত্যজিয়া ঘর অন্যে রাখে ঘরে।
ভক্তিস্রোত রক্ষা লাগি করেন যতন,
না হইলে সংসারের কিবা প্রয়োজন।

তাহার পরের কথা শুনহ রামাই,
বংশী-পুত্র হৈল দুই চৈতন্য নিতাই।
শ্রীগৌরাঙ্গ অপ্রকট যবহি শুনিলা,
শ্রীবংশীবদনানন্দ লীলা সম্বরিলা।
লীলা সম্বরণ কালে চৈতন্য-গেহিনী,
চরণে ধরিয়া কাঁদে লোটায়ে ধরণী।
ঠাকুর কহেন মাগো কহ প্রয়োজন,
বলিলেন হৌন্ প্রভু আমার নন্দন।
প্রেমের অধীন করে স্বতন্ত্র আচার,
এই এক মহান্তের হয় ব্যবহার।
অঙ্গীকার করিলেন ঠাকুর দয়াবান্,
আর এক কথা কহি কর অবধান।
পূর্ব্বে আমি তব মায়ে কৈনু আলিঙ্গন,
কহিলাম হবে তব যুগল নন্দন।
প্রথমজ পুত্রে দিব অঙ্গীকার কৈলা,
এই কারণেতে তুমি জনম লভিলা।
তুমি ত সামান্য নহ ইতরের মত,
শ্রীবংশীবদন-সম সাধু-অনুমত।
শুনিয়া ঠাকুর রাম প্রেমাবিষ্ট হৈলা,
সদৈন্য রোদন বাক্যে কহিতে লাগিলা।

আমি দীন হীন অন্ধ অধম পামর,
করজোড়ে কহি, মোরে করুণা বিতর।
কাঁহা ঘোর অন্ধ মূর্খ অতি দুরাচার,
কাঁহা বংশী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিমা অপার।
জাহ্নবা কহেন কর দৈন্য সম্বরণ,
পুত্র শিষ্য সম-শক্তি কহিনু কারণ।
বংশীবদনের শক্তি তোমাতে বিধান,
তাতে তুমি মোর শিষ্য আমার সমান।
তোমার দ্বারায় হবে অনেক আনন্দ,
জীবের উদ্ধার সাধু-সেবার নির্ব্বন্ধ।
বৃন্দাবন যাহ আর হেথা নাহি কাজ,
মদনগোপাল দেখ রূপের সমাজ।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ গোবর্দ্ধন গিরি,
শ্রীযমুনা রাধাকুণ্ড আর মধুপুরী।
এতেক শুনিয়া রাম কৈলা জোড় হাত,
বলিতে লাগিলা কিছু করি প্রণিপাত।
আশ্চর্য্য শুনি যে তব শ্রীমুখবচন,
পঙ্গুর কি শক্তি গিরি করিতে লঙ্ঘন।
কাঁহা বৃন্দাবন ধাম দেব-অগোচর,
কাঁহা দীনহীন মুঁই অধম পামর।

কাঁহা সাধু সেবা সুখ আনন্দ-লহরী,
কাঁহা কাক নিম্বফল ভক্ষণাধিকারী।
মোরে হেন আজ্ঞা কেন কর কৃপালুকে,
দয়া করি পদ দেহ আমার মস্তকে।
তব পাদপদ্মে দেবি! যত হয় লাভ,
বৃন্দাবন দরশনে নহে তত লাভ।
তবে যে কহিলা সাধু সেবার কারণ,
কোটি সাধু-সেবা তব পদ দরশন।
জাহ্নবা কহেন বাপু! ইহা সত্য হয়,
গুরুপ্রতি শিষ্য রতি এমতি নিশ্চয়।
ঠাকুর কহেন প্রভু না করিহ চুরি,
স্বরূপে কহিবে কোথা অনঙ্গ-মঞ্জরী।
সব তত্ত্ব কহিলেন না করি কপট,
অনঙ্গ-মঞ্জরী কোথা হইলা প্রকট।
শ্রীমতী কহেন তিঁহ রাই সহোদরী,
রাধিকা-বিলাস অঙ্গ অনঙ্গ-মঞ্জরী।
শ্রীসূর্য্যদাসের গৃহে তিঁহ জনমিল,
জাহ্নবা বলিয়া নাম বিদিত হইল।
রেবতী বলিয়া নাম পূর্ব্বে ছিল যাঁর,
বসুধা বলিয়া নাম এবে হৈল তাঁর।

এতেক শুনিয়া রামে হৈলা প্রেমাবেশ,
ধরিতে না পারে অঙ্গ সাত্বিকে আশ্লেষ।
স্তম্ভ কম্প পুলকাশ্রু আদি স্বরভঙ্গ,
দেখিয়া জাহ্নবা দেবী পুলকিত অঙ্গ।
কতক্ষণ পরে প্রভু সুস্থির হইলা,
দৈন্য নির্ব্বেদ স্তুতি করিতে লাগিলা।
আমার ভাগ্যের দেখি নাহি হয় সীমা,
অনঙ্গ-মঞ্জরী মোরে করিলা করুণা।
এমন দয়াল কেবা আছে ত্রিজগতে,
বলিতে না পারি আমি তাহা বিধিমতে।
কাঁহা নিত্য লীলাময়ী অনঙ্গ-মঞ্জরী,
কাঁহা অন্ধ জীব মূর্খ ধর্ম্ম-অনাচারী।
কহিতে কহিতে কাঁদে লোটায়ে ধরণী,
আশ্বাসিত করে সূর্য্যদাসের নন্দিনী।
ধৈর্য্য ধর ওহে বাপু! না কর বিষাদ,
আর এক পরিচয় করহ আস্বাদ।
পূর্ব্বেতে হইল তব রাগেতে উৎপত্তি,
শ্রীরাগমঞ্জরী বলি হৈল তাহে খ্যাতি।
অথবা অনঙ্গ হৈতে রাগের উদয়,
এই হেতু শ্রীরাগ-মঞ্জরী নাম হয়।

অনঙ্গ-অম্বুজ কুঞ্জে তুয়া নিত্য স্থিতি,
সংক্ষেপে কহিনু তত্ত্ব তোমারে সম্প্রতি।
ঠাকুর কহেন যদি হৈলে দয়াময়,
তব আজ্ঞামতে যেন সব স্ফূর্ত্তি হয়।
জিজ্ঞাসিতে নাহি জানি কি হয় কর্ত্তব্য,
তোমার চরণ কায়মনে মানি সত্য।
চরণ দুখানি যদি দেহ মোর মাতে,
সব সিদ্ধি হয় প্রভু! তব আজ্ঞামতে।
জাহ্নবা কহেন তোরে স্ফূরুক্ সকল,
তোমারে করুন্ দয়া প্রণত-বৎসল।
এই মত বহুবিধ করিলা করুণা,
যাহার শ্রবণে যায় ভবের ভাবনা।
সংক্ষেপে কহিনু এই শিক্ষানুবিধান,
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি ধ্যান।
কিছু দিন ঐছে প্রভু রহি খড়দহে,
প্রভাতে করয়ে নিত্য গঙ্গা অবগাহে।
গন্ধপুষ্প ধূপদীপ করি আহরণ,
প্রেমে ভাসি মহাসুখে পূজয়ে চরণ।
মাঘ মাস হৈতে তথা বৈশাখ পর্য্যন্ত,
ভাগবত অর্থ, ভক্তি শিখে আদ্যোপান্ত।

লোক যাতায়াতে ঠাকুরের পিতা মাতা,
প্রতি দিন শুনে পুত্র-মঙ্গল বারতা।
হেথা প্রেমানন্দে সুখে রহেন ঠাকুর,
জাহ্নবা গোসাঞি স্নেহ করেন প্রচুর।
ভক্তি তত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব রসতত্ত্ব সার,
সব শিখাইলা ভাগবতের বিচার।
সে সব কহিতে পারে কাহার শকতি,
আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পাপাশক্ত মতি।
তবে যে লিখিনু সূত্র যেমত শুনিনু,
তাহার বিশেষ বস্তুতত্ত্ব না জানিনু।
প্রভুসঙ্গে রহে যেই বৈষ্ণব ঠাকুর,
তিহোঁ শুনাইলা দয়া করিয়া প্রচুর।
সে সব সিদ্ধান্ত কথা বুঝিতে নারিয়া,
সংক্ষেপেতে লিখিলাম বাহুল্য ভাবিয়া।
ক্রম ছন্দ বন্ধ নাহি জানি ভালমতে,
তথাপি লিখিনু, মোর লজ্জা নাই চিতে।
সেই অপরাধ মোর ক্ষমিবে সবাই,
যথা তথামতে আমি লীলা-গুণ গাই।
আমার ঠাকুর বলি না কর সংশয়,
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণলীলাস্বাদ হয়।

তারপর শুন সবে মম নিবেদন,
কিছু দিন পরে রাম করেন চিন্তন।
মনুষ্য জনম এই নিশির স্বপন,
বিধির নির্ব্বন্ধ কিছু না জানি কারণ।
এত ভাবি উপস্থিত জাহ্নবার স্থানে,
কহিতে লাগিলা কিছু সদৈন্যবচনে।
দয়া করি শুন মোর এক নিবেদন,
আজ্ঞা দেহ যাই সব মহান্ত সদন।
গৌড়দেশে আছে যত মহান্তেরগণ,
সবার করিব স্থান চরণ দর্শন।
ঘুচুক সন্দেহ, নেত্র হউক সফল,
মনুষ্য জনম মোর যায় যে বিফল।
এতেক শুনিয়া তবে জাহ্নবা গোঁসাই,
মধুর বচনে কহে শুনরে রামাই।
কোথায় যাইবে বাপু! যাও নিজ বাস,
বিভা করি পূর্ণ কর মাতাপিতা আশ।
তোমা লাগি তারা আছে চাতকের প্রায়,
দিবানিশি কাঁদিতেছে মহাদুঃখ পায়।
ঠাকুর কহেন মোরে করি বিড়ম্বনা,
ভুঞ্জাইতে চাহ এই সংসার যাতনা।

তোমার চরণে যেই আশ্রয় লভয়ে,
সে কভু না বাঁধা যায় সংসার বিষয়ে।
কাঁহা প্রেম সুধাসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ-ভজনা,
কাঁহা মায়াবদ্ধ দুঃখী-বিষয়বাসনা।
হেন আজ্ঞা মোরে নাহি করো কোন মতে।
ভজিব চরণ, যেন নহে অন্য চিতে।
কায় মন বাক্য যেন তব পদে রয়,
মিনতি করিয়া কহি শুন দয়াময়।
ইহা বলি ফুকরিয়া করয়ে রোদন,
দেখিয়া জাহ্নবাদেবী সজলনয়ন।
না কাঁদ না কাঁদ বাপু! স্থির কর মন,
তোরে কৃপা কৈলা দেখি কোন্ যশোধন
যাও বাপু! মিলিবারে মহান্তমণ্ডল,
বীরচন্দ্রে ডাকি আন দিউক সম্বল।
চলিলা তখন রাম বীরের সাক্ষাতে,
দেখি বসাইলা বীরচন্দ্র ধরি হাতে।
জাহ্নবা-আদেশ রাম জানাইলা তাঁরে,
শুনিয়া শ্রীবীরচন্দ্র আইলা সত্বরে।
জাহ্নবা কহেন বাপু! শুন দিয়া মন,
রামাই করিতে যাবে ভক্তের মিলন।

দ্বাদশ গোপাল-স্থান মাহান্ত-নিবাস,
দেখিবে নয়নে মনে হৈল বড় আশ।
সুন্দর শিবিকা দেহ সুসজ্জ করিয়া,
দুই শিঙ্গা দেহ আগে যাবে বাজাইয়া।
দুই খুন্তি দেহ ঘণ্টাপতাকা সহিত,
অপর সামগ্রী দেহ যা হয় বিহিত।
সঙ্গে যেন যায় সব বৈষ্ণবের গণ,
নানাগুণ গান বাদ্যে যেহ বিচক্ষণ।
এতেক শুনিয়া বীরচন্দ্র চূড়ামণি,
কহিতে লাগিলা কিছু জোড় করি পাণি।
মোরে আজ্ঞা দেহ যাই দুই ভাই মিলি,
জাহ্নবা কহেন বাপ! কেমনে তা বলি।
কি হবে উভয়ে গেলে সেবার উপায়,
তোমারে ছাড়িয়া দিতে চিত্ত নাহি হয়।
ইহা শুনি বীরচন্দ্র গেলেন বাহিরে,
ছড়িদার দিয়া প্রভু ডাকেন সবারে।
যাত্রার উদ্যোগ সব হৈলা অভিমত,
উপযুক্ত মত কৈলা ভৃত্য নিয়োজিত।
জাহ্নবা সদনে গিয়া কহেন তখন,
সকলি প্রস্তুত হৈল যাত্রার কারণ।

এতেক শুনিয়া রাম বিনয় বচনে,
কহিতে লাগিলা বীরচন্দ্র যশোধনে।
এতেক আস্পদে মোর নাহি প্রয়োজন,
তব অনুগ্রহে পূর্ণ হইল ভুবন।
আস্পদে মাৎসর্য্য প্রভু! আপনি হইবে,
মহতানুগ্রহ প্রেম কাঁহা পাব তবে।
হেন কর্ম্ম তব যোগ্য নহে কদাচিত,
ভুলাইছ মায়া দিয়া এ নয় বিহিত।
কহেন শ্রীবীর ভাই! শুন কহি তোরে,
কৃষ্ণোন্মুখী হৈলে তারে মায়ায় কি করে।
তাহার দৃষ্টান্ত দেখ রামানন্দ রায়,
মহৈশ্বর্য্য যুক্ত মহা বিষয়ীর প্রায়।
শুনিলা গৌরাঙ্গ তাঁর মুখে কৃষ্ণকথা,
প্রশ্নোত্তর কৈলা কত এমন যোগ্যতা।
প্রেমের লহরী বহে হৃদয়ে তাঁহার,
রসের বিস্তার যেঁহ করিলা বিস্তার।
ঠাকুর কহেন তেঁহ সামান্য না হবে,
পূর্ব্বে ছিলা রাম রায় বিশাখার ভাবে।
এহেতু তাঁহারে প্রভু! স্ফুরে সব তত্ত্ব
আমি অন্ধ সহজেই মায়াতে প্রমত্ত।

বীরচন্দ্র কহেন সামান্য কেহ নয়,
কৃষ্ণনিত্যদাস জীব বিভিন্নাংশে হয়।
ঠাকুর কহেন জীব ভুলে কেন তবে ?
বীরচন্দ্র কহেন্ সে মায়ার প্রভাবে।
সে মায়া কেমন তার কোথা উপাদান
কাহারে বা ছাড়ে মায়া কি তার প্রমাণ।
বীর চন্দ্র কহেন, দৈবী মায়া গুণময়ী,
যে জন ভজয়ে কৃষ্ণ সেই মায়াজয়ী।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং।
দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ১॥

ঠাকুর কহেন সত্য কৃষ্ণমুখবাক্য,
নিবেদন করি, তাঁর কৃপা হয় সত্য।
কৃষ্ণ যদি নিজগুণে করয়ে করুণা,
তবে তাঁরে জানি, করে তাঁহার ভজনা।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে।
তথাপিতে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এবহি,

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! আমার এই অলৌকিকী ত্রিগুণ-ময়ী মায়া অতিক্রম করা অতীব দুষ্কর; তবে যাহারা একাগ্রচিত্তে আমারই শরণাগত হয়, তাহারাই এই মায়া অতিক্রম করিতে পারে॥ ১॥

জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো

নচান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥ ২ ॥

বীরচন্দ্র কহেন ভাই এই সত্য হয়,
তাঁর কৃপা সত্য মানি তাঁহারে ভজয়।
কৃষ্ণ ভজে যেই জন সেই মায়াপার,
যে না ভজে সেহ মূর্খ দীন হীন ছার।
বড় কুলে জন্ম বটে কৃষ্ণে নাহি রতি,
স্বধর্ম্ম ত্যজয়ে তার হয় অধোগতি।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে।

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং

ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥৩॥

এই মত প্রশ্নোত্তর করে দোঁহে মিলি
কথানুপ্রসঙ্গে সেই রাত্রি কুতূহলি।
শ্রীমতী কহেন বাপু! শুনহ রামাই!
মোর আজ্ঞা রাখ বীরচন্দ্রের বড়াই।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেব! যাহার প্রতি আপনার পাদপদ্মযুগলের কিঞ্চিন্মাত্র কৃপা হয়, সেই ব্যক্তিই আপনার অনুগ্রহে আপনার মহিমা স্বরূপে অবগত হইতে পারে; অপর কেহ বহুকাল পর্য্যন্ত শাস্ত্র ও যোগাভ্যাস দ্বারা বিচার ও অনুসন্ধান করিয়াও অবগত হইতে পারে না। ২ ॥

যাঁহা হইতে সমস্ত জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, যাহারা সেই পরম পুরুষ পরমেশ্বরকে না জানিয়া ভজনা না করে, অথবা জানিয়াও অবজ্ঞা করে, তাহারা সকলেই ভ্রষ্ট ও অধঃপতিত হইয়া থাকে ॥৩॥

তাতে তুমি মোর শিষ্য জগতে বিদিত,
তোমা দেখি সবে যেন হয় মহা প্রীত।
ঠাকুর কহেন্, মায়া মোহ বলবান,
হেন জন কেবা আছে হয় সাবধান।
সম্পদে মাৎসর্য্য বাড়ে হয় ভক্তিহানি,
নিষ্কিঞ্চনে ধর্ম্ম, সর্ব্ব শাস্ত্রেতে বাখানি।

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে।

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষ-ভক্ষণতোঽপ্যসাধুঃ॥ ৪ ॥

এ ছাড়া সম্পদ কিবা আছয়ে জগতে,
নিষ্কিঞ্চন জন পূজ্য হয় বিধিমতে।
শ্রীচরণরেণু মোরে দেহ কৃপা করি,
এই ত মহতাস্পদ, সর্ব্বত্রেতে তরি।
জাহ্নবা কহেন পদ দিয়াছি তোমারে,
বীরচন্দ্র দিলা যাহা কর অঙ্গীকারে।
কাল বুধবার, ভদ্রা তিথি যে হইবে,
প্রত্যূষ কালেতে তুমি গমন করিবে।

যিনি সম্পূর্ণ বিরাগী, ভগবদ্ভজনে তৎপর হইয়া সংসার সাগরের পর-পার গমনে ইচ্ছা করেন ; তাঁহার পক্ষে বিষয়ীলোকের ও স্ত্রীলোকের সন্দর্শন বিষ-ভক্ষণ অপেক্ষাও অন্যায় কার্য্য ॥৪॥

যে আজ্ঞা বলিয়া রাম কৈলা অঙ্গীকার,
শ্রীবীরচন্দ্রের হৈল আনন্দ অপার।
তারপর কৈলা দোঁহে প্রসাদ গ্রহণ,
নিজ নিজ স্থানে দোঁহে করিলা শয়ন।
জাহ্নবা রামাই পাদপদ্মে অভিলাষ,
এরাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস।

ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের
নবম পরিচ্ছেদ।

দশম পরিচ্ছেদ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াবান্,
মো অধমে কর প্রভু প্রেম-ভক্তি দান।
এইরূপে রাত্রি গেল হইল প্রভাত,
জাহ্নবা চরণে রাম কৈলা প্রণিপাত।
বীরচন্দ্র প্রভু উঠি আইলা সেই স্থানে,
প্রণাম করিলা আসি জাহ্নবা চরণে।
ঠাকুর কহেন মোরে দেহ আজ্ঞাদান,
নিমটিয়া আসি যেন তুয়া সন্নিধান।

রামের বচনে দেবী বীরে আজ্ঞা দিলা,
বীরচন্দ্র প্রভু আসি সভাতে বসিলা।
মনোনীত মতে প্রভু সবে ডাকাইলা,
সিঙ্গাদার কাহারি বেগারী সবে আইলা।
আইলা বৈষ্ণবগণ স্বসজ্জা সহিত,
নানাবিধ যন্ত্রে শাস্ত্রে সবে সুপণ্ডিত।
সুমিষ্ট বচনে প্রভু সবে সম্ভাসিলা,
যাইতে রামের সঙ্গে সবে আজ্ঞা দিলা।
বিচিত্র শিবিকাযান সুসজ্জ করিয়া,
নিযুক্ত করিলা প্রভু কাহারে ডাকিয়া।
বনমালী ফৌজদারে কহিলা ডাকিয়া,
সকল জানহ তুমি কি কহিব তুয়া।
কহেন পরমেশ্বরে স্কন্ধে হস্ত দিয়া,
তোমারে যাইতে হৈল রামাই লইয়া।
এ দিকে ঠাকুর রাম করি গঙ্গাস্নান,
গন্ধ পুষ্প দিয়া পূজে জাহ্নবা চরণ।
আজ্ঞা লঞা গেলা শ্যামসুন্দরমন্দিরে,
উত্থান করাঞা স্নান অর্চ্চনাদি করে।
বাল্যভোগ দিয়া প্রভু আরতি করিলা,
শঙ্খ ঘণ্টা কাংশ্য করতালধ্বনি হৈলা।

বীরচন্দ্র প্রভু তথা আইলা হেনকালে,
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন্ শ্যাম পদতলে।
শ্রীশ্যাম-সুন্দর সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন,
যাঁরে বীরচন্দ্র প্রভু করিলা স্থাপন।
তারপর বীরচন্দ্র জাহ্নবা সাক্ষাতে,
কহিতে লাগিলা সব বিস্তারিত মতে।
পরে গঙ্গাস্নান করি বীরচন্দ্র রায়,
শ্রীমতীর পাদোদক ধরিলা মাতায়।
পাদোদক পান করি করিলা ভোজন,
প্রসাদ লইয়া পায় বৈষ্ণবের গণ।
জাহ্নবা বসুধা আর বীরচন্দ্র রায়,
দেখিয়া রামাই হৈলা পুলকিত কায়।
করজোড়ে কহে রাম আজ্ঞা কর মোরে,
শ্রীচৈতন্য ভক্তগণে যাই দেখিবারে।
এতেক শুনিয়া সবে সজল নয়ন,
বসুধা কহেন কিছু অমিয় বচন।
ওহে বাপু! কোথা যাবে কি কার্য্য লাগিয়া,
সহজে লাগয়ে দুঃখ তোমা না দেখিয়া।
তোমার সহজ গুণ বচন মধুরে,
তাহে শুদ্ধ ভক্তিভাবে সবা মন হরে।

জাহ্নবা বলেন বাপু! কি বলিব তোরে,
কি বলে বিদায় দিব, বোল্ নাহি স্ফুরে।
ত্বরায় আসিহ ; না রহিও বহুদিন,
আমি হইয়াছি তুয়া ভক্তির অধীন।
বীরচন্দ্র প্রভু কহে শুন ওহে ভাই,
তোমারে ছাড়িয়া দিতে চিত্তে দুঃখ পাই।
ত্বরা করি আসিহ বিলম্বে নাহি কাজ,
অপেক্ষা করিছে বসি বৈষ্ণব সমাজ।
শুনিয়া ঠাকুর রাম গলে বস্ত্র দিয়া,
পড়িলা চরণ তলে অষ্টাঙ্গ লুটায়া।
শ্রীমতী বসুধা তাঁর শিরে হাত ধরি,
কহিলেন স্নেহবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি।
সত্বর আসিও বাছা! বিলম্ব না করি,
সুস্থির না হব মোরা তোমা ধনে ছাড়ি।
তারপর রামচন্দ্র জাহ্নবা চরণে,
সাষ্টাঙ্গ লোটায়ে কহে গদ্গদবচনে।
করুণাশ্রু জলে সিঞ্চে ঠাকুরের অঙ্গ,
না স্ফুরে বচন মুখে, হৈল স্বরভঙ্গ।
পুনরপি পড়িলা বীরচন্দ্রের চরণে,
বীরচন্দ্র প্রভু কৈলা দৃঢ় আলিঙ্গনে।

প্রেমের আবেশে পুনঃপুনঃ কোলাকুলী,
দোঁহার নয়নে বারি পড়য়ে উথলি।
গঙ্গার সহিত স্নেহবাক্যে সম্ভাষিয়া,
বাহিরে আইলা রাম সকলে নমিয়া।
শ্যাম-স্থন্দরের আগে জুড়ি দুই হাত,
আজ্ঞা মাগি রামচন্দ্র কৈলা প্রণিপাত।
প্রদক্ষিণ করি তথা প্রণাম করিলা,
বিদায় হইয়া সঙ্গীগণেতে মিলিলা।
বিপুল শিঙ্গার শব্দে গগন ভেদিল,
শব্দ শুনি লোক সব চমকিত হৈল।
গ্রহণীয় বস্তু সব লয়ে জনে জনে,
আজ্ঞা মাগি যাত্রা কৈল রামায়ের সনে।
আজ্ঞা মাগি রামচন্দ্র দোলায় চড়িয়া,
গমন করিলা নিজগণ সঙ্গে লঞা।
বাম দিকে বনমালী দাস চলি যায়,
দুইদিকে ভৃত্য পাখা চামর ঢুলায়।
আগেতে চলিল দুই খুন্তী একজোড়ে,
স্থবিচিত্র ধ্বজ দণ্ডে স্থপতাকা উড়ে।
নানা যন্ত্র বাজে হরিধ্বনি কোলাহল,
আনন্দে করয়ে সবে জয়জ মঙ্গল।

অন্তরঙ্গ জন লয়ে রাম মহামতি,
দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলা সম্প্রতি।
জগন্নাথ দরশন মনের কামনা,
পুরী পরিক্রমায় পূর্ণ হইবে বাসনা।
বিশেষ চৈতন্য প্রভু যথা কৈলা বাস,
স্বরূপ রামানন্দ সঙ্গে যত নিজ দাস।
সেই সব স্থান আমি করিব দর্শন,
সফল হইবে মম তনু প্রাণ মন।
নয়ন সফল হবে শ্রবণ মঙ্গল,
দেখিব নয়ন ভরি চরণ-কমল।
পথে যাইতে নানাবিধ দেখিব কৌতুক,
কেমন সুন্দর লোক কেমন মুলুক্।
সবার আনন্দ হৈল একথা শুনিয়া,
ঠাকুরে প্রশংসা সবে করেন বন্দিয়া।
ঠাকুর কহেন চল সবে ত্বরান্বিত,
পথবিজ্ঞ যেহ হয় আনহ ত্বরিত।
শিবানন্দ সেন গৌড়ভক্তগণে লঞা,
জগন্নাথ গেলা পরিপোষণ করিয়া।
এই কথা শুনিয়াছি পূর্ব্বের আচার,
হঠাৎ কেমনে যাব না করি বিচার।

অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ মহা তেজীয়ান্,
নিত্যানন্দ প্রভু যাতে অতি বলবান্।
হেন মহাজনগণ শিবানন্দে মিলে,
শিবানন্দ না চলিলে কেহ নাহি চলে।
অতএব কি হইবে বলত উপায়,
সাথী না হইলে পথে চলা নাহি যায়।
এই সব প্রসঙ্গেতে গঙ্গা ধারে ধার,
দক্ষিণ মুখেতে চলে পথ সুবিস্তার।
পাণিহাটী গ্রামে আসি ক্রমে উপনীত,
রাঘব পণ্ডিত যথা হৈলা অবস্থিত।
লোক মুখে শুনি প্রভু গেলা তাঁর দ্বারে,
শুনিয়া পণ্ডিতবর আইলা সত্বরে।
তাঁহারে দেখিয়া রাম নামিলা ভূমেতে,
তিঁহ জিজ্ঞাসেন তাঁরে মধুর বাক্যেতে।
ওহে বাপু কিবা নাম, কাহার নন্দন,
কোথা বা বসতি, কোথা করেছ গমন ?
ঠাকুর কহেন মোর নাম যে রামাই,
শ্রীবংশীবদন-পৌত্র লীলাচলে যাই।
নবদ্বীপে বাস মম, জাহ্নবার দাস,
শ্রীচৈতন্য ভক্ত সঙ্গে মিলিবারে আশ।

শুনিয়া পণ্ডিত তাঁরে করিলেন কোলে,
দুই জন প্রেমাবেশে পড়িলা ভূতলে।
কতক্ষণে দুইজনে হইলা সুস্থির,
কুশল বারতা পুছে, নেত্রে বহে নীর।
লোকলাজ ভয়ে তাঁরে লয়ে গেলা ঘর,
কৃষ্ণসেবা দেখি হৈলা প্রফুল্ল অন্তর।
সেই দিন থাকি তথা রাঘবের মুখে,
শ্রীগৌরাঙ্গ গুণলীলা শুনে মহাসুখে।
প্রাতঃকালে উঠি পুন করিলা গমন,
পণ্ডিতের সঙ্গে কহিপ্রণতি-বচন।
ক্রমেতে চলিয়া সবে গঙ্গা পার হৈলা,
সহর বাজার দেখি কৌতুকে চলিলা।
মধ্যাহ্ন সময়ে প্রভু লইয়া স্বগণ,
উত্তরিল চত্তর্দ্দারে বিশ্রাম কারণ।
গ্রাম প্রান্তে মনোহর স্থানেতে বসিলা,
গ্রামের চৌধুরী আসি কহিতে লাগিলা।
কোথা বা নিবাস প্রভু, কাহার কুমার,
পরিচয় দেহ, গৃহে চলহ আমার।
স্বগণ সহিত আজি করিব সেবন,
বহুভাগ্যে পাইনু তুয়া পদ দরশন।

ফৌজদার বলে বংশীবদন গোসাঞি,
তাঁর পৌত্র, নাম হয় ঠাকুর রামাই।
জাহ্নবা-পালিত ইনি নবদ্বীপে বাস,
জগন্নাথ দরশনে মনে বড় আশ।
এ কথা শুনিয়া তাঁর বাড়িল আনন্দ,
অষ্টাঙ্গ লোটায় তেঁহ ধরি পদদ্বন্দ্ব।
ঠাকুর কহেন আগে করিব রন্ধন,
এই স্থানে রন্ধনের কর আয়োজন।
এত বলি নিত্যকৃত্য করি সমাধান,
সকলে মিলিয়া করে পাকের বিধান।
চৌধুরীর আজ্ঞামাত্রে সামগ্রী আনিলা,
বস্ত্রের কাণ্ডার দিয়া পাক চড়াইলা।
জাহ্নবা স্মরণ মাত্র পাকপূর্ণ হৈলা,
মানসে শ্রীমতী দ্বারে কৃষ্ণে সমর্পিলা।
ডাকিলা বৈষ্ণবগণে করিতে ভোজন,
ঠাকুর না খাইলে কেহ না করে গ্রহণ।
পরিবেষ্টা নাহি কেহ বৈসহ সকলে,
ক্ষতি কিছু নাহি হবে আগেতে বসিলে।
প্রভুর নির্ব্বন্ধে যত বৈষ্ণবের গণ,
পরম আনন্দে মিলি করয়ে ভোজন।

অবশেষে রামচন্দ্র করিলা সেবন,
প্রসাদ বাড়িল খায় কত শত জন।
কর্পূর তাম্বূলে প্রভু মুখশুদ্ধি করি,
আলস্য ত্যজিতে যান শয্যার উপরি।
করিতে লাগিলা ভৃত্য পাদ-সম্বাহন,
সুখেতে শয়ন করে চৈতন্য-নন্দন।
গ্রামের যতেক লোক প্রসাদ লইয়া,
নিজ নিজ ঘরে যায় পুলকিত হৈয়া।
ঠাকুরের সহচর যতজন ছিল,
আপন্ আপন স্থানে বিশ্রাম লভিল।
সন্ধ্যাতে আরম্ভ কৈলা সংকীর্ত্তনানন্দ,
প্রবন্ধে করয়ে গান শুনি প্রেমানন্দ।
নগরে প্রবেশে, সঙ্গে ধায় যত লোক,
যেই দেখে শুনে তার যায় দুঃখ শোক।
তাহাতে মধুর রস গান সুললিত,
যে জন শুনয়ে তার মন বিমোহিত।
কতক্ষণ গান করি নৃত্য আরম্ভিলা,
অপরূপ নৃত্য ছাঁদে সবে বিমোহিলা।
নবীন যৌবন তাতে রূপের মাধুরী,
যেই দেখে তার মনেন্দ্রিয় করে চুরি।

কি দেখিব কি শুনিব অতি সুললিত,
অস্থির হইল সবে প্রেমে পুলকিত।
কেহ গড়াগড়ী যায় কেহ অচেতন,
কেহ বা ফুকারি দৈন্যে করয়ে রোদন।
এইরূপে কতক্ষণ সুখে গুয়াঁইলা,
চৌধুরী করজোড়ে কহিতে লাগিলা।
ভোজন সামগ্রী কিছু আনি, আজ্ঞা হয়,
মধ্যাহ্নেতে সেবা নাহি ভালমতে হয়।
প্রভু আজ্ঞা দিলা তারে কিছু আনিবারে,
ক্ষীর সর ছানা দুগ্ধ আনে ভারে ভারে।
প্রসাদ লইয়া সবে জলপান করি,
সুখে নিদ্রা যান তথা লাগায়া মশারি।
রাত্রিশেষে উঠি প্রভু ভৃঙ্গারের জলে,
মুখ প্রক্ষালন করি বসিলা বিরলে।
করেন নিশ্চিন্তভাবে স্মরণ মনন,
কতক্ষণ পরে ক্রমে উঠে সঙ্গীগণ।
পরমেশ্বর দাসে তথা আপনি ডাকিয়া,
কহেন বিবিধ কথা নিভৃতে বসিয়া।
সকলের মধ্যে তুমি হও সুপ্রবীণ,
নিতান্তই আমি তব কথার অধীন।

নিত্যানন্দ প্রভু সখা মোর মান্যপাত্র,
আমি কি মর্য্যদা জানি সহজে অপাত্র।
বীরচন্দ্র প্রভু মোরে দিলা তোমা সনে,
দেখাও সকল তুমি লয়ে সযতনে।
যাবৎ না আসি ফিরে শ্রীমতীর কাছে,
তাবৎ সকল ভার তোমারই আছে।
এ কথা শুনিয়া শ্রীপরমেশ্বর দাসে,
কহিতে লাগিলা কিছু গদগদ ভাষে।
তুমিহ ঠাকুর পুত্র মহৎ সুজন,
মোরে স্তুতি কর মুঞি অতি অভাজন।
যেমন শ্রীবীরচন্দ্র তেমনিত হয়,
আমা হতে যে হয় অন্যথা কভু নয়।
নিত্যানন্দ প্রভু যবে কৈলা অন্তর্দ্ধান,
বীরচন্দ্রে দেখি, তবে রেখেছি পরাণ।
কথায় কথায় দুঁহু আনন্দ অপার,
দোঁহে কোলাকুলী দণ্ডবৎ নমস্কার।
সেই দিন হতে দোঁহে কৃষ্ণকথা রঙ্গে,
প্রেমে পূর্ণ হন্ নিতাই চৈতন্য প্রসঙ্গে।
পরমেশ্বর দাস প্রভু নিত্যানন্দ সঙ্গে,
জগন্নাথক্ষেত্রে যাতায়াত কৈলা রঙ্গে।

জানিয়া ঠাকুর তাঁরে পুছে সমাদরে,
দক্ষিণের পথ তাঁর নহে অগোচরে।
কথান্তে উঠিয়া প্রভু করিলেন স্নান,
সকলেই নিত্যকৃত্য করিলা বিধান।
সাজ সাজ বলি ঘন পড়িল হাঁকার,
সাজিল বৈষ্ণবসব দিয়া জয়কার।
একতোড়ে বাজে শিঙ্গা গগন ভেদিয়া,
মহা কোলাহল হৈল সহর ভরিয়া।
বৈষ্ণবের অঙ্গকান্তি অতি নিরমল,
সূর্য্যের কিরণে অঙ্গ করে ঝলমল।
সসজ্জ হইয়া সবে করিলা গমন,
ঠাকুর করিলা নরযানে আরোহণ।
হেনকালে আইলা কৃষ্ণদাস চৌধুরী,
বহুলোক সঙ্গে রহে দণ্ডবৎ পড়ি।
ঠাকুর করিলা তাঁরে আশীর্ব্বাদ দান,
তিঁহ জোড় হাতে কহে প্রভু বিদ্যমান।
সেবার কারণ কিছু আজ্ঞা হয় মোরে,
ঠাকুর কহেন কিছু পাথেয়ের তরে।
সে পঞ্চবিংশতি মুদ্রা আগেতে ধরিলা।
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে শেষে প্রণাম করিলা।

চলিলা ঠাকুর সবে করিয়া কল্যাণ,
এইরূপে গ্রামে গ্রামে বহুদূর যান্।
ক্রমে চলি চলি গেলা রেমুনা নিকটে,
গ্রাম উপান্ত পার হৈলা ঘাটে ঘাটে।
যে গ্রাম মধ্যাহ্নকালে উপস্থিত হয়,
সেই গ্রামে সেই রাত্রি সুখে বিলসয়।
দেখিবারে আসে লোক দেখি বিমোহিত,
তাতে নানা নৃত্য গীত যন্ত্র সুললিত।
সে গ্রামের লোক নানাদ্রব্য ভেট দিয়া,
বিবিধ শুশ্রুষা করে আহ্লাদ করিয়া।
এইরূপে রেমুনাতে হৈলা উপস্থিত,
গোপীনাথ দেখিবারে মন উৎকণ্ঠিত।
শ্রীমন্দিরে গেলা সবে সন্ধ্যার সময়,
আরতি দর্শন করি হৈলা প্রেমময়।
স্বগণ লইয়া বহু নৃত্য গীত কৈলা,
সেবক আনিয়া মালা প্রসাদাদি দিলা।
গোপীনাথের পূর্ব্বকথা সকল শুনিলা,
পুরীর লাগিয়া যৈছে ক্ষীর চুরি কৈলা।
পুরীরে গোপাল যৈছে দিলা দরশন,
গোসাঞি করিলা যৈছে সেবা প্রকটন।

চৈতন্য গোসাঞি উক্ত এ সব বৃত্তান্ত,
ঠাকুর শুনিলা একমনে আদ্যোপান্ত।
পুরী গোসাঞির অন্ত্যদশা শ্লোক পড়ি,
প্রেমে পূর্ণ হৈলা প্রভু নেত্রে বহে বারি!

তথাহি শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীকৃতভাবাবল্যাং।
অয়ি দীন-দয়ার্দ্র নাথ! মথুরানাথ! কদাবলোক্যসে,
হৃদয়ং তদলোক-কাতরং দয়িত! ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং ॥১॥

পুরী গোসাঞির স্থান করি প্রদক্ষিণ,
অষ্টাঙ্গ লোটায় অঙ্গে স্ফুরে প্রেমচিন্।
গোপীনাথে বন্দি তাঁর সেবকে মিলিয়া,
প্রভাতে চলিলা সবে হরষিত হৈয়া।
কটক নিকটে এক গ্রাম মনোহর,
তাহাতে বসয়ে এক ধনী দ্বিজবর।
শ্রীবংশীর শিষ্য তেঁহ পরিচয় পাঞা,
বহুত করিলা সেবা ভক্তিযুক্ত হঞা।
কটকেতে গেলা প্রভু ক্রমে ক্রমে চলি,
দেখিবারে সাক্ষীগোপাল্ মনে কুতূহলী।
গোপাল মন্দির পুছি করিলা গমন,
সাক্ষাৎ গোপাল সেই ব্রজেন্দ্র নন্দন।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হঞা পড়িলা ভূমেতে,
পরমেশ্বর দাস তাঁরে তুলে ধরি হাতে।

স্থিরভাবে পুনরপি করয়ে দর্শন,
রূপের মাধুর্য্য কিছু না যায় বর্ণন।
স্তুতি শ্লোক পড়ি কৈলা বহুত স্তবন,
মুখ-পদ্মে নেত্রভৃঙ্গ কৈলা আরোপণ।
নানাবিধ ছন্দোবন্ধে প্রভু স্তুতি কৈলা,
পূজারী প্রসাদ দিয়া মালা গলে দিলা।
মালা পেয়ে প্রেমানন্দে করয়ে নর্ত্তন,
চৌদিকে বৈষ্ণবগণ বাজায় বাজন।
এইরূপে কতক্ষণ করি নৃত্য গান,
সেই রাত্রি সেই স্থানে কৈলা অবস্থান।
গোপাল অধরামৃত সবে মিলি পাইলা,
গোপালের সেবা লাগি দ্রব্য কিছু দিলা।
শুনিলেন গোপালের পূর্ব্বের বৃত্তান্ত,
লালসা বাড়িল মনে শুনি আদ্যঅন্ত।
নিত্যানন্দ প্রভু উক্ত দুই বিপ্রকথা,
যৈছে গোপাল আসি সাক্ষী দিলা হেথা।
সকল প্রসঙ্গ শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা,
আনন্দাশ্রু পুলক সব অঙ্গে প্রকটিলা।
নানাবিধ প্রসঙ্গেতে রাত্রি গোঙাইলা,
গোপালে প্রণতি করি প্রভাতে চলিলা।

আঠার নালায় চলি গেলা ক্রমে ক্রমে,
শ্রীমন্দির দেখিয়া বিভোর হৈলা প্রেমে।
ভূমেতে উতরি করেন্ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম,
বৈষ্ণব সকলে গান করে কৃষ্ণ নাম।
মৃদঙ্গ বাজায় কেহ কেহ করে নৃত্য,
যাত্রিক পথিক সব প্রেমেতে উন্মত্ত।
এইরূপে নাচিতে গাইতে চলিগেলা,
নরেন্দ্রেতে গিয়া সবে উপনীত হৈলা।
নরেন্দ্রের জল শিরে করিলা ধারণ,
পুরী শোভা দেখি হৈলা আনন্দিত মন।
নারিকেল বন কত আম্র কাঁঠাল,
খর্জ্জুর কদলী তাল উচ্চ উচ্চ শাল।
বকুল কদম্ব কত চম্পক কানন,
অশোক কিংশুক কত দাড়িম্বের বন।
নানাজাতি বৃক্ষ কত পুষ্পের উদ্যান,
নানাজাতি বিহঙ্গমে করিতেছে গান।
অট্টালিকা কতশত চতুঃশালা ঘর,
নানাচিত্র পতাকাতে দেখিতে সুন্দর।
সহজে বৈকণ্ঠ ধাম দেবের নিবাস,
তাতে প্রভু জগন্নাথ করেন বিলাস।

দেখিতে দেখিতে প্রভু পথে চলি যায়,
ভক্তগণ আগে পিছে কৃষ্ণগুণ গায়।
উপস্থিত হৈলা আসি সবে সিংহ দ্বারে,
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে পড়ে ধরণী উপরে।
ঠাকুরের হৈল দৈন্যভাবের উদয়,
ক্ষণে স্তম্ভ ক্ষণে কম্প গদগদ প্রলয়।
স্বরভঙ্গ হৈল মুখে না স্ফুরে বচন,
সঙ্গের বৈষ্ণবগণ করে সংকীর্ত্তন।
মধ্যাহ্ন সময়ে যবে আরতি বাজিল,
তবহি ঠাকুর কিছু সম্বিৎ পাইল।
জগন্নাথ সেবক যত আসি সন্নিধানে,
কহেন চলহ জগবন্ধু দরশনে।
ঠাকুর কহেন আগে করি গিয়া স্নান,
তবে গিয়া দেখিব সে কমল বয়ান।
স্নান করিবার তরে করিলা গমন,
মহোদধি দেখি হৈলা প্রফুল্লিত মন।
প্রণাম করিয়া জল মস্তকে ধরিলা,
তবে নিজগণ লঞা জলেতে নামিলা।
কৌতুকে তরঙ্গে ভাসি ক্ষণে যায় দূরে,
তরঙ্গ সহিত ক্ষণে লাগে আসি তীরে।

এইরূপে কতক্ষণ জলকেলী করি,
গমন করিলা সবে ধৌতবাস পরি।
সিংহ দ্বারে আসি মাত্র সবে দাঁড়াইলা,
পাণ্ডাগণ আসি হাতে ধরি লয়া গেলা।
দ্বার পার হঞা করি পাদপ্রক্ষালন,
প্রদক্ষিণ করি কৈলা মন্দিরে গমন।
গরুড়ের স্তম্ভ কাছে আসি দাঁড়াইলা,
পাণ্ডাগণ উপরোধে নিকটে না গেলা।
যে কিছু আছিল মুদ্রা পথের সম্বল,
জগন্নাথ সম্মুখেতে ধরিলা সকল।
নয়ন ভরিয়া দেখে কমললোচন,
দেখিতে দেখিতে প্রভু আনন্দে মগন।
দক্ষিণে শ্রীবলরাম সিতাম্বুজহ্যুতি,
বিকচ কমলনেত্র যেন মত্ত হাতী।
মধ্যেতে সুভদ্রাদেবী নাহিক তুলনা,
কমল-নয়নী পূর্ণচন্দ্র-নিভাননা।
এ তিন মূরতি দেখি হৃদয়ে উল্লাস,
দেখিতে দেখিতে হৈলা প্রেমের প্রকাশ।
আনন্দাশ্রু বহে বক্ষে, পুলক সঞ্চার,
জোড় হাতে রহে অঙ্গে সাত্ত্বিক বিকার।

দণ্ডবৎ করিবারে যেন কৈলা মন,
ভূমেতে পড়িলা প্রেমে হয়ে অচেতন।
পণ্ডিত গোসাঞি তথা কৈলা আগমন,
দরশন করিবারে কমল-লোচন।
জগবন্ধু মুখ দেখি হইলা আনন্দ,
ঠাকুরের প্রেম দেখি কহে মন্দ মন্দ।
কোন্ জন প্রেমাবেশে ভূমিতে পড়িয়া,
কাহার নন্দন ইনি কহ বিবরিয়া।
দাস শ্রীপরমেশ্বর ছিলেন তথায়,
পণ্ডিত গোসাঞি দেখি সানন্দ হৃদয়।
দণ্ডবৎ কোলাকোলী নহে স্থানাভাবে,
বাক্যে নতি স্তুতি করে অতি নতভাবে।
ধূপ আরতি কালে আরতি বাজিল,
ঠাকুর চেতন পেয়ে তবহি উঠিল।
জয় জয় জগন্নাথ উচ্চ ধ্বনি হৈল,
শঙ্খ ঘণ্টা কাংশ্য কত বাজিতে লাগিল।
আইল সকল লোক দেখিতে ঈশ্বর,
মহাভীড় হৈল দেখিবার নাহি স্থল।
আরতি করিয়া জগবন্ধুর পূজারী,
শ্রীমালা প্রসাদ রামে দিলা যত্ন করি।

শ্রীমাল্য প্রসাদ পেয়ে আনন্দ অপার,
বহু নতি স্তুতি করে দৈন্য পরীহার।
সে দিন হইল জগন্নাথে নিমন্ত্রণ,
নিমন্ত্রণ শিরে ধরি বাহিরে গমন।
পণ্ডিত গোসাঞি মালা প্রসাদ পাইয়া,
নিজ বাসে চলি যান আনন্দিত হৈয়া।
সিংহ দ্বারেতে রাম আসি দাঁড়াইলা,
পণ্ডিত গোসাঞি কোথা পুছিতে লাগিলা।
পরমেশ্বর কহে প্রভু! রহ এই খানে,
এখনি করিবে এই পথে আগমনে।
ঠাকুর কহেন কোথা দেখা তোমা সনে,
তেঁহ কহিলেন প্রভু-মন্দির প্রাঙ্গনে।
মহাভীড় দেখি না করানু পরিচয়,
এখনি আসিবে হেথা শুন মহাশয়।
বলিতে বলিতে হেনকালে গদাধর,
সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলা সত্বর।
ঐ দেখ বলি দাস ঠাকুরে জানালা,
দেখিয়া ঠাকুর তবে সম্ভ্রমে উঠিলা।
গোসাঞি কহেন তুমি কাহার নন্দন,
পরিচয় দেহ শুনি সব বিবরণ।

শ্রীবংশীবদন পৌত্র, জাহ্নবার দাস,
তোমারে দেখিব মনে ছিল বড় আশ।
বড় ভাগ্যফলে আমি পেলেম দর্শন,
মোরে কৃপা কর নাথ! দিয়ে শ্রীচরণ।
এত বলি পদে ধরি পড়িলা ভূমিতে,
পণ্ডিত গোসাঞি তাঁরে তুলে ধরি হাতে।
পুলকিত হইলেন তাঁরে কোলে করি,
নয়নের নীরে অভিষেকে হৃদে ধরি।
ক্ষণেকে সম্বিত পেয়ে কহেন গোসাঞি,
ধন্য ধন্য ওহে বাপু! বলিহারী যাই।
জাহ্নবা তোমারে পূর্ণ কৃপা কৈলা জানি,
তা না হলে হেন প্রেম কাঁহা পাইলে তুমি।
কিম্বা তুমি শ্রীবংশীবদন-শক্তিধর,
বংশীরূপে অবতীর্ণ প্রেমের আকর।
ভাল হৈল এলে বাপু! দেখিলাম তোমা,
হৃদয় জুড়াল মোর দেখি তব প্রেমা।
কহ কহ গৌড়ের কুশল সমাচার,
গৌরাঙ্গ বিহীনে প্রাণ নাহি রহে আর।
কি দোষে আমারে প্রভু সঙ্গে নাহি লৈলা,
এ কথা কহিতে যেন দ্রবীভূত হৈলা।

ঠাকুর ধরিয়া তাঁরে করিলা সুস্থির,
কহিতে লাগিলা মৃদু বচনে সুধীর।
শ্রীচৈতন্য প্রভু তব জগতে বিখ্যাত,
একই স্বরূপ কিছু নাহি ভেদ তত্ত্ব।
ত্যজিয়া উদ্বেগ শুন গৌড়ের কুশল,
সকলেই শ্রীচৈতন্য বিরহে বিহ্বল।
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ প্রভু সঙ্গ লৈল,
কে কোথা আছয়ে, অন্য নাহিক সম্বল।
গোসাঞি কহেন্ অদ্বৈত কৈতবের গুরু,
মান অভিমান বাঞ্ছা নাহি রাখে কারু।
নিত্যানন্দ বাউল না জানে ভালমন্দ,
শ্রীবাস নর্ত্তক কত জানে ছন্দোবন্ধ।
সবে মেলি নানারীতে নাচালা প্রভুরে,
আনিল আপন সুখে লৈল বহু বরে।
ঠাকুর কহেন প্রভু! ইহা সত্য হয়,
আপন প্রভুর কীর্ত্তি বুঝা নাহি যায়।
গোপাঙ্গনাগণে ছাড়ি মধুপুরে বাস,
মথুরা ছাড়িয়া পুরী দ্বারকা নিবাস।
সবার বিষণ্ণ মতি ঝুরয়ে নয়ন,
হরি হরি কেন প্রভু করিলা এমন।

সে সকল ক্ষয় করি আইলা নবদ্বীপে,
সন্ন্যাস করিলা সবে ফেলি দুঃখকূপে।
ক্ষেত্র মধ্যে যে যে লীলা কৈলা গৌরহরি,
দেখাহ শুনাহ মোরে সকল বিচারি।
গোসাঞি কহেন বাপু! চল মোর বাস,
ঠাকুর কহেন মহাপ্রসাদেতে আশ।
গোসাঞি আদেশে বহু প্রসাদ আইলা,
সকলে মিলিয়া তবে গৃহেতে চলিলা।
তাঁহার গৃহেতে সেবা অতি সুশোভন,
শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ সেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
দেখিয়া ঠাকুর বড় আনন্দিত হৈলা,
সাষ্টাঙ্গ লোটায়ে তাঁরে দণ্ডবৎ কৈলা।
যথাযোগ্য সবা সনে কৈলা মেলামেলী,
প্রসাদ পাইলা সবে হয়ে কুতূহলী।
সেই স্থানে বাসস্থলী নিশ্চয় করিলা,
দিব্য রম্যস্থান দেখি বিশ্রাম লভিলা।
জাহ্নবা রামাই পাদপদ্মে অভিলাষ,
এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস।

ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের
দশম পরিচ্ছেদ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য প্রেমভক্তি দাতা,
জয় জয় নিত্যানন্দ দীনহীন ত্রাতা।
অজ্ঞান অবিজ্ঞ অতি মন্দ দুরাচার,
এত দোষে দোষী তবু লিখি গুণ তাঁর।
পণ্ডিত গোসাঞি তথা নিজাসনে বসি,
চৈতন্য বিয়োগে জাগি পোহায়েন নিশি।
কৃষ্ণনাম মুখে মাত্র করেন উচ্চার,
কভু বা বিষাদে বহে নেত্রে জলধার।
এইরূপে সুখে দুঃখে গোঙায়েন কাল,
জগন্নাথ দরশন বিহান্ বিকাল।
শ্রীকৃষ্ণ সেবেন্ অতি হরষিত মনে,
দেখেন বিগ্রহে সেই ব্রজেন্দ্র-নন্দনে।
তাঁহার চরিত কথা অতি সুললিত,
আমি অজ্ঞ কি জানিব, সবে বিমোহিত।
আলস্য ত্যজিয়া রাম উঠিয়া বসিলা,
কৃষ্ণ মনে ভাবি কিছু নিশ্চয় করিলা।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে।

কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে,
তথাপি তৎপরা রাজন্! নহি বাঞ্ছন্তি কিঞ্চন ॥১॥

যারে প্রভু কৃপা করেন কি অলভ্য তার,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় স্মরণে যাঁহার।
শ্রীপুরুষোত্তমচন্দ্রে কৈনু দরশন,
কোন ক্লেশ নাহি পথে সুখে আগমন।
গোপীনাথ গোপালু দেখিনু অনায়াসে,
গোস্বামীর সঙ্গে দেখা হলো অনায়াসে।
পুরীতে আছয়ে যত চৈতন্যের গণ,
যে যে লীলা কৈলা প্রভু লয়ে ভক্তগণ।
পণ্ডিত গোসাঞি যদি দেখান্ সকল,
তবে ত মানব জন্ম আমার সফল।
এতেক চিন্তিয়া মনে শয্যা তেয়াগিয়া,
গোসাঞি সাক্ষাতে রাম দাঁড়ালা আসিয়া।
তিঁহ কহিলেন, কেন আইলে এতরাতে,
ঠাকুর কহেন তব চরণ দেখিতে।
বসহ আসনে কহ কিবা প্রয়োজন,
বসিয়া ঠাকুর তবে করে নিবেদন।

দেবীর অনুজ্ঞা মতে আইনু এই স্থানে,
কিছুই বুঝিতে নারি ভজন সাধনে।
ভাগবত পড়াইয়া কহ তার অর্থ,
আমি অজ্ঞ নাহি জানি ভক্তি পরমার্থ।
শ্রীচৈতন্য প্রভুলীলা যথা যেবা হয়,
কৃপা করি সেই স্থান দেখাহ আমায়।
এই ক্ষেত্র মধ্যে আছে যত ভক্তগণ,
মিলাহ সবায় প্রভু! করি নিবেদন।
এতেক শুনিয়া বলেন্ পণ্ডিত গোসাঞি,
ধন্য ধন্য ওহে বাপু বলিহারি যাই।
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা তোমারে হয়েছে,
দেখাব সকলে ইথে বিস্ময় কি আছে।
এইরূপ প্রসঙ্গেতে রাত্রি পোহাইলা,
নিত্যকৃত্য করিবারে দোঁহে চলি গেলা।
স্নান করি সমুদ্রেতে গেলা দরশনে,
দরশন করিলা সেই কমল-লোচনে।
দেখি প্রেমাবেশ হৈলা দোঁহাকার মনে,
দর্শন লালসে ভাব কৈলা সংগোপনে।
গোসাঞি কহেন এই স্থানে শচীসুত,
দরশন উৎকণ্ঠাতে হৈলা সমাগত।

মূর্চ্ছাগত পড়ি রন্ দ্বিতীয় প্রহর,
হেথা হৈতে সার্ব্বভৌম লইলা নিজ ঘর।
এই সে গরুড়স্তম্ভ পার্শ্বে দাঁড়াইলা,
এই গর্ত্ত যাঁর প্রেম অশ্রুতে ভরিলা।
শুনি দেখি ঠাকুরের হৈলা প্রেমাবেশ,
পড়িলা গোসাঞি-পদে আলুথালু কেশ।
গোসাঞি কহেন বাপু! না হও চঞ্চল,
নয়নে দেখহ পদ্ম-মুখ নিরমল।
এত বলি হাতে ধরি তুলি কৈলা কোলে,
শৃঙ্গার আরতি দেখি বাহিরেতে চলে।
প্রসাদের লাগি নিমন্ত্রণ পুনরায়,
গোসাঞির আজ্ঞা লয়া কৈলা অঙ্গীকার।
সিংহ দ্বারের পার্শ্বে গর্ত্ত এক হয়,
যাতে পদ ধুইলা নিত্য শচীর তনয়।
সেই গর্ত্ত গোসাঞি দেখান ঠাকুরেরে,
যাঁহা পদ ধুই যান্ প্রভুর মন্দিরে।
সে গর্ত্ত মৃত্তিকা লয়ে করিলা ভক্ষণ,
মস্তকে ধরিতে হৈলা সজল-নয়ন।
তথা হৈতে গেলা কাশীমিশ্রের নিবাস,
সতত মিশ্রের চিত্তে বিরহ হুতাশ।

গোসাঞি দেখিয়া কিছু হৈলা আনন্দ,
নমস্কার করি কিছু কহেন মন্দমন্দ।
তোমার সঙ্গেতে এহ হয় কোন্ জন,
কোথা হৈতে আইলা হয় কাহার নন্দন ?
গোসাঞি কহেন বংশী-বদনের পৌত্র,
নদীয়া-নিবাসী ইঁহ জাহ্নবার ছাত্র।
খরদহ হৈতে আইলা, সঙ্গে বহুজন,
শ্রীজাহ্নবা পুত্রভাবে করিলা পালন।
একথা শুনিয়া মিশ্র আনন্দিত হৈলা,
বসিতে আসন দিয়া কহিতে লাগিলা।
এস এস ওহে বাপু! বসহ আসনে,
তুয়া মুখ দেখি দুঃখ হৈল বিমোচনে।
গৌড়ের কুশল বল শুনি বাপধন!
চৈতন্য বিহীনে সবে আছয়ে কেমন।
আস্তে ব্যস্তে প্রভু তাঁরে কৈলা নমস্কার,
হৃদে ধরি মিশ্র লভে আনন্দ অপার।
প্রেমাশ্রু সেচনে তাঁর ভাসালেন অঙ্গ,
ক্ষণ পরে রামচন্দ্র করেন প্রসঙ্গ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিনে সবে দুঃখ পায়,
বিরহ বিহ্বল চিত্ত কহিব কি তায়।

ধন্য তুমি তব গৃহে প্রভু কৈলা বাস,
সতত দেখিলে গৌর-মুখেন্দু-প্রকাশ।
শ্রবণ নয়ন মন ইন্দ্রিয় সফল,
প্রভুসঙ্গ লাভে তব আনন্দ অচল।
কি ছার জনম মোর হৈল অকারণ,
দেখিতে না পাইলাম অতুল চরণ।
কোথা বা বসিলা প্রভু কোথা বা শুইলা,
দেখাহ আমারে আজ না করিহ হেলা।
নয়নে গলিত ধারা গদগদ বাণী,
শুনিয়া মিশ্রের বাড়ে বিয়োগের খনী।
ঠাকুরের হাতে ধরি মিশ্র মহাশয়,
দেখান্ সে সব স্থান প্রভুর আলয়।
হেথায় বসিলা প্রভু ভক্তগণ লয়ে,
এখানে রহিলা প্রভু শয়ন করিয়ে।
এই স্থান হৈতে ভাবে মূরছিত, পথে-
বাহির হইয়া প্রভু পড়ে এই ভীতে।
ক্ষত হৈল মুখপদ্ম রুধির-শ্রবণ,
প্রেমাবেশে এইখানে মুখ সংঘর্ষণ।
ঠাকুর কহেন ইহা আশ্চর্য্য শুনিলা,
মুখ-সংঘর্ষণ প্রভু কেন বা করিলা।

এ কোন্ ভাবের ভাব বুঝা নাহি যায়,
হেন মহাভাব কথা কেই বা শুনায়।
গোসাঞি কহেন ইহা লোকে শাস্ত্রে নাই,
সবে ব্যক্ত কৈলা প্রভু চৈতন্য গোসাঞি।
শুনিয়া ঠাকুর ভূমে পড়িয়া মূর্চ্ছিত,
অতি সুকোমল তনু ধূলায় লুণ্ঠিত।
দেখিয়া তাঁহার দশা হৈলা প্রেমাবেশ,
দুইজনে ধরি তুলি আশ্বাসে বিশেষ।
কহিলেন মিশ্র বাপু! ত্যজহ ব্যগ্রতা,
নিশ্চয় করিলা কৃপা সূর্য্যদাস-সুতা।
এ হেন অপূর্ব্ব প্রেম হৃদে স্ফুরিয়াছে,
চৈতন্য প্রভুতে রতি তোমার হয়েছে।
ঠাকুর কহেন ব্যর্থ আমার জীবন,
নয়নে না দেখিলাম অভয় চরণ।
তোমরা তাঁহার সঙ্গে থাকি দিবারাতি,
সেবিলে অশেষ রূপে সাধিলে যে প্রীতি।
তোমাদের কৃপা বিনে কিছু না হইবে,
প্রেম প্রাপ্তি নাহি হবে মায়া না ছুটিবে।
এ কথা শুনিয়া তাঁরে বহু প্রশংসিলা,
নিজালয়ে গিয়া লীলা সব শুনাইলা।

সেদিন মিশ্রের গৃহে করি অবস্থান,
প্রসাদ পাইলা সঙ্গে লয়ে নিজগণ।
পণ্ডিত গোসাঞি গেলা আপনার বাসে,
ঠাকুর রহিলা সেই রাত্রি মিশ্র পাশে।
তাঁর মুখে শ্রীচৈতন্য লীলাগুণ শুনি,
উৎকণ্ঠা বাড়িল মনে জোড়করি পাণি।
কহেন কাতরে শুন মোর নিবেদন,
গৌরাঙ্গের ভক্ত সঙ্গে করাও মিলন।
চৈতন্য বিহীনে সবে আগল পাগল,
তা সবারে দেখে করি নয়ন সফল।
মিশ্র কহিলেন বাপু! সুস্থ কর মন,
অনায়াসে হবে তব বাঞ্ছিত পূরণ।
দেখাও আমারে সে স্বরূপ রামানন্দ,
বড় সাদ আছে মনে লভিব আনন্দ।
মিশ্র কহিলেন বাপু! না পারি কহিতে,
স্বরূপ গোস্বামী দেহ রাখিলা শোকেতে।
আছে বটে রামানন্দ নহে অন্তর্দ্ধান,
প্রভুর বিচ্ছেদে তাঁর দহিতেছে প্রাণ।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিরহে বিহ্বল,
শ্রীচৈতন্য ধ্যানে রহে ছাড়ি অন্নজল।

শ্রীপ্রতাপ রুদ্র মহারাজ চক্রবর্ত্তী,
বিষয় ছাড়িয়া ভাবে চৈতন্য মুরতি।
অপর যতেক ভক্ত চৈতন্য বিহীনে,
অন্তর্দ্ধান লীলা সবে কৈলা দিনে দিনে।
সবার বিষণ্ণ মতি ঝুরয়ে নয়ন,
হরি হরি কেন প্রভু করিলা এমন।
গোপীনাথ শ্রীমন্দিরে প্রভু প্রবেশিলা,
কোথাকারে গেলা পুন নাহি বাহিরিলা।
বলিতে বলিতে মিশ্র পড়িলা ভূমেতে,
দেখিয়া ঠাকুর দুঃখে লাগিলা কাঁদিতে।
শ্রীগৌরাঙ্গ আসি মিশ্রে দিলা দরশন,
মিশ্র উঠি দেখে যেন শুভের স্বপন।
কোথা প্রভু কোথা প্রভু বলেন সঘনে,
দশদিকে চাহে কভু নহে দরশনে।
এই মত নিজ ভক্তে মূর্চ্ছিত দেখিলে,
প্রাণ রাখিবার তরে দেখা দেন ছলে।
প্রেমে মিলে বাহ্যে নাহি পায় দরশন,
এই লাগি মৌনব্রতে রহে কোনজন।
অন্তর্মনা হয়ে রহে জড় হেন প্রায়,
গৌরাঙ্গের পাদপদ্ম দেখয়ে হিয়ায়।

কদম্বকেশরঅঙ্গ পুলক-সিঞ্চিত,
সঘনে কাঁপয়ে অঙ্গ ভাব অপ্রমিত।
সে অতি অদ্ভুত ভাব বুঝা নাহি যায়,
সেই সে বুঝিতে পারে ভক্তকৃপা যায়।
এ সব প্রসঙ্গে তথা রাত্রি কাটাইলা,
প্রভাতে সমুদ্রে আসি সুখে স্নান কৈলা।
পূর্ব্ববৎ জগবন্ধু করি দরশন,
প্রেমাবেশে অশ্রুনেত্র লোমহরষণ।
শ্রীমাল্য প্রসাদ লভি মিশ্র গৃহে আসি,
প্রসাদ পাইলা নিজগণ সঙ্গে বসি।
আচমন করি তথা বিশ্রাম করিয়া,
কহিতে লাগিলা কিছু মিশ্রে সম্বোধিয়া।
মিশ্র মহাশয়! তুমি বড় ভাগ্যবান,
কায়-মনো-বাক্যে তব গৌরাঙ্গ পরাণ।
এই কৃপা কর যাতে শুদ্ধা ভক্তি হয়,
যাহাতে লভিতে পারি প্রেমের আশ্রয়।
আমারে দেখাহ গোপীনাথের চরণ,
তেমোর চরণে পড়ি করি নিবেদন।
মিশ্র কহিলেন বাপু! ত্যজহ ব্যগ্রতা,
তব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে সর্ব্বথা।

চলহ যাইব গোপীনাথ দরশনে,
দেখিয়া জুড়াবে সেই বঙ্কিমনয়নে।
বলিতে বলিতে গোপীনাথে উপনীত,
দেখিয়া কমলমুখ পুলকে পূরিত।
অশ্রুনেত্র, ধারাবহে অঙ্গ স্তম্ভপ্রায়।
জাড্য বৈকল্য ঘন স্বেদ-বিন্দু তায়।
চৈতন্য বিয়োগ দশা, দর্শন আনন্দ,
হরষ বিষাদে তথা লাগি গেলা দ্বন্দ্ব।
অধৈর্য্য হইয়া পড়ি ক্ষণে ধৈর্য্য হয়,
দেখিয়া দর্শকগণ করে হায় হায়।
লোকের সংঘট্ট আর জনপদরোলে,
চকিত ভাবেতে উঠি তথা হৈতে চলে।
উদ্যান বিহার যথা কৈলা গোরারায়,
তাঁহা যেয়ে প্রেমাবেশে গড়াগড়ী যায়।
তাঁহা হইতে গেলা দোঁহে গুণ্ডিচাআলয়,
তাঁহা যাই প্রভু লাগি বহু বিলপয়।
গুণ্ডিচা মার্জ্জন লীলা শুনি মিশ্রমুখে,
বহুত বিলাপ করে ধারা বহে চক্ষে।
তাঁহা হৈতে গেলা ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর,
তাঁহা [illegible]

সেই জলে স্নান করি নিজে ধন্য মানে,
জলকেলী কথা সব মিশ্রমুখে শুনে।
সেই জল পান করি প্রেম উথলিলা,
আপনা নিন্দিয়া বহু দৈন্য প্রকাশিলা।
তথা হইতে গেলা হরিদাসের সদন,
প্রণাম করিয়া বহু করিলা রোদন।
অজ্ঞানেতে গড়াগড়ী দিলা কতক্ষণ,
শ্বেত সূক্ষ্ম রেণু অঙ্গে লাগে অগণন।
রেণু মাখি মনে হইল গৌর-পদ ধূলি,
পুলকে পূরল অঙ্গ নাচে বাহু তুলি।
দাস ঠাকুরের লীলা শুনি মিশ্র মুখে,
গৌর সহ প্রেম শুনি ভাসে মহাসুখে।
রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ দাস,
প্রভু সঙ্গে ইহাঁদের যে জাতি বিলাস।
সে সকল কথা শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা,
তাঁর আর্ত্তি দেখি মিশ্র বিস্তারি কহিলা।
ভক্তগণ লয়ে প্রভুর অপূর্ব্ব বিলাস,
শুনিয়া ঠাকুরে হৈল পুলক প্রকাশ।
ভাবেন মনেতে ব্রজে যাব কত দিনে;
দেখা হবে কবে রূপ সনাতন সনে।

রামানন্দ রায় সনে মিলিবার আশে,
জিজ্ঞাসেন কাশীমিশ্রে সুমধুর ভাষে।
বলুন্ আমারে কাঁহা রায় মহাশয়,
তাঁর বাসে চলি করাউন্ পরিচয়।
তবে মিশ্র লয়ে গেলা রায়ের সদন,
রায় বসি সদা ভাবেন্ চৈতন্য-চরণ।
হেনকালে কাশীমিশ্র হৈলা উপনীত,
মিশ্রে দেখি বাহ্যনেত্রে চাহে চারিভিত।
বিরহে আকুল অঙ্গ নিতান্ত দুর্ব্বল,
কভু কিছু ভক্ষণ করয়ে মাত্র জল।
রামাই দেখিয়া, মনে করিয়া চিন্তন,
বলেন বলহ মিশ্র এহ কোন্ জন?
মিশ্র কহিলেন বংশী-বদনের পৌত্র,
নদীয়া নগরবাসী উদার চরিত্র।
রামাই ইহাঁর নাম জাহ্নবানুগত,
পরম বৈষ্ণব রজস্তমবিবর্জ্জিত।
চৈতন্য চরণপদ্মে কায়মনে নিষ্ঠা
প্রভুর ভক্তের সঙ্গে মিলিবারে তৃষ্ণা।
জগন্নাথ আইলেন দর্শন আশায়,
হেথায় আইলা মোরে করিয়া সহায়।

রায় কহিলেন বাপু! এস করি কোলে,
এত বলি কোলে করি সিঞ্চে অশ্রুজলে।
ঠাকুর কহেন কৃপা কর মহাশয়,
বহুদিনে পূর্ণ হৈল মনের আশয়।
তোমাতে চৈতন্য প্রভু সদা অধিষ্ঠান,
তোমার প্রেমের বশ গৌর ভগবান।
এতদিনে ধন্য হৈল আমার জীবন,
দয়া করি মোর মাতে দেহ শ্রীচরণ।
হরি! হরি! হেন বাক্য না কহিও মোরে,
একে শ্রেষ্ঠ তাহে প্রভুকৃপা যে তোমারে।
তোমার সৌন্দর্য্য দেখি হৃদয়ে উল্লাস,
সব দুঃখ গেলা দূরে আনন্দ প্রকাশ।
দোঁহো প্রেমে গরগর নেত্রে জলধার,
বাহ্যমাত্র নাহি অঙ্গে পুলক সঞ্চার।
কতক্ষণ বৈ দোঁহে সুস্থির হইলা,
রায়ের সম্মুখে রাম আসনে বসিলা।
মিশ্র বসিলেন তথায় অন্য আসনে,
সঙ্গীগণ বসিলেন যথাযোগ্য স্থানে।
জিজ্ঞাসেন রায় তবে গৌড়ের বারতা,
ঠাকুর কহেন আর কি কহিব কথা।

প্রভুর বিরহে যত গৌড়-ভক্তগণ,
অন্ন জল নাহি খান্ বিষণ্ণ-বদন।
আমি অজ্ঞ নাহি দেখি না যাই কোথায়,
সবে মাত্র শুনি লোক করে হায় হায়।
লীলাচল আইলাম প্রভু আজ্ঞা মাগি,
জগন্নাথ দেখিলাম জন্ম-ফলভাগী।
তাহা হৈতে ভাগ্য তব দেখিনু চরণ,
দুর্ল্লভ মানুষ জনমের প্রয়োজন।

তথাহি।—

অক্ষ্ণোঃ ফলং তাদৃশ-দর্শনং হি
তন্বাঃ ফলং তাদৃশ-গাত্র-সঙ্গঃ
জিহ্বা-ফলং তাদৃশ-কীর্ত্তনং হি
সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে ॥ ২ ॥

সাধু দরশন পরশন গুণকথা,
নেত্র জিহ্বা ইন্দ্রিয়াদি সফল সর্ব্বথা।
ভক্তের হৃদয়ে প্রভু সদা অধিষ্ঠান,
মহতের কৃপা বিনা না হয় কল্যাণ।
মোরে কৃপা কর আমি অজ্ঞান পামর,
আশা করি আইলাম তোমার গোচর।

রায় কহে কাহে তুমি কর দৈন্য উক্তি,
জাহ্নবা তোমারে দিলা নিজ প্রেম-ভক্তি।
অমিয় দুর্ল্লভ প্রেম তোমাতে সঞ্চার,
কি হেতু আপনা মনে করহ ধিক্‌কার।
কিম্বা এই প্রেমানন্দ স্বাভাবিক হয়,
জীব-অভিমানে সদা আপনা নিন্দয়।
জীব নিত্য দাস তেঁই সেবানন্দে মন,
কৃষ্ণাম্বুধি জলে সদা ইন্দ্রিয় মার্জ্জন।
সেই শুদ্ধ ভক্তি যাঁর হৃদয়ে গছিল,
সালোক্যাদি মুক্তিপদ তার তুচ্ছ হৈল।
ঠাকুর কহেন মুক্তি না করি গ্রহণ,
সেবানন্দ মাগে জীব কিসের কারণ।
রায় কহিলেন বাপু! প্রেম সুদুর্ল্লভ,
কোটি মুক্তি ফলে তার না মিলয়ে লব।

তথাহি পাদ্মে।

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে! ৩॥

শুনিয়া রামের মহা প্রেম উথলিল,
স্তম্ভ কম্প হর্ষ, অশ্রু নয়ন ভরিল।
আনন্দ দেখিয়া রায়ে প্রেমের সঞ্চার,
বহুবিধ প্রশংসয়ে তাঁরে বারবার।

রায়ের প্রযত্নে তথা প্রসাদ ভোজন,
ভোজনান্তে কাশী মিশ্র করিলা গমন।
সেই রাত্রি রামচন্দ্র রহিলা সেখানে,
কৃষ্ণ কথা রায়মুখে শুনে কায়মনে।
ভক্তির সিদ্ধান্ত প্রেম-তত্ত্ব নিরূপণ,
বিবিধ বিলাস নিত্য ভক্তি সংস্থাপন।
যে সকল কথা মহাপ্রভুরে কহিলা,
ঠাকুরের ভক্তি দেখি সব শুনাইলা।
প্রাতঃকালে উঠি পূর্ব্ববৎ আচরণ,
মহোদধি স্নান জগবন্ধু দরশন।
দিনে পরিক্রমা সব ভক্তগণ সঙ্গে,
শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা দেখি প্রেম-চিহ্ন অঙ্গে।
রাত্রে রায় পাশে বসি কৃষ্ণ-কথাস্বাদ,
শুদ্ধ ভক্তি দেখি সবে করয়ে আহ্লাদ।
সবার আহ্লাদে ভক্তি অধিক বাড়য়,
যথাযোগ্য প্রীতি স্নেহ গৌরব প্রণয়।
এইরূপে কিছুদিন রহি লীলাচলে,
ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণকথা কহে কুতূহলে।
যদ্যপিও অপ্রকটে ভক্তগণ দুঃখী,
তথাপিও লীলাগুণ গানে সবে সুখী।

বিলাস-বিবর্ত্ত পদ শুনি রায় মুখে,
তার অর্থ জিজ্ঞাসেন প্রেমের পুলকে।
ঠাকুর কহেন কৃপা করি কহ শুনি,
কহিতে লাগিলা রায় তাঁর ভক্তি জানি।

তথাহি পদং।

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গভেল,
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।
না সো রমণ না হাম রমণী,
দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি।
এ সখি! সো সব প্রেমকো কহানি,
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি।
না খোজল দূতী না খোজল আন্,
দুঁহুকো মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ।
অব সোহ বিরাগ তুঁহ ভেলি দূতী,
সুপুরুখ প্রেম কো ঐছন রীতি।

রায় কহিলেন বাপু! শুনহ তাৎপর্য্য,
পহিল রাগের কথা পরম আশ্চর্য্য।
বাল্য পৌগণ্ড গিয়ে কৈশোরে প্রবেশ,
তাহাতে হইলা রাগোৎপত্তি নির্ব্বিশেষ।
যখন হইল সেই রাগের অঙ্কুর,
চিত্রপট দেখি তথি নয়ন-ভঙ্গুর।

অনুদিন বাড়ে তার অবধি না হয়,
তাহে মুরলীর ধ্বনি হইল সহায়।
সখী সম্বোধিয়া রাই! কহে এই কথা,
কানুঠামে প্রিয় সখি! কহ গিয়া তথা।
প্রথম রাগেতে হৈলা নয়ন ভঙ্গুর,
দিনে দিনে বাড়ি প্রেম হইল অতুল।
রমণ রমণী ভাব কিছু নাই মনে,
মনোভব হুঁহু মন পিশিল তখনে।
প্রিয়সখি! সেই সব প্রেম-বিবরণী,
কহিও, সে কানু আজ ভুলিল আপনি।
দূতী না খুঁজিনু, অন্য জনে না ডাকিনু,
পঞ্চবাণে একমাত্র মধ্যস্থ করিনু।
এখন সে রাগ কোথা? তুমি হলে দূতী,
সুপুরুষ সুপ্রেমের এই রূপ রীতি।
শুনিয়া ঠাকুর রাম প্রেমে ঢল ঢল,
সাত্ত্বিক ভাবেতে অঙ্গ হৈল চঞ্চল।
রায়ের গভীর বাণী অতি সুমধুর,
শ্রবণ জুড়ায় সব ব্যথা যায় দূর।
পুন জিজ্ঞাসেন রাধ্য বস্তু কিসে পায়,
পুলকিত মনে রায় তাঁহারে বুঝায়।

সখী অনুগত এই ব্রজের ভজন,
অন্য কোন মতে নহে শুন দিয়া মন।
সখীগণ হইলেন রাধা স্বপ্রকাশ,
এই হেতু উভয়ের করে ভাবোল্লাস।
সুখের বিভূতি রাধাকৃষ্ণের বাড়ায়,
দোঁহার আনন্দে, সখী ইন্দ্রিয় জুড়ায়।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে।

বিভুরপি সুখরূপ স্বপ্রকাশোপি ভাবঃ,
ক্ষণমপি নহি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ।
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীবিশেষঃ,
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ। ৪॥

কৃষ্ণের মিলন সখী না করে প্রত্যাশা,
রাধাকৃষ্ণে মিলাইয়া দেখা মাত্র আশা।
যে সুখ-সাগরে গোপী আপনা পাসরে,
সে সুখের কেহ নাহি সীমা দিতে পারে।

রাধাকৃষ্ণের চিত্তস্থ প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপা ললিতাদি সখীগণ ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের সেই অপূর্ব্ব রতি সুখের স্বাচ্ছন্দ্য-বিলাসের ভাব পরিপুষ্ট হইতে পারে না; সখীগণ না হইলে কখনই রাধাকৃষ্ণের মহাভাব ও মাধুর্য্য পরিবর্দ্ধিত হইতেও পারে না; সুতরাং কোন্ রসজ্ঞ ব্যক্তি সখী-পদাশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে? ৪॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে।

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়াঃ ব্রজকুমুদবিধোর্হ্লাদিনী নাম শক্তেঃ,
সারাংশঃ প্রেমবল্ল্যাঃ কিশলয়-দল-পুষ্পাদি-তুল্যা স্বতুল্যাঃ।
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃত-রস-নিচয়ৈ রুল্লসন্ত্যা মমূষ্যাং,
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাচ্ছতগুণমধিকং সন্তি যত্তন্নচিত্রং ॥ ৫ ॥

শুনিয়া রামের নেত্রে বহে প্রেমজল,
কদম্ব-কেশর অঙ্গ অতি সুকোমল।
রায়ের চরণ ধরি করয়ে রোদন,
রায়ের পুলক অঙ্গ, ঝুরয়ে নয়ন।
বিশাখার চিত্তবৃত্তি রায়েতে স্ফুরণ,
প্রেমের তরঙ্গ তাতে বহে অনুক্ষণ।
ঠাকুরে করিয়া কোলে সিঞ্চে প্রেমজলে,
সস্নেহ বচনে কত আহ্লাদন করে।
রায় কহে যদি বাপু! যাহ বৃন্দাবন,
রূপ সনাতন সঙ্গে করিহ মিলন,।

ললিতাদি সখী ও শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি মঞ্জরী সকল ব্রজকুমুদ-চন্দ্র নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির সারাংশভূতা সর্ব্বারাধ্যা শ্রীমতী রাধিকার সদৃশ, তাঁহারা হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপা রাধারূপ প্রেমলতার নবীন-পল্লব ও পুষ্প সদৃশ, সুতরাং যখন কৃষ্ণলীলারূপ অমৃত রসে রাধালতা অভি-ষিক্ত ও উল্লসিত হয়, তখন রাধালতার পত্র-পুষ্প-স্বরূপা সখীগণ আপনা-দিগের অভিসেচন অপেক্ষাও যে রাধালতার মূল সেচনে শতগুণ আনন্দ অনুভব করিবে ইহা আশ্চর্য্য নহে। ৫ ॥

স্বরূপ গোসাঞি সঙ্গে না হলো মিলন,
সেহ ভাগ্যবান পাইলা প্রভুর চরণ।
নিজ কড়চায় কৈলা জাহ্নবার স্তব,
তাহা লিখি লহ পাবে সব অনুভব।
স্বরূপ কড়চা রাম লিখিয়া লইলা,
পড়িতে পড়িতে প্রেমে পুলকিত হৈলা।
তথাহি।
রাধিকানুপূর্ব্বমন্যজন্যনঙ্গমঞ্জরী,
কুঙ্কুমাক্তস্বর্ণপদ্মনিন্দিদেহবল্লরী।
শেষ-নিত্যবাস-ফুল্লপদ্ম-গন্ধলোভিনী,
শন্তনোতু মহ্যমীশ সূর্য্যদাস-নন্দিনী। ৬॥
এরূপ অষ্টক পড়ি প্রেমার্ণবে ভাসে,
বহুবিধ দৈন্য বাক্য কহে রায় পাশে
রায় কহিলেন বাপু! শুন তথ্য কথা,
আমারে গৌরব দিয়া দৈন্য কর বৃথা।
অনঙ্গ মঞ্জরী সেই সূর্য্যদাস সুতা,
তোমারে করিলা কৃপা জানিয়া সর্ব্বথা।
শ্রীরাধিকা সমা সেই অনঙ্গ মঞ্জরী,
এক দেহ এক প্রাণ বিলাস-নাগরী।
তাঁহার চরণে তুমি আশ্রয় লইলে,
মো হতে দুর্ল্লভ প্রেম তুমি ত পাইলে।

তাতে তুমি বংশী-বদনের শক্তিধর,
তোমার অতুল প্রেম ব্রহ্মা অগোচর।
তোমার তুলনা বাপু! রহুক্ তোমায়,
তব আগমন পূত করিতে আমায়।
এত বলি কোলে করি সিঞ্চে প্রেমজলে,
সুবর্ণ সোহাগা যেন এক ঠাঁই মিলে।
এইরূপে রায় পাশে কৃষ্ণগুণ কথা,
শুনিয়া ঘুচিল সব হৃদয়ের ব্যথা।
গদাধর স্থানে ভাগবত অধ্যয়ন,
ভক্তির সিদ্ধান্ত আর তত্ত্ব নিরূপণ।
বিমল আনন্দ তথা বর্ষা চারি মাস,
ভক্তগণ সঙ্গে সদা কৃষ্ণ কথোল্লাস।
রথযাত্রা আদি লীলা দেখি কুতূহলে,
সবা আজ্ঞা মাগি যান্ গৌড়দেশে চলে।
জাহ্নবা রামাই পাদপদ্মে অভিলাষ,
এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস।

ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের
একাদশ পরিচ্ছেদ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় কৃপাময়,
জয় জয় নিত্যানন্দ সদয় হৃদয়।
জয় জয় ভক্ত বৃন্দ করুণাসাগর,
নিজাভীষ্ট গুণগাই দেহ এই বর।
শরৎ আইল গেল বর্ষার সঞ্চার,
শুকাইল মহী, রাজপথ সুবিস্তার।
সঙ্গীগণে ব্যস্ত দেখি রামাই সুন্দর,
চলিতে করিলা ইচ্ছা আপনার ঘর।
যথাযোগ্য ভক্তগণে করিয়া সম্ভাষ,
আজ্ঞা মাগিবারে গেলা জগন্নাথ পাশ।
দর্শন করিয়া বহু করিলা স্তবন,
মনের উদ্বেগে বহু করিলা রোদন।
দণ্ডবৎ করি পরিক্রমা সপ্তবার,
সম্মুখেতে দাঁড়াইলা করি যোড়কর।
জগন্নাথ শ্রীঅঙ্গের মালা খসি পড়ে,
সেই মালা পাণ্ডা লয়ে তাঁর শিরে ধরে।

প্রসাদ লভিয়া তাঁর প্রেম উথলিল,
অষ্টাঙ্গে লোটায়ে বহু প্রণাম করিল।
জগবন্ধু পরিধেয় বস্ত্র পুরাতন,
পূজারী ঠাকুর শিরে করিলা বেষ্টন।
চন্দন কড়ার ডোর লইলা মাগিয়া
করেন স্বদেশ যাত্রা অনুমতি লঞা।
পণ্ডিত গোসাঞি স্থানে হইয়া বিদায়,
প্রণাম করিলা বহু গোপীনাথ পায়।
পদব্রজে চলি যান্ পুরীর ভিতরে,
সঙ্গের বৈষ্ণব গায় জয় জয় স্বরে।
মৃদঙ্গ ঝাঁঝরি বাজে হরি নাম গায়,
আগে পাছে সকল বৈষ্ণবগণ ধায়।
শিঙ্গার গভীর শব্দে ভেদিল গগন,
পতাকা নিশান খুন্তি দেখিতে শোভন।
আঠার নালার পারে চড়ি নরযানে,
রামাই চলিলা অতি বিষণ্ণ-বদনে।
কটকে যাইতে সাক্ষী গোপাল দেখিয়া,
প্রসাদ পাইলা সবে আনন্দিত হঞা।
ক্ষীরচোরা গোপীনাথে করি দরশন,
প্রসাদের ক্ষীর সবে করিলা ভক্ষণ।

যাঁহা যান্ সেখানেতে সেই সব লোক,
পূর্ব্ববৎ সেবা করি করয়ে সন্তোষ।
এই রূপে চলি চলি আইলা নবদ্বীপে,
লোক সব ধাই আইলা তাঁহারে দেখিতে।
কেহ বলে কে এ, কোথা হইতে আইলা,
যে চিনিল সেই তাঁর নিকটে আসিলা।
সঙ্গীগণে পাঠাইয়া আপনার ঘরে,
আপনি চলিলা বিষ্ণুপ্রিয়ার মন্দিরে।
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে তাঁরে প্রণাম করিলা,
শ্রীমতী ঈশ্বরী তাঁরে আশীর্ব্বাদ দিলা।
বিবিধ প্রসাদ রাম দিলা তাঁর হাতে,
প্রসাদ লইলা তিঁহ পরম আহ্লাদে।
শ্রীচৈতন্য দাস যবে একথা শুনিলা,
কোথায় রামাই মোর বলিয়া ধাইলা।
ঠাকুরের মাতা শুনি পরম উল্লাস,
যেন মৃতদেহে প্রাণ হইলা প্রকাশ।
শ্রীশচীনন্দন শুনি ধাইয়া আইলা,
রামাএর কাছে শচী আসি দাঁড়াইলা।
পিতাকে দেখিয়া রাম অষ্টাঙ্গ লোটায়ে,
প্রণাম করিলা, পিতা কোলে করি তুলে।

শ্রীশচীনন্দন ভাই পড়ি ভূমিতলে,
প্রণাম করিলা, প্রেম আনন্দ বিহ্বলে।
শ্রীচৈতন্য দাস স্নেহে না ছাড়ে ঠাকুরে,
চাঁদমুখে চুম্বন করয়ে বারে বারে।
নয়নে নয়ন দিয়া প্রাণ হেন বাসে,
স্নেহ অশ্রুধারে দোঁহাকার অঙ্গ ভাসে।
হেন কালে আপ্ত অন্তরঙ্গ গ্রামবাসী,
যথাযোগ্য মিলিলা সবারে হাসি হাসি।
তার পর ঘরে গিয়া প্রণমিলা মায়,
বাছা বাছা বলি মাতা ধরিলা হিয়ায়।
বয়ানে বয়ান দিয়া করয়ে চুম্বন,
আনন্দাশ্রুজলে পুত্রে করিলা সিঞ্চন।
মায়ে প্রবোধিয়া রাম বসিলা আসনে,
সঙ্গীগণে পিতারে মিলান্ জনে জনে।
সবারে সম্মান করি দিলা বাসস্থান,
পরম আদরে সবে দিলা অন্নপান।
নানা উপাহারে করি বিবিধ ব্যঞ্জন,
সস্নেহে পুত্রেরে মাতা করালা ভোজন।
ভোজন করিয়া আসি বসিয়া সভায়,
খড়দহে চারিজন বৈষ্ণবে পাঠায়।

মহাপ্রসাদের ডালি বিচিত্র আসন,
যাহা পেয়ে বীরচন্দ্র আনন্দে মগন।
ঠাকুরের পিতা মাতা পুত্রের মিলনে,
মহামহোৎসব করেন্ নিজ নিকেতন।
নিত্য নিত্য মহোৎসব ব্রাহ্মণ ভোজন,
বৈষ্ণব ভোজন সদা নাম সংকীর্ত্তন।
জ্ঞাতি বন্ধু কুটুম্বাদি নিতি আসে যায়,
যথাযোগ্য মিলে কত সুখ পায় তায়।
নিত্য নিত্য চলি যান্ বিষ্ণু-প্রিয়া ধাম,
প্রেমাবেশে করে তাঁর পদেতে প্রণাম।
কৃষ্ণলীলা গুণবৃন্দ শুনে তাঁর মুখে,
দেহ প্রেমার্ণবে ডুবে ভাসে সেই সুখে।
জগন্নাথক্ষেত্রে যত প্রভু কৈলা লীলা,
ক্রমেতে ঠাকুর তাহা বিবরি কহিলা।
শুনিয়া ঈশ্বরী-মনে প্রেম বাড়ে দুন,
সেই সুখ আশ্বাদিতে পুছে পুনঃপুন।
বিস্তারি সে সব লীলা কহেন ঠাকুর,
শুনিতে শুনিতে প্রেম বাড়য়ে প্রচুর।
এইরূপে নিত্য নিত্য প্রেম আস্বাদন,
আমি অজ্ঞ কি জানি তা করিব বর্ণন।

শ্রীবাস মুরারি গুপ্ত মুকন্দাদি সনে,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লীলা বাড়ে কায়মনে।
পিতা মাতা সাধ বড় পুত্রবিভা দিতে,
ইহার উদ্যোগ সবে লাগিলা করিতে।
ঠাকুরের রূপে আর পাণ্ডিত্যের গুণে,
যেই দেখে তার আকর্ষয়ে তনু মনে।
সৎবংশে জনম যাঁর যোগ্যকন্যা হয়,
তাঁরা সবে কন্যা দিতে করয়ে আশয়।
মধ্যস্থ লোকের দ্বারে পিতাকে বুঝায়,
পিতা মাতা শুনি তাহা বড় সুখ পায়।
এইরূপে কতলোক করয়ে যতন,
শুনিয়া ঠাকুর তাহা করয়ে চিন্তন।
পাছে মোর বিষয়-নিগড় পড়ে পায়,
কি উপায়ে ঘুচে ইহা হৈল মোরে দায়।
চৈতন্য গোসাঞি মোরে করহ রক্ষণ,
বিষম সংসারে যেন না করে বন্ধন।
ইহা মনে করি রাম কহেন পিতারে,
শ্রীপাটেতে যাই পিতা আজ্ঞা দেও মোরে।
পিতা কহে কেন বাপু! কহ হেন বাণী,
তবযোগ্য নহে কথা বিজ্ঞ-শিরোমণি!

বৃদ্ধ পিতা মাতা ছাড়ি কোথা তুমি যাবে,
সংসারে থাকিলে বাপু! সর্ব্বধর্ম্ম পাবে।
নবীন বয়স তাতে অতি সুকুমার,
বিবাহ করহ, লভি আনন্দ অপার।
শুনিয়া ঠাকুর হাসি কহিতে লাগিলা,
হেন আজ্ঞা কেন পিতঃ! আমারে করিলা।
বিষম সংসার-ভোগ বিধি বিড়ম্বন,
বিজ্ঞজন হয়ে তবু হারায় চেতন।
দারুণ ঈশ্বর মায়ায় জগৎমোহিত,
কি করিব কোথা যাব না জানি বিহিত।

তথাহি শিববাক্যং।

প্রভাতে মলমূত্রাভ্যাং মধ্যাহ্নে ক্ষুৎপিপাসয়া,
রাত্রৌ মদন-নিদ্রাভ্যাং কথং সিদ্ধির্ব্বরাননে! ॥ ১ ॥

এইরূপ অচেতনে দিবানিশি যায়,
ইহা নাহি জানে জীব করে কি উপায়।
শ্রীগুরুচরণপদ্মে আশ্রয় লইয়া,
কর্ম্মসূত্রে ফেরে অজ্ঞ, তাঁরে না জানিয়া।
নিদানে কোথায় যাবে কে রাখিবে তারে,
অষ্টাদশ নরকে সে মরে ফিরে ঘুরে।

বিষয়ে আবিষ্ট কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-বিহীন,
অতএব বৃদ্ধ সর্ব্বত্যাগী উদাসীন।
সংসারে থাকিলে যদি কৃষ্ণ-ভক্তি হয়,
তবে কেন বর্ণাশ্রমে উত্তমে ছাড়য়।
সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত তৎপর হইলে,
সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সেবে কৃষ্ণ-ভক্তি তারে বলে।

তথাহি নারদ পঞ্চরাত্রে।

সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং,
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুত্তমা ॥ ২ ॥

এমন নির্ম্মল ভক্তি জন্মে কি উপায়,
কি করিতে আইলাম কাল বয়ে যায়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়ে

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ,
তস্যর্ত্তে যৎক্ষণোনীত উত্তম-শ্লোক-বার্ত্তয়া। ৩।

এতেক শুনিয়া চৈতন্যদাস প্রেমাবেশে,
পুত্রে কোলে করি কান্দে অশ্রুজলে ভাসে।

একান্তভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়াধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ শূন্য, জ্ঞানকর্ম্মাদিবিরহিত (বিশুদ্ধ) সেবনকেই ভক্তি কহে। ২।

শৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত! দিনমণি উদয় ও অস্ত হইয়া মনুষ্যের পরমায়ু ক্ষয় করিতেছেন, কেবল মহোচ্চ হরি কথায় যাঁহার দিনাতিপাত হইতেছে, তাঁহারই পরমায়ু বৃথা ক্ষয় হইতেছে না। ৩।

ধন্য ধন্য ওহে বাপু! তোমার জনম,
এমন বিশিষ্ট জ্ঞান তোমাতে স্ফুরণ।
তোমা হতে মোর জন্ম ধন্য যে হইল,
মোর হেন জ্ঞান বাপু! কেননা জন্মিল।
"পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" এই শাস্ত্রে কয়,
ইহা না কহিয়া কেন কহ বিপর্য্যয়।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ মিলয়ে সংসারে,
এমন সংসার মিথ্যা হইল তোমারে।
ঠাকুর কহেন পিতা করি নিবেদন,
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মার্গ দুইত ভজন।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ হয়,
আমার ব্রজের ভক্তির্ অর্দ্ধ সেহ নয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠে।

নারায়ণ-পরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থ-দর্শিনঃ ॥ ৪ ॥

"পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" তবে যে কহিবে,
বৃদ্ধ জন ইহাতে না প্রত্যয় করিবে।

মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিলেন, প্রিয়ে! যাহারা নারায়ণ পরায়ণ, তাহারা কোথাও ভয় পায় না, তাহারা স্বর্গ, অপবর্গ ও নরকেও তুল্য জ্ঞান করিয়া থাকে। ৪।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবত দশমে-।

মৃত্যুর্জন্মবতাং রাজন্! দেহেন সহ জায়তে,
অদ্যবাব্দ-শতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ ॥ ৫ ॥

অতএব যত দেখ অনিত্য সংসার,
তোমার অগ্রেতে বলা ধৃষ্টতা আমার।
পুত্র-পিণ্ড প্রয়োজন এই শাস্ত্রে কয়,
কিন্তু এর মধ্যে আছে নিগূঢ় বিষয়।
বিষ্ণুপদে পিণ্ড দিলে, স্বর্গ কিম্বা মুক্ত,
সেহ শ্লাঘ্য করি নাহি মানে কৃষ্ণ ভক্ত।
"দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি" শ্রীমুখ বচন,
তাহাও কেননা পিতা করহ স্মরণ।
যে কুলে বৈষ্ণব জন্মি লভে ভক্তিতত্ত্ব,
সে কুলের পিতৃলোক সবে করে নৃত্য।

তথাহি পাদ্মে।

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা সা বসতীচ ধন্যা,
স্বর্গেহপি নৃত্যন্তি পিতরোপি তেষাং
যেষাং কুলে বৈষ্ণব নাম লোকঃ ॥ ৬ ॥

বসুদেব কংসকে কহিলেন, রাজন! যখন জন্ম হইয়াছে তখনই মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে, আজই হউক আর শত বৎসর পরেই হউক প্রাণীগণের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ৫।

এ হতে সৌভাগ্য কিবা আছয়ে সংসারে।
এ হেতু পণ্ডিত সদা কৃষ্ণে ভক্তি করে।
শুনিয়া চৈতন্যদাস মহা প্রেমভরে,
ধারা বহে নেত্রে অঙ্গ ধরিবারে নারে।
সাধু পুত্র! সাধু পুত্র! বলি করে কোলে,
তোমা পুত্র লভিলাম বহু পুণ্য ফলে।
রামাই কহেন্ পিতঃ! হেন কহ কেন,
তুমি শ্রেষ্ঠ, আমি তব শক্ত্যবধারণ।
মোরে আজ্ঞা দেহ করি শ্রীকৃষ্ণ ভজন,
কৃষ্ণের ভজন নিত্য জীবের কারণ।
ইহা ছাড়ি অন্য কথা নহে যেন মনে,
এই নিবেদন পিতঃ! করি শ্রীচরণে।
শ্রীমতী জাহ্নবা মোরে করিলা করুণা,
তাঁহার চরণে থাকি এ মোর বাসনা।
স্বচ্ছতাতে আজ্ঞা কর 'যাও তাঁর পাশ,'
কপটতা কৈলে মোর হবে সর্ব্বনাশ।
তোমার কৃপায় ভজি কৃষ্ণের চরণ,
সংসার বাসনা যেন না করে বন্ধন।
কিছু না বলয়ে পিতা ভাসে প্রেমজলে,
প্রাণের পুতলী বলি ধরে নিজ কোলে।

পিতা সম্ভাষিয়া গেলা মাতা সন্নিধান,
মাতার চরণ ধরি প্রণতি বিধান।
গুণাধিক্যে মাতা পিতা স্নেহ সুবিস্তার,
প্রৌঢ়াদি কৈশোর জ্ঞান পুত্রে নাহি তাঁর।
সদাই দেখয়ে পুত্রে অতি শিশু প্রায়,
সেই ভাবে নিজ পুত্রে ধরয়ে হিয়ায়।
চুম্বন করয়ে কত মুখাব্জ ধরিয়া,
ঠাকুর কহেন কিছু মাতাকে হাসিয়া।
শ্রীমতীর আজ্ঞা লয়ে যাঞা লীলাচল,
দেখিলাম জগবন্ধু চরণ কমল।
ভক্তগণ সঙ্গে রহিলাম চতুর্মাস,
তথা হৈতে আইলাম মাতা! তব পাশ।
অনেক জনতা সঙ্গে বৈষ্ণবাদিগণ,
নিজবাসে যাইতে সবা উৎকণ্ঠিত মন।
আজ্ঞা কর, যাই মাতা! এবে খড়দহ,
সাক্ষাৎ করিব প্রভু বীরচন্দ্র সহ।
যত দেখ সরঞ্জাম সকলি তাঁহার,
তাঁরে সমর্পণ এবে করি পুনর্ব্বার।
এমন সময়ে পিতা আইলা সেই স্থানে,
কহিলা সকল কথা পত্নী সন্নিধানে।

কিছু না বলিতে পারে রহে মৌন ধরি,
পুনর্ব্বার কহে কিছু পিতৃ-পদ ধরি।
ওগো পিতা কেন তুমি হও অসন্তোষ,
বুঝ দেখি আমি না করিনু কিছু দোষ।
তুমি সমর্পিলে মোরে যাঁহার চরণে,
তাঁহার চরণ ছাড়ি রহিব কেমনে।
তিহঁ মোর কর্ত্তা হর্ত্তা ভর্ত্তা পিতা মাতা,
তাঁহার চরণ ছাড়ি রহি বল কোথা।
যদি বা রহিতে চাহি, তাঁর কৃপাবলে—
আকর্ষয়ে তনু মন বহুরূপী ছলে।
তাঁর কৃপা গুণ হয় অতি সুবিস্তৃত,
মায়ার তরঙ্গ হৈতে করিল স্থগিত।
যত কিছু বল পিতা মায়ার প্রবন্ধ,
শ্রীকৃষ্ণ-ভজন বিনা সকলই দ্বন্দ্ব।
মোরে হেন আজ্ঞা কর, ভজ কৃষ্ণ-পায়,
শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনা বৃথা কাল যায়।

তথাহি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

জীবনং কৃষ্ণভক্তস্য বরং পঞ্চ দিনানিচ,
ন চ কল্পসহস্রাণি ভক্তিহীনস্য কেশবে ॥ ৭ ॥

অতএব ভজি কৃষ্ণ-চরণারবিন্দে,
মনুষ্য শরীর এই সদা আছে ধন্দে।
শুনিয়া হইল পিতা মাতার বিস্ময়,
বিষয়ে নিবৃত্ত পুত্র জানিল নিশ্চয়।
পিতা মাতা কহে পুত্র, না রহিবে ঘরে,
নিশ্চয় জানিনু বাপু! কৃষ্ণ কৃপা তোরে।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত মাতার হইল উদয়,
সেই কথা চিন্তি মাতা বোধ মানি রয়।
শ্রীচৈতন্য দাসে তাহা কহে সংগোপনে,
শুনিয়া চৈতন্য হৈলা আনন্দিত মনে।
চৈতন্য গোসাঞি আজ্ঞা আছে পূর্ব্ব হৈতে,
সাধুসেবা ভক্তিধর্ম্ম প্রকাশ করিতে।
রামাই স্বরূপে এবে বিহরে অবনী,
হেন জন মায়া ধন্দে কভু নহে ঋণী।
ইহা জানি পিতা মাতা সন্তুষ্ট হইলা,
সকরুণ বাক্যে কিছু কহিতে লাগিলা।
তুমি ধন্য পুত্র! মোরা তোমার সম্বন্ধে—
অনায়াসে তরি যেন ইহ ভববন্ধে।
আর এক কথা বলি শুন বাছাধন!
আমা দোঁহাকারে নাহি হও বিস্মরণ।

তোমা হেন পুত্র বহু তপেতে জন্মিল,
কিন্তু মনোবাঞ্ছা বাপ ! পূর্ণ না হইল।
ঠাকুর কহেন পিতা ! না কর সন্তাপ,
কৃষ্ণপদে কর সদা প্রণয়-বিলাপ।
শচীর বিবাহ দিয়া করহ পালন,
কৃষ্ণসেবা কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
এত বলি যাত্রা কৈলা করিয়া প্রণাম,
মায়ে অসন্তোষ দেখি করিলা বিরাম।
উত্তম করিয়া মাতা করিলা রন্ধন,
সস্নেহ যতনে সবে করালা ভোজন।
আচমন করি সবে নিজ বাসা গিয়া,
বিশ্রাম করয়ে সবে আনন্দিত হিয়া।
সন্ধ্যা কালে আরম্ভিলা নাম সংকীর্ত্তন,
শুনিয়া সকল লোক আনন্দে মগন।
সংকীর্ত্তন অন্তে গেলা ঈশ্বরী-দর্শনে,
ভক্তিভাবে কৈলা তাঁর চরণ বন্দনে।
কতক্ষণ কৈলা প্রশ্ন উত্তর আনন্দে,
পুনঃপুন রাম ঈশ্বরীর পদবন্দে।
ঠাকুর কহেন প্রভু ! করি নিবেদন,
শ্রীপাটে যাইতে কল্য করেছি মনন।

বহুবিধ দ্রব্য সঙ্গে আছয়ে আমার,
বীরচন্দ্র প্রভু অগ্রে সঁপি পুনর্ব্বার।
জগন্নাথ দেখিলাম, প্রভু-ভক্তগণ,
গৌড় ভক্তগণ সনে করিব মিলন।
তব আশীর্ব্বাদে মোর হবে সর্ব্বসিদ্ধি,
তব কৃপাবলে মুঞি পাব প্রেমভক্তি।
ঈশ্বরী কহেন্ বাপু! তুমি ভাগ্যবান্,
নিশ্চয় তোমারে কৃপা কৈলা ভগবান্।
মহা মোহনিগড় নারিল পরশিতে,
অতএব তব জন্ম ধন্য এ জগতে।
শুনিয়া ঠাকুর রাম দণ্ডবৎ হৈলা,
ঠাকুরাণী শ্রীচরণ তাঁর মাথে দিলা।
বিদায় হইয়া আইলা আপন আলয়,
সেই রাত্রি গৃহে রহি প্রভাতে চলয়।
স্মরণ মনন অন্তে লয়ে নিজগণ,
শান্তিপুর পথে প্রভু করিলা গমন।
শিঙ্গার শবদ আর উচ্চ সংকীর্ত্তন,
শুনিয়া সবার হৈল বিষণ্ণ বদন।
কেহ বলে কোথা পুন করয়ে গমন,
মাতা পিতা গৃহ ছাড়ি এ কোন্ কারণ।

কুলবধূগণ কহে কৈশোর বয়সে,
সংসার না করি এহ যাবে কোন্ দেশে।
কেহ বলে বুঝিয়া দেখেছ বারেবার,
বিষয়-বাসনা নাহি করে অঙ্গীকার।
শিষ্ট শিষ্ট জন কহে এহ সাধুজন,
কৃষ্ণ-নিত্যদাস, কেবা বান্ধে এর মন।
যার যেই মনে হয় সেই তাহা কহে,
কান্দিতে কান্দিতে প্রভু! প্রবোধয়ে তাহে
ক্রমে আসি উপনীত শান্তিপুর দ্বারে,
শত শত লোক তথা আসে দেখিবারে।
নাম সংকীর্ত্তন করে বৈষ্ণব-সমাজ,
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ গৌর দ্বিজরাজ।
এই তিন নামে গায় নাচে মত্ত হয়ে,
প্রেমানন্দে ভাসে লোক দেখিয়ে শুনিয়ে।
লোক পাঠাইয়া জানাইল অন্তঃপুরে,
সীতা ঠাকুরাণী পুত্রে কহেন সত্বরে।
আদর করিয়া গৃহে আনহ রামাই,
আজ্ঞাতে অচ্যুতানন্দ আইলা তাঁর ঠাঁই।
তাঁরে দেখি রামচন্দ্র আনন্দ অন্তরে,
বাহু পসারিয়া দোঁহে কোলাকুলী করে।

সবে হরি হরি বলে পুলকিত অঙ্গ,
দোঁহার নয়নে বহে প্রেমের তরঙ্গ।
ভাব সংগোপিয়া চলে হাতে ধরাধরি,
অন্তঃপুরে গেলা রাম নিজগণ এড়ি।
সীতা ঠাকুরাণী পদে প্রণাম করিয়া,
অষ্টাঙ্গ প্রণমে অঙ্গ ভূমিতে লুটায়া।
বহুবিধ নতি স্তুতি দেখি জগন্মাতা,
আশীর্ব্বাদ করি কত করেন মমতা।
উঠ! উঠ! কর বাপু! দৈন্য সম্বরণ,
তব দৈন্য শুনি মোর হৃদি বিদীরণ।
কোথা হৈতে আইলে বল কুশল বারতা,
কেমন আছেন বল, তব পিতা মাতা।
বিষ্ণুপ্রিয়া কেমনে আছেন প্রাণ ধরি,
এ বড় সন্তাপ বাপু! সহিতে না পারি।
ভাল হৈল এলে বাপু! দেখিনু তোমারে,
আমার যতেক দুঃখ কি বলিব কারে।
ঠাকুর কহেন মাতা করি নিবেদন,
শ্রীজাহ্নবা পদে পিতা কৈলা সমর্পণ।
তদবধি খড়দহে রহি কিছু দিন,
জগবন্ধু দরশনে গেলাম দক্ষিণ।

মুঞি অভাগীয়া না দেখিনু গৌরচন্দ্র,
বড় সাধ মিলিবারে সঙ্গে ভক্তবৃন্দ।
পুরীক্ষেত্রে দেখিলাম পণ্ডিত গোসাঞি,
তিঁহ মোরে কৃপা করি দিলা পদে ঠাঁই।
কাশী মিশ্র আদি করি রামানন্দ রায়,
তাঁদের গুণের কথা কহা নাহি যায়।
আমি অজ্ঞ মোরে সবে করিলা করুণা,
এ মুখে কি দিব প্রভু! তাঁদের তুলনা।
গৌরাঙ্গ বিচ্ছেদে সবা প্রাণমাত্র শেষ,
পুরবাসীজন সবা হিয়া ভরি ক্লেশ।
চতুর্মাস রহি, আসি নবদ্বীপধাম,
মাতা পিতা উপরোধে তথা রহিলাম।
শ্রীমতী ঈশ্বরীজীর চরণ দেখিয়া,
ধড়ে প্রাণ নাহি রহে যায় বাহিরিয়া।
সবার বিয়োগ দশা কেহ সুখী নয়,
উদ্ধবোক্ত পূর্ব্বলীলা-শ্লোকমত হয়।

তথাহি পদ্যাবল্যাং।

শীর্ণা গোকুলমণ্ডলী পশুকুলঃ শস্পানি ন স্কন্দতে,
মূকাঃ কোকিলপংক্তয়ঃ শিখিকুলং ন ব্যাকুলং নৃত্যতি।
সর্ব্বে তদ্বিরহানলেন বিধুরাঃ গোবিন্দদৈন্যং গতাঃ,
কিন্ত্বেকা যমুনা কুরঙ্গনয়না-নেত্রাম্বুভি বর্দ্ধতে ॥৮॥

শুনি সীতা ঠাকুরাণী হইলা বিকল,
বিরহ ব্যাকুল-নেত্রে বহে অশ্রুজল।
জাহ্নবা রামাই পাদপদ্মে অভিলাষ,
এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস।

ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়,
জয় জয় নিত্যানন্দ সদয় হৃদয়।
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত করুণা সাগর,
নিজাভিষ্ট গুণ গাই এই দেহ বর।
আমার প্রভুর প্রভু জাহ্নবা গোসাঞি,
তাঁহার করুণা বিনা আর গতি নাই।
পরে নিবেদন করি শুন ভক্তগণ,
সীতা ঠাকুরাণী দশা না যায় বর্ণন।

অদ্বৈত চন্দ্রের কথা কহেন্ অনুক্ষণ,
এইরূপ শোকার্ণবে সবে নিমগন।
অদ্বৈত দয়ালু বড় ভক্তের জীবন,
আচম্বিতে সবা মনে ভাব উদ্দীপন॥
ঠাকুরাণী উৎকণ্ঠিত দেখিতে চরণ,
অচ্যুতানন্দের হৈল সজল-নয়ন।
দাস দাসী আপ্ত অন্তরঙ্গ যত জন,
সবার বিয়োগ দশা না যায় বর্ণন।
দেখিয়া ঠাকুর হৈলা অবসন্নপ্রায়,
শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র পদ হৃদয়ে ধেয়ায়।
আক্ষেপ করয়ে কত আপনা নিন্দিয়া,
আবির্ভূত হৈলা প্রভু হৃদয় জানিয়া।
আজানু-লম্বিত ভুজ সুললিত অঙ্গ,
সহজ গমন যেন প্রমত্ত মাতঙ্গ।
চরণ-কমলে অলি মধু লোভে ধায়,
নখমণি বালচন্দ্র সম শোভে তায়।
রম্ভা কদলী জিনি জানু সুশোভন,
কটিতটে সুশোভিত পট্টের বসন।
বিকচ কমল নাভি গভীর সুন্দর,
কস্তূরী-বিলিপ্ত হৃদি দিব্য মাল্যধর।

সিংহ-গ্রীবা-সম গ্রীবা পুষ্পহার তাতে,
যেন সুরধুনী ধারা নামে শৈল হতে।
অধর রাতুল মুখ কিরণ-মণ্ডল,
মন্দ হাস্যে দশন-মুকুতা ঝলমল।
চৌরস কপালে চারু চন্দনের ফোঁটা,
চাঁচর চিকুর দীর্ঘ জিনি মেঘঘটা।
হুঙ্কার গর্জ্জনে ব্রহ্ম-অণ্ড ফাটি যায়,
হা হরি! হা কৃষ্ণ! বলি সদা নাম গায়।
ভক্ত অবতার প্রভু স্বয়ং সদাশিব,
আপনি প্রকট হৈলা উদ্ধারিতে জীব।
হেন প্রভু তথা আসি হৈলা অধিষ্ঠান,
দেখিয়া সবার যেন দেহে আইলা প্রাণ।
দেখি সীতা ঠাকুরাণী প্রফুল্ল-বদন,
স্বাভাবিক প্রেম তাঁর উপজে তখন।
অচ্যুতানন্দের অতি আনন্দ উল্লাস,
ধাইয়া চলিলা তিঁহ শ্রীচরণ পাশ।
এইরূপে পরিজনে আসিয়া ঘেরিল,
প্রেমাবেশে সবে তাঁর চরণে পড়িল।
সবার মস্তকে পদ ধরিলা গোসাঞি,
কিছু দূরে দাঁড়াইয়া দেখয়ে রামাই।

পুত্রে কোলে করি প্রভু করিলা চুম্বন,
রামচন্দ্রে পুনঃপুন করি নিরীক্ষণ,
নিকটে ডাকেন হস্ত করিয়া লাড়ন,
ঠাকুর পড়িয়া ভূমে করেন লুণ্ঠন।
পরম দয়ালু প্রভু সীতা-প্রাণ-নাথ,
নিকটে যাইয়া তাঁর শিরে ধরি হাত।
ঠাকুরের মন বুঝি পদ দিলা শিরে,
সস্নেহ-বচনে প্রভু কহেন তাঁহারে।
উঠ উঠ! কর বাপু! দৈন্য সম্বরণ,
তোমারে দেখিতে আজ হেথা আগমন।
ত্বরা করি যাহ বাপু! সে ব্রজভুবন,
সর্ব্বসিদ্ধি হবে তব বাঞ্ছিত-পূরণ।
এতেক শুনিয়া রাম নতি স্তুতি করি,
অনেক রোদন কৈলা প্রভু পদ ধরি।
জয় জয় জগত মঙ্গল ভক্ত প্রাণ,
তব করুণায় হয় জীবের কল্যাণ।
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত জগত ঈশ্বর,
তোমার প্রসাদে জীব অজর অমর।
জয় জয় দয়াময় শান্তিপুর নাথ,
মো অধমে কর প্রভু কৃপাদৃষ্টিপাত।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য অদ্বৈত-স্বরূপ,
জয় জয় বিশ্বনাথ ভক্তজন ভূপ।
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রাণ-নির্ব্বিশেষ,
মোরে দয়া কর নাথ জগত মহেশ।
এই মত স্তুতি বহু করিতে করিতে,
অন্তর্দ্ধান কৈলা প্রভু দেখিতে দেখিতে।
সবে হাহাকার করি করয়ে রোদন,
হা নাথ! হা নাথ! বলি ডাকে ঘনেঘন।
সবে ব্যগ্র দেখি রাম স্থির করি মন,
মধুর বচনে সবে করেন তোষণ।
তুমি কি জানন৷ মাগো তাঁহার চরিত,
এই এক লীলা তাঁর জগতে বিদিত।

তথাহি উত্তর চরিত নাটকে।

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূণি কুসুমাদপি,
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ ॥১॥

তুমি সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞাতা জগত জননী,
আদ্যা শক্তি রূপা সদাশিবের ঘরণী।

মহাত্মাদিগের মনের ভাব কে জানিতে পারে? কারণ তাঁহাদিগের চিত্তবৃত্তি কখন বজ্র অপেক্ষাও কঠিন, কখন বা কুসুম অপেক্ষাও কোমল বলিয়া লক্ষিত হয়। ১।

এতেক শুনিয়া ধৈর্য্য হৈলা ঠাকুরাণী,
সবে হৈলা সুস্থ শুনি মৃদু মৃদু বাণী।
ঠাকুরাণী কহেন্ বাপু! তুমি ভাগ্যবান্,
তোমার কল্যাণে সবা জুড়াল পরাণ।
স্বপ্নে বারেবার দেখি প্রভুর স্বরূপ,
প্রত্যক্ষে কভু না দেখি হেন অপরূপ।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ আদি প্রভু-নিজগণ,
ঠাকুরে সকলে কৈলা বহু প্রশংসন।
সকলে মিলিয়া তাঁরে করিলা আদর,
স্নান পূজা নিত্যকৃত্য কৈলা অতঃপর।
জগন্মাতা সীতা কৈলা উত্তম রন্ধন,
শ্রীঅচ্যুতানন্দ কৈলা কৃষ্ণে সমর্পণ।
সকল বৈষ্ণবগণ প্রসাদ লভিয়া,
মহানন্দে পান্ সবে আকণ্ঠ পূরিয়া।
অচ্যুতের ভাতৃগণ সহ, রাম মিলি,
ভোজন করিলা সবে হয়ে কুতূহলী।
তাম্বূল চর্ব্বন করি করিলা বিশ্রাম,
সন্ধ্যাতে মৃদঙ্গ লয়ে করে হরিনাম।
এই ত কহিনু শান্তিপুর আগমন,
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু যৈছে দিলা দরশন।

ইহার শ্রবণে কৃষ্ণে প্রেম উপজয়,
বিশ্বাস করিয়া শুন ত্যজি উপেক্ষায়।
সমাদরে শান্তিপুরে রহি দশদিন,
ঠাকুরাণী মুখে শুনি তত্ত্ব সমীচীন।
সঙ্গীগণে উৎকণ্ঠিত দেখি যশোধন,
অনুমতি মাগিলেন করিতে গমন।
প্রভাতকালেতে রাম সুযাত্রা করিয়া,
সীতা ঠাকুরাণী পদে প্রণমিলা গিয়া।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ কৈলা প্রেম আলিঙ্গন,
একে একে সম্ভাষিলা সবারে তখন।
সবার নিকটে প্রভু কৃষ্ণ-ভক্তি চান,
সকলের আজ্ঞা লয়ে করিলা পয়ান।
তথা হৈতে চলি গেলা অম্বিকা নগর,
যথা বিরাজিত গৌর নিতাই সুন্দর।
শ্রীগৌরিদাসের কথা না যায় বর্ণন,
যবহি করিলা প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ।
পণ্ডিতের মনে মনে উৎকণ্ঠা বাড়িলা,
প্রেমভরে নিতাই চৈতন্য নিরমিলা।
বিগ্রহ স্বরূপে সদা করয়ে পীরিতি,
দর্শন সেবন সুখে কাটে দিবা রাতি।

শেষ লীলাকালে দোঁহে আইলা তাঁর ঘরে,
সচল বিগ্রহ দেখি আনন্দ অন্তরে।
দুঁহু পদ ধৌত করি মস্তকে ধরিলা,
নানাবিধ উপচারে পাক আরম্ভিলা।
প্রভু-প্রিয় ব্যঞ্জনাদি জানি ভালমত,
উত্তম সংস্কার করি রান্ধিলেন কত।
অখণ্ড কদলীপত্রে চারি ভোগ সাজি,
ভাণ্ডে দিলা ব্যঞ্জনাদি ক্ষীর সূপ ভাজি।
চারি পীঠ পাতি ক্রমে জলপাত্র দিলা,
যতেক সৌষ্ঠব আছে সকলি করিলা।
চারি মূর্ত্তি বসি সুখে ভোজন করয়ে,
পণ্ডিত ঠাকুর দেখি আনন্দে ভাসয়ে।
আচমন করাইয়া তাম্বূল অর্পণ,
পুষ্পমালা দিয়া কৈলা কুঙ্কুমলেপন।
প্রদক্ষিণ করি প্রেমে নৃত্য আরম্ভিলা,
পূর্ব্ব প্রেমানন্দ তাঁর উদয় হইলা।
কম্পাশ্রু পুলক হর্ষ দেখি গোরারায়,
পরম সন্তুষ্ট হয়ে বর যাচে তাঁয়।
বাহ্যস্মৃতি নাহি তাঁর না শুনে বচন,
প্রভু ধরি কৈলা তাঁরে প্রেম আলিঙ্গন।

চরণে পড়িয়া তিঁহ গড়াগড়ী যায়,
নিত্যানন্দ প্রভু ধরি উঠাইলা তাঁয়।
শান্ত করাইয়া তাঁরে কহেন ঈশ্বর,
দুঃখ না ভাবিহ কভু মাগি লহ বর।
পণ্ডিত বলেন বরে নাহি প্রয়োজন,
তোমা দোঁহা পদ যেন করিহে সেবন।
এই দুই জগজন-মোহন মূরতি,
নেত্র ভরি দেখি যেন যায় দিবা রাতি।
প্রভু কহিলেন চারি মূর্ত্তি বিদ্যমান,
স্বেচ্ছামত দুই মূর্ত্তি রাখ সন্নিধান।
পণ্ডিত কহেন তুমি দক্ষিণে নিতাই,
হেথায় বৈসহ প্রভু! বলিহারী যাই।
মধুর মধুর হাসি রহিলা দুই ভাই,
আর দুই মূর্ত্তি চলি গেলা অন্য ঠাঁই।
সেই হতে দুই ভাই পণ্ডিত সদনে,
সেবা অঙ্গীকার করি রহেন্ প্রীতমনে।
এ হেন পণ্ডিত দ্বারে রাম উত্তরিলা,
শুনিয়া পণ্ডিতবর বাহিরে আইলা।
ঠাকুর রামাঞি দেখি প্রণমিলা তাঁরে,
পণ্ডিত হইয়া ব্যগ্র ধরি কোলে করে।

দোঁহে কোলাকুলী নেত্রে বহে অশ্রুধার,
দোঁহার অঙ্গেতে হৈল পুলক সঞ্চার।
হাতে ধরি লয়ে গেলা মন্দির ভিতর
যথা বিরাজিত নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভর।
মূরতি দেখিয়া প্রভু মূর্চ্ছিত হইলা,
স্বেদ কম্প আদি অঙ্গে প্রকাশ পাইলা।
দেখিয়া পণ্ডিত অতি বিস্মিত হইয়া,
জিজ্ঞাসা করেন সঙ্গীগণে সম্বোধিয়া।
পরিচয় পেয়ে বলেন আশ্চর্য্যত নয়,
জাহ্নবার কৃপা যাঁহা তাঁহা কি বিস্ময়।
তাতে ইনি শ্রীবদনানন্দ শক্তিধর,
সকল সম্ভব এঁতে নহে অন্য পর।
এত বলি ধরি লন্ কোলে উঠাইয়া,
আশ্বাস বচনে তাঁরে সুস্থির করিয়া।
কহেন দেখহ বাপু! শ্রীগৌর নিতাই,
কোটিচন্দ্রকান্তি সমুদিল এক ঠাঁই।
ঠাকুর কহেন মোরে করহ করুণা,
এ মাধুর্য্য যেন হয় হৃদয়ে ধারণা।
প্রাকৃত নয়ন মনে নহে আস্বাদন,
অতএব কৃপা কর আমি অচেতন।

পণ্ডিত কহেন ধন্য ধন্য তব ভাব,
যার হয় সে না মানে প্রেমের স্বভাব।
এত বলি হাতে ধরি বসাইলা গিয়া,
প্রসাদাদি দিলা তারে যতন করিয়া।
সকল বৈষ্ণব ক্রমে করিলা ভোজন,
সন্ধ্যাতে আরতি আর নৃত্য সংকীর্ত্তন।
তাঁর নৃত্যগীতে সবা মন বিমোহিলা,
পণ্ডিত ঠাকুর শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
ভোগের সময় রাম আসি অন্য স্থানে,
নিতাই চৈতন্য কথা ভক্তমুখে শুনে।
পণ্ডিত সেবার কার্য্য সারি রাত্রে বসি,
রাম সহ প্রশ্নোত্তরে পোহালেন নিশি।
এইরূপে দুই তিন দিবস রহিয়া,
চলিলা রামাই চাঁদ পুলকিত হইয়া।
চলিগেলা অভিরাম গোপাল দেখিতে,
গোপালের পূর্ব্বকথা শুনিতে শুনিতে।
দাস শ্রীপরমেশ্বর কহিতে লাগিলা,
সকলেই একমনে শুনে তাঁর লীলা।
দ্বাপরের শেষভাগে কৃষ্ণলীলা কালে,
শ্রীদাম কৃষ্ণের সঙ্গে লুকাচুরি খেলে।

খেলিতে খেলিতে কৃষ্ণলীলা অন্যন্তরে,
তদবধি রহে তিঁহ পর্ব্বত কন্দরে।
ইহ কলিযুগে প্রভু গৌরাঙ্গ হইলা,
নিত্যানন্দ হৈয়া রাম প্রভুরে মিলিলা।
পরিচয় পেয়ে সবে করেন্ অন্বেষণ,
শ্রীগৌরাঙ্গ বিবরিলা শ্রীদাম কারণ।
নিত্যানন্দ প্রভু মত্ত সিংহের গমনে,
শ্রীদামে খুঁজিতে যান্ গিরিগোবর্দ্ধনে।
ডাকিতে ডাকিতে উত্তরিলেন শ্রীদাম,
কে ডাকে ? উত্তর তাঁরে দিলা বলরাম।
বলাইর নাম শুনি আইলা চলিয়া,
কহিতে লাগিলা কিছু নিতাত্রে দেখিয়া।
কোথা হৈতে আইলি তুই, কিবা তোর নাম?
হাসিয়া কহেন প্রভু আমি বলরাম।
শ্রীদাম কহেন মোরে কহ প্রবঞ্চিয়া,
নিতাই কহেন দেখি মোরে ধরসিয়া।
হাতে তালি দিয়া চলে নিত্যানন্দ রায়,
শ্রীদাম ঠাকুর পাছে পাছে চলি যায়।
ধরিতে না পারে নিতাই দ্রুতগতি যায়,
শ্রীদাম দৌঁড়িয়া তাঁর ধরা নাহি পায়।

এক দৌড়ে চলি আইলা গৌড়ভুবনে,
শ্রীদাম পশ্চাৎ চলি আইলা তাঁর সনে।
গৌড় দেশে আসি প্রভু তাঁরে ধরা দিলা,
শ্রীদাম ঠাকুর তাঁরে কহিতে লাগিলা।
দাদাত বটিস্ কিন্তু হেন দশা কেন ?
কানাই কে কোথা গেলা বলহ এখন।
নিত্যানন্দ প্রভু তাঁরে কহিলা সকল,
শ্রীদাম ঠাকুর শুনি হাসে খল খল।
আমি নাহি যাব তথা তাহারে আনিবে,
আমি আইলাম হেথা তাহারে কহিবে।
নিতাই চলিয়া গেলা শ্রীদাম রহিলা,
তারপর শুন সবে তাঁর এক লীলা।
শ্রীমতি মালিনী খেলে শিশুর সংহতি,
তাঁরে দেখি চিনি ডাকি লইলা সুমতি।
তিঁহ পাছে চলি যান্ আগেতে শ্রীদাম,
নদী পার হৈয়া আইলা খানাকুল গ্রাম।
নদীর তরঙ্গে কেহ পার হৈতে নারে,
অনায়াসে পায়ে চলি যান্ পরপারে।
এ হেন তরঙ্গে যেহ পায়ে চলি যায়,
এহত মনুষ্য নয় কোন দেব হয়।

মালিনী সহিত আসি কদম্বের তলে,
তিন দিন রহে তবু কিছু নাহি বলে।
গ্রামের সকল লোক চরণে পড়িলা,
শ্রীদাম সদয় হয়ে কহিতে লাগিলা।
মহোৎসব কর তবে করিব ভোজন,
শুনি সব লোক করে দ্রব্য আহরণ।
মালিনী করেন পাক বিবিধ ব্যঞ্জন,
ব্রাহ্মণ সজ্জন সবে কৈলা নিমন্ত্রণ।
শ্রীদাম আবেশে ডাকে কানাই বলাই,
ত্বরা করি আয়, যে যে হবি মোর ভাই।
এক ডাক, দুই ডাক, তিন ডাক পেয়ে,
নিতাই চৈতন্য দুই ভাই আইলা ধেয়ে।
দ্বাদশ গোপাল উপগোপাল সহিত,
শ্রীদাম নিকটে আসি হৈলা উপনীত।
দেখিয়া শ্রীদাম সবে ভাসে মহাসুখে,
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ বেণু ধরিলেন মুখে।
ত্রিভঙ্গ হৈয়া নৃত্য আরম্ভ করিলা,
তাঁর নৃত্য পদাঘাতে মেদিনী কাঁপিলা।
সগণ সহিতে প্রভু দেখেন্ দাঁড়াইয়া,
শ্রীদাম ঠাকুর নাচে আবিষ্ট হইয়া।

এইরূপে কতক্ষণ করেন নর্ত্তন,
শ্রীমালিনী দেবি হেথা করেন রন্ধন।
গলে বস্ত্র দিয়া আসি হস্ত পসারিলা,
ষোল সাঙ্গের সেই বংশী তাঁর হাতে দিলা।
শ্রীদাম প্রভুকে চিনি দণ্ডবৎ কৈলা,
প্রভু তাঁরে উঠাইয়া কোলেতে করিলা।
প্রভু তাঁর বক্ষ সম তিঁহ বহু দীর্ঘ,
হস্তের যতনে তিঁহ তাঁরে কৈলা খর্ব্ব।
শ্রীদাম কহেন তুমি আমারে ছাড়িয়া,
হেথা যে এসেছ মোরে বঞ্চনা করিয়া।
নিতাইর পায়ে ধরে দাদা দাদা বলি,
নিত্যানন্দ প্রভু তাঁরে লন্ কোলে তুলি।
কাশীশ্বর গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ,
কোলাকুলী করি সবে আনন্দে মগন।
সর্ব্বলোকে বলে হেন নাহি দেখি কভু,
কোথা হৈতে উপনীত হৈলা মহাপ্রভু।
যবন দুহিতা বলি মালিনী মানিনু,
এহ কোন দেব কন্যা প্রত্যক্ষে দেখিনু।
কোথা হৈতে আইলা এহ দেবের মণ্ডলী,
বিপ্রগণ রহে সবে হয়ে কৃতাঞ্জলি।

নিমন্ত্রণ না মানিয়া কৈনু অপরাধ,
বহুভাগ্য থাকে যদি পাইব প্রসাদ।
দর্শন প্রভাবে সবা মন ভুলি গেলা,
হেথা নিত্যানন্দ প্রভু কহিতে লাগিলা।
হেদেরে রাখাল আমা সবারে ডাকিয়া,
কিবা নৃত্য করিতেছ আনন্দে মাতিয়া।
ক্ষুধায় কাতর আগে খেতে দেহ মোরে,
এখনি বুঝাব তোরে, জাননা কি মোরে?
মালিনীকে ডাকি কহেন, হয়েছে রন্ধন?
মালিনী কহেন্ সবে করাহ ভোজন।
নিতাই চৈতন্য হাতে ধরিয়া শ্রীদাম,
পাকশালে লয়ে পূর্ণ কৈলা মনস্কাম।
স্বগণ সহিত প্রভু করিলা ভোজন,
তখন বসিলা যত ব্রাহ্মণ সজ্জন।
যে আইলা তাঁরে দিলা নাহিক বিচার,
দাও দাও খাও খাও বলে বারবার।
কত জনে খাওয়াইলা সংখ্যা নাহি তার,
অনাথ দরিদ্রে লয়ে গেলা ভারে ভার।
দেখিয়া সন্তুষ্ট প্রভু তাঁহারে ডাকিয়া,
অভিরাম গোপাল নাম দিলেন হাসিয়া।

প্রেমাবেশে নৃত্য হরিধ্বনি হুহুঙ্কার,
নাচে ভক্তগণ, পাষণ্ডীরা চমৎকার।
শুনিয়া ঠাকুর অভিরামের চরিত,
পুলকে পূরিল অঙ্গ ভাব অপ্রমিত।
শুনিতে শুনিতে সেই গোপাল চরিত,
খানাকুলে রামচন্দ্র হৈলা উপস্থিত।
শিঙ্গার শবদ শুনি হরি সংকীর্ত্তন,
গোপাল পাঠালা লোক বুঝিতে কারণ।
শ্রীবংশীবদন পৌত্র রামাই আইলা,
এ কথা শুনিয়া প্রভু পুলকিত হৈলা।
আসিয়া ঠাকুর তাঁর পদে প্রণমিলা,
উঠিয়া গোপাল তাঁরে কোলেতে করিলা।
চাপড় মারিয়া পৃষ্ঠে ধরি তাঁর হাতে,
বলে ধরি বসাইলা আপনার সাতে।
ঠাকুর সদৈন্য বাক্যে করেন্ স্তবন,
কম্পস্বেদ ভরে অঙ্গে সজল-নয়ন।
ঠাকুরের প্রেম দেখি গোপালে আনন্দ,
শ্রীহস্ত বুলায় পৃষ্ঠে হাসে মন্দ মন্দ।
সে কালে পরমেশ্বর দাস আসি তথা,
গোপাল চরণ পদ্মে নোয়াইল মাথা।

তাঁহারে দেখিয়া গোপাল হৈলা হরষিত,
তুমি কোথা হৈতে হেথা হৈলে উপনীত ?
কেমন আছহ কহ সব সমাচার,
কেমন আছেন বীরচন্দ্র সুকুমার ?
তিঁহ কহিলেন, আমি না জানি বিশেষ,
রামাইর সঙ্গে আমি ফিরি দেশে দেশ।
রামের বৃত্তান্ত জানাইলা তাঁর আগে,
শুনিয়া গোপাল কহে প্রেম অনুরাগে।
জানিনু জানিনু আমি সব পরিচয়,
জাহ্নবার কৃপা যাঁহা তাঁহা কি বিস্ময় ?
এত বলি প্রসাদাদি করালা ভোজন,
প্রসাদ পাইয়া সবে আনন্দে মগন।
সন্ধ্যাতে আরতি হরিধ্বনি সংকীর্ত্তন,
প্রেমাবেশে নৃত্য হুহুঙ্কার গরজন।
এইরূপে তথা রহি দিন দুই চারি,
বিদায় মাগিলা তাঁর পদে নমস্করি।
তার পর শ্রীখণ্ডেতে নরহরি সনে,
মিলিলা ঠাকুর অতি আনন্দিত মনে।
পরিচয় পেয়ে সুখী শ্রীরঘুনন্দন,
মিলিলা ঠাকুর সহ পুলকিত মন।

তোমার দর্শন এই মোর ভাগ্যোদয়,
মোরে অজ্ঞ দেখি দয়া কর মহাশয়।
বহুবিধ নতি স্তুতি করি সমাদর,
রামাই ঠাকুরে দিলা দিব্য বাসাঘর।
যথাযোগ্য মতে করি রন্ধন ভোজন,
সন্ধ্যাতে আরতি হরিনাম সংকীর্ত্তন।
রাত্রে বসি প্রেমানন্দে ইষ্টগোষ্ঠি করি,
গৌরাঙ্গ কথায় উঠে প্রেমের লহরী।
প্রেমের তরঙ্গে নানা ভাব অঙ্গে দেখি,
সরকার নরহরি হৈলা মহা সুখী।
দিন দুই রহি তথা করিলা গমন,
ক্রমেতে মিলিলা যত গৌড় ভক্তগণ।
সবার নিবাসে গিয়া মহা ভক্তি করি,
যথাযোগ্য দণ্ডবৎ প্রণাম আচরি।
কোথাও প্রসাদ মিলে কোথা বা রন্ধন,
যেখানে যেমন সেই মত আচরণ।
অসংখ্য ভক্তের গণ নাহি নিরূপণ,
তার সংখ্যা কে করিবে নাহি হেন জন।
কেহ কোন দেশে রহে দূর সুনিকট,
সেই সেই দেশে যান্ তাঁহার নিকট।

সকলেই পুলকিত প্রেম ভক্তি গুণে,
তাতে বংশী-শক্তিধর বলিয়া সম্মানে।
জাহ্নবার পুত্রসম বলি সবে পূজে,
সুমধুর ভাবে তিঁহ সবা চিত্ত রঞ্জে।
নীলাচল হৈতে গৃহে কার্ত্তিকে আইলা,
দুই মাস গৌড় দেশে ভ্রমণ করিলা।
মাঘ মাসে খড়দহে পুনঃ আগমন,
ইহার বিস্তার আর না যায় বর্ণন।
রামাঞির পাদপদ্ম করি অভিলাষ,
এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস।

ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পাদপদ্ম,
জয় জয় নিত্যানন্দ কৃষ্ণ-ভক্তিসদ্ম।
জয় জয়াদ্বৈত প্রভু ভক্ত অবতার,
জয় জয় ভক্তগণ পরম উদার।

মোরে দয়া কর নাথ ! ঠাকুর রামাই,
অধমে তারিতে প্রভু ! আর কেহ নাই।
কুমতি কুতর্ক ভণ্ড রহিল পড়িয়া,
কৃপা করি গলে বান্ধি লও উদ্ধারিয়া।
অতঃপর শুন সবে করি নিবেদন,
বৈষ্ণব গোসাঞি পদ করিয়া স্মরণ।
ঠাকুর আইলা যদি ক্রমে খড়দহে,
গ্রামবাসী ভাসে সবে আনন্দ প্রবাহে।
বীরচন্দ্র প্রভু শুনি মহা পুলকিত,
বসুধা জাহ্নবা মাতা হৈলা আনন্দিত।
বীরচন্দ্র প্রভু তবে বাহির হইলা,
হেনকালে রামচন্দ্র আসি উত্তরিলা।
দণ্ডবৎ করিতেই তুলি হাতে ধরি,
পুলকে পূরিত হৈলা তাঁরে কোলে করি।
অনুমতি লয়ে যান্ জাহ্নবার স্থানে,
গদগদ ভাবে তাঁর পড়েন চরণে।
বসুধার পাদপদ্ম করিয়া বন্দন,
সুভদ্রা বধূকে বন্দি আনন্দিত মন,
গঙ্গা ঠাকুরাণী বন্দি কহি মিষ্ট বাত,
জাহ্নবার কাছে আইলা করি জোড় হাত।

এ দিকে বৈষ্ণব বীরচন্দ্রে প্রণমিয়া,
আপন আপন বাসে গেলেন চলিয়া।
বনমালী ফৌজদার যতেক সামগ্রী,
আনিয়া প্রভুর আগে একে একে ধরি।
তালিকা করিয়া সব ভাণ্ডারে যোগায়,
শিরোপা বান্ধিলা প্রভু তাঁহার মাথায়।
অনুজ্ঞা মাগিয়া তিঁহ গেলা নিজ বাসে,
বিদায় করিলা সবে সুমধুর ভাষে।
পরে অন্তঃপুরে প্রভু করিলা গমন,
রামাই জাহ্নবা পাশে দাঁড়ায়ে তখন।
বীরচন্দ্রে দেখি পঞ্চশত মুদ্রা লৈয়া,
তাঁহার অগ্রেতে রাম দিলেন ধরিয়া।
প্রভু বলে এত মুদ্রা পাইলে কোথায় ?
ঠাকুর কহেন সব তোমার কৃপায়।
শত মুদ্রা দিনু মাতা পিতা সন্নিধানে,
একশত দিলাম শ্রীমতি বিদ্যমানে।
জগন্নাথ আগে কিছু দিনু সেবা লাগি,
অনায়াসে পাইলাম কোথাও না মাগি।
এতেক বলিয়া গেলা শ্যাম দরশনে,
দণ্ডবৎ প্রণামাদি করি প্রীতমনে।

ক্ষীর ভোগ লাগি তথা পঞ্চ মুদ্রা দিলা,
শ্রীমাল্য প্রসাদ লভি বিদায় হইলা।
মধ্যাহ্ন সময়ে ভোগ আরতি বাজিল,
প্রসাদ পাইতে লোক সকল আইল।
বীরচন্দ্র সনে রাম করিলা গমন,
প্রসাদ লইয়া দোঁহে করিলা ভোজন।
বিশ্রামান্তে কথান্তরে দিবা অবশেষ,
জাহ্নবা সদনে দোঁহে করিলা প্রবেশ।
সন্ধ্যাকালে দণ্ডবৎ করিয়া দেবীরে,
আরতি দর্শন লাগি আইলা মন্দিরে।
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে কত কাংস্য করতাল,
চতুর্দ্দিকে বাজে কত মৃদঙ্গ বিশাল।
চারিদিকে জ্বলে কত রসাল প্রদীপ,
অগুরু চন্দন পুষ্প গন্ধে আমোদিত।
মোহন-মুরলী শ্যাম ত্রিভঙ্গ ললিত,
মুখাব্জ কিরণ যেন চন্দ্র সমুদিত।
বাম দিকে প্রেমময়ী রাধা সুশোভিত,
নবঘন পাশে যেন চন্দ্র সমুদিত।
চূড়ার টাননী আর নেত্রের ছলনা,
দেখিয়া ঝামরে আখি কি দিব তুলনা।

আরতি গায়েন সবে গৌরী রাগ তানে,
ঠাকুর সহিত প্রভু দাঁড়াইয়া শুনে।
প্রভু আজ্ঞা কৈলা তাঁরে করিতে কীর্ত্তন,
ঠাকুর করেন গান কর্ণ রসায়ন।
যুগল-কিশোর প্রেমপূর্ণ পদাবলী,
সুমধুর স্বর তাল সুরাগিণী মিলি।
শুনিয়া প্রভুর তথি প্রেম উথলিল,
স্বেদ কম্প অশ্রুনেত্র পুলকে পূরিল।
অস্থির হইয়া ভূমে গড়াগড়ী যায়,
সাত্ত্বিক সঞ্চারি ভাব অঙ্গে উপজয়।
আজানু-লম্বিত ভুজ স্বর্ণ স্তম্ভ জিনি,
মধুর মূরতি সর্ব্বজন বিমোহিনী।
ধূলিতে ধূসর অঙ্গ সঘন হুঙ্কার,
দেখিয়া সবার নেত্রে বহে অশ্রুধার।
কেহ ধরিবারে নারে ঠাকুর দেখিলা,
রসান্তর গানে তাঁর বাহ্য প্রকাশিলা।
হুঙ্কার গর্জ্জন করি উঠি সিংহ প্রায়,
হরি বলে নাচিলেন, অবনী কম্পয়।
সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দ বীর যুবরাজ,
নিরুপম রূপগুণ অলৌকিক কাজ।

এইরূপে কতক্ষণ কীর্ত্তন বিলাস,
কহিনু সংক্ষেপে সব না হয় প্রকাশ।
ভোগের সময় হৈল রাখি সংকীর্ত্তন,
জাহ্নবা গোসাঞি স্থানে করিলা গমন।
দণ্ডবৎ করি দোঁহে বসিলা আসনে,
জিজ্ঞাসেন তীর্থ যাত্রা আদি দরশনে।
বসুধা জাহ্নবা গঙ্গা সুভদ্রাদি মেলি,
সকলে বসিয়া শুনে হয়ে কুতূহলী।
ঠাকুর কহেন শুন করি নিবেদন,
এখান হইতে যবে করিনু গমন।
রাঘব পণ্ডিতে পাণিহাটীতে বন্দিয়া,
ক্রমে চলি চলি রেমুনাতে উত্তরিলা।
ক্ষীরচোরা নাম হৈল যাঁহার কারণ,
ভক্ত মুখে শুনিলাম তাঁর বিবরণ।
গোপীনাথে দেখি ক্ষীর প্রসাদ পাইয়া,
সেই রাত্রি রহি প্রাতে গেলেম চলিয়া।
সাক্ষী গোপালের স্থানে হৈলা উপনীত,
দর্শনাদি ক্রিয়া সব হৈল বিধিমত।
গোপালের পূর্ব্ব কথা শুনি ভক্ত মুখে,
জগন্নাথ ক্ষেত্রে চলি যাইনু মহাসুখে।

প্রবেশ করিনু গিয়া পুরীর ভিতর,
দর্শন হইল জগবন্ধু হলধর।
পণ্ডিত গোসাঞি সঙ্গে তথা হৈল দেখা,
বহু কৃপা কৈলা তিঁহ দিয়া কত শিক্ষা।
কাশীমিশ্র আদি যত আছে ভক্তগণ,
সচ্ছন্দে করিনু সবা চরণ দর্শন।
তোমার সম্মানে মোরে কৈলা বহু দয়া,
তব প্রসাদেতে সবে দিলা পদ ছায়া।
বিশেষ করিলা দয়া রায় মহাশয়,
তাঁহার মহিমা প্রভু লোকবেদ্য নয়।
মোরে অজ্ঞ দেখি কত করিয়া করুণা,
নিজ গুণে শুনাইলা ভক্তির লক্ষণা।
চতুর্মাস রহি ঐছে তাঁদের নিকটে,
অশেষ বিশেষে মোরে রাখিলা সঙ্কটে।
শ্রীগৌরাঙ্গ যেখানে যে করিলেন লীলা,
দয়া করি সে সকল স্থান দেখাইলা।
যদিও ভকতগণ হয় মহাদুঃখী,
তথাপিও প্রভু লীলা গুণগানে সুখী।
জন্মযাত্রা রথযাত্রা আদি পর্ব্বকালে,
ভক্ত সঙ্গে মিলি দেখিলাম কুতূহলে।

সবে আজ্ঞা কৈলা মোরে যেতে বৃন্দাবন,
হয়েছে দেখিতে সাধ রূপ সনাতন।
এই আশা করি মনে বিদায় মাগিয়া,
গৌড় দেশে আসিলাম সকলে ত্যজিয়া।
নবদ্বীপে পিতা মাতা কৈনু দরশন,
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী আর যত ভক্তগণ।
বহু কষ্টে মাতা পিতা অনুমতি লঞা,
শান্তিপুর আইলাম সকলে বন্দিয়া।
তথা দেখিলাম সীতা অদ্বৈত নন্দন,
তাঁহাদের প্রেমাবেশে প্রভু-দরশন।
বিদ্যুতের প্রায় প্রভু দরশন দিলা,
পদধূলি দিয়া প্রভু মোরে আজ্ঞা কৈলা।
ত্বরা করি যাহ বাপু! সে ব্রজ ভুবন,
এত বলি প্রভু মোর হৈলা অদর্শন।
প্রভুর বিচ্ছেদে সীতা মাতা দুঃখ দেখি,
শান্তিপুর বাসী সবে হৈলা মহা দুঃখী।
তথা রহি দশ দিন সবা আজ্ঞা লয়া,
ক্রমে ক্রমে অম্বিকাতে উপস্থিত গিয়া।
তারপর ক্রমে যাইনু গোপাল সমীপে,
গৌড়বাসী ভক্তগণে মিলি এই রূপে।

সবাই দয়াল তাঁরা মোরে কৈলা দয়া,
তোমার সম্বন্ধে সবে দিলা পদ ছায়া।
শুনি বীরচন্দ্র প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈয়া,
প্রেমাবেশে কাঁদেন ঠাকুরে কোলে লৈয়া।
প্রভু কহিলেন ধন্য তব আগমন,
নয়নে দেখিলে তুমি কমল-লোচন।
ততোধিক ভাগ্য কৃষ্ণভক্তের দর্শন,
ততোধিক ভাগ্য কৃষ্ণভক্ত আলিঙ্গন।
ততোধিক ভাগ্য রাধাকৃষ্ণ লীলাস্বাদ,
ততোধিক ভাগ্য পাদপদ্মে অনুরাগ।
ততোধিক ভাগ্য যদি প্রেম উপজয়,
ততোধিক ভাগ্য যাঁর কৃষ্ণ বশ হয়।
অতএব ভাগ্যবন্ত তুমি এ সংসারে,
সেহ ধন্য হয় তুমি কৃপা কর যারে।
বীরচন্দ্র প্রভু যদি এতেক কহিলা,
শুনিয়া ঠাকুরে দৈন্যভাব উপজিলা।
পড়িলা তাঁহার পদে ধরণী লোটায়া,
বীরচন্দ্র লৈলা তাঁরে কোলে উঠাইয়া।
দুইজনে গলাগলি করয়ে রোদন,
দেখিয়া সবার হৈল সজল-নয়ন।

দোঁহে মনস্থির করি বসিলা আসনে,
বসুধা জাহ্নবা কহেন্ মধুর-বচনে।
বহুরাত্রি হৈল এবে করহ ভোজন,
ঐছে যাও কর নিজ শয্যাতে শয়ন।
এই রূপে তুই চারি দিবস রহিলা,
বীরচন্দ্র প্রভু সঙ্গে কৈলা কত খেলা।
পরে নিবেদন করি শুন ভক্তগণ,
প্রভু মোর যৈছে কৈলা ব্রজেতে গমন।
ঠাকুর কহেন তবে জাহ্নবার স্থানে,
আজ্ঞা কর যাই মুঁই ব্রজ দরশনে।
সবে আজ্ঞা কৈলা মোরে যেতে বৃন্দাবন,
কিন্তু তব আজ্ঞা বিনা না হয় গমন।
শুনিয়া জাহ্নবা দেবী কহেন বচন,
মোর মনে হয় বাপু! যাই বৃন্দাবন।
বীরচন্দ্র সম্মত না হলে যেতে নারি,
কেমনে যাইব বল কি উপায় করি।
ঠাকুর কহেন, দাদা প্রভুকেত কই,
তাঁহার সম্মতি যেন তেন যেচে লই।
এই কথা কহি রাম অতি সংগোপনে,
প্রণাম করিয়া গেলা আরতি দর্শনে।

আরতি দর্শন করি সংকীর্ত্তন কৈলা,
ভোগের সময় জাহ্নবার স্থানে আইলা।
প্রসঙ্গ ক্রমেতে মাতা কহেন প্রভুরে,
একবাক্য বলি যদি সায় দেহ মোরে?
বীরচন্দ্র কহিলেন, কিবা আজ্ঞা মোরে?
তব অনুমতি মাতা! অন্যথা কে করে?
জাহ্নবা কহেন বাপু! হেন লয় মনে,
একবার দেখে আসি সে ব্রজ ভুবনে।
ত্বরায় আসিব না রহিব চিরকাল,
প্রকট হইলা শুনি মদন গোপাল।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ দেখি ইচ্ছা হয়,
তোমার সম্মতি বিনে যাওয়া নাহি যায়।
শুনি বীরচন্দ্র প্রভু হেঁট কৈলা মাথা,
ছল ছল দুনয়ন মুখে নাহি কথা।
জাহ্নবা কহেন্ শুন মোর বাপধন!
একথা শুনিতে কেন হৈলে অন্য মন।
মনুষ্য শরীর বাপু! নিশির স্বপন,
পরে কি হইবে তাহা না জানি কখন।
বৃন্দাবন দরশন না হয় সুলভ,
বৃন্দাবন প্রাপ্তি কথা সে অতি দুর্ল্লভ।

সবলোক গতায়াত করে বৃন্দাবনে,
ইহাতে বা কেন তুমি কর ভয় মনে।
এত শুনি বীরচন্দ্র কহেন চিন্তিয়া,
আমি বৃন্দাবনে যাব তোমারে লইয়া।
তুমি কার সঙ্গে যাবে হেন কেবা আছে,
মনে ভাবি পথে তব দুঃখ হয় পাছে।
জাহ্নবা কহেন তুমি কেমনে যাইবে,
তুমি গেলে খড়দহ-গৃহ শূন্য হবে।
শ্রীশ্যাম সুন্দর সেবা কেমনে চলিবে,
এ সকল জনে অন্নজল কেবা দিবে ?
তবে যে কহিবে সঙ্গে যাবে কোন্ জন,
তোমার সমান এই চৈতন্যনন্দন।
ইহারে সঁপিয়া দেহ যাবে মোর সঙ্গে,
কোন মতে কেহ নাহি করিবে ভ্রুভঙ্গে।
আর এক জন আছে জগতে বিদিত,
উদ্ধারণ দত্ত, তাঁহে আনহ ত্বরিত।
পূর্ব্বে প্রভু সঙ্গে তিঁহ সর্ব্বতীর্থে গেলা,
তিঁহ সঙ্গে লয়ে যেতে না করিবে হেলা।
প্রভু বলিলেন তব ইচ্ছা বলবান্,
অন্যথা করিতে কেবা পারে এ বিধান।

যা করাও তাই করি নাহি মতান্তর,
আমি কি বলিব মাগো তোমার গোচর।
জাহ্নবা কহেন বাপু! ধীর-চূড়ামণি,
তোমার পরশে হৈলা পবিত্র অবনী।
লোকের নিস্তার হেতু জনম তোমার,
ইহা বুঝি কার্য্য কর যাহাতে সুসার।
এই মত নানাবিধ মধুর বচনে,
অধিক হৈল রাতি বলেন যতনে।
ভোজন করিয়া দোঁহে করহ শয়ন,
প্রভাতে উঠিয়া সব কর আয়োজন।
ভোজনান্তে দোঁহে সুখে করিলা শয়ন,
প্রভাতে উঠিয়া গেলা দেবীর সদন।
জাহ্নবা কহেন বাপু! শুন দিয়া মন,
উদ্ধারণ দত্তে হেথা ডাকহ এখন।
সত্বর হইয়া মোরে করহ বিদায়,
বিলম্বেতে কার্য্যহানি জানিহ নিশ্চয়।
মাঘে গেলে বৈশাখে পাইব বৃন্দাবন,
জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়েতে হবে দুরন্ত তপন।
অতএব আজ কাল ভিতরে যাইব,
বিলম্ব হইলে কার্য্য অতি অসুলভ।

যে আজ্ঞা বলিয়া প্রভু বাহিরে আইলা,
উদ্ধারণে আনিবারে লোক পাঠাইলা।
শুনিয়া বসুধা মাতা সব বিবরণ,
জাহ্নবারে রাখিবারে করেন যতন।
জাহ্নবা কহেন দিদি! বাধা নাহি দেহ,
গঙ্গা বীরচন্দ্রে লয়ে সুখেতে থাকহ।
তুমিত ঈশ্বরী হেন পুত্র যে তোমার,
তুমি ভাগ্যবতী তব কিবা অসুসার।
ব্যাকুল হয়েছে মন আজ্ঞা কর মোরে,
এতেক যতন কেন, মোরে রাখিবারে।
একাগ্রতা দেখি সবে স্তম্ভিত হৈলা,
কথানুপ্রসঙ্গে দেবী সবে প্রবোধিলা।
হেথা প্রভু বীরচন্দ্র ডাকি উদ্ধারণে,
সকল বৃত্তান্ত তাঁরে কহিলা যতনে।
উদ্ধারণ দত্ত শুনি আনন্দিত মন,
বীরচন্দ্র প্রভু তবে করিলা গমন।
জাহ্নবা সমীপে গিয়া সব জানাইলা,
শুনিয়া জাহ্নবা মাতা পুলকিত হৈলা।
জাহ্নবা কহেন বাপু! তুমিত সুভক্ত,
নরযানে ব্রজধামে যাওয়া নহে যুক্ত।

বীরচন্দ্র কহিলেন, পদব্রজে যাবে,
পথশ্রম পাবে আর মোরে লজ্জা হবে।
মহাপাল সজ্জা করি যদি আজ্ঞা হয়,
পথে যেতে চাহি কিছু পথের সঞ্চয়।
অনুমতি মত প্রভু কৈলা আয়োজন,
স্নান ভোজনাদি কার্য্য করি সমাপন।
যার যে বেতন তারে দিলা সংখ্যা করি,
প্রয়োজন মত দ্রব্য দিলেন সবারি।
সন্ধ্যা আরতি দেখি বীরচন্দ্র রায়,
জাহ্নবা সকাশে উপস্থিত পুনরায়।
প্রণামাদি করি প্রভু বসি তাঁর কাছে,
আপন কর্ত্তব্য কিছু ধীরে ধীরে পুছে।
জাহ্নবা কহেন তুমি বৃদ্ধ শিরোমণি,
কি আর বলিব বাপু! তাহা নাহি জানি।
তুমি ত সাক্ষাৎ হও অনন্তাবতার,
তোমার দর্শনে সব জীবের নিস্তার।
তবে কিছু বলি বাপু! শুন দিয়া মন,
জীবে দয়া ভক্তে রক্ষা পাষণ্ড দলন।
স্মরণ মনন আর প্রতিজ্ঞা পালন,
নির্ব্বন্ধ ভজন অপরাধ বিসর্জ্জন।

যথাশক্তি দান, ব্রত, সত্য সংরক্ষণ,
যুক্তাহার বিহারাদি নিয়ম যাজন।
অজ্ঞ-অপরাধ ক্ষমা লোভ-বিবর্জ্জন,
পরনিন্দা ত্যাগ আর মর্য্যাদা-রক্ষণ।
ভক্তিশাস্ত্র আলাপন সদা সাধুসঙ্গ,
স্বপ্নেও না হয় যেন দুষ্টজন সঙ্গ।
মোর অনুগত হও এইত কারণ,
স্মরণ করিলে পাবে মোর দরশন।
গৌড় ভুবনে তুমি কর ঠাকুরালী,
তোমার চরিত যেন ঘোষে সর্ব্বকালি।
তোমার সঙ্গেতে আছে বৈষ্ণব সকল,
জীবে দয়া ছাড়ি করে অতি বিড়ম্বন।
ইহা বুঝি সাবধান হইবে আপনে,
সংক্ষেপে কহিনু এই জানিহ কারণে।
এতেক শুনিয়া বীর চন্দ্র চূড়ামণি,
কহিতে লাগিলা তবে জোড় করি পাণি।
তোমার করুণা বিনা কিছু নাহি হয়,
তোমার শ্রীপাদ যেন মম হৃদে রয়।
তুমি মোর চিত্তে যৈছে করিবে স্ফুরণ,
তৈছে স্ফুর্ত্তি হবে নাহি স্বতন্ত্র কারণ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে।

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ !
ব্রহ্মায়ুষাঽপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্ব্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ ১ ॥

যদিও অযোগ্য আমি না জানি বিশেষ,
তব কৃপাবলে তত্ত্ব করায় উদ্দেশ।
যা করাও তাই করি নহি ত স্বতন্ত্র,
তুমি যন্ত্রী হও মাগো ! আমি তব যন্ত্র ॥
এই মত বহুবিধ স্তব স্তুতি কৈলা,
শুনিয়া জাহ্নবা মাতা সন্তুষ্ট হইলা।
এইরূপ প্রসঙ্গেতে প্রায় রাত্রি শেষ,
আলস্য ত্যজিতে মাতা করিলা আদেশ ॥
প্রাতঃকালে শ্রীজাহ্নবা উঠিয়া বসিলা,
বীরচন্দ্র রামচন্দ্রে তবে জাগাইলা।

হে ঈশ! পরতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ ব্রহ্মার ন্যায় পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়াও তোমার উপকারানুরূপ প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ হন্ না, তাঁহারা ত্বৎকৃত উপকার চিন্তা করিয়া মনে মনে অতুল আনন্দ অনুভব করেন; উপকারের কথা কি বলিব? তুমি অন্তর্যামীরূপে জীবের আভ্যন্তরীণ ও গুরুরূপে বাহ্য বিষয়াভিলাষকে নিরাকৃত করিয়া নিজস্বরূপ প্রদর্শন করিতেছ ॥ ১ ॥

উঠিয়া বীরচন্দ্র প্রভু মুখ প্রক্ষালিয়া,
প্রণাম করিয়া মায়ে বাহিরে আসিয়া—
নিযুক্ত করিলা সবে যাত্রার কারণ,
প্রভু আজ্ঞামাত্রে সব হৈল আয়োজন।
হেথা শ্রীজাহ্নবা দেবী প্রাতঃস্নান করি,
শ্যামের মন্দিরে যান্ ক্ষৌমবাস পরি।
গঙ্গা স্নান নিত্য কৃত্য করিয়া ত্বরায়,
ঠাকুর দেবীরে পুষ্প চন্দন যোগায়।
সযত্নে করিলা দেবী সেবা সমাপন,
চন্দন তুলসী পদে করিতে অর্পণ।
সজল হইল নেত্র বিচলিত মন,
নতি স্তুতি করি কত করেন ক্রন্দন।
মনস্থির করি মাতা কৈলা পরিক্রমা,
তাঁহার ভক্তির আমি কি করিব সীমা।
চরণ অমৃত পিয়া কৈলা জলপান,
বীরচন্দ্র প্রভু সব কৈলা সমাধান।
জাহ্নবা কহেন বাপু! বিলম্বে কি কাজ,
শুভক্ষণে যাত্রা করি না করহ ব্যাজ।
বসুধা কহেন্ কর মনে যেই লয়,
আমাদের প্রতি তব দয়া নাহি হয়।

কাঁদেন শ্রীগঙ্গা দেবী চরণে ধরিয়া,
কাঁদেন সুভদ্রা বধূ মন গুমরিয়া।
বসুধা কান্দেন নেত্রে বহে অশ্রুজল,
বীরচন্দ্র প্রভু হৈলা নিতান্ত বিকল।
দাস দাসী যতজন করে হাহাকার,
দেখিয়া জাহ্নবা দেবী করেন বিচার।
সংসার বিষম মায়া পরিজন ফাঁসে,
বিষম সঙ্কটে আজ এড়াইব কিসে।
স্মরণ করেন শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ,
বলেন বসুধা আগে করি জোড় হাত।
তুমি বাধা দিলে দিদি! না হয় গমন,
তব অনুগ্রহে হবে ব্রজ দরশন।
গঙ্গা দেবী হাতে ধরি উঠাইলা কোলে,
অশ্রু মুছাইলা তাঁর আপন অঞ্চলে।
সুভদ্রা দেবীরে লয়ে কোলের ভিতরে,
কহেন না কাঁদ মাগো! আসিব সত্বরে।
বসুধার হাতে ধরি করেন কাকুতি,
তোমার প্রসাদে সে দেখিব ব্রজপতি।
এত বলি পদ ধূলি লয়ে নিজ মাতে,
সন্তোষ করিলা তাঁরে বচন অমৃতে।

বীরচন্দ্র প্রভু মুখ চুম্বন করিলা,
মস্তক আঘ্রাণ করি আশীর্ব্বাদ দিলা।
এইরূপে সবে মাতা করি সম্ভাষণ,
গোবিন্দ চরণ হৃদে করিলা স্মরণ।
তখন রামাই সবা পদধূলি লৈলা,
যথাযোগ্য সবা স্থানে বিদায় লভিলা।
নিশ্চয় জানিলা যবে করিবে গমন,
তখন নিষেধ বাক্যে কিবা প্রয়োজন।
ইহা বুঝি বীরচন্দ্র কোলেতে লইয়া,
কহিতে লাগিলা কিছু কাতর হইয়া।
তুমি মহাভাগ্যবান্ যাবে প্রভু সনে,
যেমন যে সেবা হয় করো কায়মনে।
উদ্ধারণ দত্তে আনি কহে সেই স্থানে,
যাইছেন প্রভু আজ তোমা দোঁহা সনে।
সকল প্রকারে তোমা লাগে সব দায়,
ভাবি পথে যেতে পাছে কোন বিঘ্ন হয়।
এই বড় ভয় মনে হয় যে আমার,
সাবধানে যাবে পথে ভরসা তোমার।
দত্ত কহিলেন প্রভু! ভরসা ভগবান্
কিছু চিন্তা নাই, হবে সকলই কল্যাণ।

এত বলি কোলাকুলী করি পরস্পর,
বিদায় হইয়া যাত্রা কৈলা অতঃপর।
জাহ্নবা গোসাঞি হেথা সবা সম্বোধিয়া,
শুভক্ষণে যাত্রা কৈলা জয় জয় দিয়া।
এই ত কহিনু ব্রজ গমন উদ্যোগ,
ইহার শ্রবণে ঘুচে ভব-শোক রোগ।
জাহ্নবা রামাঞি পাদপদ্মে অভিলাষ,
এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস।

ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের
চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শচীসুত,
জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত কৃপাগুণযুত।
জয় জয় বৃন্দাবন মদন গোপাল,
জয় জয় ভক্তগণ পরম দয়াল।
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ,
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ।

অতঃপর শুন সবে মোর নিবেদন,
শ্রীজাহ্নবা কৈলা যৈছে ব্রজেতে গমন।
মহাপাল যোগাইলা যতেক কাহার,
সাজ সাজ বলি ঘন পড়িল হাঁকার।
দোলাতে চড়িলা তবে জাহ্নবা গোসাঞি,
দল বল সঙ্গে লয়ে চলেন রামাই।
হেথা অন্তঃপুরে উঠে ক্রন্দনের রোল,
শ্রীমতি সুভদ্রা গঙ্গা বিরহে বিহ্বল।
দাস দাসী আপ্ত অন্তরঙ্গ যতজন,
সবার বিয়োগ দশা না যায় বর্ণন।
সত্বর আইলা সবে গঙ্গা সন্নিধান,
বীরচন্দ্র প্রভু আসি হৈলা আগুয়ান।
জাহ্নবা কহেন কেন আইলে হেথায়,
ঘরে গিয়া সাবধান করহ মাতায়।
বীরচন্দ্র কহেন রাজপত্রী লেখাইয়া,
তব সঙ্গে দিয়া তবে আসিব ফিরিয়া।
রাজপথ ধরি চল বাহিরে বাহিরে,
আমি লেখাইতে পত্রী যাইব সহরে।
জাহ্নবা কহেন চলি যাইবে কেমনে,
চৌপাল আনুক্ আগে কাহারের গণে।

আজ্ঞা মাত্র তথা আনি চৌপাল যোগায়,
বৈষ্ণবের গণ খুন্তি শিঙ্গা লয়ে ধায়।
এইরূপে রাজপথে ক্রমে চলি যান্,
গৌড় সহরে গিয়া কৈলা অবস্থান।
রাজপাত্র দ্বারে পত্রী করিয়া লিখন,
উদ্ধারণ দত্ত হস্তে কৈলা সমর্পণ।
খরচ যতেক লাগে যাইতে আসিতে,
তাহা বাঁধি দিলা প্রভু রামাএর হাতে।
সেই রাত্রি তথা রহি উঠিয়া প্রভাতে,
বিদায় করিলা সবে, চলে রাজপথে।
আপনি বিদায় হৈলা অনেক যতনে,
সে সব বিয়োগ দশা না যায় বর্ণনে।
রাজপত্র সঙ্গে চলে রাজ ছড়িদার,
যেখানে সঙ্কট পথ তথা করে পার।
এইরূপে চলি চলি গয়াধামে আইলা,
গদাধর দেখিবারে দত্তেরে কহিলা।
ফল্গুতীর্থে স্নান করি দরশনে গেলা,
গদাধর দেখিবারে আবিষ্ট হইলা।
আগে উদ্ধারণ দত্ত পশ্চাতে রামাই,
তার মধ্যে চলি যান্ জাহ্নবা গোসাঞি।

বিষ্ণুপাদপদ্ম দেখি প্রণাম করিয়া,
নির্দ্ধারিত কৈলা কিছু সেবার লাগিয়া।
তিন দিন রহি তথা কৈলা দরশন,
প্রচুর সামগ্রী তথা করিলা অর্পণ।
তীর্থের বৃত্তান্ত তথা করিয়া শ্রবণ,
উত্তমরূপেতে প্রভু করিলা রন্ধন।
কৃষ্ণে ভোগ দিলা মাতা আনন্দ করিয়া,
প্রসাদ পাইল সবে উদর পূরিয়া।
উদ্ধারণ কহিলেন, করি নিবেদন,
কোন্ পথে আজ্ঞা হয় করিব গমন।
জাহ্নবা কহেন চল ভাল হয় যাতে,
ঠাকুর কহেন চল, অযোধ্যার পথে।
এই যুক্তি করি সবে প্রভাতে উঠিয়া,
চলিলা সকলে গদাধরে প্রণমিয়া।
কতেক দিনেতে উত্তরিলা কাশীপুরে,
পুছি পুছি গেলা চন্দ্রশেখরের ঘরে।
শ্রীচন্দ্রশেখর মহা আদর করিলা,
জাহ্নবা দেবীরে নিজ অন্তঃপুরে লইলা।
ঠাকুর রামের সনে নাহি পরিচয়,
তাঁর পরিচয় দিলা দত্ত মহাশয়।

পরিচয় পেয়ে তাঁরে করিলেন কোলে,
ভাবাবিষ্ট হয়ে রাম পড়ে পদতলে।
তাঁহার ভকতি আর ভাবাবেশ-চিহ্ন,
দেখি কোলে করি কহে বাপু! তুমি ধন্য।
শ্রীচন্দ্রশেখর তবে সেবার লাগিয়া,
সামগ্রী দিলেন তথি প্রচুর করিয়া।
পাক করি শ্রীজাহ্নবা কৃষ্ণে সমর্পিলা,
যে যেখানে ছিলা সবে প্রসাদ পাইলা।
শ্রীচন্দ্রশেখর পুত্র পরিবার সনে,
প্রসাদ পাইলা সবে না করি রন্ধনে।
জাহ্নবা আইলা শুনি প্রভু-ভক্তগণ,
উপস্থিত হৈলা সবে আচার্য্য-ভবন।
তাঁহাদের সঙ্গে নাহি কারো পরিচয়,
পরিচয় করালেন দত্ত মহাশয়।
ঠাকুরের সঙ্গে কোলাকুলী নমস্কার,
ঠাকুর করিলা যথাযোগ্য ব্যবহার।
ত্রিরাত্রি তথায় প্রভু কৈলা অবস্থান।
রাত্রি দিন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য গুণগান।
কাশী হৈতে যাত্রা করি প্রয়াগে আইলা,
মাধব দর্শনে সবে আনন্দ লভিলা।

শ্রীচৈতন্য কৃপাবলে বৈষ্ণব সকলে,
কৃষ্ণ কথা বিনে অন্য কথা নাহি বলে।
তথা হৈতে অনুমতি লইয়া সবার,
অযোধ্যার পথে দেবী কৈলা আগুসার।
কতদিনে উত্তরিলা অযোধ্যা ভুবনে,
যাঁহা নিত্য বিরাজিত শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
আনন্দিত মনে করি সরযূতে স্নান,
কৃতকৃত্য হয়ে তথা কৈলা জলপান।
গোধূম চূর্ণের রুটি দালী বহুতর,
ঘৃত রাশি দিয়া করি অতি মনোহর।
সযতনে রাধা কৃষ্ণে করি সমর্পণ,
মহাসুখে সবে মিলি করেন্ ভোজন।
পরিতুষ্ট মনে তথা রহি দিন চারি,
পরিক্রমা করিলেন অযোধ্যা নগরী।
রাজপাট দেখিলেন আর জন্মস্থান,
কৌশল্যা মাতার ঘর বিচিত্র দালান।
কৈকেয়ী সুমিত্রা গৃহ ক্রমেতে দেখিয়া,
সীতার মন্দিরে সবে প্রবেশিলা গিয়া।
তথা হৈতে গেলা চলি বসিষ্ঠ আলয়,
তাহা দেখি বিদ্যাকুণ্ডে করিলা বিজয়।

তথা হৈতে যজ্ঞকুণ্ডে করিলা গমন,
একে একে সব স্থান করিলা দর্শন।
যাঁহা যান্ তাঁহা সবে জিজ্ঞাসে বৃত্তান্ত,
জাহ্নবা গোসাঞি সব কহেন্ আদ্যোপান্ত।
তথা হৈতে গেলা চলি অশোক আরাম,
সীতা লয়ে যথা কেলি করেন্ শ্রীরাম।
অতি অপরূপ সেই বনের মাধুরী,
তাহার মহিমা কিছু বর্ণিতে না পারি।
মণিময় বেদী বাঁধা প্রতি তরুতলে,
সীতা লয়ে রাম যথা খেলে কুতূহলে।
বসন্ত সময়ে বহে মলয় পবন,
ভ্রমর ঝঙ্কারে সদা কোকিলের স্বন।
হেরিয়া বনের শোভা জাহ্নবা কহিলা,
এ উদ্যানে রাম সীতা করেছেন লীলা।
নিতি নব কিশোর মূরতি দোঁহাকার,
সুরত-লম্পট রাম করেন্ বিহার।
গোরোচনাগৌরী সীতা অতি সুকুমারী,
নব জলধর রাম সুরত-বিহারী।
নবীন জলদে যেন বিজলীর দাম,
ঐছন সুষমা কোটি কাম মূরছান।

সফরী সলিলে যেন তিলে না উপেখি,
পরাণ থাকিতে জলে সদা মাখামাখী।
তিলেক বিচ্ছেদ নাই নিতি নবলেহ,
দুঁহু এক প্রাণ দুঁহু মানে এক দেহ।
রসের উল্লাসে উনমত্ত দুই জনা,
রসোপচারিকা সখী সেবা পরায়ণা॥
এতেক শুনিয়া কহে ঠাকুর রামাই,
আশ্চর্য্য শুনি যে ইহা কভু শুনি নাই।
শ্রীরাম ভরত আর সুমিত্রা-নন্দন,
এ চারি মূর্ত্তির কহ স্বরূপ কথন।
সীতার স্বরূপ কিবা বিলাস কিরূপ,
বিস্তারিয়া কহ কথা অতি অপরূপ।
জাহ্নবা কহেন বাপু! শুন দিয়া মন,
সংক্ষেপে কহি যে কিছু অপূর্ব্ব ঘটন।
স্বয়ং অবতার সেই কৌশল্যা নন্দন,
চারি মূর্ত্তি ধরি কৈলা ভূভার হরণ॥
স্বয়ং বাসুদেব রাম সর্ব্ব গুণধাম,
লক্ষ্মণ রূপেতে সঙ্কর্ষণ অধিষ্ঠান।
প্রদ্যুম্ন ভরত রূপে হইলা উদয়,
অনিরুদ্ধ শত্রুঘ্নেতে হৈলা লীলাময়॥

বৈকুণ্ঠ নিবাসী নিত্য ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ,
কমলা-সেবিত পদ মহিমা অগণ্য।
স্বয়ং লক্ষ্মীরূপা সীতা হ্লাদিনী স্বরূপা,
পরম সৌন্দর্য্য কৃষ্ণ আনন্দ-দায়িকা।
রসপুষ্টি করিবারে বহুমূর্ত্তি হৈলা,
বিলাসিনী হৈয়া রামচন্দ্রে সুখ দিলা।
ঠাকুর কহেন, রামলীলা শুনি যত,
সীতাহরণাদি কার্য্য অতি সুব্যকত।
জাহ্নবা কহেন এত প্রকট বিহার,
অপ্রকট লীলা যত তার নাহি পার।
যা জানিলা মুনিগণ, তাহাই লিখিলা,
অপ্রকট লীলাপুঞ্জ অন্ত না পাইলা।
জানিয়া নিশ্চয় কভু বুঝিতে নারিলা,
অপ্রকট বিহারাদি উদ্দেশে লিখিলা।
ভক্ত কৃপা বিনা ইহা স্ফূর্ত্তি নাহি হয়,
শুনিলে বুঝিতে পারে না ঘুচে সংশয়।
একামাত্র হনূমান করে আস্বাদন,
না জানিলা ব্রহ্মা আদি ইহার মরম।
এত শুনি ভাবাবিষ্ট হইলা রামাই,
কহিলেন বিস্তারিয়া জাহ্নবা গোসাঞি।

শ্রীরামচন্দ্রের রাস-বিলাস-বিস্তার,
অনেক কহিলা তার নাহি পারাপার।
এইরূপে চারিদিন করি অবস্থান,
রুটি ভোগ দিলা সরযূর জলপান।
পঞ্চম দিবসে করি সরযূতে স্নান,
মথুরার পথে সবে করিলা পয়ান।
কত দিনে চলি চলি মথুরা আইলা,
মথুরার শোভা দেখি আনন্দে ভাসিলা।
পথশ্রম পাসরিলা উল্লসিত মন,
দেখিয়া সবার হৈল প্রফুল্ল-বদন।
বিচিত্র নির্ম্মাণ স্থান বিচিত্র আবাস,
নানা জাতি পক্ষী করে সুমধুর ভাস।
নানাজাতি বৃক্ষগণ দেখিতে সুঠাম,
নানা পুষ্প ফলে কত শোভিত উদ্যান।
কতেক কহিব শোভা না যায় বর্ণন,
যাঁহা নিত্য সন্নিহিত শ্রীমধুসূদন।
অপূর্ব্ব সলিল তাতে প্রফুল্ল-কমল,
নানা পক্ষী কোলাহল সুধাসম জল।
সেই জলে স্নান পান সকলে করিলা,
নানা উপহারে কৃষ্ণে ভোগ যোগাইলা।

বিশ্রাম লভিয়া সবে দূর কৈলা শ্রম,
ঠাকুর কহেন কিছু করি নিবেদন।
শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস জন্মস্থান মধুপুর,
বসুদেবালয় ইহা হৈতে কতদূর।
সবে মেলি চল যাই দর্শন করিতে,
রাত্রি হৈলে নিবসিব সে সব স্থানেতে।
উদ্ধারণ কহে বাসা নির্ণয় করিয়া,
পশ্চাতে বেড়ান্ সবে দর্শন করিয়া।
ঠাকুর কহেন বাসা হবে কোন স্থানে,
উদ্ধারণ কহে তাহা কর নিরূপণে।
তিঁহ কহিলেন মথুরাতে সনাতন,
রহেন শুনেছি কোন ব্রাহ্মণ সদন।
শুনিয়া সকলে হৈলা আনন্দিত মনে,
উদ্ধারণ দত্ত গেলা তাঁর অন্বেষণে।
খুঁজিতে শুনিলা তিঁহ বৃন্দাবনে গেলা,
দ্বাদশ আদিত্য তীর্থে আশ্রম করিলা।
মাথুর বৈষ্ণব সনে আছে পরিচয়,
জাহ্নবা গমন বার্ত্তা সবে নিবেদয়।
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ আনন্দিত মন,
দত্তের সহিত আইলা করিতে দর্শন।

দত্ত জানাইলা আসি জাহ্নবার স্থানে,
আইলা বৈষ্ণবগণ তব দরশনে।
দণ্ডবৎ কৈলা সবে দেবী জাহ্নবারে,
পরিচয় জিজ্ঞাসেন পরম আদরে।
উদ্ধারণ দত্ত সবা পরিচয় দিলা,
শুনিয়া জাহ্নবা মাতা আনন্দ পাইলা।
ঠাকুরের পরিচয় দত্ত জানাইলা,
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ প্রণাম করিলা।
সবা সনে কোলাকুলী করিলা রামাই,
কহেন বৈষ্ণবগণ ভাগ্য সীমা নাই।
ঠাকুর কহেন সবে হও সাধুজন,
বন্দনীয় নহি আমি অতি অভাজন।
তাঁহারা কহেন তুমি মহৎ সন্ততি,
তোমারে না ভক্তি হৈলে হবে কোন্ গতি।
পরস্পর নতি স্তুতি করি বহুতর,
রূপ-সনাতন বার্ত্তা পুছেন তৎপর।
সকলেই কহে বৃন্দাবনে দুই ভাই,
ভট্টযুগ জীব সনে থাকেন্ সদাই।
তাঁদের বৃত্তান্ত শুনি সূর্য্যদাস-সুতা,
দেখিবার তরে মনে বাড়িল ব্যগ্রতা!

বৃন্দাবন প্রসঙ্গেতে রাত্রি পোহাইলা,
দেবীরে বৈষ্ণব নিজবাসে লয়ে গেলা।
জাহ্নবা বলেন হেথা রব দিন চারি,
পরিক্রমা করিয়া দেখিব মধুপুরী।
এত বলি ঠাকুরাণী কৈলা প্রাতঃস্নান,
পরিক্রমা করিবারে করিলা প্রয়ান।
কৃষ্ণ জন্ম স্থানে গেলা করিতে দর্শন,
যেখানেতে চতুর্ভুজ হৈলা নারায়ণ।
আগে উদ্ধারণ দত্ত মধ্যেতে শ্রীমতী,
পশ্চাতে রামাই চলে ভাবাবিষ্ট মতি।
অনেক বৈষ্ণব সঙ্গে আগে পিছে ধায়,
লীলাস্থলী যে যা জানে সকলি দেখায়।
কৃষ্ণজন্ম স্থানে গিয়া করিলা প্রণাম,
প্রেমাবেশে হৃদে স্ফুর্ত্তি হৈলা ভগবান।
শ্রীমতী ইঙ্গিতে রাম পড়ে জন্ম লীলা,
শুনিয়া শ্রীমতি-তনু মন আলুলিলা।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে।

তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং
চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধং।

শ্রীবৎসলক্ষং গল-শোভি-কৌস্তভং
পীতাম্বরং সান্দ্র-পয়োদ-সৌভগং॥ ১॥

এইরূপ শ্লোক শুনি হৈলা প্রেমাবেশ,
ঠাকুর পড়িলা ভূমে আলুথালু কেশ।
শ্রীমতীর পাদপদ্ম-রেণুতে লোটায়,
স্তম্ভ কম্প পুলকাশ্রু অঙ্গে উপজয়।
প্রেমাবেশে সবে মিলি করে হরিধ্বনি,
কৃষ্ণ নাম বিনা অন্য নাম নাহি শুনি।
এইরূপে কতক্ষণ করিয়া দর্শন,
তথা হৈতে রঙ্গভূমে করিলা গমন।
যাঁহা মল্ল যুদ্ধ কৈলা কৃষ্ণ বলরাম,
যাঁহা বহুবিধ লোক দেখিলা ভগবান্।
যে মঞ্চে চড়িয়া কংস কৌতুক দেখিলা,
চানূর মুষ্টিক যুদ্ধ অপরূপ লীলা।
নন্দরাজ লয়ে যত গোপ গোপীগণ,
বসুদেব মহামতি লইয়া স্বগণ।
নিজ নিজ মঞ্চে বসি দেখে যুদ্ধরঙ্গ,
সেই স্থান দেখি বাড়ে প্রেমের তরঙ্গ।

(মহাভাগ বসুদেব) শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ কমল-নয়ন শ্রীবৎসালঙ্কৃত কৌস্তভ-শোভিত পীতাম্বরধারী ঘনমেঘ সুন্দর সেই অলৌকিক বালককে (দর্শন করিলেন)।

জাহ্নবা কহেন্ রাম! পড় দেখি শ্লোক,
পড়েন রামাই শ্লোক শুনে সব লোক।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে।

মল্লানামশনি নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্,
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তাস্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং,
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গংগতঃ সাগ্রজঃ॥ ২॥

শ্লোক শুনি উদ্ধারণ প্রেমে মত্ত হৈলা,
পূর্ব্বের সখ্যতা ভাব হৃদে উপজিলা।
বাহু তুলি ডাকে কাঁহা কানাই বলাই,
মুখবাদ্য করে কত হাতে দেয় তাই।
কভু বা ভূমেতে পড়ে নেত্রে জলধার,
দেখিয়া জাহ্নবা মনে আনন্দ অপার।
পরে কংশ বধ স্থান করি দরশন,
উদ্ধারণ কহে কংশ বধ বিবরণ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অগ্রজের সহিত কংসের রঙ্গস্থলে প্রবেশ করেন, তখন তত্রস্থ মল্লগণ তাঁহাকে সুকঠিন অশনির ন্যায় দর্শন করিল; এবং সাধারণ মনুষ্যগণ সুন্দর পুরুষ বলিয়া, রমণীগণ মূর্ত্তিমান কন্দর্প বলিয়া, গোপগণ পরমাত্মীয় বলিয়া, দুষ্ট রাজন্যবর্গ শাসনকর্ত্তা বলিয়া, পিতা মাতা শিশু সন্তান বলিয়া, নিতান্ত মূঢ়গণ সামান্য বালক বলিয়া, যোগিগণ পরমতত্ত্ব বলিয়া, যাদবগণ পরম দেবতা বলিয়া ও কংস সাক্ষাৎ কৃতান্ত বলিয়া অবগত হইলেন।

মঞ্চ হৈতে কংশে কেশে ধরি মধুপতি,
আকর্ষিতে প্রাণ ছাড়ি লভে দিব্যগতি।
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরি বৈকুণ্ঠে চলিলা,
দয়াল কৃষ্ণের হয় এই এক লীলা।
কাঁহা গোব্রাহ্মণদ্রোহী কালনেমি মূঢ়,
বৈকুণ্ঠ-নিবাসী কাঁহা চতুর্ভুজ সুর।
এমন দয়াল কেবা আছে ত্রিজগতে,
দোষ দূর হয় তাঁর চরণ কৃপাতে।
অকামে সকামে যদি সদাই ধেয়ায়,
গাঢ় অনুরাগে সেই কৃষ্ণপদ পায়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়ে।

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ,
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং ॥৩॥

ঠাকুর কহেন কৃষ্ণ পরম দয়াল,
অন্যভাব ছাড়ি ভজে মদন গোপাল।
তার হৃদে প্রবেশিয়া দুরিত নাশিয়া,
সদ্বোধ উদয় করে ভক্তি জন্মাইয়া।

(শুকদেব পরীক্ষিতকে কহিলেন মহারাজ,) কোনরূপ কামনা থাকুক আর নাই থাকুক আর মোক্ষ কামনাই থাকুক সুবুদ্ধি ব্যক্তি জ্ঞান কর্ম্মাদি-বিরহিত ভক্তি সহকারে সেই পরম পুরুষের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন্। ৩।

উয়ে নিরন্তর তাঁরে করিলা চিন্তন,
সেই ত হইলা তার মুক্তির কারণ।
কামে ক্রোধে ভয়ে স্নেহে ভজে যেই জন,
একতা সৌহৃদ্যে দ্বেষে পায় সেই জন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে।

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেবচ,
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাংহিতে ॥৪॥

শুনি আনন্দিত হৈলা জাহ্নবা গোসাঞি,
নানা লীলা দেখি শুনি আনন্দ বাধাই।
এইরূপে চারি দিন পরিক্রমা করি,
দেখিলেন আনন্দেতে মথুরা নগরী।
শুনিলেন বৃন্দাবনে রূপ সনাতন,
জাহ্নবা গোসাঞি আইলা মথুরা ভুবন।
শুনি পুলকিত হৈলা গোসাঞি সকল,
তাঁহারে লইতে তবে লোক পাঠাইল।
শ্রীজীবকে কহিলেন তাঁরে আনিবারে,
হৃষ্টমনে জীব চলে যমুনা কিনারে।
গোসাঞি প্রেরিত লোক গিয়া মধুপুরে,
দণ্ডবৎ করি কহিলেন জোড় করে।

(শুকদেব কহিলেন) যাহারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিয়ত কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য, ও সৌহৃদ্য সংস্থাপন করে, তাহারা তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়। ৪।

তব আগমন শুনি রূপ সনাতন,
উৎকণ্ঠিত হৈলা সবে দেখিতে চরণ।
পশ্চাতে আছেন মোর শ্রীজীব গোসাঞি,
শুনি আনন্দিত হৈলা ঠাকুর রামাই।
উদ্ধারণ দত্ত কহে বিলম্বে কি কার্য্য,
চলুন্ সত্বর যাই সবে ব্রজমাঝ।
এ কথা শুনিয়া সূর্য্যদাসের নন্দিনী,
বৃন্দাবন চলে, বহে প্রেম সুরধুনী।
ক্ষণ বৃন্দাবন ছাড়া নহে তাঁর মন,
তথাপি দ্বিগুণ প্রেমে করে আকর্ষণ।
প্রফুল্লিত হৈল অঙ্গ কদম্ব আকার,
মুখে মন্দ হাসি নেত্রে বহে জলধার।
পাদপদ্ম সুকোমল কেমনে চলিবা,
তথাপিও নরযানে ব্রজে না যাইবা।
ব্রজের আচার হয় অতি দৈন্যময়,
তাহা ছাড়ি মাৎসর্য্যেতে বড় বিঘ্ন হয়।
এই মনে ভাবি মাতা করেন গমন,
আগে পিছে চলিলা বৈষ্ণব কতজন।
আগে উদ্ধারণ দত্ত পশ্চাতে রামাই,
তাঁর মধ্যে চলি যান্ জাহ্নবা গোসাঞি।

হরিধ্বনি করে সবে হয়ে হরষিত,
যমুনা কিনারে সবে হৈলা উপনীত।
বিশ্রাম ঘাটেতে গিয়া সবে দাঁড়াইলা,
বিরাম ঘাটের কথা শুনিতে লাগিলা।
উদ্ধারণ দত্ত কহে শুন বিবরণ,
অক্রূর দেখিলা এই হ্রদে নারায়ণ।
কৃষ্ণে লয়ে তিঁহ আসিলেন মথুরাতে,
বিশ্রাম করিলা এই থানে যদুনাথে।
জাহ্নবা কহেন স্নান কর এইখানে,
তবে ত যাইবে সবে সুখে বৃন্দাবনে।
এতেক শুনিয়া সবে মহা কুতুহলে,
স্নান পূজা কৈলা সেই যমুনার জলে।
উৎকণ্ঠা বাড়িল মনে যেতে বৃন্দাবন,
এদিকে শ্রীজীব তথা কৈলা আগমন।
শ্রীজীব গোস্বামী দেখি দত্ত মহাশয়,
শ্রীমতি সমীপে দেন্ তাঁর পরিচয়।
শ্রীজীব গোসাঞি যবে সম্মুখে আইলা,
এস এস বলি মাতা আদর করিলা।
জাহ্নবার পদে জীব কৈলা নতি স্তুতি,
প্রেমে গদগদ দেবী দেখিয়া ভকতি।

কহেন্ কেন বা তুমি এলে কষ্ট পায়া,
জীব কহে দুঃখ গেল চরণ দেখিয়া।
বহু জন্ম ফলে তব চরণ-দর্শন,
সফল হইল আজি মনুষ্য জনম।
জাহ্নবা কহেন তোমরাই ভাগ্যবান্,
তোমাদের কৈলা কৃপা গৌর ভগবান্।
রামেরে দেখিয়া জীব পুছিতে লাগিলা,
শ্রীজাহ্নবা দেবী তাঁর পরিচয় দিলা।
পরিচয় পেয়ে জীব হৈলা দণ্ডবৎ,
প্রতি নতি করি বলেন্ তুমি যে মহৎ।
কোলাকুলী করি দোঁহে করয়ে রোদন,
শ্রীজীব কহিলা বহু সদৈন্য বচন।
উদ্ধারণ দত্ত সনে কোলাকুলী কৈলা,
সাধুর সংসর্গে তথি প্রেম উপজিলা।
শ্রীজীব কহেন বিলম্বেতে কাজ নাই,
পাছে দুঃখ পেয়ে হেথা আসেন্ গোসাঞি।
জাহ্নবা কহেন বাপু! আগে চল তুমি,
শ্রীজীব চলিলা আগে তাঁর আজ্ঞা মানি।
সকলে চলিয়া যায় হরিধ্বনি দিয়া,
কতক্ষণে উত্তরিলা বৃন্দাবনে গিয়া।

যমুনার জল হয় শ্যামল চিক্কণ,
দেখিয়া জাহ্নবা মনে কৃষ্ণ উদ্দীপন।
পূরবের ভাব তাঁর হৃদয়ে স্ফুরিলা,
সময় বুঝিয়ে তাহা সম্বরণ কৈলা।
এই রূপে চলি গেলা ভাবাবিষ্ট মনে,
উপনীত হৈলা গিয়া শ্রীরূপ সদনে।
এইত কহিনু বৃন্দাবনেতে গমন,
শ্রবণ করিলে ভরে প্রেমানন্দে মন।
জাহ্নবা রামাই পাদপদ্মে অভিলাষ,
এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস।

ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ কৃষ্ণ বলরাম,
জয়াদ্বৈত গোপেশ্বর দেহ ভক্তিদান।
জয় জয় বৃন্দাবন মদন গোপাল,
জয় জয় ভক্তবৃন্দ পরম দয়াল।

প্রত্যহ আসেন সবে শ্রীরূপে ভেটিতে,
সে দিন আইলা সবে জাহ্নবা দেখিতে।
সবে আসি শ্রীমতীকে করিলা প্রণাম,
তিঁহ শুদ্ধভাবে সবে করিলা সম্মান।
উদ্ধারণ দত্ত সহ আছে পরিচয়,
গোসাঞি সকল তাঁর সঙ্গেতে মিলয়।
ঠাকুরে দেখিয়া সবে চাহে পরিচয়,
উদ্ধারণ বিবরিলা তাঁহার বিষয়।
পরিচয় পায়া সবে গেলা তাঁর কাছে,
পূর্ব্ব হতে তাঁর চিত্ত প্রেমে ভরি আছে।
গুরুর সাক্ষাতে প্রেম রহে সম্বরিয়া,
কখন কি আজ্ঞা হয় সেবার লাগিয়া।
দণ্ডবৎ হৈলা যবে শ্রীরূপ গোসাঞি,
দণ্ডবৎ পড়ে ভূমে ঠাকুর রামাই।
বৃন্দাবন যবে তিঁহ প্রবেশ করিলা,
ব্রজরেণু মাখিবারে মনে সাধ হৈলা।
আজ্ঞা সেবা লাগি ছিলা সম্বরণ করি,
অবসর পেয়ে বাড়ে প্রেমের লহরী।
গোসাঞি বিহ্বল হৈলা তাঁর ভাব দেখি,
নবপ্রেম অনুরাগে হৈলা মাখামাখি।

গড়াগড়ি যায় তিঁহ নেত্রে অশ্রুধার,
কম্প স্বেদ স্বরভঙ্গ পুলক সঞ্চার।
দেখিয়া সবার নেত্রে বহে অশ্রুজল,
শ্রীমতী জাহ্নবা হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
কতক্ষণে স্থির হৈলা করি কৃতাঞ্জলি,
কহেন শ্রীরূপ মোরে দাও পদধূলী।
আছহ তোমরা সবে করি প্রণিপাত,
পদধূলী দাও মোরে লহ নিজ সাত।
বহুদূর হৈতে মুঞি আইনু বড় আশে,
মোরে দয়া করি এবে রাখ নিজপাশে।
নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রিয় ভক্তগণ,
মোরে দয়া কর সব পতিত পাবন।
তোমা সবা কৃপা বিনু ব্রজ নাহি পাই,
ব্রজে সঁপিলেন তোমা চৈতন্য গোসাঞি।
প্রভু অনুরাগে রূপ ! ছাড়িলে বিষয়,
অকিঞ্চন হৈয়া কৈলে ব্রজের আশ্রয়।
প্রভু তব হৃদে অষ্ট শক্তি সঞ্চারিলা,
কবিকর্ণপূর মুখে তাহা যে শুনিলা।
প্রিয়ভক্ত বলি প্রভু জানি যে তোমারে,
প্রিয় স্বরূপ তেঁই লিখে কর্ণপূরে।

প্রভুর দয়িত যেই তাঁহারি স্বরূপ,
প্রেমের স্বরূপ রস বিলাসের কূপ।
সেই জাতি বলি প্রভু তোমারে জানিলা,
নিজ অনুরূপ বলি নিশ্চয় করিলা।
তোমার দ্বারায় ভক্তি-শাস্ত্র প্রবর্ত্তিলা,
প্রভু একরূপে তেঁই গ্রন্থেতে লিখিলা।
তত্র শব্দে কহে শ্রীরাধা ঠাকুরাণী,
তাঁর অনুরূপ বলি তাহাতে বাখানি।
স্ব শব্দে কহেন প্রভু আপন বিলাস,
স্ববিলাস এই হেতু কহিলা নির্যাস।
এই অষ্টরূপ শক্তি কৈলা সঞ্চারণ,
ইহার প্রমাণ কর্ণপূরের বচন।

তথাহি শ্রীচন্দ্রোদয় নাটকে।

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাতিরূপে,
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততানরূপে স্ববিলাসরূপে। *

---

* প্রভু চৈতন্যদেব যেরূপ গোস্বামীতে মহাভাব-পর্য্যাপ্তি, শ্রীরাধার মহোদার্য্য মহিমার সীমা, রাধারূপযৌবন হেলা-লীলাদির পর্য্যাপ্তি, শ্রীকৃষ্ণগুণ-লীলা চরিত্রলাবণ্যাদির সীমা, নিজ ধর্ম্মাচরণ মুদ্রাদির পরিপাক, ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের পরিপাক, রাধিকালীলা-বিলাস-মাধুরী, কৃষ্ণ-বিলাসের পরিপাক, প্রভৃতি অষ্টবিধ শক্তির বিস্তার করিয়াছিলেন।

এতেক শুনিয়া তবে শ্রীরূপ গোসাঞি,
কহিতে লাগিলা কিছু রাম-মুখ চাই।
শুন শুন মহাশয় করি নিবেদন,
আপনার সাধুগুণে করি প্রশংসন।
শ্রীবংশী-বদন হন্ বংশী-অবতার,
নিতাই চৈতন্য নামে দুই পুত্র তাঁর।
চৈতন্যের পুত্ররূপে বংশীর আবেশে,
জনম লভিলে তুমি কহি নির্ব্বিশেষে।
মুঞি তাঁরে দেখিয়াছি ভক্তগণ সঙ্গে,
প্রভু সঙ্গে ভাসিতেন্ প্রেমের তরঙ্গে।
সেই সুলক্ষণ সব দেখি যে তোমাতে,
তুমি সেই বস্তু, অন্য নাহি লয় চিতে।
তাতে তুমি অনুগত হইলে যাঁহার,
অদ্ভুত মহিমা কেবা জানিবে তোমার।
মোরে অনুগ্রহ কর হই তব দাস,
প্রভু পরিকর তুমি করি তব আশ।

এই শ্লোকের অন্যতম টীকাকার উল্লিখিত অষ্ট প্রকার শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু পূজ্যপাদ গ্রন্থকার শ্রীশ্রীরাজবল্লভ গোস্বামি প্রভু নিজ গ্রন্থ লিখিত পদ্যানুবাদে শ্লোকের প্রকৃত অর্থ রক্ষা করিয়া 'তত্রশব্দে কহে শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী" এইরূপ লেখায় নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, কোন গ্রন্থে "ততানরূপে" এই স্থলে "তত্রান্তরূপে" এইরূপ পাঠ আছে।

সনাতন গোসাঞি আসি দণ্ডবৎ হৈলা,
শশব্যস্তে রামচন্দ্র তারে প্রণমিলা।
দোঁহে কোলাকুলী করি সঘনে রোদন,
পুনঃ পুনঃ নতি স্তুতি প্রণয় বচন।
এই মত ভট্টযুগ সহ আলিঙ্গন,
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ সদৈন্য বচন।
শ্রীদাস গোসাঞি আর শ্রীজীব গোসাঞি,
দোঁহার সঙ্গেতে মিলি আনন্দ বাধাই।
কত যে আনন্দ হৈল বর্ণিতে না পারি,
সংক্ষেপে লিখিনু গ্রন্থ বাহুল্যকে ডরি।
মোরে প্রভু দয়া করি যাহা শুনাইলা,
তাহার কিঞ্চিৎ মুঞি গ্রন্থেতে লিখিলা।
তারপর শুন সবে করি নিবেদন,
জাহ্নবা কহেন শুন রূপ সনাতন।
আমারে দেখাও আগে গোবিন্দ চরণ,
তবে ত করিব আমি পাক আয়োজন।
রূপ সনাতন কহে যে আজ্ঞা তোমার,
গোবিন্দ মন্দিরে তবে হন্ আগুসার।
গোবিন্দ মন্দিরে গেলা করিতে দর্শন,
শ্রীজীব করেন তথা পাক আয়োজন।

শ্রীমতীর সঙ্গে সবে গমন করিলা,
শ্রীগোবিন্দ সন্নিধানে উপনীত হৈলা।
দেখিয়া সাক্ষাৎ সেই ব্রজেন্দ্র নন্দন,
অপরূপ মধুরিমা কোটীন্দু-বদন।
দণ্ডবৎ কৈলা সবে ভূমেতে লুঠিয়া,
সবাই রহিলা অগ্রে কৃতাঞ্জলি হৈয়া।
কোটিকাম-কলা-নিধি মন্মথ মন্মথ,
কুলবধূ সতী ভুলে ছাড়ি আর্য্যপথ।
দেখিয়া জাহ্নবা দেবী পরম উল্লাস,
স্বাভাবিক প্রেমচিত্তে হইলা প্রকাশ।
মন্দ মৃদু হাসি মুখে নয়ন তরঙ্গ,
চন্দ্রেতে চকোর যেন পদ্মে লুব্ধভৃঙ্গ।
পুলক কদম্ব অঙ্গে কম্প উপজয়,
কলার বালুড়ী যেন পবনে দোলায়।
ধীরার স্বভাবে প্রেম করে সম্বরণ,
গোবিন্দ প্রফুল্ল দেখি জাহ্নবা বদন।
অতি সুমাধুর্য্য দেখি রূপ সনাতন,
দোঁহে মনে মনে তাহা করে নির্দ্ধারণ।
শ্রীমতী পশ্চাতে থাকি ঠাকুর রামাই,
সে প্রেম সাগরে তিঁহ মগন তথাই।

সবে প্রেমাবিষ্ট হৈলা তাঁর প্রেম দেখি,
কৃষ্ণ দরশনে যথা রাধা চন্দ্র-মুখী।
সেই উদ্দীপনে ভাব জন্মিল সবার,
তাহা নিরূপণ করি কি শক্তি আমার।
এইরূপে কতক্ষণ ভাব সংগোপিয়া,
বাহিরে আইলা শ্রীগোবিন্দে প্রণমিয়া।
গোসাঞি সকল চলি আইলা তাঁর সাতে,
উপনীত হৈলা আসি শ্রীরূপকুটীতে।
পদ ধুই দিলা সবে করিয়ে যতন,
পাকশালে গিয়া দেবী করিলা রন্ধন।
ডাল রুটী শাক অন্ন বিবিধ প্রকার,
খিরসা খিরানী ভাজা ব্যঞ্জন অপার।
আয়োজন করি দিলা ঠাকুর রামাই,
অবিলম্বে পাক কৈলা জাহ্নবা গোসাঞি।
শ্রীরাধাগোবিন্দে তবে করালা ভোজন,
আচমন দিয়া কৈলা তাম্বূল অর্পণ।
শ্রীরূপে কহেন তবে শ্রীমতি জাহ্নবা,
সকলে মিলিয়া বৈস প্রসাদ পাইবা।
শ্রীরূপ কহেন তুমি কর উপযোগ,
আমরা পশ্চাতে পাব তব শেষভোগ।

জাহ্নবা কহেন আগে দিয়া তোমা সবে,
পশ্চাতে পাইলে আমি সুখী হই তবে।
সনাতন কহে তুয়া আজ্ঞা বলবান্,
যাতে তব সুখ হয় সেই ত প্রমাণ।
বসিলা সকলে তবে প্রসাদ পাইতে,
রামাই লাগিলা পরিবেশন করিতে।
শ্রীরূপ সনাতন ভট্টরঘুনাথ,
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ।
লোকনাথ গোসাঞি শ্রীভুগর্ভ গোসাঞি।
যাদব আচার্য্য আর গোবিন্দ গোসাঞি।
উদ্ধব দাস আর শ্রীমাধব গোপাল,
নারায়ণ গোবিন্দ ভকত সুরসাল।
চিরঞ্জীব গোসাঞি আর বাণীকৃষ্ণদাস,
পুণ্ডরীক ঈশান বালক হরিদাস।
এ সকল মুখ্য ভক্ত কত লব নাম,
সবা লয়ে বসি সুখে মহাপ্রসাদ পান্।
সুধা-বিনিন্দিত পাক করিলা শ্রীমতী,
প্রচুর করিয়া দেন রামাই সুমতি।
অক্ষয় অব্যয় হয় পাকের ভাণ্ডার,
সুস্বাদ পাইয়ে মাগে যে ইচ্ছা যাঁহার।

আকণ্ঠ পূরিয়া সবে করিলা ভোজন,
হরিধ্বনি করি সবে কৈলা আচমন।
দেখিতে আইলা যত ব্রজবাসী জন,
সমাদরে করাইলা সবারে ভোজন।
পশ্চাতে আপনি কিছু গ্রহণ করিলা,
অক্ষয় ভাণ্ডার তেঁই বহুত রহিলা।
প্রসাদ পাইয়া কৈলা যমুনাতে স্নান,
ঠাকুর রামাই সেবা কৈলা সমাধান।
জাহ্নবা গোসাঞি গিয়া বসিলা আসনে,
সেখানে মণ্ডলী করি বসি সব জনে।
শ্রীরূপ কহেন তবে শুনহে রামাই,
কিছু অবশেষ যেন তোমা হতে পাই।
রামাই যে কালে গেলা প্রসাদ পাইতে,
কিছু অবশেষ দিলা শ্রীরূপের হাতে।
সংগোপনে মাগি কেহ করিলা ভক্ষণ,
হেথা শ্রীরামাই করি প্রসাদ গ্রহণ।
যমুনাতে গিয়া কৈলা সুখাবগাহন,
শুষ্ক বস্ত্র পরি আইলা সবা বিদ্যমান্।
প্রতিদিন ভাগবত করেন শ্রবণ,
রঘুনাথ দাস তাহা করে অধ্যয়ন।

সে দিন শ্রীমতী আগে অনুমতি লইলা,
নানা রাগ তাল মানে পড়িতে লাগিলা।
আনন্দ অম্বুধি রস কৃষ্ণলীলাস্বাদ,
শুনিতে কহিতে সবে হয় উনমাদ।
শ্লোক ব্যাখ্যা জনে জনে করেন সবাই,
জ্ঞান ভক্তি অর্থে তথা কম কেহ নাই।
শ্রীরূপ কহেন শুন ঠাকুর রামাই,
তুমি কিছু কহ যদি মহা সুখ পাই।
ঠাকুর কহেন মুঞি তোমা সবা আগে,
কি কহিব, শুনিতেই বড় ভাল লাগে।
সকলে কহেন, শুনি তোমার বদনে,
কহেন ঠাকুর সবা করিয়া বন্দনে।
শ্রবণ কীর্ত্তন এই শ্লোকের ব্যাখ্যান,
সপ্তম স্কন্ধের কথা প্রহ্লাদ আখ্যান।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমে।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ-সেবনং
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম-নিবেদনং।

এই শ্লোক পড়িলেন শ্রীভট্ট গোসাঞি,
শ্লোক ব্যাখ্যা করিলেন ঠাকুর রামাই।

প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধ করিয়া যোজন,
জ্ঞান যোগ ভক্তি অর্থে কৈলা সংঘটন ॥
শুনিয়া পাইল সুখ গোসাঞি সকল,
সবাকার নেত্রে তবে বহে অশ্রুজল।
এই মতে কতক্ষণ আনন্দ উল্লাস,
কহিতে শুনিতে হয় প্রেমের প্রকাশ।
পরম আনন্দে তবে হৈল সন্ধ্যাকাল,
নিজ নিজ স্থানে যেতে সকলে চঞ্চল।
আরতি করিতে গেলা গোবিন্দ মন্দিরে,
আরতি করেন অতি আনন্দ অন্তরে।
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে সুমঙ্গল পদ গাই,
জয় জয় করে সবে আনন্দ বাধাই।
গোবিন্দ মুখারবিন্দ কোটীন্দু কিরণ,
যেই দেখে তার মন করে আকর্ষণ।
বৃন্দাবন নানা বৃক্ষ লতাতে বেষ্টিত,
নানাপক্ষী অলিকুল করয়ে সঙ্গীত।
গাভীর হুঙ্কার বৃষগণের গর্জ্জন,
নব বৎস কত শত করে আস্ফালন।
গোধূলি গগন ভেদি করে অন্ধকার,
শিঙ্গা বাঁশী বাজে কত রাখাল হাঁকার ॥

রসাল প্রদীপ কত জ্বলে ঘরে ঘরে,
ধূপ মাল্য গন্ধামোদে বৃন্দাবন ভরে।
গাভীর দোহন শব্দ শুনিতে মধুর,
নানা রাগ তালে গায় গায়ক চতুর।
কি দিব তুলনা তার নাহিক সুষমা,
ব্রহ্মা শিব অনন্তাদি না পান্ মহিমা।
শ্রীমতি জাহ্নবা তবে গোবিন্দের প্রতি,
এক দৃষ্টে দাঁড়াইয়া কৈলা কত স্তুতি।
ঠাকুর রামাই আর শ্রীরূপ গোসাঞি,
প্রেমানন্দে ভাসে সুখ ওর নাহি পাই।
গোবিন্দ সাক্ষাতে যৈছে রাধা সমা সখী,
ঐছন সুষমা ভঙ্গি তাহাতে নিরখি।
এই মতে কতক্ষণ কৈলা দরশন,
রঘুনাথ ভট্ট গোসাঞি পূজারী তখন।
সেবা সাঙ্গ হৈল পুনঃ আরতি বাজিলা,
জাহ্নবা দেবীরে লঞা বাসায় আসিলা।
নিজবাসে আসি রূপ কৃষ্ণ কথা রসে,
গোঙাইলা সুখে রাত্রি বসি তাঁর পাশে।
প্রাতঃকালে করি সবে যমুনাতে স্নান,
প্রাতঃকৃত্য সমাপিয়া করিলা বিশ্রাম।

এইরূপে দুই চারি দিবস রহিলা,
একদিন সনাতন কহিতে লাগিলা।
আমার কুটীতে দেবি! দাও পদধূলি,
মদনগোপালে দেখ হয়ে কুতূহলী।
শুনিয়া জাহ্নবা কহেন মধুর বচনে,
তোমাদোঁহে দিলা প্রভু এই বৃন্দাবনে।
যাঁহা রাখ তাঁহা রহি নাহি মতান্তর,
আমি কি বলিব বল তোমার গোচর!
পরিক্রমা করি বৃন্দাবন লীলা শুনি,
তোমার প্রসাদে হবে সব সিদ্ধি জানি।
সনাতন কহে শুনি আশ্চর্য্য কাহিনী,
মোরে লুকাইছ তব পূর্ব্বকথা জানি।
হাসিয়া শ্রীমতী উঠি করিলা গমন,
দ্বাদশ আদিত্যে লঞা গেলা সনাতন।
রূপে নিমন্ত্রণ কৈলা স্বগণ সহিতে,
শ্রীমতীকে লইয়া গেলা গোপাল সাক্ষাতে।
মদনগোপাল দেখি জাহ্নবা রামাই,
আনন্দে ভাসিলা তথি প্রেম সীমা নাই।
ত্রিভঙ্গ সুন্দর অঙ্গ নবঘনদ্যুতি,
ধীরললিত শ্যাম মোহন মুরতি।

পূর্ণ-চন্দ্র জিনি মুখ কমল নয়ন,
ভুরু কামধনু জিনি তেড়ছ সন্ধান।
ইন্দ্র নীল মণি পট্ট প্রশস্ত হৃদয়,
বনমালা সকৌস্তুভ তাহে বিরাজয়।
করিবরকর জিনি বাহুর বলন,
কটীতটে পীতধটী অতি সুশোভন।
পদাম্বুজে শোভে নখ চন্দ্রের মালিকা,
করনখ-চন্দ্র বেড়ি শোভে মুরলিকা।
ময়ূর শিখণ্ডী উড়ে চূড়ার উপর,
দেখিয়া মদন ভুলে রূপের আকর।
এহেন মাধুর্য্য দেখি যত সুখ হৈল,
সেই তার সাক্ষী অন্য কিছু না মিলিল।
মনের আনন্দে দেবী করিলা রন্ধন,
ঠাকুর করিলা সব পাক আয়োজন।
নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি কৈলা উপহার,
শাক সূপ ভাজী রুটী বিবিধ প্রকার।
পাক সমাপিয়া কৈলা গোপালে অর্পণ,
মহাসুখে দেব দেব করিলা ভোজন।
আচমন দিয়া মাতা তাম্বূল অর্পিলা,
মদনগোপাল তাহে সুখাবিষ্ট হৈলা।

ভক্ত সনাতন তাহা জানিলা অন্তরে,
কৃষ্ণসুখ মর্ম্ম কেবা জানিবারে পারে।
নিমন্ত্রণে আসিলেন গোসাঞি মণ্ডলী,
রামাই প্রসাদ দেন্ হয়ে কুতুহলী।
যাঁর যেই রুচি তাহা মাগিয়া লইয়া,
প্রসাদ পাইলা সবে আকণ্ঠ পূরিয়া।
জাহ্নবা গোসাঞি শেষে ভোজন করিলা,
তাঁর অবশেষ পাত্র রামাই পাইলা।
এই রূপে দিবা গেল হৈল সন্ধ্যাকাল,
শ্রীমতী আরতি কৈলা মদন গোপাল।
কাংস্য ঘণ্টা বাজে কত মৃদঙ্গ ঝাঁঝরী,
রসাল প্রদীপ কত জ্বলে সারি সারি।
ধূপ দীপ পুষ্প মালা গন্ধে আমোদিলা,
ভ্রমর ঝঙ্করী মধু মদেতে মাতিলা।
কোকিল পঞ্চমে গায় ময়ূরের রব,
কর্ণ রসায়ন, করে প্রেম সমুদ্ভব।
মন্মথ মন্মথ রূপ ব্রজেন্দ্র নন্দন,
নেত্রভঙ্গে গোপীগণে করে বিমোহন।
পিতাম্বর পরিধান সুচারু বদন,
সিংহগ্রীবা মহামত্ত কমল-লোচন।

প্রদীপ কিরণে মুখ করে ঝলমল,
মুরলী অধরে যেন বিদ্যুৎ চঞ্চল।
মন্দ হাসি ভঙ্গি করি নয়ন দোলায়,
দেখিয়া জাহ্নবা মন তনু আগে ধায়।
নতি স্তুতি করি বহু বাহিরে আইলা,
পূজারী আসিয়া সবে মালা সমর্পিলা।
বসিলা সকলে মেলি মদন গোপালে,
প্রসঙ্গ ক্রমেতে সবে কত কথা বলে।
রামাই কহেন্ কিছু করি নিবেদন,
লক্ষ্য তাঁর শ্রীজাহ্নবা রূপ সনাতন।
এ এক সন্দেহ মনে শুন মহাশয়,
নিশ্চয় করিয়া কহ ঘুচুক সংশয়।
মদন গোপাল শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ,
কেবা প্রকাশিয়া তিনে, করিলা সনাথ।
সনাতন কহে আদি অন্ত নাহি জানি,
মথুরাতে বিপ্রগৃহ হতে এঁরে আনি।
ভিক্ষার কারণ মুঞি করিয়ে ভ্রমণ,
আচম্বিতে বিপ্রগৃহে পাইনু দরশন।
হরিল আমার মন গোপাল পলকে,
সেই বিপ্র কৃপা করি দিলেন আমাকে।

আইলা গোপাল হেথা মোরে কৃপা করি,
ফুল ফল জলে আমি সেবা সমাচরি।
রূপ কহে ঐছে মুঞি পাইনু যমুনাতে,
মোরে প্রত্যাদেশ কৈলা কতেক রাত্রিতে।
গোপীনাথ খেলে কত বালক সহিত,
রঘুনাথ চিনি তাঁরে করিলা বিদিত।
এই ত কহিনু আর না জানি বিশেষ,
অজ্ঞজীব কি জানিব কৃষ্ণের উদ্দেশ।
এতেক বলিয়া তবে রূপ সনাতন,
জাহ্নবা গোসাঞি পাদে করি সম্বোধন।
শ্রীরূপ কহেন দেবি! ইহার উদ্দেশ,
তোমা বিনে কেহ নাহি জানে সবিশেষ।
পূর্ব্ব ব্রজলীলা কথা সব তুমি জান,
সেই দেহে এই দেহে কভু নহে ভিন।
জাহ্নবা কহেন তুমি জান সর্ব্বতত্ত্ব,
তথাপি শুনিতে চাহ এই ত মহত্ত্ব।
শুন কহি ব্রজলীলা অপ্রকটকালে,
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে রাধা ব্যাকুল অন্তরে।
নবম দশায় যবে হইলা বিগুণ,
দেখি সখীগণে দুঃখ বাড়য়ে দ্বিগুণ।

নবম অন্তরে পাছে দশম উদয়,
এই ভয়ে সখীগণ উপায় সৃজয়।
কৃষ্ণমূর্ত্তি নিরমিলা শেষে সবে মিলি,
মূরতি দেখিয়ে গোপী মনে কুতূহলী।
সেই মূর্ত্তি রাধিকাকে সাক্ষাৎ দেখায়,
দরশন মাত্র তাঁর উল্লসিত কায়।
বিলাসে লালসা নাই দরশনে আশা,
এহেতু দর্শনে উপজয় ভাবোল্লাসা।
কৃষ্ণের স্বেচ্ছাতে মূর্ত্তি ভক্তে সুখ দিতে,
নিষ্কাম ভক্তেতে করে কাম আরোপিতে,
সেই মূর্ত্তি লয়ে রাধা মিলি গোপীগণে,
যমুনার কূলে লীলা করে সঙ্গোপনে।
সেইত গোবিন্দ দেব ইথে নাহি আন্,
সেই সেবা প্রকাশিলে তুমি ভাগ্যবান্।
তোমা দোঁহা গুণে কৃপা কৈলা গৌররায়,
এই সেবা প্রকাশিলা দোঁহার দ্বারায়।
শুনি দোঁহাকার মনে আনন্দ বাড়িল,
গদগদ স্বরে কত স্তুতি বাদ কৈল।
তোমা হৈতে জানিলাম গোবিন্দ মহত্ত্ব,
কৃপা করি কহ শুনি গোপাল চরিত।

জাহ্নবা কহেন্ কৃষ্ণ দ্বারকা নগরে,
মহৈশ্বর্য্য যুক্ত লীলা কত মত করে।
একদিন কুরুক্ষেত্র যেতে, বৃন্দাবনে,—
দেখিবারে যাত্রা কৈলা ব্রজবাসীগণে।
গোপ গোপী সখা সখী মাতা পিতা গণে,
সুখের অবধি মধুময় বৃন্দাবনে।
ভ্রমর ঝঙ্করে, করে কোকিলেতে গান,
সখাগণ খেলে খেলা প্রেমে আগুয়ান।
গোপাল মূরতি আরোপিয়া তাঁর সনে,
দিবা নিশি খেলে খেলা আনন্দিত মনে।
হেন কালে কৃষ্ণচন্দ্র গেলা সেই খানে,
তাঁরে দেখি সভয় হইলা সব জনে।
কহিলেন কেন ভাই! না চিন এখন,
সেই প্রাণ সখা আমি ব্রজেন্দ্র নন্দন।
শ্রীদামাদি কহে সেই সখা গোপবেশ,
তোমারে ত দেখি যেন ক্ষত্রিয় আবেশ।
যদি আমা সখা বট, রথ হৈতে আসি,
ভোজন করিব এস, সবে মিলি বসি।
মনে মনে হাসি কৃষ্ণ আসি সবা মাঝে,
গোপবেশ ধরি সবা মাঝেতে বিরাজে।

দুই মূর্ত্তি সবা সঙ্গে করয়ে বিলাস,
কিছু ভিন্ন ভেদ নাই স্বরূপ প্রকাশ।
কতক্ষণ বৈ কৃষ্ণ করিলা গমন,
বাহ্যস্মৃতি নাই কারো খেলা মাত্র মন।
দেখিয়া ব্রজের ভাব কৃষ্ণ চমৎকার,
আপনা নিন্দিয়া কৃষ্ণ করে হাহাকার।
ভাবসিদ্ধ ব্রজবাসী নিগূঢ় ভজন,
হেন প্রেম আস্বাদিতে বিধি বিড়ম্বন।
মদন গোপাল মূর্ত্তি সঙ্গেতে খেলায়,
অন্যান্য বিলাস লীলা তাহে নাহি ভায়।
সেই ত গোপাল সেবা করিলে প্রকাশ,
সংক্ষেপ করিয়া এই করিনু নির্যাস।
শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা রূপ সনাতন,
পুনঃ পুনঃ বন্দিলেন জাহ্নবা চরণ।
শুনিয়া রামাই প্রেমে প্রফুল্ল হইয়া,
প্রণাম করয়ে ভূমে অষ্টাঙ্গ লোটায়া।
তারপর কহে সেই রূপ সনাতন,
কৃপা করি কহ গোপীনাথ বিবরণ।
জাহ্নবা কহেন্ বৃন্দাবনে ব্রজনাথ,
ক্ষণকাল নাহি ছাড়ে ব্রজবাসী সাথ।

কভু পিতা মাতা সনে কভু গোপীসনে,
কভু সখা সনে কভু ব্রজবাসী সনে।
যার যবে উৎকণ্ঠা বাড়ে দেখিবারে,
স্বকায় মাধুর্য্যরূপ দেখিবার তরে।
ভক্তে সুখ দিতে বিলসয়ে বৃন্দাবনে,
নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহ নাহি জানে।
আপন ইচ্ছাতে হৈলা বিগ্রহ স্বরূপ,
সচল অচল ভেদে ভক্ত অনুরূপ।
ইহার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে মাধবেন্দ্র পুরী,
মাগিয়া গোপাল তাঁর সেবা অঙ্গীকরী!
এই সব প্রসঙ্গেতে রাত্রি পোহাইলা,
স্নান করিবারে সবে যমুনা চলিলা।
স্নান করি আসি সবে নিজ নিজ স্থানে,
নিত্যকৃত্য সমাপন কৈলা একমনে।
এইরূপে দুই চারি দিবস রহিলা,
পরিক্রমা করি সবে আনন্দিত হৈলা।
মদন গোপাল শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ,
ইঁহাদের পূর্ব্বকথা যে করে আস্বাদ।
প্রতিমা তটস্থ বুদ্ধি নাহি হয় তাঁর,
কৃষ্ণের স্বরূপ জ্ঞানে হয় অধিকার।

এ সব প্রসঙ্গ শুনি প্রভুর মুখেতে,
সংক্ষেপে লিখি যে কিছু আপন বুদ্ধিতে।
এতে অপরাধ মোর না লইবে ভাই !
যেন তেন রূপে মাত্র কৃষ্ণলীলা গাই।
অবজ্ঞা না কর সবে আমার কথায়,
যাহা শুনি তাহা লিখি নাহি মোর দায়।
তার পর শুন সবে মোর নিবেদন,
শ্রীরাধারমণ কুঞ্জে প্রভুর গমন।
শ্রীগোপাল ভট্ট আসি প্রণাম করিলা,
সমাদরে শ্রীমতীকে লইয়া চলিলা।
নিজবাসে আনি তাঁর পদ ধুয়াইলা,
শিরে ধরি সেই জল সৌভাগ্য মানিলা।
প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলা,
পূর্ব্বাবস্থা তাঁর মনে উদয় হইলা।

তথাহি—

রাধা-ব্রজেন্দ্রাত্মজ-পাদপঙ্কজচ্ছটা-মরালীকৃত-চিত্তবৃত্তিকাং
সমস্তগোপী-জনরাগ-পঞ্জরীং অনঙ্গপূর্ব্বাং প্রণমামি মঞ্জরীং॥

এই রূপ অষ্ট-শ্লোকে করেন স্তবন,
তাহার নিগূঢ় অর্থ না যায় বর্ণন।

নানা উপাচারে তথা পাক করাইলা,
গোসাঞি সকলে নিমন্ত্রণ করি আইলা॥
পাক করি শ্রীরাধারমণে সমর্পিয়া,
সেবা সমাপন কৈলা তাম্বূলাদি দিয়া।
প্রসাদাদি পাইলা তবে গোসাঞি সকলে,
জাহ্নবা করিলা সেবা বসিয়ে বিরলে।
শ্রীগোপাল ভট্ট আর ঠাকুর রামাই,
শেষপাত্র বাঁটি লয়ে ভুঞ্জে সেই ঠাঁই।
শ্রীমতী জাহ্নবা করি যমুনাতে স্নান,
সন্ধ্যাকালে প্রণমিলা শ্রীরাধারমণ।
পরিক্রমা করিবারে গোবিন্দ গোপাল,
কতেক আনন্দে দেবী চলিলা তৎকাল॥
ক্রমেতে গোসাঞি সব করিলা সেবন,
সে সব বিস্তার কথা না যায় বর্ণন।
যাঁহা নিমন্ত্রণ হয় তাঁহা মহোৎসব,
তাঁহা কৃষ্ণ কথাস্বাদ প্রেম অনুভব।
ধীর সমীর বংশীবট আর বিশ্রামাদি,
সর্ব্বত্র গমন রাধা কৃষ্ণলীলা স্বাদী।
এই রূপে পরিক্রমা করি বৃন্দাবন,
কভু কোন্ বনে কৃষ্ণ লীলা আস্বাদন॥

রূপ সনাতন সঙ্গে ভট্ট রঘুনাথ,
শ্রীগোপাল ভট্ট সঙ্গে দাস রঘুনাথ।
পূর্ব্বে যেন রাধিকার সঙ্গে সখীগ
সেই ভাব সবাকার হৈল উদ্দীপন।
যাবট বর্ষান নন্দীশ্বর মহাবন,
রাধাকুণ্ড মণি সরোবর গোবর্দ্ধন
খদীর বহলা লোহ কুমুদ ভাণ্ডীর,
তালবন আদি করি কালিন্দীর তীর।
এই রূপে পরিক্রমা কৈলা বনে বনে,
সংক্ষেপে কহিনু অজ্ঞ না দেখি নয়নে।
মোর প্রাণপতি সেই ঠাকুর রামাই,
তাঁর মুখে শুনি লিখি মোর দোষ নাই।
অনন্ত অপার বৃন্দাবন পরিক্রমা,
মুঞি ছার কি বা তাহা করিব বর্ণনা।
শুন শুন বন্ধুগণ মোর নিবেদন,
জাহ্নবা রামাই লয়ে ভ্রমে বৃন্দাবন।
সবে মাত্র কাম্যবনে না কৈলা গমন,
ঠাকুর রামাই তবে করে নিবেদন।
কত দিনে কাম্যবনে করিবে বিজয়,
কাম্যবনে দেখ গোপীনাথ দেবালয়।

দুই তিন মাস হৈল করি দরশন,
কতদিনে পরিক্রমা হবে বৃন্দাবন ?
জাহ্নবা কহেন্ কি করিব নিরুপণ,
অনন্ত অপার কামরূপ বৃন্দাবন।
এক দিন কহেন্ শ্রীজাহ্নবা গোসাঞি,
মন্দহাসি রূপ সনাতন মুখ চাই।
কাম্যবনে যাব গোপীনাথ দরশনে,
তোমরা না গেলে আমি যাইব কেমনে।
তোমা সবা হৈতে মোর সুখে দিন যায়,
মদন গোপাল দেখি শ্রীগোবিন্দ রায়।
বৃন্দাবন দরশন কৈনু একে একে,
তোমা সম ভাগ্যবান্ নাহি তিন লোকে।
শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ণ কৃপা তোমাতে নিশ্চয়,
এক মুখে তুঁহু গুণ কহা নাহি যায়।
চল বাপু ! কাম্যবনে দেখ গোপীনাথ,
জনম সফল হউক স্বকর্ম্ম নিপাত।
রূপ সনাতন কহে প্রভাতে উঠিয়ে,
সবে মিলি যাব কাম্যবন পথ দিয়ে।
ভাল ভাল বলি আসি গোবিন্দ মন্দিরে,
বিবিধ প্রসঙ্গে কৃষ্ণকথাতে বিহরে।

প্রভাতে উঠিয়ে সবে প্রাতঃস্নান করি,
কাম্যবনে যাত্রা কৈলা বলি হরি হরি।
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ,
শ্রীগোপাল ভট্ট আদি ভক্তগণ সাথ।
সবে মিলি চলি চলি আইলা কাম্যবন,
গোপীনাথ শ্রীমন্দিরে করিলা গমন।
ভোগ নাহি লাগে মাত্র পূজার সময়,
মাধব আচার্য্য দেখি আনন্দ হৃদয়।
সমাদরে করি তেঁহ চরণ বন্দন,
যথাযোগ্য সবাকারে দিলেন আসন।
শৃঙ্গার আরতি কালে আরতি বাজিলা,
দ্বার হতে শ্রীজাহ্নবা দর্শন করিলা।
স্তব স্তুতি কৈলা সবে দেখি গোপীনাথ,
প্রেমাবেশে পুনঃ পুনঃ কৈলা প্রণিপাত।
জাহ্নবা কহেন মুঞি আপনার হাতে,
পাক করি ভোগ লাগাইব গোপীনাথে।
এত শুনি পাক আয়োজন করি দিলা,
অবিলম্বে নানাবিধ রন্ধন করিলা।
ভোগ লাগাইলা দৈন্য সস্নেহ বচনে,
গোপীনাথ দেব প্রীতে কৈলা আস্বাদনে।

জলপান করাইয়া দিলা আচমন,
যতনে গোস্বামী সবে করিলা ভোজন।
শেষে কিছুমাত্র দেবী করিলা ভোজন,
অবশেষ পাত্র রাম করিলা গ্রহণ।
দিবা অবশেষ সন্ধ্যা আসি উপস্থিত,
ভ্রমর কোকিলে গান করে সুললিত।
নানা পক্ষী কলরব শুনিতে মধুর,
নানা পুষ্প গন্ধামোদে ভরে ব্রজপুর।
নানা বর্ণ গাভি সব হাম্বা রবে ধায়,
ঋতুমতী গাভী লাগি বৃষ-যুদ্ধ তায়।
জলদে বিজরী যেন বেড়িল সুন্দর,
নীলমণি বেড়ে যেন চন্দ্র সুধাকর।
প্রদক্ষিণ করি দেবী সম্মুখে দাঁড়ালা,
মল্লিকা মালতী মালা গলে পরাইলা।
মন্দির বাহিরে তবে আসিবার কালে,
আকর্ষিলা গোপীনাথ ধরিয়া অঞ্চলে।
বসনে ধরিতে তিনি উলসি চাহিলা,
হাসি গোপীনাথ নিজ নিকটে লইলা।
এই ত কহিনু গোপীনাথ দরশন,
শ্রীমতীর কৈলা যৈছে বস্ত্র আকর্ষণ।

শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যেবা শুনে এই লীলা,
কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে তাঁরে মিলে ভবভেলা।
জাহ্নবা রামাই পাদপদ্মে অভিলাষ,
এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস।

ইতি শ্রীমুরলী বিলাসের
ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পদদ্বয়,
যাঁহার শ্রবণে প্রেমভক্তি লভ্য হয়।
জয় জয় নিত্যানন্দ দয়ার সাগর,
জয় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু জগত ঈশ্বর।
জয় জয় ভক্তবৃন্দ কর মোরে দয়া,
নিজগুণে মো অধমে দেহ পদছায়া।
মুঞি অতি মূঢ়মতি সদা অচেতন,
তথাপি লিখিনু বৈছে করিনু শ্রবণ।

আজ্ঞা বলে লিখি গ্রন্থ করিয়া যোজনা,
যা লেখায় তাই লিখি না করি ভাবনা।
নানা গ্রন্থ বিরচিলা মহা মহাজন,
এ সব প্রসঙ্গ কেহ না কৈলা বর্ণন।
প্রভুমুখে শুনি বড় লালসা বাড়িল,
ভক্তগণে জানাইতে মনে সাধ হৈল।
তার পর শুন সবে হৈয়া একমন,
জাহ্নবা লইলা গোপীনাথের শরণ।
দেখিয়া সকল লোক হৈলা চমৎকার,
ঠাকুর রামাই দেখি করে হাহাকার।
গোসাঞি সকলে দেখি প্রেমাবিষ্ট হৈলা,
বিস্মিত হইয়া রাম কহিতে লাগিলা।
হে রূপ হে সনাতন! ভট্ট রঘুনাথ!
কি আশ্চর্য্য কর্ম্ম আজ কৈলা গোপীনাথ।
মোর প্রভু লৈলা কেন আপন আসনে,
বুঝিতে না পারি কিছু ইহার কারণে।
শ্রীরূপ কহেন আজও তুমি না জানিলে,
অথবা নিগূঢ় কথা জানি ছাপাইলে।
সূর্য্যদাসসুতা এই অনঙ্গমঞ্জরী,
কৃষ্ণ নিত্য-প্রিয়া বৃন্দাবন অধিকারী।

এত বলি প্রেমাবেশে শ্রীরূপ গোসাঞি,
অষ্টক পড়িলা শ্রীজাহ্নবা পদ চাই।

তথাহি।—

রাধিকানুপূর্ব্বমন্যজন্যনঙ্গমঞ্জরী
কুঙ্কুমাক্তস্বর্ণপদ্মনিন্দি-দেহবল্লরী।
শেষ-নিত্যবাসফুল্লপদ্মগন্ধলোভিনী
শন্তনোতু মযধীশ সূর্য্যদাসনন্দিনী॥১॥

এই রূপ অষ্টশ্লোকে করিলা স্তবন,
ইহার নিগূঢ় অর্থ না হয় বর্ণন।
গোসাঞির মনোবৃত্তি না পারি বুঝিতে,
শুনি মাত্র লিখি কিছু না হয় নিশ্চিতে।
রাধিকা অনুজা পূর্ব্বে অনঙ্গ মঞ্জরী,
কুঙ্কুম বিলিপ্ত যেন স্বর্ণ পদ্ম হেরি।
সে পদ্ম নিন্দিয়া দেহ বল্লরীর ছটা,
বিজলী ঝাপিল নীলবস্ত্র ঘনঘটা।
সহজে পদ্মিনী পদ্মগন্ধে মধুকরী,
লুব্ধমতি পাদপদ্মে ফিরয়ে ঝঙ্করি।
এই সূর্য্যদাস সুতা মোর অধীশ্বরী,
মোরে কৃপা দৃষ্টি দেহ প্রেম সুবিস্তারি।

তপ্ত শাতকুম্ভ জিনি যাঁর অঙ্গ শোভা,
চন্দন পঙ্কজ জিনি অঙ্গের সৌরভা।
নীলমেঘ-স্নিগ্ধকান্তি জিনি পট্টবাস,
হেন শ্রীজাহ্নবা পাদপদ্ম অভিলাষ।
অবধৌত চন্দ্র হৃদি কুমুদ রূপিনী,
সদাই প্রফুল্ল সদা বিমল হাসিনী।
সর্ব্বদেব পুজ্য জিঁহ জাহ্নবা সুন্দরী,
মোরে অনুগ্রহ কর কহি করজুড়ি।
কোটীন্দু পূজিত যাঁর শ্রীমুখ মণ্ডল,
বিম্ব ওষ্ঠ মন্দহাস্য দন্ত মুক্তাফল।
নিশ্বাসে মুকুতা দোলে কত শোভা তায়,
অয়ি কৃপাময়ি! নিত্য বন্দি তব পায়।
হেম সরোরুহ জিনি চরণ কমল,
চন্দ্র বিম্ব জিনি নখ কিরণ মণ্ডল।
রত্নের নূপুর তাতে যাবকের রেখা,
হেন পাদপদ্ম হৃদে পাই যেন দেখা।
গোপজাতি গোধন সেবিত বৃন্দাবনে,
গোপভক্ত বেষ্টিত গোপীনাথ দর্শনে,
শ্রীরাধিকা গোপীনাথ দেব মনোমোহি,
হেন শ্রীজাহ্নবা পাদ পদ্ম ভরসহি।

স্থূল দীর্ঘ খগপুষ্প চন্দ্র গোরোচনা,
চিহ্নেতে শোভিত অঙ্গ নাহিক তুলনা।
তাহে নানা ভাব অলঙ্কার সুশোভিনী,
মোরে দয়া কর গোপীনাথ বিমোহনী।
দ্বিরদ-গমনী কাম-মোহন মোহিনী,
নিতম্বে লম্বিত যাঁর সুবর্ণ-কিঙ্কিনী,
দরশনে বিশ্বনাথ হৃদয় হারিণী,
মোরে দয়া কর সূর্য্য দাসের নন্দিনী।
যেই ইহা পড়ে শুনে চিত্ত মগ্ন করি,
গোপীভাব গত হয় গোপ দেহ ধরি।
নিত্য দেহে নিত্য নিত্য কৃষ্ণ-সেবা পায়,
নিত্যসিদ্ধ সঙ্গে বৈসে নহে অন্যথায়।
এই অভিপ্রায় মোর মনেতে স্ফুরিল,
অথবা আপন মনে প্রলাপ কহিল।
ইথে দোষ না লইবে শ্রীরূপ গোসাঞি,
অজ্ঞের বচনে বিজ্ঞ দোষ লয় নাই।
তবে যে কহিবে অজ্ঞ কেন প্রলপয়,
সে বা কি করিবে প্রভু গুণে আকর্ষয়।
অথবা লিখে এ অজ্ঞ নির্লজ্জ হইয়া,
দোষদর্শী নহে সাধু নিশ্চয় জানিয়া।

শ্রীরূপ গোসাঞি যদি নতি স্তুতি কৈলা,
তার পর সনাতন কহিতে লাগিলা।
অয়ি! শ্রীজাহ্নবাদেবি কর মোরে দয়া,
মোর আশা হয় নিতে তুয়া পদছায়া।
হা দেবি! করুণাময়ি শ্রীকৃষ্ণবল্লভা,
কৃপা করি মম হৃদে দেহ পদপ্রভা।
অনঙ্গমঞ্জরী পূর্ব্বে সূর্য্যদাস সুতা,
অপরাধ ক্ষমা করি কর অনুগতা।
ইহা বলি পুনঃ পুন করয়ে প্রণতি,
অশ্রুধারা বহে নেত্রে প্রেমোল্লাসা মতি।
প্রেমাবেশে করে তাঁর তত্ত্ব নিরূপণ,
সেবাসন্ধান পটলে দেখ সর্ব্বজন।

তথাহি।—

গুরুরূপা মহাস্নিগ্ধা হ্লাদিন্যাঙ্গবিভাগিনী,
অনঙ্গনামধা দেবী মঞ্জরী পরিকীর্ত্তিতা॥ ২॥

এই মত গোসাঞি তাঁরে বহু স্তুতি কৈলা,
সদৈন্য প্রণতি, অঙ্গে পুলক ভরিলা।
রঘুনাথ দাস গোসাঞি করিলা শ্রবণ,
তাহা অজ্ঞ জীব কাঁহা করে নিরূপণ।

শ্রীজীব শ্রীরঘুনাথ ভট্ট মহাশয়,
লোকনাথ যাদবাদি যত ভক্তচয়।
সবে স্তুতি নতি ভক্তি কৈলা প্রেমাবেশে,
অশ্রুজলে ঠাকুরের বক্ষ যায় ভেসে।
ভূমে গড়ি যায় অঙ্গ না যায় ধরণ,
প্রার্থনা করয়ে সবে ধরিয়া চরণ।
শান্ত হও, শান্ত হও বলে বার বার,
সবাকার নেত্রে বারি বহে গঙ্গাধার।
মন্দির বেড়িয়া সবে করে প্রদক্ষিণ,
প্রেমাবিষ্ট হৈলা সব বালক প্রবীণ।
ব্রজবাসীগণ আইলা আশ্চর্য্য শুনিয়া,
সবে চমৎকার হৈলা প্রত্যক্ষ দেখিয়া।
সবে কহে একি গোপীনাথের চরিত,
বিজ্ঞজন কহে কৃষ্ণের হয় এই রীত।
যুবতী-রমণ হরি মুরলী-বদন,
লক্ষ্মী আদিগণ জিহুঁ কৈলা আকর্ষণ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে।

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব! বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।

যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥ ৩ ॥

বুঝি ইনি হন্ গোপীনাথ প্রণয়িনী
না হইলে হেন ভাগ্য কাহারও না শুনি।
এই রূপ নানা মতে কেহ কিছু কয়,
সবে প্রদক্ষিণ করি প্রেমানন্দ হয়।
শ্রীরূপাদি মেলি সবে রামায়ে ধরিয়া,
সুস্থ করাইলা তাঁরে নানা মত কঞা।
এই রূপে রাত্রি গেল প্রভাত হইল,
আনন্দে সকলে মেলি উৎসব করিল।
দধি দুগ্ধ ক্ষীর মিষ্ট অন্ন শিখরিণী,
বিবিধ ব্যঞ্জন রুটী কহিতে না জানি।
ভোগ লাগাইয়া সবে করিলা ভোজন,
সন্ধ্যা কালে সবে কৈলা আরতি দর্শন।
এই রূপে সাত দিন মহা মহোৎসব,
নানা ভোগ লাগে ভক্তে আনন্দ উৎসব।
রূপ সনাতন কুঞ্জে আসিবার দিন,
ঠাকুর রামাই প্রতি বলেন বচন।

হে দেব! তোমার এই চরণ-রেণু স্পর্শে কার অধিকার আছে জানি না, তোমার পদরজ প্রত্যাশায় লক্ষ্মী দেবীও ব্রত ধারণ করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়াছেন। ৩।

পরম আনন্দে তুমি রহ এই স্থানে,
কভু গিয়া আমা সবা দিবে দরশনে।
কভু মোরা গোপীনাথে দর্শন করিব,
তোমা সনে প্রেমানন্দে কভু বা রহিব।
এত বলি গলাগলি প্রেম আলিঙ্গন,
বিচ্ছেদ বিচ্ছিন্ন মনে করিলা গমন।
সবার বিচ্ছেদে রাম হইলা কাতর,
অশ্রুপাত কণ্ঠরোধ গদগদ স্বর।
সম্বিত পাইয়া চিত্তে করিলা বিচার,
কিরূপে বীরচন্দ্রে পাঠাব সমাচার।
উদ্ধারণ দত্তে কহে করিয়া বিনয়,
বীরচন্দ্র পাশে শীঘ্র যাহ মহাশয়।
সবে দেশে যান্ যদি তবে ভাল হয়,
আমি ত যাব না দেশে কহিনু নিশ্চয়।
উদ্ধারণ কহে আমি তোমারে এড়িয়া,
কেমনে যাইব দেশে কহ কি বুঝিয়া।
শ্রীমতী রহিলা ব্রজে তুমিও রহিলা,
কি লইয়া যাব দেশে কি কথা বলিলা।
ঠাকুর কহেন তুমি নাহি গেলে দেশে,
বীরচন্দ্র প্রভু আছেন চিত্ত অসন্তোষে।

কাহারি বেগারি সব কেমনে যাইবে,
সমাচার নাহি দিলে তোমারে স্মরিবে।
তোমারে প্রধান করি প্রেরণ করিলা,
বরষ অতীত কিছু তত্ত্ব না পাইলা।
এত শুনি উদ্ধারণ কৈলা অঙ্গীকার,
দেশে যাত্রা করিলেন করি হাহাকার।
ব্রজের সামগ্রী সব লইলা যত্ন করি,
শ্রীমতী প্রসাদ বস্ত্র নিলেন আহরি।
নিজ গণে সঙ্গে লয়ে করিলা গমন,
ঠাকুরের গলে ধরি করিলা রোদন।
কত দিনে উত্তরিলা পাট খড়দহে,
সব লোকে ধেয়ে আসি কত কথা কহে।
শুনিয়া আইল ধেয়ে প্রভু বীরচন্দ্র,
উদ্ধারণ দত্ত মিলি কহে মন্দ মন্দ।
কি বলিব তব আগে কহা নাহি যায়,
শ্রীমতী রহিলা ব্রজে না আসি হেথায়।
প্রভু কহিলেন কেন কি এর কারণ,
উদ্ধারণ কহিলেন শুন বিবরণ।
গয়া বারাণসী পথে অযোধ্যাদি দিয়া,
কতদিনে মথুরাতে উত্তরিলা গিয়া।

চারি দিন রহি তথা কৈলা পরিক্রমা,
কতেক আনন্দ তার কে করিবে সীমা।
ব্রজে হতে রূপ সনাতন লোক আইলা,
বিশ্রাম ঘাটেতে আসি শ্রীজীব মিলিলা।
সমাদরে লয়ে গেলা শ্রীরূপ সদন,
শ্রীমতীর কৈলা রূপ চরণ বন্দন।
সনাতন আদি ভট্টযুগ রঘুনাথ,
মিলিবারে আইলা সবে শ্রীমতীর সাথ।
রামায়ের পরিচয় পাঞা সবে মেলি,
পরম আনন্দে কৈলা সবে কোলাকুলি।
শ্রীগোবিন্দ দরশনে কত সুখ তায়,
এক মুখে সে আনন্দ কহা নাহি যায়।
শ্রীমতী করিলা পাক নানা উপহার,
প্রসাদ পাইলা সবে যে ইচ্ছা যাহার।
তথা হৈতে সনাতন নিজালয়ে লঞা,
বসিতে আসন দিলা পদ ধুয়াইয়া।
মদন গোপাল দেখি ভুবন মোহন,
কত সুখ পাইলা তাঁহা না যায় বর্ণন।
তথা হৈতে শ্রীগোপাল ভট্টের আবাসে,
গেলেন শ্রীমতী দেবী পরম হরষে।

নিত্য পরিক্রমা কৃষ্ণ কথা আলাপন,
নিত্য মহা মহোৎসব প্রেমাবিষ্ট মন।
এইরূপে যত সব গোসাঞি আশ্রমে,
দুই চারি মাস রহি ভ্রমি বৃন্দাবনে।
ভাদ্রে বন যাত্রা দেখি সঙ্গে নিজগণ,
পরিক্রমা কৈলা সব বিনা কাম্যবন।
বিগত কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীর দিবসে,
গোপীনাথ গৃহে গেলা দর্শন মানসে।
নানা উপহার করি ভোগ লাগাইলা,
সকল বৈষ্ণবগণে প্রসাদাদি দিলা।
সন্ধ্যাতে আরতি কালে প্রভু গোপীনাথ।
নিজাসনে বসাইলা ধরি তাঁর হাত।
বাহিরে আমরা সবে করি দরশন,
নিত্যে গত হইলা এই কহিনু কারণ।
এত শুনি বীর-চন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া,
পড়িলা অবনিতলে ধূলায় লুটায়া।
শ্রীমতী বসুধা গঙ্গা শুনিয়া এ কথা,
ভূমে গড়ি যায় অঙ্গ নাহি তুলে মাতা।
মহা দুঃখে সবে করে রোদন অপার,
সে দুঃখ বর্ণিতে আছে কি শক্তি আমার।

সংক্ষেপে লিখিনু কথা বিস্তার অপার,
গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে না কৈলা বিস্তার।
বিরহ ব্যাকুল চিত্ত সবাই বিকল,
অধোমুখে রহে সবা নেত্রে বহে জল।
কতক্ষণ পরে প্রভু বীরচন্দ্র রায়,
ধৈর্য্য ধরি সবাকারে করিলা বিদায়।
সদাই বিষণ্ণ-মতি করেন রোদন,
যথাকালে নাহি করে স্নানাদি ভোজন।
বিরলে থাকেন্ যবে করেন্ রোদন,
সদৈন্য নির্ব্বেদে বহু করে প্রলপন।
আহা হা শ্রীমতী অজ্ঞ পামর দেখিয়া,
বৃন্দাবনে গেলা তিঁহ মোরে উপেক্ষিয়া।

তথাহি।—

বন্দেহং তব পাদপদ্মযুগলং মৎপ্রাণদেহাস্পদং
সত্যং ব্রূমি কৃপাময়ি ! ত্বদপরং তুচ্ছং ত্রিলোক্যাস্পদং।
শ্রীল শ্রীচরণারবিন্দ মধুপো মন্মানসং নেচ্ছতি,
হা মাতঃ ! করুণালয়ে তবপদে দাস্যং কদা যাস্যতি ॥৪॥

এই মত বহুবিধ প্রলাপ কহিলা,
শ্রীমতী সুভদ্রা দেবী স্বাক্ষরে লিখিলা।
অনঙ্গ কদম্বাবলী শুভ সংজ্ঞা যাঁর,
শুনিয়া মধুর প্রেম তত্ত্বের ভাণ্ডার।

এক শত শ্লোকে বস্তু তত্ত্ব নিরূপণ,
অজ্ঞ জীব তাহা কাঁহা করে নির্দ্ধারণ।
সংক্ষেপ করিয়া কহি মন বুঝাইয়া,
অবজ্ঞা না করি সবে শুন মন দিয়া।
বীরচন্দ্র প্রভু স্বয়ং নিত্যানন্দ বিভু,
ইহাতে অন্যথা মনে না করিও কভু।
বন্দে মহেশ্বরী দেবী চরণ সম্পদ,
বিক্রয় করিনু যাঁহে প্রাণ দেহাস্পদ।
বৈকুণ্ঠাদি পদ না ভায় পুরুষার্থ,
চরণ কমলে মন মধু পানে মত্ত।
হা কদা করুণাময়ি! দেখিব সে শোভা,
মোর মনেন্দ্রিয় দাস্যরসে অতি লোভা।
অগণ্য গুণের সিন্ধু মহিমা অপার,
নিত্যরূপা নিত্যোদ্ভবা দেহ নিত্যাকার।
প্রেমরূপা রসরূপা আনন্দ স্বরূপা,
ত্রিগুণ বর্জ্জিত কৃষ্ণ সুখে সমুৎসুকা।
বসন্তে কেতক কান্তি জিনি গোরোচনা,
ইন্দীবর বাসরুচি অত্যন্ত সুষমা।
বিম্বফল জিনি ওষ্ঠ দশন মাধুরি,
অরুণে ঢাকিল যেন চন্দ্রের লহরি।

হরিণী-নয়ন ভৃঙ্গ চঞ্চল বিমল,
ভুরু কাম ধনু ভালে অরুণ উজ্জ্বল।
সুচারু কুন্তলভার চম্পকের দামে,
পরিমলে লুব্ধ অলিগণ মুরছনে।
বক্ষ আচ্ছাদিত নীলবাস ঘন ঘটা,
মেঘে আচ্ছাদিল যৈছে দ্বিজরাজ ছটা।
করিকর স্বর্ণ দণ্ড বাহুর বলনা,
নানা মণি চিত্র শোভা না যায় বর্ণনা।
সুবর্ণ মুদ্রিকা শোভে অঙ্গ নিবেশিত,
তাহে নখ চন্দ্র-শোভা অতি বিস্তারিত।
কটীতটে সুবর্ণ-কিঙ্কিণী চারু বেড়া,
তাহে পীত বাস শোভে বিচিত্র ঘাগড়া।
চরণ কমলে বঙ্করাজ পদাঙ্গদ,
যার ধ্বনি শুনি ভৃঙ্গ মাগয়ে আস্পদ।
বিচিত্র যাবকে সুশোভিত শ্রীচরণ,
কোকনদ ভ্রমে ভ্রমে সদা অলিগণ।
হাহা কবে দেখিব সে চরণ মাধুরি,
উপেখিয়া ছাড়ি গেলা প্রাণের ঈশ্বরী।
আমার দুর্ম্মতি দেখি করিলা উপেক্ষা,
মোর কোন্ গতি মোরে কে করিবে রক্ষা।

তব চরণারবিন্দে নাহি অনুরাগ,
কোন্ গতি হবে মোর্ বিষম বিপাক।
অতি দৈন্য ভাবে শেষে হইল প্রেমোন্মাদ,
প্রলপিয়া নিত্যবস্তু করেন্ আস্বাদ।
রাধাকৃষ্ণ দুঁহু রস বিলাস লীলায়,
তোমা বিনা অন্যজনে কভু নাহি ভায়।
দোঁহাকার রাগোৎপত্তি ভাব মহাভাব,
তুমি তার মূল, তোমা হতে অনুরাগ।
রাধাসহ একেন্দ্রিয় একই স্বরূপ,
কিছু ভেদ নাহি রস বিলাসের কূপ।
আহ্লাদিনী শক্তি মহাভাবের স্বরূপা,
কৃষ্ণানন্দময়ি রাধা প্রেম অনুরূপা।
রাগানুগা রাগাত্মিকা ব্রজবাসীজনা,
তাসবার রাগোৎপত্তি তোমার ঘটনা।
তুমি রাধা তুমি কৃষ্ণ তুমি সখীগণ,
তোমা বিনা রাগোৎপত্তি নহে কদাচন।
সব বিচারিয়া মনে করিনু নির্দ্ধার,
তোমার চরণ পদ্ম আশ্রয়ের সার।
তুমি সে নিগূঢ় বস্তু কেহ নাহি জানে,
যে জানে সে কায় মনে তোমাকেই মানে।

প্রধান মঞ্জরী বস্তু নিত্যসমুদ্ভবা,
তোমা অনুগত বিনা নাহি মিলে সেবা।
মোরে কেন অনুগ্রহ না হৈল তোমার,
তোমা বিনা ত্রিজগতে কে আছে আমার।
এই রূপে প্রভু কত করিলা রোদন,
এ অজ্ঞের মুখে সব না হয় বর্ণন।
অনঙ্গ কদম্বাবলি গ্রন্থ অনুসারে,
মুরলী-বিলাস মধ্যে করিনু বিস্তারে।
অর্থের সঙ্গতি নাই ভাবের সন্ধান,
আমি অজ্ঞ জীব, কি করিব অনুমান।
ইথে দোষ না লইবে বীরচন্দ্র প্রভু,
তোমার দাসের ভৃত্য সম নহি কভু।
তোমার, তোমার বৈ অন্য কারো নহি,
পাদ পদ্মে বিকাইনু কর মোরে সহি।
শ্রীজাহ্নবা রামপাদপদ্ম করি আশ,
এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস।

ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কৃপাসিন্ধু,
জয় জয় নিত্যানন্দ পতিতের বন্ধু।
জয় জয়াদ্বৈত চন্দ্র ভক্তগণ প্রাণ,
মো অধমে কর প্রভু প্রেমভক্তি দান।
জয় জয় শ্রীবাসাদি যুগল চরণ,
জয়রূপ সনাতন গৌরপ্রেমিগণ।
জয় শ্রীজাহ্নবা দেবী জয় প্রাণেশ্বর,
প্রেমভক্তি দেহ মোরে এই মাগি বর।
তার পর মন দিয়া শুন সবে ভাই,
ব্রজেতে যে রূপে রন্ ঠাকুর রামাই।
উদ্ধারণ দত্তে পাঠাইয়া গৌড় দেশে,
কাম্যবনে রহিলেন বিষাদ হরষে।
কায় মন বাক্যে নাহি বাহ্য অনুরাগ,
কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত, মাগে চরণ পরাগ।
ত্রিসন্ধ্যা যমুনা স্নান নামলীলা গান,
এই রূপে নিত্য দিবা রাত্রি নাহি জ্ঞান।

অষ্টকাল সেবা আর আরতি দর্শন,
গোপীনাথ সেবা মহা-প্রসাদ-ভক্ষণ।
কভু রূপ সনাতন সঙ্গে দরশন,
সেই রাত্রি তাঁহা কৃষ্ণ কথা আলাপন।
এই রূপ বৃন্দাবনে রহে কত দিন,
সদা প্রেমানন্দ অঙ্গে পুলকাদি চিন্।
একদিন রাত্রি যোগে দেখিলা স্বপন,
শ্রীমতী জাহ্নবা আসি কহেন্ বচন।
যাও বাপু! ত্বরা করি গৌড় ভুবনেতে,
কৃষ্ণের পীরিতি হয় বৈষ্ণব সেবাতে।
এই কার্য্য কর যদি চাহ মোর প্রীত,
এই কার্য্যে বিধিমতে হবে তব হিত।
স্বপন দেখিতে তাঁর হইল জাগরণ,
প্রেমাবেশে কান্দি উঠে করয়ে চিন্তন।
ইঁহা রাখিবার ইচ্ছা নাহিক প্রভুর,
কোন্ অপরাধে আমা পাঠাবেন্ দূর।
ইহা ভাবি রোদন করিলা বহুতর,
সদাই বিরস মন কাতর অন্তর।
এই রূপ রাত্রি দিন সুখে দুঃখে যায়,
পুনঃ রাত্রি হইল শেষে নিদ্রা উপজয়।

পুনঃ আসি শ্রীজাহ্নবা স্বপনেতে কন্,
মোর কথা না শুনিলে ওরে বাছাধন!
তন্দ্রাগত রূপে কহে করিয়া বিনয়,
আমা হতে সাধু সেবা কভু নাহি হয়।
নিগ্রহ করিবে মোরে এই ত কারণ,
তাহা শুনি শ্রীজাহ্নবা কহেন বচন।
নিগ্রহ না হয় মোর যাতে হয় প্রীত,
কহিনু নিশ্চয় এই জানিহ বিহিত।
আর এক কথা কহি শুন দিয়া মন,
পূরব বৃত্তান্ত তব না হয় স্মরণ।
শ্রীবংশীবদনানন্দ অপ্রকট কালে,
চৈতন্য দাসের পত্নী কান্দে পদতলে।
বর মাগ বলি বংশী কহিলা তাঁহারে,
মোর পুত্র হও, এই বর দেহ মোরে।
সাধু সেবা করিবারে ছিল তাঁর মনে,
এই হেতু পুনঃ জন্ম বধূর বচনে।
আপনি জান না তুমি আপনার কথা,
মোর আজ্ঞা রাখ শীঘ্র চলি যাও তথা।
বিগ্রহ স্বরূপ আর বৈষ্ণব স্বরূপ,
দুঁহু সেবা হইতে কৃষ্ণ প্রেম সমুদ্ভূত!

অনুসঙ্গে নাম সংকীর্ত্তন প্রেমোদয়,
অন্যথা না কর বাপু কহিনু নিশ্চয়।
এতেক শুনিয়া তাঁর হৈলা জাগরণ,
হা হা কার করি চিত্তে করয়ে চিন্তন।
কাঁহা বা শ্রীমূর্ত্তি সেবা কোথা পাব ধন,
সামগ্রী নহিলে কিসে হইবে সেবন।
এত চিন্তি অসন্তোষে দিন গোঙাইলা,
স্বকার্য্য সাধিয়া শেষে শয়ন করিলা।
অলস আবেশে যবে হইলা নিদ্রাগত,
কৃষ্ণ বলরাম আসি হইলা উদ্ভূত।
নবীন-নীরদ-দ্যুতি পীতবস্ত্রধারি,
ময়ূর চন্দ্রিকা শিরে জগ-মনোহারি।
চরণে নূপুর গুঞ্জা মালা সুশোভিত,
বলয়া বিশাল কটী কিঙ্কিণী-রঞ্জিত।
রূপের তুলনা নাহি ব্রহ্মাণ্ডে উপমা,
কে পারে বর্ণিতে ঐছে দোঁহার সুষমা।
সিতাম্বুজ জিনি কান্তি রোহিণী-তনুজ,
পরিধান নীলাম্বর মত্ত মহাভুজ।
জাম্বুনদ সুবর্ণ অঙ্গদ পদাঙ্গদ,
ময়ূর চন্দ্রিকা শিরে গুঞ্জাদি সম্পদ।

বাঁকুয়া পাঁচনি হাতে শিঙ্গা সুগঠন,
দুঁহুরূপ হেরি ভুলে মন্মথ মদন।
হেন রূপ রাশি আসি ঠাকুর শিথানে,
মন্দ হাসি কহে কিছু মধুর বচনে।
হেদেরে রামাই তুমি বংশী অবতার,
মন দিয়া শুন কহি বচন আমার।
তোর স্থানে আইলাম আমরা দুভাই,
আমা দোঁহা সেবা কর গৌড়দেশে যাই।
মধুর গম্ভীর বাক্য অমৃত লহরি,
শ্রবণ পরশে প্রেম সমুদ্রে সন্তরি।
নয়ন হইতে বহে অশ্রুর তরঙ্গ,
কদম্ব কেশর জিনি পুলকিত অঙ্গ।
জড় প্রায় হয়ে রহে না স্ফুরে বচন,
কতক্ষণ পরে তবে হইল জাগরণ।
হাহাকার করিয়া করয়ে মনস্তাপ,
রোদন করিয়া কত করিলা বিলাপ।
মনে ভাবিলেন আজ্ঞা পালনের কাজে,
নিশ্চয় যাইতে মোরে হৈল গৌড় মাঝে।
সম্বিত পাইয়া গেলা যমুনায় স্নানে,
বাহ্যকৃত্য করি কৈলা জলাবগাহনে।

দুই মূর্ত্তি ভাসি আসে যমুনার জলে,
শ্বেত শ্যাম মূর্ত্তি জলে করে ঝলমলে।
দ্রুত গতি ধরিলেন হয়ে হরষিত,
অশ্রুধারা বহে নেত্রে সুখ অপ্রমিত।
গোপীনাথ শ্রীমন্দিরে লইলা আনন্দে,
দেখিয়া ঠাকুর সব ভক্তগণে বন্দে।
আসন করিয়া তাঁহে বসালা ঠাকুর,
পুষ্প গন্ধ মালা দিয়া সেবিলা প্রচুর।
ভোগ লাগাইলা গোপীনাথের রন্ধনে,
আরতি করিয়া আত্মা কৈলা সমর্পণে।
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ঘন গড়াগড়ি যায়,
নানা ভাব উথলিল পুলকিত কায়।
কতক্ষণ পরে রাম হইলা সুস্থির,
প্রসাদ পাইলা তবে সুমতি সুধীর।
সবে কহে ধন্য ধন্য তুমি মহাশয়,
তোমার মহিমা লোকে কহনে না যায়।
সাক্ষাৎ স্বপনে যাঁরে শ্রীমতীর দয়া,
কৃষ্ণ বলরাম যাঁরে সদয় হইয়া।
সেবা অঙ্গীকার কৈলা যাঁর প্রেমগুণে,
আশ্চর্য্য হইল লোক চরিত্র শ্রবণে।

স্তুতি শুনি উঠিয়া চলিলা মহাশয়,
শ্রীরূপ নিকটে গেলা গোবিন্দ আলয়।
পরস্পর প্রণাম আলিঙ্গন কোলাকুলি,
গোবিন্দ মন্দিরে গেলা দোঁহে কুতূহলী।
আরতি দর্শন করি বসিলা সেখানে,
ঠাকুর রামাই কিছু করে নিবেদনে।
পুনঃ পুনঃ আজ্ঞা হৈল যেতে গৌড় দেশে,
কৃষ্ণ বলরাম আজ্ঞা পূর্ণ কৈল শেষে।
যমুনাতে পাইনু দুই মোহন মূরতি,
মোর মনে ছিল ব্রজে করিতে বসতি।
তোমা সবা সঙ্গে থাকিতে যে ছিল সাধ,
আমি কি করিব কর্ম্মে করিল বিবাদ।
সেবা লাগি মো অধমে কৈলা অনুমতি,
আজ্ঞা না পালিলে পাছে হয় অধোগতি।
শ্রীরূপ কহেন তুমি মহা ভাগ্যবান্,
কৃপা করি সেবা কার্য্যে কৈলা আজ্ঞাদান।
গুরু আজ্ঞা অন্যথা করিতে কেবা পারে,
শাস্ত্র আজ্ঞা হয় ইথে কি আছে বিচারে।
ঐছন আমারে আজ্ঞা কৈলা গৌরহরি,
সঙ্গে না রাখিলা, পাঠাইলা ব্রজপুরি।

যা করায় তাই করি, নহি স্বতন্তর,
আমি কি করিব ইচ্ছা যে তাঁর অন্তর।
শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণবসেবা পরম দুর্ল্লভ,
সালোক্যাদি মুক্তি যার নহে এক লব।
এত বলি নিজকৃত শ্লোক পাঠ কৈলা,
শুনিয়া ঠাকুর চিত্তে সন্তোষ লভিলা।

তথাহি ;—

সেবাসাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্রহি।
তদ্ভাব-লিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥ ১॥

সাধকরূপে সেবা আর সিদ্ধরূপে সেবা,
সেবা বিনা বস্তুতত্ত্ব আর আছে কিবা।
ঠাকুর কহেন কৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবন,
শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবা হয় বা কেমন।
শ্রীরূপ কহেন্ তাহা তুমি কিনা জান,
তথাপিও কহি তাহা মন দিয়া শুন।
প্রবৃত্ত সাধক নিত্য সিদ্ধ যে সাধক,
প্রবৃত্ত সাধক বৈষ্ণব সেবাতে যোজক।
সিদ্ধদেহ বিনা নহে কৃষ্ণের সেবন,
সাধক করয়ে সিদ্ধ দেহানুসরণ।

তটস্থ দেহের সূক্ষ্ম তটস্থ দুই ভেদ,
প্রবৃত্ত সাধক তৈছে দ্বিবিধ বিভেদ।
আজ্ঞা সেবা সুখানন্দ সিদ্ধানুসারিণী,
প্রবৃত্ত সাধক সিদ্ধ যোগাযোগ মানি।
ব্রজলোক অনুসারি ভজন বিরল,
নিজাভীষ্ট দেহ চিন্তা করয়ে সকল।
যথা অবস্থিত দেহে ভক্ত্যঙ্গ সাধন,
শ্রীগুরু বিগ্রহ আর বৈষ্ণব সেবন।
এই সেবা হইতে হয় রসের উদয়,
সংক্ষেপে কহিনু ইহা জানিহ নিশ্চয়।
অহৈতুকী প্রেম শুনি যবে লোভ হয়,
শক্যকর্ম্ম অহৈতুক মত আচরয়।
এই মত প্রসঙ্গেতে রাত্রি পোহাইলা,
ঠাকুর উঠিয়া প্রাতে আদেশ মাগিলা।
শ্রীরূপ কহেন আমি বৃদ্ধ জ্বরাতুর,
অনিত্য শরীর মোর জীবন ভঙ্গুর।
যতক্ষণ সাধু সঙ্গে করি আলাপন,
ততক্ষণ শ্লাঘ্য মানি জন্ম তনু মন।
ঠাকুর কহেন ধন্য তোমার ভজনে,
তিন লোক ধন্য, যাঁর বাস বৃন্দাবনে।

পৃথিবী হইল ধন্য বৃন্দাবন যাতে,
প্রাকৃত শরীরী যত আছয়ে ইহাতে।
যথাযোগ্য দেহ পাইয়া কৃষ্ণপদ পায়,
তুমি নিত্যসিদ্ধ, তোমার কিবা অন্যথায়।
হায় হায় হেন পদ নাহি দিলা মোরে,
অভাগ্যের সীমা নাই কি বলিব কারে।
শ্রীরূপ কহেন নিষ্ঠা তোমার ভজন,
যথায় থাকহ তব সেই বৃন্দাবন।
পরস্পর এই কথা প্রেম আলিঙ্গন,
রঘুনাথ ভট্ট আর ব্রজবাসীগণ।
জনে জনে অনুমতি করিয়া প্রার্থন,
বিদায় হইয়া রাম করিলা গমন।
সনাতন গোসাঞি সনে আসিয়া মিলিলা,
প্রেমাবেশে পরস্পর দণ্ডবৎ হৈলা।
আপন মনের কথা কহিলা ঠাকুর,
যে কথা শুনিতে বাড়ে প্রেমের অঙ্কুর।
শুনিয়া গোসাঞি তাঁরে কৈলা বহুস্তুতি,
যে কথা শুনিলে ঘুচে অজ্ঞান কুমতি।
মদনগোপাল দেখি সেই রাত্রি রহি,
মনোবৃত্তি কথা দুঁহু দোঁহে করে সহি।

ঠাকুর কহেন আজ্ঞা সেবা নিজ ধর্ম্ম,
সেবা কোন্ ধর্ম্ম তার গূঢ় কিবা মর্ম্ম।
এ ধর্ম্মের ধর্ম্মী কেবা জানি কাহা হতে,
বিবরিয়া কহ তাহা, জানহ নিশ্চিতে।
সনাতন কহে সেবা পরিচর্য্যা ধর্ম্ম,
পরিচর্য্যা অর্থ শুন কহি তার মর্ম্ম।
পরিশব্দে সর্ব্ব ভাবে, চর্য্যা শব্দে পূজা,
সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণ ভজে এ অর্থ জানিবা।
ভজ ধাতুর অর্থ কহে সেবা সুনিশ্চয়,
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য অন্যথা না হয়।
এ ধর্ম্মের ধর্ম্মী কেবা আছে কোন্ জনা,
একা শ্রীরাধিকা তাহে করি যে যোজনা।
কৃষ্ণসুখ বিনে অন্য নাহি তাঁর মনে,
সর্ব্বভাবে কৃষ্ণসেবা করে আরাধনে।
আরাধনা করি পূজে দেহেন্দ্রিয় দিয়া,
রাধিকাদি ধন্যা তেঁই কৃষ্ণে আরাধিয়া।

তথাহি স্তবমালায়াং।

উপেত্য পথি সুন্দরী-ততিভিরাভিরভ্যর্চ্চিতং
স্মিতাঙ্কুর-করম্বিতৈর্নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ।

স্তনস্তবক-সঞ্চরন্নয়ন-চঞ্চরিকাঞ্চলং,
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবং ॥২।

কৃষ্ণ আরাধন কার্য্য নিতি নিতি যাঁর,
এ হেতু রাধিকা নাম লেখে গ্রন্থকার।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে।

অনয়ারাধিতোনূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ,
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥৩॥

তাঁর অনুরূপা সূর্য্যদাসের নন্দিনী,
অনঙ্গ মঞ্জরী পূর্ব্বে রাধিকা ভগিনী।
রাধিকা বিলাস মূর্ত্তি একেন্দ্রিয় সমা,
সুমাধুর্য্য কৃষ্ণময়ী হয় তাঁর প্রেমা।
যাঁর সাধু গুণে কৃষ্ণ লইলা আকর্ষিয়া,
নিত্য লীলা সেবা করে দেহেন্দ্রিয় দিয়া।
ইহাকেই কহি সেবা নিত্য ব্যবহার,
এ অর্থ বুঝিতে শক্তি ত্রিজগতে কার।

বন হইতে ব্রজাভিমুখে প্রত্যাগমন কালে পথ মধ্যে ব্রজসুন্দরীগণ ঈষৎ হাস্য, লোমাঞ্চ ও নানাপ্রকার অপাঙ্গ ভঙ্গি দ্বারা যাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন এবং গোপীদিগের স্তনরূপ পুষ্পগুচ্ছে যাঁহার নয়ন ভৃঙ্গ সতৃষ্ণ ভাবে অবস্থিতি করে, আমি সেই ভগবান কেশবকে ভজনা করি। ২।

গোপীগণ কহিলেন, নিশ্চয়ই সেই রমণী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করিয়াছিলেন, সেই কারণেই শ্রীগোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে নির্জ্জনে আনয়ন করিয়াছেন। ৩।

এত বলি নিজকৃত গ্রন্থ তাঁরে দিলা,
আর রসামৃতোজ্জ্বল যাতে কৃষ্ণলীলা।
ঠাকুর কহেন মোরে করহ করুণা,
সাধু সঙ্গে চিত্ত যেন রহে, এ ভাবনা।
গুরু আজ্ঞা বলে যাই সে গৌড় ভুবনে,
অন্তকালে পাই যেন এই বৃন্দাবনে।
এ কথা কহিয়া তবে তাঁরে প্রণমিলা,
সনাতন প্রণমিয়া কহিতে লাগিলা।
তুমি যেই স্থানে রহ সেই বৃন্দাবন,
যাঁহা সাধু সেবা রাধাকৃষ্ণের ভজন।
যাঁহারে সদয় গুরু কৃষ্ণবলরাম,
তাঁর কি অলভ্য আছে অন্য পরিণাম।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে।

কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে,

তথাপি তৎপরা রাজন্ নহি বাঞ্ছন্তি কিঞ্চন ॥৪॥

শুনিয়া ঠাকুর দৈন্য বিনয় করিয়া,
রাধাকুণ্ড তীরে গেলা পুলকাঙ্গ হঞা।
শ্রীদাস গোসাঞি দেখি প্রেমানন্দ মন,
দুঁহু দোঁহা প্রণমিয়া কৈলা আলিঙ্গন।

রাধাকুণ্ডে স্নান করি বসি সেই স্থানে,
আপন বৃত্তান্ত সব কৈলা নিবেদনে।
স্বপ্নে যে করিলা আজ্ঞা জাহ্নবা গোসাঞি,
যৈছে কৃপা কৈলা তাঁরে কানাই বলাই।
শুনি রঘুনাথ দাসে হইলা প্রেমাবেশ,
ঠাকুর কহেন্ তাঁরে অশেষ বিশেষ।
মুঞি সে অযোগ্য, নহি সেবা অধিকারী,
তথাপি করিলে কৃপা কি করিতে পারি।
গোসাঞি কহেন্ তাঁর ইচ্ছাই এ হয়,
অজ্ঞ জনে কি জানিবে তাঁহার আশয়।
অথবা সমর্থ জানি নিযুক্ত করয়,
সেই কার্য্য বুঝিবারে কার সাধ্য হয়।
সেবা যোগ্য হও তুমি তোমা সন্নিধানে,
কৃষ্ণ বলরাম আসি হৈলা অধিষ্ঠানে।
শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবা বহু ভাগ্যে মিলে,
প্রেম উপজয় ভবক্ষয় অবহেলে।
ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীর যতেক আশ্রম,
সেবা বিনে যত ধর্ম্ম সব অকারণ।
হেন শুদ্ধ ধর্ম্মে তোমা করিলা দীক্ষিত,
তুমি ভাগ্যবান হও জগতে পূজিত।

নানানুপ্রসঙ্গে সেই রাত্রি গোঙাইলা,
বিদায় হইয়া প্রাতে গমন করিলা।
শ্রীগোপাল ভট্টাশ্রমে আসি মহাশয়,
প্রেমাবেশে মিলিলেন সদয় হৃদয়।
প্রেম আলিঙ্গন দোঁহে দোঁহা নাহি ছাড়ে,
অশ্রুধারা বহে নেত্রে গদ গদ স্বরে।
কতক্ষণে সুস্থ হঞা দুই মহাশয়,
বসি সেই স্থানে প্রেমানন্দে বিলসয়।
আপন বৃত্তান্ত রাম তাঁরে শুনাইলা,
সব কহি শেষে দুঃখে বিদায় মাগিলা।
শুনি ভট্ট তাঁরে বহু কৈলা প্রশংসন,
অধোমুখে রহে রাম হইয়া বিমন।
এই রূপে জনে জনে জিজ্ঞাসা করিলা,
কাতর অন্তরে শেষে বিদায় মাগিলা।
সে দিন রহিলা সুখে ভট্টের আশ্রমে,
দিবা রাত্রি গোঙাইলা কৃষ্ণানুশীলনে।
প্রভাতে উঠিয়া শেষে বিদায় হইয়া,
বৃন্দাবন পরিক্রমা করেন্ ভ্রমিয়া।
সুখে মগ্ন হৈলা প্রভু করি পরিক্রমা,
বিরহ বিহ্বল চিত্তে নাহি প্রেমসীমা।

গোপীনাথ গৃহে কৃষ্ণ বলরাম রয়,
শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহা করিলা বিজয়।
সনাতন গোসাঞি সঙ্গে শ্রীজীব গোসাঞি,
সবে আসি কাম্যবনে হৈলা এক ঠাঁই।
গোপীনাথ দেখি সবে করিলা প্রণাম,
ঠাকুরে জিজ্ঞাসে কোথা কৃষ্ণ বলরাম।
কৃষ্ণ বলরাম আনি দেখান্ সবারে,
অপরূপ মধুরিমা দুই সহোদরে।
সিতাম্বুজদ্যুতি কোটি চন্দ্র সে বদন,
করপদ-নখমণি-কিরণ ভূষণ।
ইন্দীবর নয়ন ভ্রুভঙ্গি কামধনু,
রূপের অবধি অপরূপ রামকানু।
দেখিয়া সবার মন হৈলা হরষিত,
প্রাকৃত বিগ্রহ নহে জানিলা নিশ্চিত।
ঠাকুরে কহেন্ তুমি ধন্য মহাশয়,
তোমার ভাগ্যের কথা কহনে না যায়।
জাহ্নবার কাছে সবে কহে জোড় হাতে,
তোমার মহিমা কেবা জানে এ জগতে।
শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভা রাধা অনুজা রঙ্গিনী,
সমস্ত গোপীকা রাগ মঞ্জরী ভাবিনী।

রাগাত্মিকা রাগবল্লী রাগানুগা ভাবে,
নব নব অনুরাগে রাধাকৃষ্ণে সেবে।
এই রূপে বহুস্তুতি করি জনে জনে,
প্রণতি করিলা সবে প্রেমানন্দ মনে।
ঠাকুরে কহেন্ পুনঃ করিয়া সম্মান,
তোমা সম ভাগ্যবান্ নাহি দেখি আন্।
ঠাকুর কহেন তোমা সবারে দেখিনু,
বৃন্দাবন আসি রাম কৃষ্ণ সেবা পাইনু।
একত অভাগ্য মোর যাই গৌড়দেশে,
হেন বৃন্দাবনে বাস না হইল শেষে।
এখানে মরিলে জন্ম হয় এইখানে,
আর এক বড় কথা আছয়ে এখানে।
পথে চলি যায় পরিক্রমা ফল পায়,
মায়াতে কাঁদিলে কৃষ্ণ প্রেম উপজয়।
শয়ন করিলে দণ্ড পরণাম মানে,
ভোজন করিলে হয় কৃষ্ণ সন্তোষণে।
শ্রীরূপ কহেন সত্য তোমার বচন,
কিন্তু কৃষ্ণভক্ত যাঁহা তাঁহা বৃন্দাবন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমে।

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং।

মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥৫॥

অন্যচ্চ।

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।

মদ্ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ! ৬॥

এই কথা শুনি প্রভু প্রণাম করিয়া,
বিদায় মাগেন সবা চরণ ধরিয়া।
সকল গোসাঞি সঙ্গে প্রেম আলিঙ্গন,
ব্রজবাসী আর গোপীনাথ পরিজন।
শ্রীজাহ্নবা গোপীনাথে করিয়া বন্দন,
গোসাঞি সকলে গেলা আপন ভবন।
ঠাকুর রহিলা সেই রাত্রি কাম্যবনে,
বহুত করিলা স্তুতি ক্রন্দন বন্দনে।
প্রাতঃকালে যমুনাতে করিলেন স্নান,
শ্রীমন্দিরে গিয়া কৈলা সেবা শয্যোত্থান।

দুর্ব্বাসাকে কহিলেন, সাধুগণই আমার হৃদয়, আমিও সাধুগণের হৃদয়, আমা ভিন্ন তাঁহারা অন্য কিছু জানেন না, আমিও সাধু ব্যতীত অন্য আর কিছুই জানি না। ৫।

হে নারদ! আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, যোগীগণের হৃদয়েও থাকি না আমার ভক্তগণ যেখানে আমার গুণগান করে, আমি সেই স্থানেই অবস্থিতি করি। ৬।

পরিক্রমা করি কৈলা অষ্টাঙ্গ প্রণাম,
নেত্রে জলধারা বহে নাহি পরিমাণ।
লয়ে বস্ত্রগুপ্ত-রাম-কৃষ্ণ দুটী ভাই,
বিদায় হইলা দুখার্ণবে অবগাই।
পূর্ব্বে গৃহ হতে দুই ভৃত্য আইলা সঙ্গে,
সেই দুই ভৃত্য চলে প্রেম অনুরঙ্গে।
যমুনা কিনারা পথে আইলা মধুপুরে,
দিন দুইতিন রহি পরিক্রমা করে।
কৃষ্ণ বলরাম সেবা করি যতক্ষণে,
ভোগ নাহি দেন, কেহ না করে ভোজনে
আহা প্রাণেশ্বরি! গোপী-মনোবিমোহন,
আহা বৃন্দাবনেশ্বরি! ব্রজেন্দ্র নন্দন!
ইহা বলি প্রেমে মত্ত হইয়া ঠাকুর,
দুই ভৃত্য সঙ্গে চলে ছাড়ি মধুপুর।
চলি চলি আইলা ক্রমে চিত্রকূট পথে,
প্রয়াগে আসিয়া রহে মাধব সাক্ষাতে।
বারাণসী পার হৈয়া হাজীপুর পথে,
গঙ্গাপার হৈয়া চলি আইলা ক্রমেতে।
কণ্টক নগর পথে গঙ্গা ধারে ধার,
আসি উত্তরিলা এক অরণ্য ভিতর।

গঙ্গার কিনারে বন কণ্টক অপার,
বনের ভিতরে রহে সদা হাহাকার।
এইত কহিনু গৌড় দেশে আগমন,
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ করিয়া স্মরণ।
শ্রদ্ধায় শুনিলে কৃষ্ণ ভক্তি সেই পায়,
মায়াবন্ধ ঘুচে কৃষ্ণপ্রেম উপজয়।
জাহ্নবা রামাই পাদপদ্ম অভিলাষ,
এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস।

ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জগবন্ধু,
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণার সিন্ধু।
জয় জয়াদ্বৈত চাঁদ গৌরাঙ্গ-পরাণ,
মো অধমে কর সবে প্রেমভক্তি দান।

শ্রীজাহ্নবা সঙ্গে রাম যবে ব্রজে গেলা,
একা ক্রমে পঞ্চবর্ষ তথায় রহিলা।
পঞ্চ বর্ষান্তর পর মাঘ মাস শেষে,
ব্রজ ছাড়ি গৌড় দেশে আইলা দুই মাসে।
বৈশাখে আসিয়া পুন হৈলা উপনীত,
যে রূপে রহেন তাহা লিখি সুবিহিত।
বনেতে আসিয়া প্রভু চিন্তে মনে মনে,
কিরূপে প্রভুর আজ্ঞা করিব পালনে।
কিসে কৃষ্ণ সেবা হবে কাঁহা পাব ধন,
কেমনে বা গৃহে গৃহে করিব ভ্রমণ।
বীরচন্দ্র প্রভু কাছে যাই কোন্ মুখে,
শ্রীমতী বিয়োগে হৃদি বিদরিছে দুখে।
এত চিন্তি রহে সেই কাননে পড়িয়া,
সঙ্গী দুই নিবারিতে নারে প্রবোধিয়া।
কৃষ্ণ বলরামে বসাইয়া বৃক্ষ মূলে,
তিন জন বসিলেন, জপেন বিরলে।
লতাতে বেষ্টিত বন অত্যন্ত গভীর,
তাহার ভিতরে রহে এক ব্যাঘ্রবীর।
তার ভয়ে নারে কেহ বনে প্রবেশিতে,
গো মনুষ্য খাইল কত না পারি বর্ণিতে।

মনুষ্যের গন্ধ পেয়ে ব্যাঘ্র শীঘ্রগতি,
আসিয়া দেখিল সেই মোহন মূরতি।
সভয় হইয়া রহে বসি কত দূরে,
দেখি দুই ভৃত্য হইল সভয় অন্তরে।
কাতর দেখিয়া দোঁহে ব্যগ্র হইলা চিতে,
ব্যাঘ্রেরে কহেন কিছু বচন অমৃতে।
পশুদেহ ধরি কর জীবের হিংসন,
নিদানে কি হবে তাহা না কর ভাবন।
অচেতন তুমি, কিছু নাহি পরিজ্ঞান,
হায় হায় তোমার কি হবে পরিণাম।
এত বলি কৃষ্ণ নাম শুনান্ তৎপর,
কর্ণ পেতে শুনে নাম সেই ব্যাঘ্রবর।
অশ্রুধারা বহে নেত্রে গড়াগড়ি যায়,
দেখিয়া ঠাকুর তারে কহে পুনরায়।
ওহে বাপু হেন কর্ম্ম না করিহ আর,
শুনিলে কৃষ্ণের নাম হইবে উদ্ধার।
শুনি ব্যাঘ্র দণ্ডবৎ পড়ি তার আগে,
প্রণাম করিয়া চলে পূর্ব্বদিকে বেগে।
গঙ্গায় প্রবেশ করি দেহ তেয়াগিলা,
দিব্যদেহ ধরি তিঁহ মুক্ত পদ পাইলা।

এমন দয়াল কেবা আছে ত্রিভুবনে
ব্যাঘ্রে কৃষ্ণ নাম দিয়া তারে নিজগুণে,
সবারে সমান দয়া নাহি আত্মপর,
হেন প্রভু না ভজিনু মুইতো পামর।
তার পর কহি শুন মোর নিবেদন,
যৈছে প্রভু কৃষ্ণসেবা কৈলা প্রকটন।
এক দিন সেই বনে লোক দশ জন,
অস্ত্র হাতে করি গাভী করে অন্বেষণ।
ঠাকুরে দেখিয়া সবে আশ্চর্য্য হইলা,
নিকটেতে গিয়া তবে জিজ্ঞাসা করিলা।
ভৃত্য দুই কহে মোরা বৈষ্ণব কাঙ্গাল,
তারা কহে বনে বাস করা নাহি ভাল।
ব্যাঘ্রভয় আছে গ্রাম ভিতরেতে চল,
এখানে রহিলে সদা হবে অমঙ্গল।
এতেক কহিয়া তারা গদ গদ স্বরে,
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে সবে দণ্ডবৎ করে।
রামকৃষ্ণ রূপ দেখি হৈলা চমৎকার,
পড়িয়া রহিল নেত্রে বহে অশ্রুধার।
এতেক দেখিয়া প্রভু সদয় হইয়া,
কহিতে লাগিলা কিছু সবে সম্বোধিয়া।

তোমরা সবাই যাও আপন ভবন,
আমি ত বৈষ্ণব আমি নাহি চাহি ধন।
তিঁহ সব কহে সেবা কেমনে চলিবে,
গ্রামেতে চলুন্ মোরা কভু না ছাড়িবে।
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব মিলিল অনায়াসে,
এ বন ছাড়িয়া প্রভু চল গৃহ বাসে।
একাগ্রতা দেখি তবে ঠাকুর চিন্তিত,
কহিতে লাগিলা সবে করিয়া পীরিত।
নিজ বশ নহি আমি কেমনে যাইব,
তব গ্রামে গিয়া বল কি কার্য্য সাধিব।
তিঁহ কহে যে আজ্ঞা করিবে মহাপ্রভু,
প্রাণপণে করিব অন্যথা নহে কভু।
উঠ উঠ প্রভু মোর প্রাণের ঈশ্বর,
রাম কৃষ্ণে লয়ে চল গ্রামের ভিতর।
পরাকাষ্ঠা দেখি প্রভু সদয় হইলা,
কৃষ্ণ বলরামে লতে তৎপর উঠিলা।
উঠাইতে নারিলেন বৃক্ষতল হৈতে,
বিস্মিত সকলে, প্রভু লাগিলা হাসিতে।
নিশ্চয় জানিলা রহিবেন এই স্থানে,
তবে সবে কহে নাহি যাব স্বভবনে।

এই কথা বলি তবে বসিয়া জাগিয়া,
সকলেতে দিবা রাত্রি রহে আগুলিয়া।
ব্যাঘ্রভয়ে হইলা কাতর সর্ব্বজন,
ব্যাঘ্রের বৃত্তান্ত শুনি সবিস্মিত মন।
কৃষ্ণ কথা রসে সবে রাত্রি গোঙাইলা,
শেষ রাত্রে রামচন্দ্র স্বপনে দেখিলা।
শ্রীমতী জাহ্নবা আসি কহেন্ বচন,
এই স্থানে রহি সেবা কর আয়োজন।
ঠাকুর কহেন্ আমা হতে নহে কার্য্য,
তুমি কৃপাবিষ্ট হলে হয় সব ধার্য্য।
শ্রীদেবী কহেন বর দিয়েছি তোমায়,
আমার স্মরণ মাত্রে হবে তব জয়।
তো সখ্যে সম্প্রতি আমি রহিব এ স্থানে,
শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবা হবে রাত্রি দিনে।
এত বলি দেবী গেলা, ঠাকুর জাগিলা,
বিয়োগ বিকল চিত্ত কিছু স্থির হৈলা।
প্রাতঃকালে সবে ডাকি বলেন গোসাঞি
এস বন কাটি মোরা আবাস বানাই।
সকলে কহেন কর যাতে কার্য্য হয়,
এ কথা শুনিতে সবা প্রফুল্ল হৃদয়।

অষ্টাঙ্গ প্রণাম করি অনুমতি লঞা,
নিকট গ্রামের লোক আনিল ডাকিয়া।
কুড়ালী কোদালী লয়ে কাটে সব বন,
শত শত লোক আসি হইল যোটন।
কেহ ঘর করে কেহ দেয় ত দেওয়াল,
কেহ বা অঙ্গন করে কাটিয়া জঙ্গল।
তৃণ কাটি আবরণ কৈলা চতুর্দ্দিকে,
ভোগ শালা বানাইলা দক্ষিণের দিকে।
দিনার্দ্ধের মধ্যে সব করিল নির্ম্মাণ,
বলবান্ কদলী রোপিল স্থানে স্থান।
মৃত্তিকার কুম্ভ আর রন্ধন ভাজন,
পুষ্প মালা তুলস্যাদি অগুরু চন্দন।
ধূপ দীপ আতপ তণ্ডুল নারিকেল,
রম্ভা গুবাক্ পান নানা জাতি ফল।
মণ্ডা পেড়া শর্করাদি মিষ্টান্ন অপার,
ক্রমে ক্রমে আইল সব ভরিল ভাণ্ডার,
আপনি ঠাকুর আর সঙ্গের ব্রাহ্মণ,
গঙ্গাস্নান করি প্রাতে কৈলা আগমন।
দিব্যাসন দিব্যবস্ত্র আদি দ্রব্য আনি,
অভিষেক করিলেন ঠাকুর আপনি।

পঞ্চগব্য পঞ্চামৃতে করিলা মার্জ্জন,
বিপ্রগণ আসি করে বেদ উচ্চারণ।
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে কত কাংস্য করতাল,
নানা যন্ত্র বাজে কত মৃদঙ্গ রসাল।
কেহ নাচে কেহ গায় হরি হরি বোল,
কৃষ্ণ বলরাম দেখি সবে প্রেমে ভোর।
নানা চিত্র বস্ত্র অলঙ্কার সবে দিলা,
ঠাকুর যতনে রাম কৃষ্ণে পরাইলা।
কেহ থালা কেহ বাটী কেহ জলপাত্র,
মহা মহা ধনীলোক আনি দিল কত।
সে পাত্রে নৈবেদ্য করি লয়ে গঙ্গাজল,
পরিপূর্ণ করি সমর্পিলেন সকল।
ঠাকুর পীরিতি ভাবে করিলা সেবন,
তাম্বূল অর্পিয়া আরাত্রিক নির্ম্মঞ্ছন।
জয় জয় করে সবে বদন ভরিয়া,
সবে চমৎকার রূপ মাধুর্য্য দেখিয়া।
মৃত্তিকার মঞ্চ তাতে নব বস্ত্র পাতি,
তদুপরি দুই ভাই শোভে ব্রজপতি।
প্রদক্ষিণ করি প্রভু করিলা প্রণতি,
অপরাধ ভঞ্জন স্তব পড়িলা সুমতি।

তথাহি—

গতাগতেন শ্রান্তোহহং দীর্ঘ সংসার-বর্ত্মসু।
তৃষ্ণয়া পীড্যমানোহহং ত্রাহি মাং মধুসূদন! ৭ ॥

এরূপ দ্বাদশ শ্লোকে করিলা স্তবন,
যাহার শ্রবণে হয় প্রেমানন্দ মন।
দ্বিতীয় প্রহর দিবা করি উল্লঙ্ঘন,
তবু শান্তি নাহি সদা সেবানন্দে মন।
এই রূপে রাম কৃষ্ণে সেবন করিলা,
রন্ধন শালায় গিয়া পাক চড়াইলা।
শাকাদি করিয়া কত বিবিধ ব্যঞ্জন,
অম্ল ভাজি ঝোল কত কে করে গণন।
ক্ষীর পরমান্ন কত কুণ্ডিকা ভরিয়া,
অন্ন পাক কৈলা সব ব্যঞ্জন রান্ধিয়া।
জাহ্নবা স্মরণে পাক হৈল পরিপূর্ণ,
শালি তণ্ডুলের বড় রাশি হৈল অন্ন।
তৃতীয় প্রহরে সব হইল প্রস্তুত,
দেখিয়া প্রভুর চিন্তা হৈল দূরগত।
ঘৃত দধি দুগ্ধ, রম্ভা চোপা দূর করি,
অন্নোপরি ধরিলেন করি সারি সারি।

অম্বাদি সৌরভ চিত্র বিচিত্র শোভন,
গঙ্গাজলে পাত্র ভরি পাতিলা আসন।
তদুপরি রামকৃষ্ণে বসায়া ঠাকুর,
ভোগ লাগাইলা যত্ন করিয়া প্রচুর।
ভোজন করিলা দোঁহে কানাই বলাই,
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ হৈল যার পর নাই।
জানিয়া ঠাকুর তাহা হৈলা আনন্দিত,
আরতি বাজিল, মনে সুখ অপ্রমিত।
আচমন করাইয়া তাম্বূল অর্পিলা,
শয্যার কারণ দিব্য পালঙ্ক আনিলা।
পরিপাটী তুলি পাতি করিলা সুসাজ।
চাঁদোয়া মশারি নানা পুষ্পের সমাজ।
তদুপরি শোয়াইলা কৃষ্ণ বলরাম,
চামর বাতাসে দূর কৈলা শ্রম ঘাম,
সেবা অপরাধ ক্ষমাইলা স্তুতি করি,
বাহিরে আইলা দণ্ড প্রণাম আচরি।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত আইল নিমন্ত্রণে,
যথাযোগ্য সমাদরে করিলা ভোজনে।
দুঃখিত কাঙ্গালী অন্যগ্রামী যত আইলা,
সবাকারে সস্নেহে প্রসাদ খাওয়াইলা।

শেষে নিজ জন সঙ্গে করিলা ভোজন,
স্নান করি কৈলা পুনঃ তাম্বূল অর্পণ।
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করি ঠাকুরে জাগালা,
কৃষ্ণ বলরামে দিব্যাসনে বার দিলা।
বহু লোক আইলা করিতে দরশন,
বলিল সকলে এই সেই বৃন্দাবন।
একে সে মাধব মাস পুষ্পিত কানন,
ভৃঙ্গ পরভৃত ডাকে শুনি মনোরম।
শীতল সমীর বহে পুষ্প গন্ধ লঞা,
পূর্ণচন্দ্র সন্ধ্যাকালে উদিল আসিয়া।
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে কত মৃদঙ্গ কর্ত্তাল,
কেহ কেহ আনি জ্বালে প্রদীপ রসাল।
ধূপ জ্বালি আরতি করেন নির্ম্মঞ্ছন,
কত শত দীপ জ্বলে না যায় গণন।
বাহু তুলি হরি হরি বলে সর্ব্বজন,
প্রেমাবেশে করে কেহ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
কেহ নাচে কেহ প্রেমে গড়াগড়ি যায়,
আবাল যুবতী বৃদ্ধ সবে সুখ পায়।
ঠাকুর বাহিরে আসি গায়েন আরতি,
নয়ন চকোরে পিয়ে মোহন মূরতি।

মৃদঙ্গ কর্ত্তাল ধ্বনি জয় জয়কার,
রাম কৃষ্ণ রূপ দেখি সবে চমৎকার।
শ্বেত শ্যামল রূপে বিজলীর ছটা,
নীল পীত পরিধান তড়িৎঘন ঘটা।
ময়ূর চন্দ্রিকা বনমালা শিঙ্গাবেণু,
কৈশোর মুরতি গতি গজরাজ জনু।
রূপের লহরী রাম কৃষ্ণ দুটী ভাই,
যার যেন ভাব তারে তেমনি দেখাই।
কেহ বলে একি ভাই দেখি অপরূপ,
কে আনিল এই দেশে হেন রসকূপ।
দুরন্ত কানন এই বাঘের নিবাস,
তারে কৃষ্ণ নাম দিয়া করিলা আশ্বাস।
ইহত মানুষ নহে কোন মহাশয়,
আকৃতি প্রকৃতি লোক সম নাহি হয়।
এই মত সর্ব্ব লোকে করে বলাবলি,
কৃষ্ণগুণ গায় সবে হয়ে কুতূহলী।
আরত্রিক মহোৎসবে চারিদণ্ড গেলা,
কিছু ভোগ লাগাইয়া তবে শুয়াইলা।
সেবা সমাপন করি বৈসে সেই স্থানে,
প্রধানে প্রধান লোক বামেতে দক্ষিণে।

পরিচয় মাগে সব করি জোড় হাত,
কহিতে লাগিলা দুই সঙ্গী সব বাত।
শ্রীবংশী-বদনানন্দ নবদ্বীপে ধাম,
তাঁর পৌত্র হয় এই ঠাকুর শ্রীরাম।
জাহ্নবা মাতার পোষ্যপুত্র শিষ্য তায়,
ইঁহারে যাদৃশী কৃপা কহা নাহি যায়।
বৃন্দাবনে লয়ে গেলা ইঁহারে শ্রীমতী,
কাম্যবনে হৈলা তাঁর গোপীনাথ প্রাপ্তি।
আজ্ঞা প্রত্যাদেশ কৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবন,
এই রাম কৃষ্ণ স্বপ্নে দিলা দরশন।
আজ্ঞা হৈল গৌড় দেশে করিতে গমন,
অন্যথা না করি আইলা গৌড়ভুবন।
বিরহে বিহ্বল চিত্ত সদা হাহাকার,
কৃষ্ণনামে এই বনে ব্যাঘ্রের উদ্ধার।
কেহ বলে সত্য সত্য ব্যাঘ্র বিবরণ,
গঙ্গায় প্রবেশি ব্যাঘ্র ত্যজিল জীবন।
সকলে শুনিয়া তাহা মনে চমৎকার,
নিশ্চয় হইলা সেই ব্যাঘ্রের উদ্ধার।
এ সকল বিবরণ সকলে শুনিয়া,
ভূমেতে পড়িয়া বলে কৃতাঞ্জলি হঞা।

অপরাধ ক্ষমা কর অধম দেখিয়া,
শরণ লইনু পদে পরিচয় পাঞা ॥
হাসিয়া কহেন প্রভু তা সবার প্রতি,
কৃষ্ণ পদে সবাকার হউক ভকতি ।
আমি অতি অজ্ঞ মোর নাহি ধন জন,
কি রূপে হইবে মোর কৃষ্ণের সেবন ।
তোমরা বান্ধব মম হইলে সহায়,
অনায়াসে কৃষ্ণপদ সেবা মোর হয় ।
শুনিয়া সবার মনে বাড়িল আনন্দ,
প্রেমানন্দে মগ্ন সবে কহে মন্দ মন্দ ।
জগৎগুরু তুমি, মোরা অনুশিষ্য প্রায়,
অনাসে চলিবে সেবা তোমার ইচ্ছায় ।
মো সবার ভাগ্য আজ প্রসন্ন হইল,
অনায়াসে সাধুসঙ্গ সেবানন্দ পাইল ।
ইহা কহি কহি সবে অষ্টাঙ্গ লোটায়া,
প্রণাম করিলা প্রেমানন্দে ভোর হঞা ।
এই রূপ নানা কথা প্রসঙ্গানুক্রমে,
গোঙাইলা কভু নিদ্রা কভু জাগরণে ।
প্রভাত হইল করি মঙ্গল আরতি,
গঙ্গাবগাহনে গেলা সেবক সংহতি ।

ত্বরা করি আসি প্রভু সেবাদি করিলা,
রন্ধন আগারে আসি তৎপর হইলা।
গ্রামবাসী লোক আসে নানা দ্রব্য লঞা,
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব আসে নিমন্ত্রণ পাঞা।
দ্বিতীয় প্রহরে প্রভু ভোগ লাগাইলা,
ভোগ সাঙ্গ হৈল পুনঃ আরতি বাজিলা।
সব লোক ঠাকুরের লইল শরণ,
প্রসাদ পাইয়া সবা আনন্দিত মন।
দিন দিন বন কাটি করিলা সমান,
নানা পুষ্প রোপি সব করিলা উদ্যান।
হইল প্রভুর তথা স্থান মনোহর,
তেলী মালি মদকাদি সবে করে ঘর।
দিনে দিনে বৈসে লোক কত লব নাম,
ঠাকুর দেখিয়া চিত্তে করে অনুমান।
দূর জলে কেমনে বা চলে ব্যবহার,
প্রধান লোকেরে ডাকি করেন্ বিচার।
জলাশয় বিনা নাহি বসবাস সুখ,
নিকটে হইলে জল যায় সব দুখ।
এতেক শুনিয়া সবা বাড়িল আনন্দ,
কোঁড়া আনিয়া পুকুর করিলা আরম্ভ।

মন্দির পশ্চিম ভাগে করিলা পত্তন,
দুই মাস মধ্যে শেষ হইল খনন।
যমুনা বলিয়া নাম রাখিলা তাহার,
তার জলে হয় নিত্য সেবা ব্যবহার।
যমুনা আহ্বান করি করে আরোপিত,
তার তীরে রোপে আম্র বীজ কতশত।
দিনে দিনে বাড়ে চিত্তে আনন্দ উল্লাস,
অন্যগ্রাম ছাড়ি লোক করিল নিবাস।
মহা মহা ধনী আইসে করিতে দর্শন,
তারা সবে নিছনি করিলা বহুধন।
এক দিন ক্ষত্রিয় এক করি দরশন,
দেখিয়া হইল প্রেমানন্দে নিমগন।
মন্দির করিয়া দিল অর্থব্যয় করি,
উৎসব করিলা বহু সামগ্রী আহরি।
বৈসে সুখে রামকৃষ্ণ মন্দির ভিতর,
দেখিয়া ঠাকুরে হৈল আনন্দ বিস্তর।
সেবার নির্ব্বন্ধ বহু করিয়া সে দিলা,
রাজসেবা দেখি মহানন্দে ঘরে গেলা।
শুন শুন ভক্তগণ করি নিবেদন,
সংক্ষেপে লিখিনু সব প্রসঙ্গানুক্রম।

এক দিন রাত্রি যোগে মহেশ-পার্ব্বতী,
ঠাকুরে কহেন আসি শুন মহামতি।
আমা দোঁহা সেবা কর আইনু তব স্থানে,
আমা দোঁহা সেবিলে ত বাড়িবে কল্যাণ।
মন্দ মন্দ হাসি কহে শ্রীচন্দ্রশেখর,
চন্দ্রের কিরণে অঙ্গ করে ঢল ঢল।
মস্তকেতে জটাভার বাঘাম্বরধারী,
কর নখ চন্দ্রমণি বিদ্যুৎ লহরি।
শোভিছে ডমরু শিঙ্গা হস্তে মনোরম,
আজানুলম্বিত হাড় মালা সুশোভন।
বামেতে হৈমাদ্রি-সুতা বিজরির প্রায়,
স্থগিতা বিজরি যেন চাহা নাহি যায়।
অপার গুণের সিন্ধু রূপের অবধি,
কি লিখিব অজ্ঞ মুই পাপাশক্ত মতি।
এ হেন মাধুরী দেখি ঠাকুরে বিস্ময়,
জোড় হাতে দাণ্ডাইয়া করেন বিনয়।
ওহে দেব! মুই দীন হীন দুরাচার,
কেমনে সেবিব আমি চরণ দোঁহার।
যে সেবা আমারে দিলা তাহা নাহি হয়,
বুঝিয়া না কহ কেন, পাই বড় ভয়।

শিব কহে বৈষ্ণবের সেবা তব ধর্ম্ম,
বৈষ্ণব বৈষ্ণবী মোরা কহিলাম মর্ম্ম।
আমারে সেবিলে বৈষ্ণবের সেবা হয়,
শুনিয়া ঠাকুর পুনঃ করেন বিনয়।
বৈষ্ণবের ধর্ম্ম হয় কৃষ্ণ অবশেষ,
অঙ্গীকার কর আমি তব নিজ দাস।
মহেশ কহেন আমি ভকত অধীন,
যে যে মতে ভজে তাহে নাহি বাসি ভিন্।
পার্ব্বতী কহেন মোর বার্ষিক পূজন,
করিবে বিশেষ, ইচ্ছা যেবা তব মন।
এতেক শুনিয়া প্রভু অষ্টাঙ্গ লোটায়,
কৃপা করি শিব হস্ত দিলেন মাথায়।
বর দিলা গিরিসুতা হইয়া সদয়,
ঐছে সেবা কর যাহা লোকে নাহি হয়।
ইহা কহি অন্তর্হিত দেবীর সহিত,
ঠাকুর রামাই চিন্তে আপনার হিত।
মন্দির বাহিরে বানাইয়া এক স্থান,
তথা দুগ্ধ চাল কৈলা পূজার বিধান।
বিপ্রগণ দুগ্ধ ঢালে করেন আহ্বান,
লিঙ্গরূপী মহাদেব হৈলা অধিষ্ঠান।

দেখিয়া সকলে মনে হৈল চমৎকার,
প্রেমানন্দে সবলোক করে জয়কার।
নৈবেদ্য বিবিধ পুষ্প গন্ধ গঙ্গাজলে,
পূজা করে বিপ্র সব মহা কুতূহলে।
মধ্যাহ্নে ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রসাদ,
ভক্তিভাবে সমর্পিয়া ক্ষমায় অপরাধ।
এই রূপে নিত্যভোগ দেন্ সমর্পিয়া,
দুয়ারে আছেন দেব শেষ ভোগ পাইয়া।
সংক্ষেপে কহিনু মহাদেব আবির্ভাব,
ইহার শ্রবণে হয় কৃষ্ণভক্তি লাভ।
মন দিয়া শুন স্বজাতীয় ভক্তগণ,
কৃষ্ণভক্ত হইলে মিলে সর্ব্ব সুলক্ষণ।
হরিতে অভক্তি হইলে কি গুণ তাহার,
কৃষ্ণ ভক্তগণ হয় আশ্রয় সবার।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমে।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণাঃ
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥৮॥

শ্রীকৃষ্ণ ভজিলে সর্ব্ব দেবের উল্লাস,
তাঁর অন্নজলে সর্ব্ব দেবের প্রত্যাশ।

তাঁর হস্ত জল যদি এক বিন্দু পায়,
পিতৃগণ ঊর্দ্ধ বাহু করি স্বর্গে যায়।
তার পর শুন সবে মোর নিবেদন,
যৈছে বীরচন্দ্র প্রভু কৈলা আগমন।
দিনে দিনে বাড়ি গেল সেবার সম্পদ,
সঞ্চয় না করি সাধু সেবা নিরাপদ।
কত দেশ হতে আসে বৈষ্ণব সকল,
ঠাকুর সাদরে দেন্ সবে অন্নজল।
প্রকৃষ্ট কনিষ্ঠ বুদ্ধি না করে বিচার,
এমন দয়াল ভবে হবে নাকি আর।
এই কথা সর্ব্বত্রেতে হইল প্রকাশ,
শুনিয়া আইসে লোক, দেখিয়া উল্লাস।
এক দিন দুই চারি বৈষ্ণব মিলিয়া,
খড়দহে যাত্রা কৈল দর্শন লাগিয়া।
বীরচন্দ্র প্রভু পদে করিলা প্রণাম,
প্রভু জিজ্ঞাসেন্ তোমা হয় কিবা নাম।
কোথা হতে এলে কহ সব সমাচার,
তিঁহ জোড় হাতে কহে করি পরিহার।
মোর নাম রেখেছেন্ রামদাস বলি,
ভ্রমিয়া দর্শন করি দুই চারি মিলি।

শ্রীপাট অম্বিকা হতে শ্রীবাঘ্নাপাড়ায়,
দিন দশ রহিলাম, কত সুখ তায়।
শুনি বীরচন্দ্র পুন কহেন তাঁহারে,
কহ বাঘ্নাপাড়া কোথা কি সুখ দেখিলে।
তিঁহ কহে গঙ্গাধারে এক বন ছিল,
তাতে ব্যাঘ্র ছিল কত মনুষ্য খাইল।
এক মহা বৈষ্ণব আইলা ব্রজ হতে,
ঠাকুর রামাই নাম মহা দয়া চিতে।
ব্যাঘ্রে কৃষ্ণ নাম দিয়া তিঁহ উদ্ধারিলা,
অবিলম্বে ব্যাঘ্র সিদ্ধদেহ প্রাপ্ত হৈলা।
রামকৃষ্ণে সেই বনে কৈলা অধিষ্ঠান,
যাঁহার বৈষ্ণব সেবা নহে পরিমাণ।
পাত্রাপাত্র দেখা নাহি সবারে সমান,
লক্ষ লক্ষ আইসে সবে দেন্ অন্ন পান।
শুনিয়া কহেন বীরচন্দ্র চূড়ামণি,
হেন জন কেবা গৌড়ে আমি নাহি জানি।
বৈষ্ণব কহেন্ তাঁর এ এক লক্ষণ,
হা মাত! জাহ্নবা বলি করয়ে রোদন।
সদাই পুলক অঙ্গে গদগদ বচন,
শান্ত দাস্য ক্ষমা গুণে সর্ব্ব প্রিয়তম।

যেই দেখে তাঁরে সে না ছাড়ে এক ক্ষণ,
তাঁর প্রীতে সবাকার ভুলিয়াছে মন।
ছিন্ন বস্ত্র পরিধান রীতি সুমোহন,
কিশোর বয়স তবু যেন সুপ্রবীণ।
এতেক শুনিয়া তবে প্রভু বীরচন্দ্র,
নাড়া নাড়া বলি ডাকে হাসি মন্দ মন্দ।
নাড়াগণ আইল করি সিংহের গর্জ্জন,
শ্রীবীর বলাই শব্দে ভেদিল গগন।
কহেন শ্রীবীরচন্দ্র কর এক কাম,
ত্বরা করি যাহ যথা বাঘ্‌নাপাড়া গ্রাম।
কোন্ জন আসি করে বৈষ্ণব সেবন,
তোমরা যাইয়া তারে কর বিড়ম্বন।
অসত্য করিয়া সবে মাগিবে প্রসাদ,
দিতে না পারিলে তবে ঘটাবে প্রমাদ।
এতেক শুনিয়া সবা আনন্দিত মন,
বার শত নাড়া তথা করিল গমন।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি সবে নিদ্রা যায়,
হেনকালে উত্তরিলা শ্রীবাঘ্‌নাপাড়ায়।
সিংহের গর্জ্জন সম হুঙ্কার গর্জ্জনে,
শুনিয়া ঠাকুর বড় ভয় পাইলা মনে।

সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া ঘন ঘন ডাকে,
ঠাকুর কহেন্ আজ পড়িনু বিপাকে।
আস্তে ব্যস্তে প্রভু উঠি আসিয়া তথায়,
বিনয় করিয়া তবে জিজ্ঞাসে সবায়।
এত রাত্রে আগমন কি লাগি সবার,
আজ্ঞা কর শুনি মুঞি সেবক তোমার।
এতেক শুনিয়া তবে কহেন বচন,
ক্ষুধার্ত্ত আছি যে মোরা করাহ ভোজন
শুনিয়া আকাশ ভাঙ্গি পড়ে প্রভু মাতে,
বিপাকে পড়িনু আজ আইলা বিড়ম্বিতে।
সমাদরে বসাইয়া মাগে পরিচয়,
তারা কহে শ্রীপাঠ খড়দহেতে আলয়।
শুনিয়া ঠাকুর কিছু না কহিল আর,
একান্তে স্মরণ করে পদ জাহ্নবার।
তব আজ্ঞামতে পাই সেবা পবিত্রতা,
এবার সঙ্কটে মোরে রাখ সূর্য্যসুতা।
ওহে রামকৃষ্ণ! নিদ্রা যাও মহাসুখে,
অতিথি দুয়ারে আসি পায় মহাদুখে।
ইহা কহি পাকশালে করিলা প্রবেশ,
দেখিলা ভাজনে অন্ন আছে অবশেষ।

কদলীর পত্র আনি অন্ন নিকাশিলা,
ধৌত করি পাতা পাড়ি হাঁড়ি চড়াইলা।
একে ডাল দুয়ে চাল জল পরিমিত,
দিয়ে জ্বাল বাহিরে আইলা মহাব্রত।
বৈষ্ণব সকলে কহে পাদ প্রক্ষালিতে,
তারা সব হাসি হাসি লাগিলা কহিতে।
যদি ইল্‌সা মৎস্য আম্র করাহ ভোজন,
তবে ত প্রসাদ আজ করিব গ্রহণ।
ঠাকুর যে আজ্ঞা বলি করেন গমন,
যমুনার স্থানে গিয়া করেন প্রার্থন।
জল হৈতে মৎস্য আসি পড়িল আড়ায়,
সংস্কারের তরে মৎস্য ভৃত্যেরে যোগায়।
নিজ আরোপিত চূতবৃক্ষ স্থানে কহে,
বৈষ্ণব সেবার জন্য ফল দেহ ওহে।
ফল নাহি নব্য-বৃক্ষ তাহে মাঘ মাস,
ঠাকুর কহেন বৃক্ষ না কর নিরাশ।
কালেতে ফলিতে পার অকালেতে ধর,
বৈষ্ণব সেবাতে লাগি জন্ম ধন্য কর।
ইহা বলিতেই আম্র হইল কাঁদি কাঁদি,
আম্রের সহিত মৎস্য ভালমতে রান্ধি।

দুই হাঁড়ি অন্ন মৎস্য ডাল এক হাঁড়া,
প্রস্তুত করিয়া প্রভু ডাকে সব নাড়া।
অবিলম্বে পাক হৈল সবে চমৎকার,
বসিলা নাড়ার দল পাইয়া হাঁকার।
পত্র জল দিল দাসে, অন্নথালি লইয়া—
প্রভু অন্ন দেন্ পাতে জাহ্নবা স্মরিয়া।
অল্প অল্প অন্ন দিলা পত্রে সবাকার,
ব্যঞ্জন দেখিয়া করে জয় জয় কার।
অল্প অন্ন দেখি কেহ করে উপহাস,
কিছু না বলিয়া সবে করে পঞ্চগ্রাস।
খাইতে খাইতে অন্ন নাহি ত ফুরায়,
উদর ভরিল, অন্ন কেহ নাহি চায়।
উদরে বুলায় হস্ত উঠয়ে উদ্গার,
অন্ন ব্যঞ্জন লও বলেন বার বার।
সকলেই কহে আর নাহি দেহ মোরে,
কেমনে খাইব স্থল নাহিক উদরে।
যে নাড়ার তেজে কাঁপে জগৎ সংসার,
সে নাড়া ঠাকুর স্থানে কহে পরিহার।
যবনের সঙ্গে যিঁহু বিবাদ করিয়া,
সহর ভাসালে সব প্রস্রাব করিয়া।

ক্রোধ করি যার ঘর পানে নাড়া চায়,
সেই জন কোপানলে পড়ি ভস্ম হয়।
এ হেন বীরের নাড়া প্রভাব অপার,
ঠাকুর রামের অগ্রে করে পরিহার।
আচমন করি সব বৈষ্ণব মূরতি,
যথা স্থানে শুইয়া রহিল সেই রাতি।
মঙ্গল আরতি প্রাতে উঠিয়া দেখিলা,
অষ্টাঙ্গ প্রণাম করি বহুস্তুতি কৈলা।
পরিচয় পেয়ে সবা বাড়িল আনন্দ,
মঙ্গল বারতা জিজ্ঞাসয়ে আদ্যোপান্ত।
দিন দুই রহি আজ্ঞা সকলে মাগিলা,
বিদায় হইয়া তবে শ্রীপাটেতে গেলা।
নাড়াগণ গিয়া বীরচন্দ্রের সাক্ষাতে,
বহুত প্রশংসা করি লাগিলা কহিতে।
কেহ বলে প্রভু তুমি তাঁকে জান নাই,
তোমার দোসর ভাই ঠাকুর রামাই।
যাঁরে পাঠাইলা তুমি শ্রীমতী সহিত,
এবে তিঁহ আসি গৌড়দেশে উপনীত।
এ বলি লিখন খুলি দিলা তাঁর আগে,
পড়েন লিখন প্রভু প্রেম অনুরাগে।

সংস্কৃত ভাষাতে সেই লিখন লিখয়ে,
প্রথমে মঙ্গলাচার শেষে পরিচয়ে।
তোমার চরণে মোর সহস্র প্রণাম,
তব অনুগত এই হতভাগ্য রাম।
শ্রীমতী আদেশে আইনু গৌড় দেশেতে,
কোন্ মুখে যাব আমি তোমার সাক্ষাতে।
কৃষ্ণ বলরাম সেবা দিলা কৃপা করি,
অবসর নাহি সদা সেবা কার্য্যে ফিরি।
দোসর নাহিক কেহ একা মাত্র আমি,
ইহা জানি অপরাধ ক্ষমা কর তুমি।
এমত লিখন পাঠ করি সকরুণ,
দ্রবিল অন্তর মনে হলো তাঁর গুণ।
যাইতে হইল ইচ্ছা তাঁহারে মিলিতে,
ব্যবস্থা করিয়া সব চলিলা প্রভাতে।
পতাকা নিশান ঘোর শিঙ্গার শবদ,
শুনিয়া বৈষ্ণব ধায় লয়ে পরিচ্ছদ।
শান্তিপুরে এক দিন করিলা বিশ্রাম,
গঙ্গাপার হইয়া প্রাতে করিলা প্রয়ান।
উপনীত হইলা আসি শ্রীবাঘ্‌নাপাড়ায়,
শিঙ্গার শব্দ শুনি যত লোক ধায়।

ভোগের সময় ভোগ সেবা সাঙ্গ করি,
বাহিরে আইলা রাম হয়ে আগুসারি।
সিংহদ্বারে আসি তবে প্রভু বীরচন্দ্র,
দেখিয়া ঠাকুরে হৈল পরম আনন্দ।
চৌপাল হইতে প্রভু ভূমে উত্তরিলা,
ঠাকুর রামাই গিয়া দণ্ডবৎ কৈলা।
ধরি তুলি কোলে কৈলা বীরচন্দ্ররায়,
দোঁহার নয়নে প্রেম ধারা বহি যায়।
সঘনে কম্পয় অঙ্গ পুলকিত কায়,
স্বেদ বেপথু ঘন বাক্য না স্ফুরয়।
কতক্ষণে স্থির হইয়া চলিলা ভিতরে,
গিয়া পাদ প্রক্ষালিলা মন্দিরের তলে।
দর্শন লালসা তাঁর বাড়িল অন্তরে,
দেখাইলা রামকৃষ্ণে ঠাকুর প্রভুরে।
অপরূপ সুমাধুর্য্য দেখি বীরচন্দ্র,
পুলকে পূরিল অঙ্গ অপার আনন্দ।
প্রাকৃত লোচনে দেখি রূপে হৈল ভোর,
অপ্রাকৃতে যত সুখ কে করিবে ওর।
ঠাকুরে শয়ন দিয়া লইয়া প্রভুরে,
দিব্যাসন দিয়া তাঁরে বসাইলা ঘরে।

প্রসাদ প্রস্তুত তাঁর অনুমতি লঞা
বৈষ্ণব সকলে তবে কহিলা ডাকিয়া।
বসাইলা রামচন্দ্র করিয়া মর্য্যাদ,
বীরচন্দ্র প্রভু আগে ধরিলা প্রসাদ।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণে দিলা ক্রম করি,
অবশেষে বসাইলা কাহারি বেগারি।
আকণ্ঠ পূরিয়া সবে করিলা ভোজন,
দেখিয়া রামাই চাঁদ প্রফুল্ল বদন।
এই রূপে দিবা গেলা হইলা সন্ধ্যাকাল,
আরাত্রিক মহোৎসবে সবে মাতোয়াল।
কেহ গায় কেহ নাচে নানা যন্ত্র বাজে,
বলরাম কৃষ্ণ রূপে সবা মন রঞ্জে।
দেখি বীরচন্দ্র প্রভু প্রেমেতে উন্মাদ,
কভু কাঁদে কভু হাসে দৈন্য পরিবাদ।
কতক্ষণ পরে তিঁহ সুস্থির হইলা,
যথা কালে ভোগ সারি সেবা সাঙ্গ কৈলা।
সংক্ষেপে কহিনু বীরচন্দ্রের মিলন,
যে মত শুনিনু তাই করিনু লিখন।
শ্রদ্ধা করি শুনে যেই ইষ্টগোষ্ঠি কথা,
শুনিতেই প্রেম ভক্তি বাড়িবে সর্ব্বথা।

জাহ্নবা রামাই পাদপদ্মে অভিলাষ,
এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস।

ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দীনবন্ধু,
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণার সিন্ধু।
জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র ভক্তগণ-প্রাণ,
তোমার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম।
অধম দুর্গতি আমি সদা পাপাশয়,
আমার কি গতি হবে না বুঝে হৃদয়।
কুমতি ঘুচুক প্রেম ভক্তি মোরে দেহ,
তুয়া বিনু এ পাথারে নাহি আর কেহ।
এ হেন মানব জন্ম বৃথা বয়ে যায়,
কায়-মন-বাক্যে না ভজিনু রাঙ্গা পায়।

যেন তেন রূপে করি কৃষ্ণানুশীলন,
ইষ্টগোষ্ঠি কৃষ্ণকথা শুন বন্ধুগণ।
বীরচন্দ্র প্রভু যবে বাঘ্‌নাপাড়া আইলা,
বহু লোক যাতায়াতে মহাভীড় হইলা।
যে দিন আইলা সেই রাত্রি দোঁহে বসি,
বৃন্দাবন যাত্রা কথায় পোহাইলা নিশি।
যে পথে গমন যাঁহা করিলা বিশ্রাম,
আদ্যোপান্ত কহিলা শ্রীমতী-গুণগ্রাম।
অযোধ্যায় মথুরায় স্থান যে দেখিলা,
প্রত্যক্ষ বিস্তার করি সকলই কহিলা!
শ্রীজীব আইলা যৈছে লইতে আগুসারি,
শ্রীরূপ আশ্রম যৈছে গেলা স্থকুমারী।
শ্রীরূপের ভক্তি সেবা প্রার্থন বন্দন,
গোবিন্দ দেবের সেবা করিলা যৈছন।
এ সকল কথা ক্রমে কহিলা ঠাকুর,
শুনিয়া আনন্দ বাড়ে শ্রীবীর প্রভুর।
কহ কহ কহে প্রভু উল্লসিত মন,
ঠাকুর কহেন শুন করি নিবেদন।
নিমন্ত্রণ নিত্য মহোৎসব পরিক্রমা,
গোস্বামিগণের কিবা কহি প্রেমসীমা।

শ্রীদেবীর সঙ্গে যত কৃষ্ণলীলা স্থলী,
পরিক্রমা করিলেন হয়ে কুতূহলী।
কাম্যবনে এক দিন করিলা গমন,
প্রেমানন্দে তথা গোপীনাথ দরশন।
আপনি রন্ধন করি ভোগ লাগাইলা,
সকল বৈষ্ণবগণে প্রসাদ পাইলা।
সন্ধ্যাকালে আরতি করেন্ প্রেমানন্দে,
চৌদিকে ভকতগণ জোড় হাতে বন্দে।
প্রদক্ষিণ করিলেন্ পুষ্পমালা হাতে,
এক মুখে কি কহিব যত শোভা তাতে॥
নির্ম্মঞ্ছিয়া প্রণমিয়া আসিবার কালে,
আকর্ষণ কৈলা তাঁরে ধরিয়া আঁচলে॥
নিজাসনে লয়ে বসাইলা গোপীনাথ,
দেখিয়া সবাই পড়ে হয়ে প্রণিপাত।
এতেক শুনিয়া প্রভু মূর্চ্ছিত হইলা,
দেখিয়া ঠাকুর তাঁর চরণে পড়িলা।
শুখাইলা মুখশশী অত্যন্ত দুর্ব্বল,
সঘনে রোদন, হয় নয়ন চঞ্চল।
বিপ্রলম্ভ অঙ্গ যত করিল উদয়,
দৈন্য নির্ব্বেদাদি ভাবে বহু বিলপয়॥

এই রূপে কতক্ষণ দোঁহে প্রেমাবেশে,
গোঁয়াইলা, সেই রাত্রি হইল অবশেষে।
মঙ্গল আরতি কৈলা হয়ে হরষিত,
নিজ নিজ কার্য্যে গেলা যে যার বিহিত।
সেবা সুখে দিবা গেল সন্ধ্যার সময়,
আরাত্রিক মহোৎসবে প্রফুল্ল হৃদয়।
রাত্রিতে বসিয়া বৃন্দাবনের কথায়,
হইল আনন্দ কত কত সুখ তায়।
রূপ সনাতন কথা কহেন্ ঠাকুর,
যা সবার গুণ হয় অতি সুমধুর।
কহিতে কহিতে দুই গ্রন্থ দেখাইলা,
অক্ষর দেখিয়া প্রভু বিস্ময় হইলা।
রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থ রসের ভাণ্ডার,
পড়ি বীরচন্দ্র প্রভু হৈলা চমৎকার।
এমন রসিক পাত্র আছয়ে ভুবনে,
বিস্তারিলা হেন রস সিদ্ধান্তের সনে।
ধন্য প্রভু কৃপা, ধন্য রূপ সনাতন
তুমি ভাগ্যবান্ দোঁহে পাইলে দরশন।
এত বলি পড়ি দোঁহে হয় পুলকাঙ্গ,
প্রথমে পড়িলা মঙ্গলাচার প্রসঙ্গ।

তথাহি রাসামৃত সিন্ধৌ।

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহংবরাক রূপো ঽপি,
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য। ১।

হেন দৈন্য কহিতে করিতে কেবা জানে,
যাহা শুনি দ্রবে মূর্খ দারুণ পাষাণে।
সাধন ভক্তির অঙ্গ চৌষট্টি প্রকার,
দৈন্য নির্ব্বেদ বিষাদ সিদ্ধান্তের সার।
বিভাগ লহরী চারি করিলা পৃথক্,
যাহা আস্বাদিয়া তুষ্ট ভকত চাতক।

তথাহি তত্রৈব।

অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকুল্যেন কৃষ্ণানুশীশনং ভক্তিরুত্তমা ॥২॥

ইহত অপূর্ব্ব কথা শুনিতে মধুর,
যাহা শুনি ঘুচে যায় পাপের অঙ্কুর।
কি দেব কি দেবী কিবা ভকত মানুষ,
নিজ সুখে ভজে সবে পরম পুরুষ।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কেমনে ভজিবে,
ইহার উপায় কি, সে কেমনে জানিবে।

আমি অতি নীচ, তথাপি যাঁহার উত্তেজনায় আমি এই গ্রন্থ রচনায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছি, সেই শ্রীচৈতন্যরূপী হরির পাদপদ্ম বন্দনা করি।১॥

একমাত্র ভক্তি ভিন্ন অন্য অভিলাষ পরিশূন্য, অভেদ ব্রহ্মের অনুসন্ধিৎসা ও স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম-সম্বন্ধ-রহিত, অনুকূলভাবে অর্থাৎ একাগ্রতা সহকারে শ্রীকৃষ্ণানুশীলকেই উত্তমা ভক্তি কহে।২॥

জ্ঞান কর্ম্মে অনাবৃত কেমনে হইব,
শুনি এ আশ্চর্য্য কথা, কেমনে জানিব।
এই রূপে প্রতি শ্লোকে আপত্তি করিয়া,
গূঢ় অর্থ আস্বাদয়ে হৃদি বুঝাইয়া।
শান্ত সখ্য আদি করি পঞ্চবিধ রস,
তাহার ব্যবস্থা কৃষ্ণ নিত্য যার বশ।
তাহার ব্যাখ্যান করি আবিষ্ট হইলা,
অতি চমৎকার কথা হৃদয়ে পশিলা।
ক্রমে রাগ ভক্তি কথা করিলা ব্যাখ্যান,
যত সুখ হয় তাহা নহে পরিমাণ।

তথাহি তত্রৈব।

বিরাজন্তী মভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু,
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে।
রাগানুগা-বিবেকার্থমাদৌ রাগাত্মিকোচ্যতে
ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্‌ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোচ্যতে।৩।

ব্রজমণ্ডলবাসী গোপগোপীদিগের সুব্যক্ত ভক্তিকেই রাগাত্মিকা ভক্তি কহে; এই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা ভক্তিকেই রাগানুগা ভক্তি কহে। সেই রাগানুগার মর্ম্মাবধারণের জন্যই প্রথমে রাগাত্মিকার কথা বলা হইতেছে;—অভিলষিত পদার্থে যে স্বভাবসিদ্ধ অভিনিবেশ (প্রেমময় তৃষ্ণা) তাহাকেই রাগ কহে, এবং সেই রাগময়ী ভক্তিকেই রাগাত্মিকা ভক্তি কহে।৩॥

শ্রীনন্দ-নন্দনে স্বাভাবিক আবিষ্টতা,
তন্ময় যে হয় ভক্তি কহি রাগাত্মিকা।
সম্বন্ধ-অনুগা কামানুগা দুই ভেদ,
কামানুগা দুই মত তাহাতে বিভেদ।
বহু বহু ভক্তগণ তদগতি পাইলা,
সপ্তমে শ্রীভাগবতে তাহা যে লিখিলা।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমে।

কামাদ্গোপ্যো ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥৪॥

আনুকূল্য শূন্য হলে বৈধী ভক্তি হয়,
ইহার প্রমাণ ব্যক্ত করি গ্রন্থে কয়।

তথাহি রাসামৃতসিন্ধৌ।

আনুকূল্য বিপর্য্যাসাদ্ভীতিদ্বেষৌ পরাহতৌ,
স্নেহস্য সখ্যবাচিত্বাদ্বৈধ-ভক্তানুবর্ত্তিতা।
কিম্বা প্রেমাবিধায়িত্বান্নোপযোগোঽত্রসাধনে।
ভক্ত্যাবয়মিতি ব্যক্তং বৈধী ভক্তিরুদীরিতা ॥৫।

নারদ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, রাজন্! গোপীগণ কামে, কংস ভয়ে, শিশুপাল প্রভৃতি রাজন্যবর্গ বিদ্বেষভাবে, যাদবগণ আত্মীয় সম্বন্ধে, তোমরা স্নেহভাবে, ও আমরা ভক্তিভাবে তাঁহার গতি প্রাপ্ত হইয়াছি।৪॥

অনুরাগের অভাব প্রযুক্ত ভয় ও দ্বেষ রাগানুগা ভক্তি হইতে দূরে পরিত্যক্ত হইয়াছে. আর স্নেহ শব্দও সখ্যবোধক হইলে বৈধী ভক্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে ; উহা কখনই রাগানুগা ভক্তির উপযোগী হইতে পারে না। আবার

যদি বল অরিগণ প্রিয়াগণ এক,
প্রাপ্তিভেদ কিবা তাহে কৃষ্ণ মাত্র এক।
ব্রহ্মে কৃষ্ণে ভেদ যৈছে কিরণ আদিত্য,
পাইল কিরণ অরি প্রিয়া কৃষ্ণ নিত্য।

তথাহি ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে।

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণাহতাঃ ॥৬॥
রাগবন্ধেন কেনাপি তংভজন্তো ব্রজন্ত্যমী।
অঙ্ঘ্রি-পদ্মসুধা প্রেমরূপাস্তস্য প্রিয়াজনাঃ ॥৭॥

সাকার বিগ্রহ কৃষ্ণ-চরণ-সরোজে,
প্রেম করি প্রিয়াগণ সে চরণ ভজে।
কামরূপা বলি কৃষ্ণ সম্ভোগেচ্ছা জানে,
কৃষ্ণ সুখোদ্যম মাত্র অন্য নাহি মানে।

যদি ঐ স্নেহ প্রেমবোধক হয়, তাহা হইলে সাধন ভক্তির উপযোগী হইতে পারে না। পূর্ব্বশ্লোকে যে নারদ (আমরা ভক্তিভাবে তাঁহার গতি প্রাপ্ত হইয়াছি) বলিয়াছেন, ইহাকেও বৈধী ভক্তি বলিতে হইবে; রাগানুগা নহে।৫॥

মায়ার পারে যে সিদ্ধলোক অবস্থিত আছে, সেই লোকেই সিদ্ধগণ ও হরি কর্ত্তৃক নিহত দৈত্যগণ ব্রহ্মসুখে মগ্ন হইয়া বাস করিতেছেন। ৬॥

ভগবৎ প্রিয়জন সকল কোন অনির্ব্বচনীয় অনুরাগ-নিবন্ধন তাঁহার ভজনা করিয়া প্রেমরূপ চরণপদ্ম-মধু লাভ করিয়া থাকেন।৭॥

ক্রীড়ার নিদান তেঁই কাম কহি তারে,
ব্রজদেবীগণ প্রেমানন্দেতে বিহরে।
সম্বন্ধ রূপা যে ভক্তি সদা অভিমানি,
পিতা মাতা সখা প্রিয়া তদনুসারিণী।

তথাহি রসামৃতসিন্ধৌ।

সম্বন্ধরূপা গোবিন্দে পিতৃত্বাদ্যভিমানিতা।৮।

ষড়ৈশ্চর্য্য জ্ঞানশূন্য এ সবার ভাব,
ঐশী মিশ্রা হৈলে রসাভাস হয় লাভ।
এই মত পঞ্চরস ভাবমিশ্রা হৈলে,
ব্রজানুগা হতে নারে সাধন করিলে।
এই রাগানুগা ভক্তি বড়ই বিষম,
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মিলে লোভ প্রয়োজন।
ভাবাদি মাধুর্য্য শুনি লোভ উপজয়,
শাস্ত্র যুক্তি ছাড়ি তবে মাধুর্য্যে মজয়।
গৃহাশ্রামে শাস্ত্রমতে করয়ে যোজন,
কৃষ্ণের সম্বন্ধে বিধি করয়ে লঙ্ঘন।

আমি কৃষ্ণের পিতা আমি মাতা এইরূপ অভিমানকে সম্বন্ধরূপা ভক্তি কহে।৮।

তথাহি রসামৃতসিন্ধৌ।

তত্তদ্ভাবাদি মাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে,
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তি লক্ষণং।
বৈধ ভক্ত্যধিকারীতু ভাবাবির্ভাবনাবধিঃ।
অত্র শাস্ত্রং তথা তর্কং অনুকূলমপেক্ষতে ॥৯॥

ভাব আবির্ভাব হৃদে না হয় যাবত,
অনুকূল শাস্ত্রে তর্কে বৈধীভক্ত রত।
নিত্যসিদ্ধা ললিতাদি অনুগত হৈয়া,
রাধাকৃষ্ণ লীলারত ব্রজভাব লৈয়া।
সাধকরূপে সেবা আর সিদ্ধরূপে সেবা,
ব্রজভাব অনুসারে যোজিলে পাইবা।
শ্রবণ কীর্ত্তন যত বৈধীভক্তি অঙ্গ,
এসব না ছাড়ে কভু রাগানুগা সঙ্গ।

তথাহি তত্রৈব।

শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি বৈধভক্ত্যদিতানিতু,
যান্যঙ্গানিচ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ ॥১০॥

নন্দ যশোদা প্রভৃতির ভাব শ্রবণ করিয়া যখন বুদ্ধিবৃত্তি সেই ভাবের অনুসরণ করিতে সমুৎসুক হয়, তাহাতে শাস্ত্র ও যুক্তির কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখে না; তখনই তাহাকে প্রকৃত লোভোৎপত্তির লক্ষণ কহা যায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ ভাবের লক্ষণ আবির্ভাব না হয়, ততক্ষণই বৈধী ভক্তির অধিকার থাকে। বৈধী ভক্তির অধিকারী থাকিতে অনুকূল শাস্ত্র ও অনুকূল তর্কের বশবর্ত্তী হওয়া উচিত।

কামানুগা শ্রেষ্ঠ ভক্তি তার ভেদ এই,
সম্ভোগেচ্ছাময়ী তত্তদ্‌ভাবেচ্ছা এ দুই।
কেলিই তাৎপর্য্য যাতে, সম্ভোগেচ্ছাময়ী,
তত্তদ্ভাব ইচ্ছাময়ী মাধুর্য্য আশ্রয়ী।
যুথেশ্বরী ভাব কান্তি লীলা অনুধ্যান,
তদ্ভাব আকাঙ্ক্ষা চিত্তে তদ্ভাবেচ্ছাখ্যান।
সম্ভোগেচ্ছাময়ী দণ্ডক আরণ্যক জন,
রঘুনাথ দেখি তাঁরা কামে অচেতন।

তথাহি পাদ্মে।

পুরা মহর্ষয় সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ,
দৃষ্টা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহং॥
তেসর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে,
হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ॥১১॥

রমণাভিলাষে বিধি মার্গেতে সেবন,
যে করয়ে মহিষিত্ব লভে সেই জন।
অগ্নি পুত্র তপ করি স্ত্রীদেহ লভিলা,
সুখ বাঞ্ছা করি তিঁহ কৃষ্ণপতি পাইলা।

পূর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া তাহা অপেক্ষা সুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে উপভোগ করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন, এবং গোকুলে স্ত্রী-জন্ম লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া ভবসাগর হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।১১।

তথাহি কৌর্ম্মে।

অগ্নিপুত্রা মহাত্মান স্তপসা স্ত্রীত্বমাপিরে,
ভর্ত্তারঞ্চ জগদ্‌যোনিং বাসুদেবমজং বিভুং ॥১২॥

তারপর সম্বন্ধ অনুগার আখ্যান,
নন্দ সুবলাদি ভাব মনে পরিজ্ঞান।
কুরুপুরে এক বৃদ্ধ বর্দ্ধকী আছিল,
নারদোপদেশে ভক্তি বাৎসল্য পাইল।
নারায়ণ ব্যূহ স্তবে ইহার দৃষ্টান্ত,
পতি পুত্র সুহৃৎ ভ্রাতৃ পিতৃ মিত্র অন্ত।
যে জন এ সব ভাবে হরিকে ধেয়ায়,
সে সব জনার মুক্তি প্রণমহ পায়।
রাগানুগা ভক্তি পারে যাইবার হেতু,
এক মাত্র কৃষ্ণ আর ভক্তরূপ সেতু।
এই মতে সব গ্রন্থ কৈলা আস্বাদন,
কতেক আনন্দ পাইলা প্রভু দুই জন।
হরিভক্তি বিলাস আর রসামৃত সিন্ধু,
বিদগ্ধ মাধব উজ্জ্বল নীলমণি ইন্দু।
এই চারি গ্রন্থ যত্নে আনিলা ঠাকুর,
যাহা আস্বাদিয়া সুখ বাড়িল প্রভুর।

এক মাস রহি তথা গ্রন্থ আস্বাদিলা,
রূপ সনাতন গুণে প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
পরে নিবেদন মোর শুন সব ভাই!
বীরচন্দ্র কহিলেন শুনহে রামাই!
হেন সঙ্গ ছাড়ি তুমি আইলে কেন হেথা,
ব্রজবাস সাধুসঙ্গ সদানন্দ তথা।
তাতে রাধাকৃষ্ণে সদা দর্শন সেবন,
শ্রীমতী মাতার সেবা দর্শন বন্দন।
এত লভ্য ছাড়ি হেথা কি সুখে আইলে,
ঠাকুর কহেন প্রভু বড় লজ্জা দিলে।
আপনার কথা মুঞি কহিতে কহিতে,
মরমে বেদনা পাই, লজ্জা পাই চিতে।
প্রথম রাত্রিতে মাতা কৈলা প্রত্যাদেশ,
কৃষ্ণ-সেবা কর ত্বরা গিয়া গৌড়দেশ।
সঙ্কটে পড়িলে মোরে করিবে স্মরণ,
আমার স্মরণে হবে বাঞ্ছিত পূরণ।
আর রাত্রে আসি রামকৃষ্ণ দুটী ভাই,
স্বপ্নে কহে দুঁহু সেবা করহে রামাই।
মুঞি অজ্ঞ নারিলাম কিছুই বুঝিতে,
উঠিয়া গেলাম প্রাতে যমুনা নাহিতে।

স্নান করিবার তরে যবে নিমগন্,
আচম্বিতে দুই মূর্ত্তি দিলা দরশন!
অপূর্ব্ব মাধুরী দেখি লইনু উঠাইয়া,
গোপীনাথে রাখি মুঞি বেড়াই ভ্রমিয়া।
কভু রূপ স্থানে কভু সনাতন স্থানে,
কভু ইতি উতি করি কৃষ্ণানুশীলনে।
পুন এক রাত্রে তথা শ্রীমতী আসিয়া,
আজ্ঞা দিলা মোরে কত স্নেহ প্রকাশিয়া।
গৌড়দেশে গিয়া কর বৈষ্ণব সেবন,
শ্রীবিগ্রহ সেবা হতে মিলিবে সে ধন।
কৃষ্ণ বলরাম লঞা ত্বরা করি যাহ,
আমার আনন্দ ইথে না কর সন্দেহ।
রূপ সনাতনে আমি কহিনু সে কথা,
কহিলেন গুরু আজ্ঞা পালিবে সর্ব্বথা।
গৌড়েতে আসিতে যবে নিশ্চয় করিল,
এই চারি গ্রন্থ যত্নে সংগ্রহ হইল।
তুমি আস্বাদিবে গ্রন্থ এই বড় আশে,
গ্রন্থ দিয়া দুই ভাই মোরে কত তোষে।
সকল বৈষ্ণব স্থানে বিদায় হইয়া,
আমি এই বনে প্রভু রহিনু পড়িয়া।

দেখি গ্রামবাসী সবে ঘর করি দিলা,
কৃষ্ণবলরাম ইচ্ছা, এই এক লীলা।
বহু ভাগ্যে তব পদে লভিনু বিশ্রাম,
এতদিনে সুপবিত্র হৈল এই স্থান।
প্রভু কহিলেন, তুমি জগৎ-পাবন,
তোমারে পাঠালা প্রভু তারিতে ভুবন।
এই স্থানে কর কৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবন,
কৃষ্ণ নাম দিয়া তোষ সকল ভুবন।
আমি তোমা আমি তোমা ইথে নাহি আন্,
ভেদাভেদ যে করিবে তার অকল্যাণ।
তোমার পূজাতে হয় আমার পূজন,
তোমার সেবাতে মানি আপন সেবন।
বস্তু জ্ঞান আছে যাঁর সে বুঝিবে মর্ম্ম,
ইতরে বুঝিবে কেন, গুরুজাতি ধর্ম্ম।
ঠাকুর কহেন সেবা কেমনে চলিবে,
সেবা অধিকারী মোরে কোথাবা মিলিবে।
প্রভু কহে কেহ যদি জ্ঞাতি বন্ধু রয়,
তাঁরে সেবা দেওয়া উপযুক্ত মত হয়।
প্রভু কহে তা সবারে কর অন্বেষণ,
থাকে ত কনিষ্ঠে কর সেবা সমর্পণ।

আমি নিজ বাসে যাই দাও হে বিদায়,
তাঁহা ছাড়া হলে বহু কার্য্য হানি হয়।
এত বলি কোলে করি রামাই সুন্দরে,
নিজগণ সঙ্গে প্রভু গেলা নিজ ঘরে।
প্রভু আজ্ঞামতে এক বৈষ্ণবে ঠাকুর,
যত্ন করি পাঠাইলা নবদ্বীপপুর।
নবদ্বীপ গিয়া সেহ করি অন্বেষণ,
ঠাকুরের পিতৃগৃহে করিলা গমন।
শ্রীশচীনন্দন তাঁরে সম্মান করিলা,
পরিচয় জিজ্ঞাসিয়া সকলি শুনিলা।
শুনিয়া সকল কথা করয়ে রোদন,
কহিলেন পিতামাতা বৈকুণ্ঠ গমন।
দুঃখিত হইলা শুনি বৈষ্ণব ঠাকুর,
আদ্যোপান্ত কথা দোঁহে কহিলা প্রচুর।
স্নানাদি ভোজন করি সুস্থির হইলা,
তবে সে বৈষ্ণববর কহিতে লাগিলা।
তোমা সবা ল'তে প্রভু পাঠা'লা আমারে,
প্রাতঃকালে চল সবে মিলিয়া সত্বরে।
শুনিয়া ঠাকুর শচী আনন্দিত মন,
প্রভাতে করিলা যাত্রা লয়ে নিজ জন।

গঙ্গাপার হঞা শ্রীপাটে চলি আইলা,
শুনি প্রভু রামচন্দ্র বাহিরে মিলিলা।
আমারে লঞা ফেলি দিলা প্রভু পায়,
ভূমেতে পড়িয়া পদ ধরিনু মাতায়।
পিতা আসি প্রণমিলা কৈলা প্রভু কোলে,
সজল নয়ন দোঁহে গদ্‌গদ বোলে।
হাতে ধরি লঞা গেলা রামকৃষ্ণ আগে,
দরশন করাইলা প্রেম অনুরাগে।
প্রভু জিজ্ঞাসয়ে পিতা মাতার বারতা,
রোদন করিয়া শচী কহিলা সে কথা।
শুনিয়া ঠাকুর কত করেন্ রোদন,
অশ্রুধারা বহে নেত্রে গদ্‌গদ বচন।
গলে ধরি রোদন করয়ে বহুতর,
কতক্ষণে শান্ত হৈয়া করেন উত্তর।
শ্রীশচীনন্দন কহে জনক জননী,
তোমার বিরহে দোঁহে ত্যজিলা পরাণি।
যথাশক্তি বিধিমত কার্য্য সমাপিয়া,
সদা মনোদুখে রহি তোমার লাগিয়া।
বহু ভাগ্যে তব পাদপদ্ম দরশন,
অনাথ বালক তোমা লইল শরণ।

ঠাকুর কহেন তুমি রহ এই স্থানে,
কৃষ্ণ বলরাম সেবা কর কায়মনে।
তব জ্যেষ্ঠ পুত্র মোরে দেহ অকাতরে,
সেবা সমর্পণ আমি করিব তাঁহারে॥
শ্রীশচীনন্দন কহে সকলি তোমার,
ছোট বড় আমি কিবা ধনাদি ভাণ্ডার।
পিতৃ বৃত্তি আছে ঘর সামগ্রী সকল,
তার কি ব্যবস্থা হবে বলহ মঙ্গল।
ঠাকুর কহেন যুক্ত, যে হবে সে হবে,
এত বলি সেবা কার্য্যে চলিলেন তবে।
সেইক্ষণে মহোৎসব আরম্ভ হইল,
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব আদি সবে নিমন্ত্রিল।
প্রসাদ লভিয়া সবা আনন্দিত মন,
যথাযোগ্য সবাকার কৈলা সম্ভাষণ।
প্রসাদ পাইয়া তবে বসি দুই ভাই,
পরস্পর সেবা কথা, অন্য কথা নাই।
সন্ধ্যাকালে আরতি দর্শন নৃত্য গান,
সেবা সাঙ্গ করি শেষে কৈলা জলপান॥
পুন রাত্রে বসি দোঁহে কথা কন কত,
দশ পাঁচ দিন তাঁর যায় এই মত।

একদিন কহে তিঁহ ঠাকুরের কাছে,
অবগণ্ড শিশু এক নবদ্বীপে আছে।
কি বা আজ্ঞা হয়? তারা রহিবে কোথায়?
প্রভু কহে যাহ প্রাতে হইয়া বিদায়।
সর্ব্ব সমাধান করি এসহ এখানে,
এ পুত্র রহিল হেথা না ভাবিহ মনে।
পিতা কহে কোন্ রূপে সমাধান হয়?
কহেন্ করিবে, যাতে যেবা ভাল হয়।
প্রভাতে উঠিয়া পিতা আমারে লইয়া,
প্রভুর চরণ পদ্মে দিলা সমর্পিয়া।
দণ্ডবৎ কৈলা পিতা তাঁর পদতলে,
দুই ভাইএ কোলাকুলী মহাকুতূহলে।
সজল নয়নে পিতা হইলা বিদায়,
বিরহ ব্যাকুল যাত্রা কৈলা নদীয়ায়।
মোরে প্রভু শিষ্য কৈলা করিয়া করুণা
সদাচার শিখাইলা করিয়া তাড়না।
সেবা শিখাইলা মোরে হাতে হাতে ধরি,
শাস্ত্র ভক্তি শিখাইলা বহু কৃপা করি।
এক মুখে তাঁর গুণ কহনে না যায়,
যাহা কিছু তত্ত্বজ্ঞান তাঁহারি কৃপায়।

প্রভু সঙ্গে রহে যেই বৈষ্ণব সুজন,
তিঁহ করিলেন বহু কৃপার সেচন।
তাঁর মুখে যে শুনিনু প্রভুর চরিত,
তার অল্পমাত্র গ্রন্থে হইল লিখিত।
শুন শুন শ্রোতা ভক্ত করি নিবেদন,
এ এক অপূর্ব্ব কথা কর্ণ রসায়ন।
একদিন প্রভু মোর কি ভাবিয়া মনে,
সঙ্গী বৈষ্ণবের দ্বয়ে কহেন গোপনে।
যুগল দর্শন বিনু না হয় আনন্দ,
ভকত জনের এই সেবা সুনির্ব্বন্ধ।
সদা সেবা অপরাধ, নাহি পূরে আশ,
ইহার উপায় কহ, বাড়ুক্ উল্লাস।
কহেন প্রভুরে শুনি দুই মহাশয়,
আজ্ঞা কর যাহা প্রভু তব মনে লয়।
ব্রজে যাও, রামকৃষ্ণ মিলন করহ,
নতুবা আমিহ যাব, কহিলাম এহ।
শুনি দুই জনে কহে যে আজ্ঞা তোমার,
কাল প্রাতঃকালে মোরা যাইব নির্দ্ধার।
এই যুক্তি দৃঢ় করি রহে মহাসুখে,
দিবা রাত্রি যায় সেবা সৌকর্য্যাদি সুখে।

রাত্রি শেষে প্রভু রাম দেখেন স্বপন,
ব্রজ হতে বৈষ্ণব আইল দুইজন।
রেবতী শ্রীরাধা দুই নায়িকা স্বরূপা,
রামকৃষ্ণে মিলায়েন্, শোভা অনুরূপা।
দেখিয়া ঠাকুর ভোর প্রেমের উল্লাসে,
জাগি উঠি বসি ডাকেন্ সেই দুই দাসে।
তোমা দোঁহা দুঃখ ভাবি কানাই বলাই,
নিজপ্রিয়া আনাইলা অনুভবে পাই।
তৃতীয় দিবস দেখি করিবে গমন,
পরস্পর অনুমান করে তিন জন।
এই মতে দ্বিতীয় তৃতীয় দিন শেষ,
ব্রজের বৈষ্ণব দুই করিলা প্রবেশ।
গৌড়ের বৈষ্ণব গিয়াছিলা ব্রজভূম,
প্রিয় বংশোদ্ভব নিত্যানন্দগত প্রেম।
মীন নিকেতন নাম আছিল যাঁহার,
পূর্ব্বে যে করিলা সেবা দেবী জাহ্নবার।
দ্বিতীয় মাধব দাস কায়স্থেতে জন্ম,
সাধু সেবি কৃষ্ণ বৈষ্ণবের জানে মর্ম্ম।
জাহ্নবা রামাই যবে বৃন্দাবন গেলা,
কত দিন পরে দোঁহে ধাইয়া চলিলা।

তাঁহা গিয়া শুনিলেন সব সমাচার,
পরিক্রমা করি কাম্যবন কৈলা সার।
মীনকেতনের সঙ্গে তাঁহাই মিলন,
নিত্যানন্দ সম তিঁহ মহা প্রেমধন।
গোপীনাথে দুই মূর্ত্তি অপূর্ব্ব দেখিয়া,
দুইজনে আর্ত্তি করি লইলা মাগিয়া।
তাঁহাই শুনিলা গৌড় ভুবনে রামাই,
ব্রজ হতে লয়ে গেলা কানাই বলাই।
দোঁহে মিলাইব লঞা এই ঠাকুরাণী,
এই প্রেমানন্দে দোঁহে আইলা আপনি।
দুঁহু প্রেম দেখি প্রভু আবিষ্ট হইলা,
দুঁহু নেত্রে ধারা বহে, দাঁড়ায়া রহিলা।
অর্দ্ধ নৃত্য আরম্ভিলা দেখি বলরাম,
কতক্ষণ পরে প্রভু কৈলা সমাধান।
বসিলা আসনে, কৈলা যমুনাতে স্নান,
পট খুলি দুই মূর্ত্তি কৈলা বিদ্যমান।
দেখিয়া ঠাকুর প্রেমে হইলা মূর্চ্ছিত,
ভূমে গড়ি যায় অঙ্গ পুলকে পূরিত।
শ্রীমীনকেতন আদি তাঁরে ধরি তুলে,
দোঁহে গলাগলি ভাসে নয়নের জলে।

নিগূঢ় প্রেমের এই স্বভাব নিশ্চয়,
লোক বেদ বাহ্যজ্ঞান সব বিস্মরয়।
প্রসাদ দিলেন দোঁহে বিবিধ যতনে,
নানা স্নেহ প্রীতি দেখি সুখিত দুজনে।
সন্ধ্যাকালে আরতি দর্শন করি গায়,
সেবা সারি কৃষ্ণালাপে সে রাত্রি পোহায়।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি নিকট জানিয়া,
সামগ্রী সম্ভার করে মিলন লাগিয়া।
মিষ্টান্ন পক্বান্ন চিঁড়া দধি দুগ্ধ ছানা,
ফল মূল তণ্ডুলাদি বিবিধ রচনা।
সর্ব্বত্রেতে নিমন্ত্রণ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে,
বীরচন্দ্র প্রভু আইলা মিলন উৎসবে।
গৌড়ভুবনে ছিলা যতেক মহান্ত,
সবে আইলা নিমন্ত্রণে কে করিবে অন্ত।
শান্তিপুর হৈতে আইলা শ্রীঅচ্যুতানন্দ,
নিজ নিজ জন সঙ্গে পরম আনন্দ।
অভিরাম গোপাল সঙ্গে শ্রীরঘুনন্দন,
পণ্ডিত শ্রীগৌরিদাস আইলা সগণ।
নিজ নিজ ভক্ত গণে সঙ্গেতে লইয়া,
মহান্তের গণ আইলা নিমন্ত্রণ পাঞা।

সবে আসি দেখি রামকৃষ্ণ দুটী ভাই,
অচিন্ত্য মাধুরী, রূপে বিস্মিত সবাই।
বাসা দিলা সবে প্রভু করিয়া যতন,
ইচ্ছামতে সব দ্রব্য কৈলা আয়োজন।
বীরচন্দ্র প্রভু বসি রাজা অধিরাজ,
সবে আসি প্রণমিয়া করিলা সমাজ।
ফাল্গুনী পুর্ণিমা মহাপ্রভু জন্ম দিনে,
কৃষ্ণ বলরাম ফাগু খেলে কুঞ্জবনে।
দুই ভাই মঞ্চে বসি বিচিত্র আসন,
চতুর্দ্দিকে সংকীর্ত্তন নাচে ভক্তগণ।
মোর প্রভু আর প্রভু বীরচন্দ্র রায়,
দুই ঠাকুরাণী লঞা মিলাইতে ধায়।
বীরচন্দ্র প্রভু লৈলা রেবতী বারুণী,
ঠাকুর লইয়া যান্ রাধা বিনোদিনী।
নানা আভরণে দোঁহা করিলা সুবেশ,
কেহ কেহ প্রেমে মত্ত হইলা আবেশ।
কেহ সখ্যভাবে অঙ্গভঙ্গি করি যায়,
কেহ গোপগোপী ভাবে পাশে পাশে ধায়।
উপস্থিত হৈলা গিয়া নিকুঞ্জ দুয়ারে,
অসংখ্য সংঘট্ট লোক জয় জয় করে।

গোপীভাব-পুলকে পূরল সব গায়,
স্তম্ভভাব হৈল প্রেমে না চলয়ে পায়।
গৌরিদাস পূর্ব্বভাবে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া,
মহোল্লাসে যান্ অগ্রে নাচিয়া নাচিয়া।
রামকৃষ্ণ দুটী ভাই মঞ্চের উপরে,
নানাচিত্র বস্ত্র অলঙ্কারে শোভা করে।
দুই ঠাকুরাণী লৈয়া দুই মহাশয়,
প্রবেশ করিলা গিয়া কুঞ্জ-বনালয়।
সাত বার রামকৃষ্ণে কৈলা প্রদক্ষিণ,
অতি শোভা করে যেন শশধর মীন।
পশ্চাতে যাইয়া প্রভু মিলাইলা বামে,
ঠাকুর শ্রীমতী লঞা মিলাইলা শ্যামে।
ক্ষীরোদ সাগরে যৈছে বিজলীর দাম,
ঐছন সুষমা শ্রীরেবতী বলরাম।
নবঘনে সৌদামিনী যেমতি শোভয়,
ঐছন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে রাধা বিরাজয়।
যুগল মূরতি হেরি পুলকিত কায়,
বসন্ত রাগের পদ সবে মিলি গায়।

বসন্ত রাগ।

দেখ অপরূপ রূপেরি রোল!
রেবতীরমণ শোভিছে রাম,
সিতাম্বুজ জনু কনক দাম,
উজর কান্তি কুন্দ কুসুম ভাতিয়া।

রাতা উতপল নয়ন ভঙ্গি,
বিম্ব অধর বয়ান রঙ্গি,
হেরি উনমত যুবতী মান কামমদে মত্ত মাতিয়া।
চাঁচর চিকুরে চূড়ারি টান,
তাহে নানাজাতি ফুলেরি দাম,
ভ্রমর ভ্রমরী উড়ে মধুলোভে বর্হামুকুট শোভনী।
কম্বুকণ্ঠে কনক হার,
বাহু সুবলনে বলয়া তার,
রাতা উতপল কর কিশলয় নখমণি গন্ধ সাজনি।
প্রসর হৃদয় উন্নত ভাল,
রতনে জড়িত বিবিধ মাল,
নাভি সরোরুহে কিঙ্কিণীজাল নীলবাস সাজনি।
চরণে নূপুর অধিক রঙ্গ,
পদনখ-মণি সুষমা পুঙ্গ,
কোকনদ মধু ভক্ত ভ্রমর লোভে অনুদিন ভাবনি।
বামে সুশোভন রাম-রমণী,
লোচন রুচির নীলের উড়ানী,
জলদে দামিনী অতি সুশোভনী বলদেব মনোলোভা!

কবরী মাল দুলিছে ভাল,
ভাঙ ধনুয়া বামে,
কামবাণ হৃদয়মান ললিত বলিত বামে।

বারুণ মদ মত্ত চলিত নয়ন ঘোর ঘূর্ণিতে।
কুন্দ কোরক দশন পাঁতি মন্দমধুর হসিতে।
অপরূপ দুঁহু রূপের অবধি দেখিতে নয়নঝামরে।
অধিক রাগ হৃদয়ে জাগ ফাগুয়া রঙ্গ সমরে।
রাস রসিক সরস সূচিতে কামিনী মনলোভা।
এ হরিদাস করত আশ দেখিতে চরণ শোভা।

দেখি বীরচন্দ্র প্রভু হৃদয়ে উল্লাস,
রাস লীলা শ্লোক পড়েন্ প্রেম পরকাশ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে।

উপগীয়মান চরিতো বনিতাভির্হলায়ুধঃ,
বনেষু ব্যচরৎ ক্ষীবো মদবিহ্বল-লোচনঃ।
স্রগ্ব্যেককুণ্ডলো মত্তো বৈজয়ন্ত্যাচ মালয়া,
বিভ্রৎ স্মিত মুখাম্ভোজং স্বেদ প্রালেয়ভূষিতং॥

বলদেব রাস লীলা পঠন করিয়া,
আনন্দেতে নাচিলেন পুলকিত হিয়া।
সংক্ষেপে লিখিনু বলরামের মিলন,
প্রত্যক্ষ দেখিনু ইহা শুন সর্ব্বজন॥

সংক্ষেপে কহি যে শুন কৃষ্ণের মিলন,
দেখিতে অপূর্ব্ব শোভা শুনিতে নূতন।

যথা রাগ।

অপরূপ রূপের অবধি, চাঁদ চকোরে যেন মিলায় বিধি,
মেঘে যেন চাঁদের উদয়, চাঁদে যেন রাহু গরাস হয়।
গিরিবরে যেন চাঁদের মালা, নব গোরোচনে শোভিত কালা,
মরকতে যেন হেমমণি, অপরূপ রূপের রণারণী।
বিনোদিয়া চূড়া পিঞ্ছ সাজ, বিনোদিনী বেণী ফণিরাজ,
কপালে চন্দন শশিভাতি, সিন্দুর বিন্দু অরুণিম কাঁতি।
ভূরু চলি নয়ন বিশাল, রাধানয়ন খঞ্জন মাতোয়াল,
মুখ অরুণিম ভাস, রাধা বদন কোকনদ পরকাশ,
ভুজযুগভোগী নীলাম্বুজে, রাধাবক্ষ প্রফুল্ল সরোজে।
পীতবাস রুচকে দামিনী, সুনীলবসন পহিরিনী।
মণিমঞ্জীর কোকনদে, ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ শোভে পদে।
খিদ্যৎ সুজাত পাদশোভা, দুটী পদে রঞ্জিত যাবআভা।
আমার প্রভুর প্রাণনাথ, এ রাজবল্লভে কর সনাথ।

ফাগুরস সমরে বিহরে দোনো ভাই,
প্রিয়ার মিলনে সুখ ওর নাহি পাই।
সুহাস বিলাস কত বিহার ললিত,
দেখি প্রেমভক্তি সবা হইলা উদিত।
অন্ধ আমি কি জানিব প্রেমের স্বভাব,
প্রত্যক্ষ দেখিনু তবু না মানিনু লাভ।

প্রতিমা তটস্থ বুদ্ধি যে করে তুঁহারে,
সে পড়য়ে কাল সূত্রে নরক ভিতরে।
এইরূপে কতক্ষণ কৃষ্ণ বলরাম,
ফাগুৎসব সময়ে পূরয়ে সর্ব্বকাম।
বসন্ত সময় নানা পুষ্প পরিমলে,
ভ্রমর ঝঙ্কারে পিক সুমধুর বোলে।
ধূপ দীপ অগুরু চন্দন মৃগ মদে,
সৌরভে ভুবন ভরে সবা মন মাতে।
ফাগুতে ভূষিত কিবা অরুণ বরণ,
সবাই উন্মত্ত ফিরে করি ফাগু রণ।
পিচকারী হাতে, ভরি অগুরু চন্দন,
পরস্পর অঙ্গে সবা করে বরিষণ,
সন্ধ্যাতে আরতি দীপ সহস্র মশাল,
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে কত কাংশ করতাল।
শিঙ্গা শব্দে ঘোর বাদ্যে করয়ে ঘোষণা,
জনপদ রোলে ভেদি গগনে নিস্বনা।
কেহ নাচে কেহ গায় কত লব নাম,
প্রেমানন্দে ভাসে দেখি কৃষ্ণবলরাম।
প্রভু বীরচন্দ্র আর রামাই সুন্দর,
মহান্ত সকল সঙ্গে আনন্দ অন্তর।

শ্রীমন্দিরে আগুসার করা'লা যতনে,
চতুর্দ্দোলে লই যান্ কৃষ্ণবলরামে।
শ্রীমতী সহিতে শোভা অতি বিলক্ষণ,
দেখিয়া সবার প্রেমানন্দে ভরে মন।
মন্দিরে বসিলা রামকৃষ্ণ জগপতি,
অন্দরে বসিলা সুখে শ্রীরাধা রেবতী।
ঠাকুরের মনোবৃত্তি কে বুঝিতে পারে,
জানি প্রভু বীরচন্দ্র করিলেন কোলে।
রামকৃষ্ণ দুই ভাইয়ে ভোগ লাগাইলা,
অন্তঃপুরে লই ভোগ দুঁহে নিবেদিলা।
বিচিত্র পালঙ্ক সাজি পৃথক্ পৃথক্,
রেবতীকে লঞা গেলা দোঁহার নিকট।
রেবতী লইয়া কৃষ্ণে গেলা অন্তঃপুরে,
মিলাইলা রাধা কানু আনন্দ অন্তরে।
শেষেতে রেবতী আসি করিলা শয়ন,
শয়ন করিয়া সেবা সুখে নিমগন।
ইহা অনুভব করি বুঝ অধিকারী,
কি ভাবে এমত সেবা বুঝিতে না পারি।
স্বকীয়া কি পরকীয়া বুঝা নাহি যায়,
তবে যে বুঝয়ে কেহ ভকত কৃপায়।

লীলা পরকীয়া আর নিত্য পরকীয়া,
শুনিলেও না বুঝিবে ভাবহীন হিয়া।
সেবার সৌষ্ঠব দেখি যতেক মহান্ত,
আনন্দ হিল্লোলে ভাসে নাহি পায় অন্ত।
যথাযোগ্য স্থানে সবে ভোজনে বসিলা,
জয় শ্রীজাহ্নবা বলি রাম অন্ন দিলা।
নানাবিধ ভাজা আর শুক্তা মনোহর,
বিবিধ ব্যঞ্জন কত দিলা পর পর।
ক্ষীর পরমান্ন কত মরিচের ঝাল,
পিষ্টকাদি নানাবিধ কলা নারিকেল।
মনে বিচারিয়া প্রভু পারস ছাড়িয়া,
পদাঙ্কে পদাঙ্কে ফিরে দেখিয়া দেখিয়া।
ভ্রমে পাছে কেহ কোন প্রসাদ না পায়,
গল বস্ত্রে জোড় হস্তে এ হেতু বেড়ায়।
প্রকৃষ্ট কনিষ্ঠ কিছু নাহিক অন্তরে,
গুরুবুদ্ধে সেবে সব বৈষ্ণবের গণে।
পাত্রাপাত্র বিচারণা নাহি তাঁর চিতে,
সযতনে দেন্ ভক্ষ্য সকলের পাতে।
সদৈন্য প্রার্থনা করি করান্ ভোজন,
তাঁর ভক্তি দেখি সবা সুপ্রসন্ন মন।

যে কেহ আইলা সবে পাইলা প্রসাদ,
সন্তুষ্ট হইয়া সবে করে সাধুবাদ।
যথাযোগ্য তাম্বূলাদি শয্যার সংস্থান,
বিশ্রামার্থ দিলা সবে যথাযোগ্য স্থান।
সর্ব্ব সমাধান করি করিলা ভোজন,
আচমন করি প্রভু করিলা শয়ন।
এইরূপে সপ্ত দিন লয়ে অন্তরঙ্গ,
মহামহোৎসবে বাড়ে প্রেমের তরঙ্গ।
অষ্টম দিবসে সবা বিদায় সময়,
যথাযোগ্য ব্যবহার গৌরব প্রণয়।
সবে মান্য করি কহে ধন্য হে রামাই,
তোমার যে প্রেমচেষ্টা, লোকে দেখি নাই।
সাধু সাধু বলি সবে করিলা গমন,
সংক্ষেপে কহিনু এই মহান্ত ভোজন।
শ্রদ্ধা করি শুনে যেই এ সব প্রসঙ্গ,
অচিরে উদয় হয় প্রেমের তরঙ্গ।
জাহ্নবা রামাই পাদপদ্মে অভিলাষ,
এ রাজবল্লভ গায় মুরলী-বিলাস।

ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের বিংশ পরিচ্ছেদ।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপাসিন্ধু,
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দীনবন্ধু।
জয় জয় সীতানাথ চরণারবিন্দ,
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ।
সপ্তদিন মহোৎসবে করিয়া আনন্দ,
নিজ নিজ স্থানে চলি গেলা ভক্তবৃন্দ।
সবারে বিদায় দিয়া বিরহে বিহ্বল,
অবশেষে সেবা সুখে হয় সুনিশ্চল।
দিনে দিনে নব অনুরাগে মন ভোর,
নিত্যই নূতন প্রেমা কে করিবে ওর।
এত দিনে সে সকল হইল মোর জ্ঞান,
বাল্য চাঞ্চল্যেতে কিছু না ছিল বিজ্ঞান।
যবে প্রভু মোরে কৃপা কৈলা নিজগুণে,
তবেত জানিলা সব প্রেম আচরণে।
মুঁই অজ্ঞ না জানিনু বিশুদ্ধ আচার,
পড়া শুনা নাহি কিছু ম্লেচ্ছ কদাচার।

স্নেহ করি হাতে ধরি, পড়াইলা মোরে,
দীক্ষামন্ত্র দিয়া জ্ঞান করিলা সঞ্চারে।
সেই কৃপা হৈতে কৃষ্ণ পাদপদ্মে রতি,
সেই কৃপা হৈতে পাইনু প্রেম ভকতি।
সেই কৃপা হৈতে লিখি করি অনুভব,
বন্দি গুরু কৃষ্ণপদ সর্ব্ব কৃপার্ণব।
যে সব শুনা'লা প্রভু ভক্তিরস সিন্ধু,
আমার বাতুল মনে গম্য নহে বিন্দু।
আপনারে বড় বোধ করি মনে বাসি;
বস্তুতত্ত্ব জ্ঞান নাহি করি লোক হাসি।
কত লক্ষ যোনি ভ্রমি পাইনু নর দেহ,
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিলা বহু ভাগ্য সেহ।

তথাহি বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে।

জলজা নবলক্ষানি স্থাবরা লক্ষ বিংশতি,
কৃমযো রুদ্র সংখ্যাকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকং॥
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ,
সর্ব্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততো হভ্যগাৎ॥১॥

হেন নর দেহ পাঞা না ভজিনু হরি,
হায় হায় জন্ম বৃথা কিসে ভবে তরি।
প্রভু মোরে শিখাইলা সাধন ভকতি,
অভাগ্যের ফলে তাহে না হইল রতি।

তথাহি রসামৃত সিন্ধৌ।

শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে।
নাম সংকীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলস্থিতিঃ ॥২॥

এ হেন সাধন ভক্তি অঙ্গ যদি করে,
বুদ্ধিমান জনার ভাব জন্মায় অন্তরে।
মুই বুদ্ধিহীন, গন্ধ নাহিক তাহার,
মায়া বন্ধে ফিরি মিথ্যা বহি দেহ ভার।
পুন ভাবাশ্রয়া রাগভক্তি সঞ্চারিলা,
তাহে তুচ্ছ মন মোর নাহি প্রবেশিলা।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ।

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ সমীহিতং
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসংব্রজে সদা ॥৩॥

হেন প্রেমানন্দ মনে না করিল ভোগ,
ভাবসিদ্ধ না হইলে কাঁহা প্রেমযোগ।
প্রেম বিনা নাহি হয় রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি,
হায় হায় মো ছারের কি হইবে গতি।

(সাধন ভক্তির চতুঃষষ্টি প্রকার অঙ্গের মধ্যে) শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহকারে শ্রীমূর্ত্তির পরিচর্য্যা, নাম সংকীর্ত্তন, ও মথুরা মণ্ডলে অবস্থিতিকেই (এস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন)। ২।

শ্রীকৃষ্ণ ও আপনার অভিমত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জনগণকে স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের কথায় অনুরক্ত হইয়া নিয়ত ব্রজমণ্ডলে বাস করিবে॥ ৩।

কৃষ্ণের স্বরূপ কাম গায়ত্রী যে মন্ত্র,
তাহে রতি না জন্মিল মুঞি ত দুরন্ত।
তার অর্থ কৃপা করি কহিলেন মোরে,
কামবীজ যত্নে শিখাইলা তার পরে।
নিগূঢ়ার্থ করি তাহা জানা'লা সকল,
তাহে নাহি রতি মতি জনম বিফল।
কৃষ্ণপাদপদ্ম চিন্তা অপূর্ব্ব মাধুরি,
তাহা জানাইলা মোরে অর্থ সুবিস্তারি।

তথাহি।

চন্দ্রার্দ্ধং কলসং ত্রিকোণধনুষী খং গোষ্পদং প্রোষ্ঠিকাং।
শঙ্খং সব্যপদেঽথ দক্ষিণ পদে কোণাষ্টকং স্বস্তিকং॥
চক্রং ছত্রযবাঙ্কুশং ধ্বজপবী জম্বূর্দ্ধরেখাম্বুজং।
বিভ্রানং হরিমূনবিংশতি মহালক্ষ্যাতার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিং ভজে॥৪॥

একোনবিংশতি চিহ্ন শোভে পদাম্বুজে,
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র দেব বাঞ্ছে যার রজে।
অভাগিয়া মোর রতি না জন্মে সে পায়,
মায়া বন্ধে ফিরি সদা কাল বহে যায়।
শ্রীমতী রাধিকা পদ চিহ্নাদি সকল,
বহুযত্নে জানাইলা দিয়া ভক্তি বল।

তথাহি।

ছত্রারি-ধ্বজবল্লি-পুষ্প-বলয়ান্ ভগোর্দ্ধরেখাঙ্কুশ—
মর্দ্ধেন্দুঞ্চ যবঞ্চ বাম মনু যা শক্তিং গদাংস্যন্দনং॥
বেদী কুণ্ডল মৎস্য পর্ব্বত দরং ধত্তেঽন্য সেব্যংপদং।
তাং রাধাং চির মূনবিংশতি মহা লক্ষ্যাচ্চিতাঙ্ঘ্রিং ভজে॥৫॥

এই সব চিহ্নাঙ্কিত রাধা পদতল,
যার শোভা দেখি কৃষ্ণে বাড়ে কুতূহল।
যার গুণে বশ কৃষ্ণ অখিলের গুরু,
হেন কৃষ্ণ মানে নিজ বাঞ্ছাকল্পতরু।
যাঁহার সৌভাগ্য বঞ্ছা করে লক্ষ্মীআদি,
যাঁহার চরণ কৃষ্ণ বাঞ্ছে নিরবধি।

তথাহি গীতগোবিন্দে।

স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি-মণ্ডনং
দেহি-পদ পল্লবমুদারং।৬॥

যাঁর পদাশ্রয়া হৈলা গোপিনী সকল,
কৃষ্ণ সঙ্গ পাইবারে প্রেমেতে পাগল।
যাঁর পদরেণু বাঞ্ছে উদ্ধব ঠাকুর,
বৃক্ষ জন্ম হৈতে চাহে বিরহ প্রচুর।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমে।

আসামহো চরণরেণুযুসামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং

যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাং ॥৭॥

হেন পদরজ অতি দুর্ল্লভ জগতে,
হেন পাদপদ্মে কৈলা মোরে অনুগতে।
কর্ম্ম দোষে বুদ্ধি আচ্ছাদন কৈলা মায়া,
কর্ম্ম ভোগ ভুঞ্জি কি করিবে তাঁর দয়া।
ভজন যজন কিছু না হৈল আমার,
যেন তেন রূপে গাই চরিত্র তাঁহার।
মুরলী-বিলাস গ্রন্থে চরিত্র তাঁহার,
সংক্ষেপে বর্ণিনু ভয়ে না করি বিস্তার।
উপক্রমণিকা কৈলে হয় আস্বাদন,
মন দিয়া শ্রোতা ভক্ত শুন সর্ব্বজন।
প্রথম পরিচ্ছেদে নিত্য লীলা সূত্র কৈল,
তার মধ্যে নর লীলা সব বিস্তারিল।
বংশী প্রাদুর্ভাব কথা দ্বিতীয়ে লিখিল,
ছকড়ি চট্টের গৃহে যৈছে জনমিল।

উদ্ধব কহিলেন, গোপীদিগের ভাগ্যের কথা থাকুক্, বৃন্দাবনের যে সকল গুল্ম লতা প্রভৃতি ওষধিবর্গ গোপীকাদিগের চরণরেণু সেবা করিতেছে আমি তাহাদিগের মধ্যে একটী হই, এই আমার প্রার্থনা ; যেহেতু গোপীগণ দুস্ত্যজ্য স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রুতিগণের প্রার্থনীয় শ্রীকৃষ্ণ-পদবীর ভজনা করিয়াছেন।৭।

তৃতীয়ে ঠাকুর রাম জনম কথন,
পুন বংশী যৈছে আসি লভিল জনম।
চতুর্থে জাহ্নবা যৈছে দীক্ষা মন্ত্র দিলা,
পথে যেতে বীরচন্দ্র যৈছন মিলিলা।
পঞ্চমে খড়দহে বাস অদ্ভুত কথন,
তার মধ্যে নিত্যানন্দ প্রভু দরশন।
ষষ্ঠে শিক্ষাসূত্র কথা কৈলা জিজ্ঞাসন,
সপ্তমে শ্রীমতী শিক্ষা করান্ যৈছন।
অষ্টমে করিলা সবা তত্ত্বনিরূপণ,
তার মধ্যে নানানুপ্রসঙ্গ প্রলপন।
নবমে দর্শন লাগি অনুজ্ঞা মাগিলা,
দশমে পুরুষোত্তম গমন করিলা।
একাদশে গৌড়ে যত ভক্তেরে মিলিলা,
চতুর্দ্দশে বৃন্দাবন যাত্রা নির্দ্ধারিলা।
পঞ্চদশে বৃন্দাবনে করিলা গমন,
তার মধ্যে অযোধ্যাদি যৈছে দরশন।
ষোড়শেতে পরিক্রমা রূপাদির সঙ্গে,
কাম্যবনে গোপীনাথ প্রাপ্তিকথারঙ্গে।
সপ্তদশে বীরচন্দ্র শুনি সমাচার,
বিরহে কাতর বিলপিলা বহুতর।

অষ্টাদশে প্রত্যাদেশ, রামকৃষ্ণে লঞা,
গৌড়েতে আইলা, ব্যাঘ্রে তারে নাম দিয়া।
ঊনবিংশে সেবা কৈলা শ্রীবাঘ্নাপাড়ায়,
তাহে নানা প্রসঙ্গাদি বর্ণনে না যায়।
বিংশতিতে বীরসঙ্গে গ্রন্থ আস্বাদন,
তাহার মধ্যেতে রামকৃষ্ণের মিলন।
একবিংশ পরিচ্ছেদে গ্রন্থ সমাপন,
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ করিয়া স্মরণ।
যাঁর কথা তাঁর বলে লিখি এই জানি,
মহতত্ত্ব বাহ্যজ্ঞানে নহে টানাটানি।
সুখোল্লাস প্রেমানন্দ বাড়য়ে হিয়ায়,
সমাধান দিতে চিতে রেখা উপজয়।
ওরে মন বৃথা কেন বাড়াও লালসা,
বামন হইয়া চাঁদে করহে প্রত্যাশা।
দীন হীন পাপী আমি তাহে জ্ঞানহীন,
ভক্তি তত্ত্ব নাহি জানি ভয়েতে মলিন।
আজ্ঞাবলে লিখিগ্রন্থ স্বতন্ত্র ত নহি,
স্বজাতি বৈষ্ণব সবে কর ইথে সহি।
বন্দ গুরুপাদপদ্ম নখচন্দ্রমণি,
যাঁহার স্মরণে পাই অনুভব খনী।

হেন পাদপদ্মে মোর কোটী পরণাম,
এই ত ভরসা মনে, করি অভিমান।
আর এক শুন তাঁর শ্রীমুখ বচন,
অতি সুললিত কথা কর্ণ-রসায়ন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে।

নহ্যপ্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥৮॥

তীর্থে তীর্থে বহুদেব সেবিতে সেবিতে,
জন্মান্তরে শুদ্ধ হয় কহিনু নিশ্চিতে।
সাধু দরশন মাত্রে শুদ্ধ সেই ক্ষণে,
এই ত ভরসা বড় করিয়াছ মনে।
হেন সাধু কাঁহা গেলে পাব দরশন,
উপায় করিয়া দেহ যত বন্ধুগণ।
সাধুসঙ্গ করে যেই সাধুতত্ত্ব জানি,
তবে সেই বস্তু পায় ভক্তি নহে হানি।
অনন্যতা মন সর্ব্ব জন প্রিয়োত্তম,
হেন সাধু সঙ্গে মিলে কৃষ্ণ প্রেমধন।

তথাহি স্তবাবল্যাং।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা,
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়ে।

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাং
অজাতশত্রবঃ শান্তা সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥১০।

এমন সাধুর তত্ত্ব মহৎ অপার,
একমুখে কি কহিব নাহি পারাপার॥
ভক্তপদ নখ চন্দ্রে ত্রিজগৎ আলা,
যাহার কিরণে ঘুচে নয়নের মলা॥
স্বজাতি বৈষ্ণব শুন হৈয়া একমন,
মুরলী-বিলাস এই কর্ণরসায়ন।
প্রভুর চরিত শুদ্ধসত্ব আদ্যোপান্ত,
শুনিতে আনন্দ কত রসের সিদ্ধান্ত।
সংক্ষেপে লিখিনু গ্রন্থ বাহুল্যের তরে,
শাখার বর্ণন এবে কহি অল্পাক্ষরে।

তথাহি গণোদ্দেশ দীপিকায়াং।—

পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ।
তস্য শিষ্যোনারদোঽভূদ্ব্যাস স্তস্যাপি শিষ্যতাং॥

কপিলদেব কহিলেন, মা! যাঁহারা সহিষ্ণু, কারুণিক, দেহী মাত্রেরই সুহৃদ, যাঁহাদিগের শত্রু নাই, শান্ত, এবং সদ্বৃত্তিই যাঁহাদিগের ভূষণ, তাঁহারাই সাধু।১০।

শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তোজ্ঞানাববোধনাৎ।
তস্য শিষ্যা প্রশিষ্যাশ্চ বহবো ভূতলে স্থিতাঃ।
ব্যাসাল্লব্ধঃ কৃষ্ণদীক্ষো মাধ্বাচার্য্যো মহাযশাঃ।
চক্রেবেদান্ বিভজ্যাসৌ সংহিতাং শতদূষণীং।
নির্গুণাদ্ব্রহ্মণো যত্র স্বগুণস্য পরিক্রিয়া।
তস্য শিষ্যো হ ভবৎ পদ্মনাভাচার্য্যমহাশয়ঃ।
তস্য শিষ্যো নরহরি স্তচ্ছিষ্যোমাধবদ্বিজঃ।
অক্ষোভ্যস্তস্য শিষ্যাহভূৎ তচ্ছিষ্যোজয়তীর্থকঃ।
তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধুস্তস্যশিষ্যোমহানিধিঃ।
বিদ্যানিধি স্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রস্তস্য সেবকঃ।
জয়ধর্ম্মমুনিস্তস্য শিষ্যোযদ্গণমধ্যতঃ।
শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী যস্ত ভক্তিরত্নাবলিকৃতিঃ।
জয়ধর্ম্মস্য শিষ্যাহভূৎ ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ।
ব্যাসতীর্থ স্তস্যশিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাং।
শ্রীমান্ লক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদর্থোহয়ং প্রবর্ত্তিতঃ।
কল্পবৃক্ষস্যাবতার ব্রজধাম ইতিশ্রুতঃ।
অতঃ প্রেম্নো বৎসন্দেনোজ্জ্বলাখ্য ফলধারিণঃ।
শান্তিরন্যৎ ফলং তস্য কেচিদেতৎ বদন্তিহি।
তস্য শিষ্যো হভবৎ শ্রীমানীশ্বরাখ্যপুরী যতিঃ।
কলয়ামাস শৃঙ্গারং যৎ শৃঙ্গার ফলাত্মকং।
অদ্বৈতঃ কলয়ামাস দাস্য সখ্য ফলে উভে।
আহুরেকস্য শিষ্যোপি মাধবেন্দ্র যতেরয়ং।
নিত্যানন্দ বলাভিন্নঃ সখ্যভক্ত্যধিকারবান্।

ঈশ্বরাখ্যপুরীং গৌর উররীকৃত্য গৌরবে।
জগদাপ্লাবয়ামাস প্রাকৃতা প্রাকৃতাত্মকং ॥
স্বীকৃত্য রাধিকাভাব কান্তিপূর্ব্বস্বহুঙ্করে।
অন্তর্বহি রসাম্ভোধিঃ শ্রীনন্দনন্দনোঽপি সন্ ॥১১॥

হেন প্রভু লোকবৎ লীলার কারণ,
পুরীশ্বর স্থানে কৈলা মন্ত্রাদি গ্রহণ।
তিঁহ জগতের গুরু পতিত পাবন,
সামান্য বিশেষ ইথে আছয়ে কারণ।
শ্রীমতী জাহ্নবা তাঁর হৈলা অনুগত,
এই অনুসারে বদ্ধ প্রণালীর মত।
ইহাতে সন্দেহ যার আছয়ে হিয়ায়,
দেখুন শ্রীজীব লীলা সূত্র কড়চায়।

তথাহি লীলাসূত্রকড়চায়াং।

সা জাহ্নবী প্রিয়তমস্য হি রূপমেন-
মাস্থায় তস্য বচসা তু হরেঃ পদশ্চ,
সংসেবনোক্ষিতমতী রসভূঃ রসজ্ঞা
চক্রে গুরুং তমিহ কান্ত শচী তনূজং ॥১২॥

তবে যদি নিত্যানন্দ প্রভু কহে কেহ,
এ তত্ত্ব বিষম বড় বুঝিতে সন্দেহ।
মূল সংকর্ষণ রামকৃষ্ণ স্বরূপাংশ,
চিচ্ছক্তি বিলাস যাঁর স্বেচ্ছা অবতংশ।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং।

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি,—
স্তাভি র্য এব নিজরূপ তয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো,
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥১৩॥

গোলোকে নিবাস যাঁর অখিলাত্মভূত,
হেন নিত্যানন্দ রাম প্রেমে অবধূত।
রাম সর্ব্ব রসাশ্রয় শেষের বচন,
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ইহা করিলা বর্ণন।

তথাহি ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ধরণী-শেষ-সম্বাদে।

আতপে নির্ম্মলং ছত্রং নিদাঘে শীতলোঽনিলঃ।
শয়নে দিব্যপর্য্যঙ্কঃ রমণে প্রাণ-বল্লভা ॥১৪॥

অতএব যেই রাম সেই শ্রীরাধিকা,
সেই লক্ষ্মী জাহ্নবাদি সকল গোপিকা।
সবাকার আত্মারাম সেই বলরাম,
পরমাত্মা সেবা বিনে নাহি তাঁর কাম।

আনন্দ চিন্ময় রসের (উজ্জ্বল মধুর রসের) ইন্দ্রিয় বৃত্তিরূপা গোপীগণের সহিত যিনি গোলোকে নিত্য অবস্থিতি করিতেছেন, যাঁহাকে অবিশ্রান্ত চিন্তা করিয়া যাঁহারা তাঁহার নিজপ্রণয়িণী হ্লাদিনী-শক্তিরূপা হইয়াছেন, সেই অখিলজীবের অন্তরাত্মভূত আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।১৩।

পরমাত্মা তিনি, তাঁরে ভজে যেই জন,
পরকীয়া ভাব তাঁর প্রেমের লক্ষণ।
শ্রীরাধারগণ সব এই ভাবে ভজে,
আত্মাভাবে ভজি সবে স্বকীয়াতে মজে।
স্বকীয়া শিথিল প্রেমে নাহি সুখাস্বাদ,
রাধিকাদি শুদ্ধপ্রেমে বাড়ে অনুরাগ।
এ তত্ত্ব জানিয়া যেবা করে বিচারণা,
সে জানিতে পারে সব উপাস্যোপাসনা।
ঠাকুর রামাই এই তত্ত্বে বিচক্ষণ,
পরকীয়া মতে করে সেবা আয়োজন।
ভাল মন্দ নাহি জানি বৃথা কাল যায়,
শুদ্ধ সাধু সঙ্গ কৈলে বুঝি অভিপ্রায়।
যেই যাহা শুনে সেই তাহাই ত কহে,
সকল সম্ভবে তাহা মিথ্যা কিছু নহে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান্,
ত্রিজগতে তাঁহা বিনা গুরু নাহি আন্।
সংক্ষেপে কহিনু ইহা শুন কহি আর,
বীরচন্দ্র প্রভু মূল শাখা জাহ্নবার।
তাঁহার মহিমা দেখি সরব প্রধান,
তাহার কৃপায় লোক পা'লা পরিত্রাণ।

আর এক শাখা গঙ্গা জগত পূজিতা,
যাঁহার মহিমা সর্ব্বলোকে অবিদিতা।
আর এক শাখা তাঁর ঠাকুর রামাই,
যাঁহার চরিত্র এই গ্রন্থ মধ্যে গাই।
যে প্রভু করুণাসিন্ধু পতিতের প্রাণ,
মোরে পদাশ্রয় দিয়া করিলেন ত্রাণ।
শ্রীমতীর এই তিন শ্রেষ্ঠ শাখা হয়,
আর যত শাখা তাঁর কে করে নির্ণয়।
ঠাকুর রামের শাখা করিয়ে গণন,
সংক্ষেপে লিখি যে তাহা শুন সর্ব্বজন।
পুরী হৈতে যবে খড়দহেতে আইলা,
সঙ্গে দুই ভৃত্য আইলা সেবার লাগিয়া।
সেই দুই শিষ্য করি সঙ্গেতে রাখিলা,
প্রভু সঙ্গে সেই দুই বৃন্দাবনে গেলা।
বিপ্রকুলে জন্ম এক নাম হরিদাস,
ঠাকুরের কুটুম্ব পড়ুয়া সঙ্গে বাস।
আর এক সূত্র কায়স্থ কুলেতে জন্ম,
কৃষ্ণ দাস নাম তার জানে প্রভু-মর্ম্ম।
এই দুই শাখা বড় প্রভু অন্তরঙ্গ,
যাঁহার প্রসাদে জানি এসব প্রসঙ্গ।

যাঁরে সমর্পিয়া প্রভু দিলেন আমারে,
যাঁর আজ্ঞা বলে গ্রন্থ লিখি যে বিচারে।

তথাহি কবীন্দ্রস্য কাব্যে।

শ্রীরাজবল্লভোদেবষ্ঠকুরো হরিরেবচ।
বড়ু শ্রীগোকুলানন্দো বৈরাগী চ তথা মতঃ॥
ঠকুরো হরিদাসশ্চ কৃষ্ণদাসস্তথৈবচ।
রামচন্দ্রশ্চ রামস্য শাখাহষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতা।১৫॥

এইত কহিনু তাঁর শাখার নির্ণয়,
বিশেষ করিয়া সবা দিই পরিচয়।
সঙ্গেতে রহেন্ সদা দুই উদাসীন,
সদা সেবা কার্য্যে রত মায়াগন্ধহীন।
তৃতীয়ে আমিহ এক দিই তাঁর দায়,
গুরু ধর্ম্ম নাহি পালি ফিরি যে মায়ায়।
চতুর্থে ঠাকুর হরি মহাভাগ্যবান,
বিপ্রবংশোদ্ভব যিঁহ পরম বিদ্বান্।
যিঁহ দীক্ষাকালে বসি তিলক করিতে,
গুরু আজ্ঞা উঠি আইলা অর্দ্ধ তিলকেতে।
উপাসনা করি শেষে নিবেদন কৈল,
আজ্ঞাবলে সে তিলক অমনি রহিল।

বহুদিন সেবা করি রহি প্রভু পাশ,
প্রভু আজ্ঞা মতে শেষে পাণিগড়ে বাস।
তাঁর শাখা প্রশাখার কত লব নাম,
পঞ্চমে ঠাকুর বড়ু মহাভাগ্যবান্।
বিপ্রকুলে জন্ম সদাশয় মহাধীর,
গোপালের সেবাতে নিষ্ঠা, বুদ্ধি সুগভীর।
শিষ্য হৈয়া ঠাকুরের বহু সেবা কৈলা,
আজ্ঞাক্রমে মুনসবপুরে নিবসিলা।
বহু শাখা শিষ্য তাঁর কত লব নাম,
ষষ্ঠেতে গোকুলানন্দ সর্ব্ব গুণধাম।
আকুমার ব্রতাচারী মহিমা অপার,
আশ্চর্য্য ভজন অলোকিক ব্যবহার।
প্রভুর সঙ্গেতে রহি কৈল বহু সেবা,
প্রভু আজ্ঞা কৈলা তাঁরে ব্রজেতে যাইবা।
একদিন পরিক্রমা করিতে আপনি,
প্রত্যাদেশ কৈলা শ্রীবিনোদ বিনোদিনী।
সে শ্রীবিগ্রহ লই আইলা প্রভুপাশ,
পুন আজ্ঞা হৈল কর সেবা পরকাশ।
ভ্রমিয়া বেড়ায় তিঁহ মূর্ত্তি লয়ে সাথে,
মল্লভূমে কাঁটাবনী, নিবসে তাহাতে।

সদা কৃষ্ণ সেবারত লীলাদি চিন্তন,
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া তারিল ভুবন।
সংক্ষেপে কহিনু গোকুলানন্দ মহত্ব,
সপ্তম শাখার এবে শুন কহি তত্ত্ব।
ধামাসে নিবাস বিপ্রকুলে জন্ম তাঁর,
রাম চন্দ্র নামে খ্যাত অতিসুকুমার।
গঙ্গা স্নানে আসি কৈলা প্রভুরে দর্শন,
দোঁহারে হেরিয়ে দুঁহু হরিলেক মন।
দীক্ষা মন্ত্র দিলা প্রভু তাঁরে সমাদরি,
ঠাকুরের সঙ্গে আইলা সর্ব্বকর্ম্ম ছাড়ি।
ধর্ম্মশিক্ষা সেবা কার্য্য কৈল কতদিন,
প্রভু আজ্ঞা দিলা নাহি হও উদাসীন।
তব পিতা মাতা তোমা লয়ে যেতে চায়,
ঘরে গিয়া বিভা কর ভজ কৃষ্ণ পায়।
রামচন্দ্র কহে মায়া বান্ধিলে গলাতে,
ভজন যজন সব যাক্ অধঃপাতে।
ঠাকুর কহেন্ হেন কহ কি বলিয়া,
ইহার প্রমাণ কহি শুন মন দিয়া।

তথাহি।

পুঞ্জানুপুঞ্জ-বিষয়েষ্বনুতৎপরো হপি।
ধীরো নমুহ্যতি মুকুন্দপদারবিন্দং॥
সঙ্গীতনৃত্যকতিতালবসঙ্গতাপি।
মৌলিস্থকুম্ভপরিরক্ষণধীর্নটীব ।১৬।

নানাবিধ বিষয়েতে করিয়া মনন,
মুকুন্দ পদারবিন্দে বুদ্ধিমন্ত মন।
নটী যেন কুম্ভশিরে করয়ে নর্ত্তন,
বাদ্যতালে নাচে কিন্তু কুম্ভে তার মন।
শ্লোক শুনি রামচন্দ্র চরণ ধরিয়া,
রোদন করিল বহু ধরণী লোটাঞা।
ঠাকুর কহেন বাপু! না কর রোদন,
প্রসন্ন হউন্ সদা শ্রীনন্দনন্দন।
অতি যত্ন করি কৃষ্ণে কর আরাধন,
জন্মিবে তোমার বংশে কৃষ্ণ ভক্তগণ।
বর শুনি রামচন্দ্র করিয়া প্রণাম,
নিজালয়ে যাত্রা কৈল পিতা আগুয়ান।
সদাই বিষণ্নমতি অভীষ্ট বিয়োগ,
কতদিনে পিতা মাতা গত পরলোক।
কৃত কর্ম্ম করি পরে হৈল উদাসীন,
ভাবিতে ভাবিতে যাত্রা করিল পশ্চিম।

দামোদর পার হৈয়া আইল মল্লভূমে,
ক্রমে ক্রমে আসি উত্তরিল তপোবনে।
সেই বনে ছিল পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী,
রামের মাতুল সবে বলিল আদরি।
পূর্ণানন্দ রামচন্দ্রে করাইলা বিভা,
তথা প্রকাশিলা কত শক্তির প্রতিভা।
শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবা তথা আরম্ভিলা,
শাখা সূত্র করি কত জীব নিস্তারিলা।
এইত কহিনু রামচন্দ্র বিবরণ,
অষ্টম শাখার এবে কহিব লক্ষণ।
ঠাকুর বৈরাগী গুরুভক্তি পরায়ণ,
পরম উদার সর্ব্বশাস্ত্র বিচক্ষণ।
প্রভুর আজ্ঞায় যিঁহ কৃষ্ণ নাম দিয়া,
তারিল অনেক জীব ভক্তি আচরিয়া।
এই অষ্ট শাখা শ্রেষ্ঠ করিলা গণন,
এই মতে প্রশাখাতে ভরিল ভুবন।
সংক্ষেপে লিখিনু ভক্ত মহিমা অপার,
সবারে বন্দহ গুরু সবাই আমার।
গুরুর কৃপাতে ইথে কিছু ভেদ নাই,
পাত্রাপাত্র ভেদ তর তম নাহি পাই।

নারায়ণ হৈতে ঠাকুর রামাই পর্য্যন্ত,
প্রসিদ্ধ প্রণালী এই লিখি আদ্যোপান্ত।
ইহাতে হইল এক সন্দেহ মরমে,
এই অনুসারে কি যাইব পরব্যোমে ?
তবে এ সকল ভাব ভক্তি আশা বৃথা,
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ পদ পাব কোথা !
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণ দেব শিরোমণি,
তাঁর মুখোদ্ভবা মন্ত্র তন্ত্র করি মানি।
নারায়ণ নিজ মন্ত্র দিলেন ব্রহ্মারে,
ব্রহ্মা কৃপা করি মন্ত্র দিলা নারদেরে।
এই শ্রোত মতে শিষ্য প্রশিষ্যাদিগণ,
বৈধী ভক্তি মতে পায় লক্ষ্মী-নারায়ণ।
শ্রীমতী করিলা কৃপা মাধবপুরীরে,
মাধবেন্দ্র কৈলা কৃপা ঈশ্বরপুরীরে।
ঈশ্বর পুরীর শিষ্য চৈতন্য গোসাঞি,
ইহা অনুবাদ কথা কোন শাস্ত্রে নাই।
জগতের গুরু তিঁহ, গুরু কে তাঁহার,
পুত্রভাবে ব্রজরাজ ঘরে জন্ম যাঁর।
তিন বাঞ্ছা অভিলাষে লয়ে নিজগণ,
অনর্পিত নাম প্রেম করিলা অর্পণ।

অতএব এ ধর্ম্মেতে গুরু মহাপ্রভু,
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ দিতে কেহ নারে কভু।
কৃষ্ণবলরাম সেই গৌর নিত্যানন্দ,
এই অনুসারে পাই ব্রজ প্রেমানন্দ।
ভেদ বুদ্ধি করে যেই তার সর্ব্বনাশ,
সংক্ষেপে লিখিনু ইহা শুনিতে উল্লাস।
মন দিয়া শুন সবে মোর নিবেদন,
মদীশ্বর প্রভু রামাইর আচরণ।
গোপী নামামৃতে চিত্ত নিমগ্ন সদাই,
সুখে দুঃখে সে প্রেমের অবধি না পাই।
অষ্টকালীন সেবায় দিবা রাত্রি যায়,
নির্ব্বেদ বিষাদ দৈন্যে করেন্ হায় হায়।
আশ্রয় জাতীয় প্রেমানন্দেতে বিহ্বল,
সেবা কার্য্য রত মনে আনন্দ হিল্লোল।
নাম সংকীর্ত্তন কভু আনন্দ উল্লাস,
কীর্ত্তন আবেশে করেন্ শ্লোকের আভাস।

তথাহি শিক্ষাষ্টকে।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ-কৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যা-বধূজীবনং।

আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং ।১৭॥

এই শ্লোক নানামতে করেন্ পঠন,
নাম সংকীর্ত্তন আর প্রেমেতে নর্ত্তন।
শিক্ষাষ্টক শ্লোক পড়েন ব্যগ্র দৈন্যভাবে,
যাহা আস্বাদিলা গোরা প্রেমময় ভাবে।

তথাহি শিক্ষাষ্টকে।

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈব মীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ।১৮।

যে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে জীবের চিত্তরূপ দর্পণ পরিমার্জ্জিত হয়, যাহার প্রভাবে সংসাররূপ দাবাগ্নি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, (শ্রীকৃষ্ণ সেবাই জীবের একান্ত শ্রেয়ঃ) যে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন দ্বারা শ্রেয়ঃরূপ কুমুদকে প্রস্ফুটিত করিবার জন্য ভাবচন্দ্রিকা বিতারিত হয়, যাহা (মায়া গন্ধ বিহীন) বিদ্যারূপ বধূর জীবন স্বরূপ, যাহা নিরন্তর আনন্দ সমুদ্রকে প্রবর্দ্ধিত করিয়া থাকে, যাহা দ্বারা জীব পদে পদে পূর্ণামৃতের আস্বাদন করিয়া থাকে, যাহা দ্বারা জীব মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধিকার পরিচারিকারূপে সর্ব্বানন্দে নিমগ্ন হইয়া থাকে, সেই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন সর্ব্বথা জয়যুক্ত হউক ॥১৭॥

হে ভগবান্! আপনি আপনার মুখ্য গৌণ নাম সকল বহু প্রকারে প্রকাশিত করিয়াছেন, এবং আপনার স্বরূপ শক্তির সমস্ত সামর্থ্যই সেই (হরি, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, অচ্যুত, রাম, অনন্ত, বিষ্ণু ইত্যাদি) মুখ্য নামে অর্পণ করিয়াছেন (কর্ম্ম জ্ঞান সাধনে দেশ কাল পাত্রের নিয়ম আছে) আপনার নাম গ্রহণের কোনরূপ কাল নিয়মও করেন নাই, আপনি আমার প্রতি এতদূর কৃপা করিয়াছেন, কিন্তু আমার দুর্দ্দৈব বশতঃ সেই পবিত্র নামে অনুরাগ জন্মিল না ॥ ১৮ ॥

শ্লোক পড়ি আর্ত্তনাদে রোদন করয়ে,
নয়নের জলধারা বক্ষেতে বহয়ে।
পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ শ্লোক পাঠ করি,
প্রেমাবেশে কাঁদি ভূমে যান্ গড়া গড়ি।

তথাহি গোবিন্দ-লীলামৃতে।

সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধু-ভঙ্গ-ললনা-চিত্তাদ্রি-সংপ্লাবকঃ
কর্ণানন্দী সনর্ম্ম রম্যবচন কোটীন্দু সিতাঙ্গকঃ।
সৌরভ্যামৃত সংপ্লবামৃত জগৎ পীযুষরম্যাধর
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়ান্যালি মে।১৯॥

রূপের মাধুর্য্যে নেত্র বহে পুনঃ পুনঃ,
কর্ণেন্দ্রিয় আকর্ষণ শ্লোক পড়ে পুনঃ।

তথাহি তত্রৈব।

নদন্নব-ঘন-ধ্বনি শ্রবণ-হারি সচ্ছিঞ্জিতঃ
সনর্ম্ম-রস-সূচকাক্ষর-পদার্থ ভঙ্গ্যুক্তিকঃ।

(শ্রীমতী রাধিকা বিশখাকে কহিলেন) সখি! যাঁহার সৌন্দর্য্যরূপ অমৃত সমুদ্রের তরঙ্গদ্বারা যুবতীগণের চিত্ত পর্ব্বত সংপ্লাবিত হইতেছে, যাঁহার স্মিতপূর্ব্ব মধুরবাক্য সততই যুবতীগণের কর্ণকে আনন্দিত করিতেছে, যাঁহার অঙ্গ কোটি শশধরের ন্যায় শীতল, যাঁহার অধর অমৃতের ন্যায় মনোহর, যাঁহার গাত্র-সৌরভরূপ অমৃত-সমুদ্রে সমস্ত জগৎ ব্যাপৃত হইতেছে, সেই গোপেন্দ্রতনয় আমার নেত্র কর্ণ নাসিকা বক্ষ জিহ্বা প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছেন।১৯॥

রমাদিক-বরাঙ্গনা-হৃদয়-হারি-বংশীকলঃ
স মে মদন-মোহনঃ সখি! তনোতি কর্ণ-স্পৃহাং।২০॥

শ্লোক আস্বাদিতে প্রেমানন্দে ভরে মন,
পুন নাসা-স্পৃহা শ্লোক করেন্ পঠন।

তথাহি তত্রৈব।

কুরঙ্গ মদজিদ্বপুঃ পরিমলোর্ম্মি-কৃষ্টাঙ্গকঃ
স্বকাম নলিনাষ্টকে শশিযুক্তাব্জগন্ধপ্রথঃ।
মদেন্দু-বরচন্দনাগুরু-সুগন্ধ-চর্চ্চার্চিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নাসাস্পৃহাং॥২১॥

পুনর্ব্বক্ষঃ স্পৃহাশ্লোক প্রেমানন্দে পড়ি,
কদম্ব কেশর অঙ্গ যায় গড়া গড়ি।

হে সখি বিশাখে! যাঁহার কণ্ঠধ্বনি শব্দায়মান-নবমেঘ-ধ্বনির ন্যায় গম্ভীর, যাঁহার নূপুর কিঙ্কিনী বলয়াদির শব্দ শ্রবণহারী, যাঁহার বাক্যগুলি অতি সুমধুর রস কাব্য ও কৌতুকদায়ী, এবং যাঁহার বংশীধ্বনি লক্ষ্মী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠা রমণীগণেরও হৃদয়গ্রাহী, সখি! সেই মদনমোহন আমার কর্ণের স্পৃহা প্রবর্দ্ধিত করিতেছেন॥২০॥

হে সখি বিশাখে! যাঁহার মৃগমদ কস্তুরীর সৌরভ অপেক্ষাও সুগন্ধি শরীর পরিমলের কল্লোল দ্বারা বরাঙ্গনাদিগের অঙ্গ আকৃষ্ট হইতেছে। যাঁহার চক্ষু, মুখ, হস্ত, পদ ও নাভিরূপ অষ্টপদ্মে কর্পূরযুক্ত পদ্মগন্ধ বিস্তৃত হইতেছে, কস্তুরী, কর্পূর শ্বেত চন্দন, অগুরু দ্বারা যাঁহার অঙ্গ সকল বিচিত্রিত হইয়াছে, সখি! সেই মদনমোহন আমার নাসা স্পৃহা প্রবর্দ্ধিত করিতেছেন।২১॥

তথাহি তত্রৈব।

হরিন্মণি-কবাটিকা-প্রতত-হারি-বক্ষস্থলঃ
স্মরার্ত্ত-তরুণী-মনঃ কলুষহারি-দোরর্গলঃ।
সুধাংশু-হরিচন্দনোৎপল-সিতাভ্র-শীতাঙ্গকঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি বক্ষঃস্পৃহাং ॥২২॥

বিশাখাকে শ্রীরাধিকা এ শ্লোক কহিলা,
আপন মনের কথা সব উগারিলা।
গৌরচন্দ্র রামানন্দ স্বরূপের সনে,
আস্বাদিলা এ সকল প্রেমানন্দ মনে।
এই সব শ্লোক পড়ি ঠাকুর রামাই,
কত প্রেমার্ণবে ভাসে ওর নাহি পাই।
সহজেই নিত্যসিদ্ধ সাধকের দেহ,
তাহাতে শ্রীমতীকৃপা অপরূপ লেহ।
আকৌমার ধর্ম্মে ব্রতী মায়া গন্ধ হীন,
কৃষ্ণকৃপামাত্র প্রেম ভকতপ্রবীণ।
শেষ লীলা কথা এই শুন বন্ধুগণ,
এক দিন প্রভু মোর কহিলা বচন।

হে সখি বিশাখে! যাঁহার বক্ষস্থল ইন্দ্রনীল মণিকবাটিকা অপেক্ষাও বিস্তৃত, যাঁহার বাহুযুগল কন্দর্পশর-পীড়িত তরুণীগণের মনঃপীড়ার উপশম করিয়া থাকে যাঁহার অঙ্গ চন্দ্রকিরণ, হরিচন্দন, উৎপল ও কর্পূরের ন্যায় সুস্নিগ্ধ, সখি! সেই মদনমোহন আমার বক্ষস্পৃহা প্রবর্দ্ধিত করিতেছেন ॥২২॥

কৃষ্ণ বলরামে দেহ যুগল বাজান,
মহোৎসব কর আজ্ পূর্ণ হোক কাম।
আজ্ঞামাত্র সকল সামগ্রী আহরিলা,
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব গণে আগে নিমন্ত্রিলা।
বসন্ত কালের রাত্রি চন্দ্রের উদয়,
যুগলকিশোর রামকৃষ্ণ বিরজয়।
সম্মুখ প্রাঙ্গনে দাঁড়াইলা জোড়হাতে,
নানা শ্লোক পড়ে প্রভু অতি দীনতাতে।

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে।

হে দেব! হে দয়িত! হে ভুবনৈকবন্ধো!
হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে করুণৈক-সিন্ধো!
হা নাথ! হা রমণ! হা নয়নাভিরাম!
হা হা কদানু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥২৩॥

ওহে দেব ক্রীড়ারত আমার দয়িত নাথ
তব পদে কবহু দেখব।
ভুবনের বন্ধু হয়ে সবা মন আকর্ষয়ে,
চাপল্য চাঞ্চল্য তব ভাব।
পরম করুণ তুমি মোরে দয়া কর স্বামি,
প্রেম লাভে আনন্দিত মন।
হা হা কবে দয়া হবে তব পাদপদ্ম লক্ষে,
হবে তবে সফল নয়ন।

নিগ্রহানুগ্রহ কিবা সুখ আর দুঃখ যেবা,
তাতে মোর বাড়ে সুখসিন্ধু।
তাতে মোর সুখাবেশ, নহে কভু দুঃখ লেশ,
তুমি মোর প্রাণের প্রাণ-বন্ধু।
এত বলি শ্লোক পড়ে নেত্রে জলধারা বহে,
না স্ফুরে বচন মৃদু ভাষ।
সঘনে কম্পয়ে অঙ্গ, লোমোদ্গম পুলকাঙ্গ,
দেখি তাহা কান্দে যত দাস।

তথাহি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবস্য।

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাং
অদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো,
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাঽপরঃ ॥২৪॥

এই শ্লোক পড়ি প্রভু পড়িলা ভূমিতে,
অর্দ্ধবাহ্য দশায় লাগিলা প্রলপিতে।
হা রাধা হা কৃষ্ণ বলি লাগিলা ডাকিতে,
ভূমে পড়ি গড়ি যায় না হয় সম্বিতে।

হে সখি বিশাখে! আমি সেই কৃষ্ণের পাদপদ্মের দাসী, প্রাণবল্লভ আমাকে আলিঙ্গনই করুন, আর মহাদুঃখে বিচূর্ণিতই করুন, আমারে দর্শন না দিয়া মর্ম্মাহতই করুন, আর সেই লম্পট যেখানে সেখানেই বা বিহার করুন, সখি! তথাপি তিনি আমারই প্রানাথ, অন্য কাহারও নন ॥২৪॥

হা হা ললিতাদি কোথায় শ্রীরূপমঞ্জরী,
লবঙ্গ মঞ্জরী কাঁহা অনঙ্গমঞ্জরী।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কাঁহা প্রভু দয়াময়,
কাঁহা নিত্যানন্দ প্রভু সদয় হৃদয়।
রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ কহিতে কহিতে,
সিদ্ধি প্রাপ্ত হৈল এই নামের সহিতে।
কহিবার কথা নহে তথাপি কহিনু,
স্বজাতীয় ভক্তগণে ক্রম জানাইনু।
সরব বৈষ্ণব পদ করিয়া বন্দন,
মুরলী-বিলাস কথা কৈনু সমাপন।
সংক্ষেপ করিয়া তাহা গ্রন্থমধ্যে গাই,
ক্রমভঙ্গ ছন্দোভঙ্গ অপরাধি নই।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ চন্দ্র,
শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ।
আমার প্রাণের ধন ভক্তের চরণ,
অনন্ত বৈষ্ণব পদ করি যে বন্দন।
শ্রীজাহ্নবা পাদপদ্ম সদা অভিলাষ,
এ রাজ বল্লভ গায় মুরলী বিলাস।

ইতি শ্রীমুরলী-বিলাসের একবিংশ পরিচ্ছেদ।

সমাপ্ত।

উপসংহার।

যাঁহার নিত্যাধিষ্ঠানেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব, যাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র আনন্দকণার আভাসমাত্র অনুভব করিয়াই অনন্ত জীব আনন্দিত, যাঁহার মাধুর্য্যময় লীলামৃত আস্বাদন করিয়া শুক-নারদাদিও বিমুগ্ধ, সেই আনন্দঘনমূর্ত্তি ভগবান্ যশোদা-নন্দনের করুণা-বলেই অদ্য এই শ্রীশ্রীমুরলী-বিলাস নামক মধুময় গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন সমাপ্ত হইল। এই গ্রন্থ যদিও আকৃতিতে তাদৃশ সুবিস্তৃত নহে তথাপি মাধুর্য্য, ঔদার্য্য, ও গাম্ভীর্য্যে ইহা একখানি সুমহান্ গ্রন্থ, সন্দেহ নাই। ইহা মাধুর্য্যে সুমধুর কাব্য, ঔদার্য্যে মহাপুরাণ ও গাম্ভীর্য্যে বেদ সদৃশ। এই সুমধুর গ্রন্থখানি বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রীশ্রীরাজবল্লভ গোস্বামী প্রভুর অমৃত-ময়ী লেখনী হইতে বিনিঃসৃত। ঐ মহাপুরুষের প্রপিতামহ শ্রীশ্রীবংশীবদনানন্দ প্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সমকালবর্ত্তী ও তাঁহার পরমপ্রণয়াস্পদ ছিলেন। এক্ষণে চৈতন্যাব্দের ৪০৯ বৎসর চলিতেছে; সুতরাং পাঠকবর্গ অনায়াসেই এই গ্রন্থের রচনাকাল অনুমাণ করিয়া লইতে পারেন। ফলতঃ এই গ্রন্থ-খানির বয়ঃক্রম অন্যূন তিনশত বৎসর, ইহা স্থির।

এই গ্রন্থ একবিংশতি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব সকলকে প্রণাম করিয়া মঙ্গলাচরণ করিলেন। পরে বৈষ্ণবোচিত দৈন্যসহকারে গ্রন্থ রচণায় আপনার অসামর্থ্য সমর্থন করিয়া গুরু ও ভক্তগণের কৃপাবল

প্রার্থনা করিয়াছেন। তাহার পর শ্রীশ্রীবংশীবদনানন্দ হইতে শ্রীরামাই ও শচীনন্দন পর্য্যন্ত সকলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং তৎপ্রসঙ্গে শ্রীপাট বাঘনাপাড়া, জননী জাহ্নবা ও বীরচন্দ্র প্রভুর মাহাত্ম্য স্বল্পাক্ষরেই সমাপ্ত করিলেন। তৎপরে গোলোক হইতে ভগবানের বৃন্দাবনে আবির্ভাবের কারণ, শ্রীরাধিকার জন্ম, তাঁহার তত্ত্ব ও মুরলী-তত্ত্ব নিরূপণেই প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার অতি সুমধুর শব্দবিন্যাসে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিয়া আপন অসাধারণ কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। চূড়া, বংশী, পীতাম্বর ও বনমালা ধারণের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া রাধাকৃষ্ণের নির্ম্মল প্রেম ও ভক্তিতত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন। পরে শ্রীশ্রীচৈতন্যাবতারের কারণ নিরূপণ করিয়া শ্রীমদ্‌বংশীবদনানন্দের জন্ম বৃত্তান্তে দ্বিতীর পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিলেন।

বংশীবদনানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত, তাঁহার তিরোভাব, শ্রীমতীজাহ্নবার নিকটে শ্রীচৈতন্যদাসের পুত্রদান-প্রতিজ্ঞা ও শ্রীমৎ প্রভু রামচন্দ্রের বৃত্তান্তে তৃতায় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রীমতী জাহ্নবা দেবী শ্রীচৈতন্য দাসকে গুরুতত্ত্ব ও রসতত্ত্ব প্রভৃতির উপদেশ দিয়া প্রভু রামাইকে দীক্ষিত করিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া শ্রীপাট খড়দহে প্রস্থান করিলেন। পথমধ্যে বীরচন্দ্রের সহিত মিলন ও পরমানন্দে বহুবিধ প্রেমালাপ। তৎপরে তাঁহাদের খড়দহে উপস্থিতি ও নিত্যানন্দ প্রভুর ক্ষণিক আবির্ভাবই পঞ্চম পরিচ্ছেদের প্রধান উপকরণ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে শ্রীজাহ্নবা ও বসুধার রামাইর প্রতি অকপট স্নেহ বর্ণিত হইয়াছে। তাহারপর রামাইর অভিলাষানুসারে জননী জাহ্নবা সর্ব্বসাধন অপেক্ষা ভক্তিরই মাহাত্ম্য সংস্থাপন করিয়া প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, নায়ক নায়িকা ভেদ, প্রদর্শন পূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় উপদেশ দিলেন।

সপ্তমে শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্য, রাধাকৃষ্ণের লীলা, সখী ও মঞ্জরীগণের তত্ত্ব এবং তাঁহাদিগের উৎপত্তি নিরূপণ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনের বিশেষ, বিশেষ পরিচয়, ভগবত্তত্ত্ব, চতুঃশ্লোকীর বিবরণ এবং ব্রজলীলার পরিবার বর্গের প্রধানতঃ নবদ্বীপ সম্বন্ধীয় আখ্যা এই সকল উপাদানে অষ্টম পরিচ্ছেদ বিরচিত হইয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদে শ্রীমতী জাহ্নবা কর্ত্তৃক রামাইর নিকট তাঁহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কথন, মাতা জাহ্নবার আত্মপরিচয় এবং ভক্ত দর্শনে যাইবার জন্য জাহ্নবার নিকটে রামাইর অনুমতি প্রার্থনা।

দশম পরিচ্ছেদে প্রভু রামাইর পুরুষোত্তম যাত্রা, প্রসঙ্গক্রমে পথের বিবরণ, পুরুষোত্তমে উপস্থিতি ও পণ্ডিত গোস্বামীর সহিত মিলন।

একাদশ পরিচ্ছেদে পণ্ডিত গোস্বামী ও কাশীমিশ্রের সাহায্যে প্রভু রামাইর চৈতন্য লীলাস্থান দর্শন, রামানন্দ রায়ের সহিত মিলন ও বিবিধ তত্ত্ব কথা শ্রবণ বর্ণিত আছে।

দ্বাদশে প্রভু রামের নবদ্বীপে প্রত্যাগমন, পিতাপুত্রে সংসার সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক ও রামচন্দ্রের শান্তিপুরে উপস্থিতি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে শান্তিপুরে প্রভু অদ্বৈতের আবির্ভাবে

সকলের বিস্ময়। তথা হইতে অম্বিকা, খানাকুল ও শ্রীখণ্ড প্রভৃতি পবিত্র স্থানে দুই মাস কাল চৈতন্য-প্রিয়-ভক্তগণকে দর্শন ও তাঁহাদের সহিত প্রেমালাপানন্তর পুনর্ব্বার খড়দহে আগমন।

চতুর্দ্দশপরিচ্ছেদে, শ্রীপাট খড়দহে আসিয়া সকলের সমক্ষে তীর্থভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণন। শ্রীমতী জাহ্নবার শ্রীবৃন্দাবন গমন-প্রস্তাব ও গমনোদ্যোগ।

পঞ্চদশে, শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা, শ্রীমতী বসুধা, গঙ্গা ও বীর-চন্দ্র প্রভৃতির কাতরতা। গমনকালে গয়াধাম, কাশীধাম ও প্রয়াগে মাধব দর্শন করিয়া মথুরায় উপস্থিতি, ও মথুরা পরিক্রম। তথা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গমন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদে, শ্রীমতী জাহ্নবার শ্রীবৃন্দাবনে গমন ও রূপ সনাতন প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত মিলন; গোবিন্দ মদন-গোপাল প্রভৃতির দর্শন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীজাহ্নবা কর্ত্তৃক তাহা-দিগের উৎপত্তি কথন, বৃন্দাবন পরিক্রমণ অবশেষে কাম্যবনে শ্রীগোপীনাথে শ্রীমতীর অত্যদ্ভুত অবস্থান।

সপ্তদশে শ্রীমতী জাহ্নবার বিরহে রামাইর কাতরতা, রূপ-সনাতনের স্তুতি ও মহোৎসব। উদ্ধারণের খড়দহে প্রতি-গমন বীরচন্দ্র প্রভুর সমীপে শ্রীমতীর অন্তর্দ্ধানলীলা বর্ণন ও প্রভুর বিলাপ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে, ঠাকুর রামাইর প্রতি জাহ্নবার প্রত্যাদেশ কৃষ্ণবলরামের প্রাপ্তি, বৃন্দাবন বাসী রূপসনাতন প্রভৃতি মহাত্ম-গণের নিকট বিদায় হইয়া রামাইর গৌড়ে আগমন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে, ঠাকুর রামের গৌড়ে আগমন বনমধ্যে

অধিষ্ঠান, ব্যাঘ্রের উদ্ধারসাধন ও রামকৃষ্ণের সেবা সংস্থাপন করিয়া বাঘ্‌নাপাড়ার অধিষ্ঠান।

বিংশ পরিচ্ছেদে, বারশত নাড়াভোজন, বীরচন্দ্র প্রভুর বাঘ্‌নাপাড়ায় আগমন, গ্রন্থাস্বাদন, ও সেবার অধিকারী নির্ণয়ের পরামর্শ। নবদ্বীপ হইতে শ্রীশচীনন্দনকে বাঘ্‌নাপাড়ায় আনয়ন।

মুরলীবিলাস নামক অমৃত রত্নাকরের এই একবিংশতি লহরী। ইহার গভীর গর্ভমধ্যে অতি অমূল্য রত্ন সমূহ বিস্তারিত আছে। ভক্তি সহকারে ইহাতে অবগাহন করিলে অনন্তরত্ন উপার্জ্জিত হইতে পারে। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা সমাদরের সহিত সেবনীয়; বিশেষতঃ শ্রীজাহ্নবা মাতার পরিবার বর্গের ইহা অমূল্য কণ্ঠহার। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রে যে সকল সুসিদ্ধান্ত সন্নিবিষ্ট আছে, প্রভু রাজবল্লভ গোস্বামী আত্মবিরচিত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থমধ্যে অতি কৌশলে সেই সমস্ত সিদ্ধান্তের পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে অতি অল্প সময়ে ও অল্প আয়াসে অধিক তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। গ্রন্থকার প্রভুপাদের সমকালে বাঙ্গালাভাষার এরূপ উন্নতি হয় নাই; তখন বাঙ্গালা ভাষার অতি শৈশবাবস্থা; কবিবর গোস্বামী প্রভু শৈশবকালেই বাঙ্গালা ভাষাকে সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী যুবতী করিয়া তুলিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে বর্ণনার এরূপ মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহা প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়াই বোধ হয় না; সুতরাং এই গ্রন্থ তাঁহার শিক্ষার ফল নহে, তাঁহার নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানের মাহাত্ম্য। শ্রীপাট বাঘ্‌নাপাড়া প্রভু রামাই

গোস্বামীর অধিষ্ঠানে সিদ্ধভূমি এবং শ্রীরাজবল্লভ প্রভুও সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন। শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান, ভক্তি ও কবিত্ব প্রভৃতি সমুদয় সদ্‌গুণ তাঁহার হৃদয়ে স্বতই অন্তর্নিহিত ছিল। বিশেষতঃ অনঙ্গমঞ্জরী শ্রীমতী জাহ্নবা যাঁহাকে পূর্ণ শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার সেই প্রভু শচীনন্দনের আত্মজ, অতএব ইহাঁর এরূপ অলৌকিক শক্তি বিচিত্র নহে। তত্ত্বনির্ণায়ক সিদ্ধান্ত পুস্তক এরূপ সরল সুমধুর হইতে পারে, তাহা হৃদয়ে ধারণাই হয় না। মহানুভব গোস্বামী প্রভু আপন পরিবার বর্গের মহোপকার সাধনের জন্য এই অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, অধুনা তাঁহার পরিবার বর্গের উপকার সাধন দূরে থাকুক; মুরলী-বিলাস নামে কোন আত্ম-পরিচায়ক গ্রন্থ আছে তাহা তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে অনেকেই জানিতেন কিনা সন্দেহ। শিষ্যদিগের কথা দূরে থাকুক, শ্রীমান্ রাজবল্লভ গোস্বামীর স্ববংশোদ্ভব সন্তানগণের মধ্যেও অনেকে আপন পূর্ব্ব পরিচয় সম্বন্ধে এক প্রকার উদাসীনই ছিলেন, আপন পরিচয়ে অবহেলা করার তুল্য অনিষ্টের বিষয় আর কিছুই নাই। যাঁহারা শিক্ষাগুরু তাঁহাদিগের ঔদাসীন্য নিতান্তই অসম্মানের কারণ, এই কারণেই আমাদের শিষ্যগণ অনেকেই আপনাপন গুরু-প্রণালী ও সিদ্ধ প্রণালী অবগত নহেন। সংস্কৃত ও বঙ্গালা ভাষায় এরূপ অনেক গ্রন্থ আছে ও যাহাতে ভগবত্তত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব প্রভৃতির সিদ্ধান্ত জানিতে পারা যায়, বিশেষতঃ শ্রীমন্-মহাপ্রভুর সমকালে ঋষিপ্রতিম গোস্বামীগণ আবির্ভূত হইয়া ভক্তগণের সকল

তৃষ্ণাই নিবারণ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের শিষ্য প্রশিষ্যগণের মধ্যে যদি কেহ গুরুপ্রণালী ও সিদ্ধপ্রণালী জানিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে শ্রীশ্রীমুরলী-বিলাস ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আমরা সেই জন্যই সমধিক আয়াস সহকারে এই অমূল্যরত্নের সংস্কার করিয়া শিষ্য-মণ্ডলীর করে সমর্পণ করিলাম ; ভরসা করি, ইহা সকলের কণ্ঠভূষণ হইয়া থাকুক ; আমাদের পরিশ্রম সফল হউক, এবং পূজ্যপাদ শ্রীরাজবল্লভ গোস্বামিপ্রভুর যশঃ-প্রতিভা চারিদিক আলোকিত করুক।

বৈঁচী } শ্রীনীলকান্ত শর্ম্মা।

শ্রীপাট বাঘ্‌নাপাড়া ও বৈঁচী নিবাসী গোস্বামিপাদগণের বংশ-বিস্তৃতি।

*দক্ষ
|
সুলোচন
|
নায়িদেব
|
বরাহ
|
শ্রীকর
|
বহুরূপ
|
গোবিন্দ
|
চক্রপাণি
|
গুণাকর ‡
|
অর্কচাঁদ

---

* ইনি কাশ্যপ গোত্রসম্ভূত কান্যকুব্জ হইতে সেন বংশীয় রাজা আদিশূর কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে আনিত হন্।

‡ ইহাঁ হইতেই পাটুলীর চট্ট উপাধি হয়।

* ইনি বংশী অবতার, " নবদ্বীপনিবাসী " ইহাঁ হইতেই গোস্বামী উপাধি হইয়াছে।
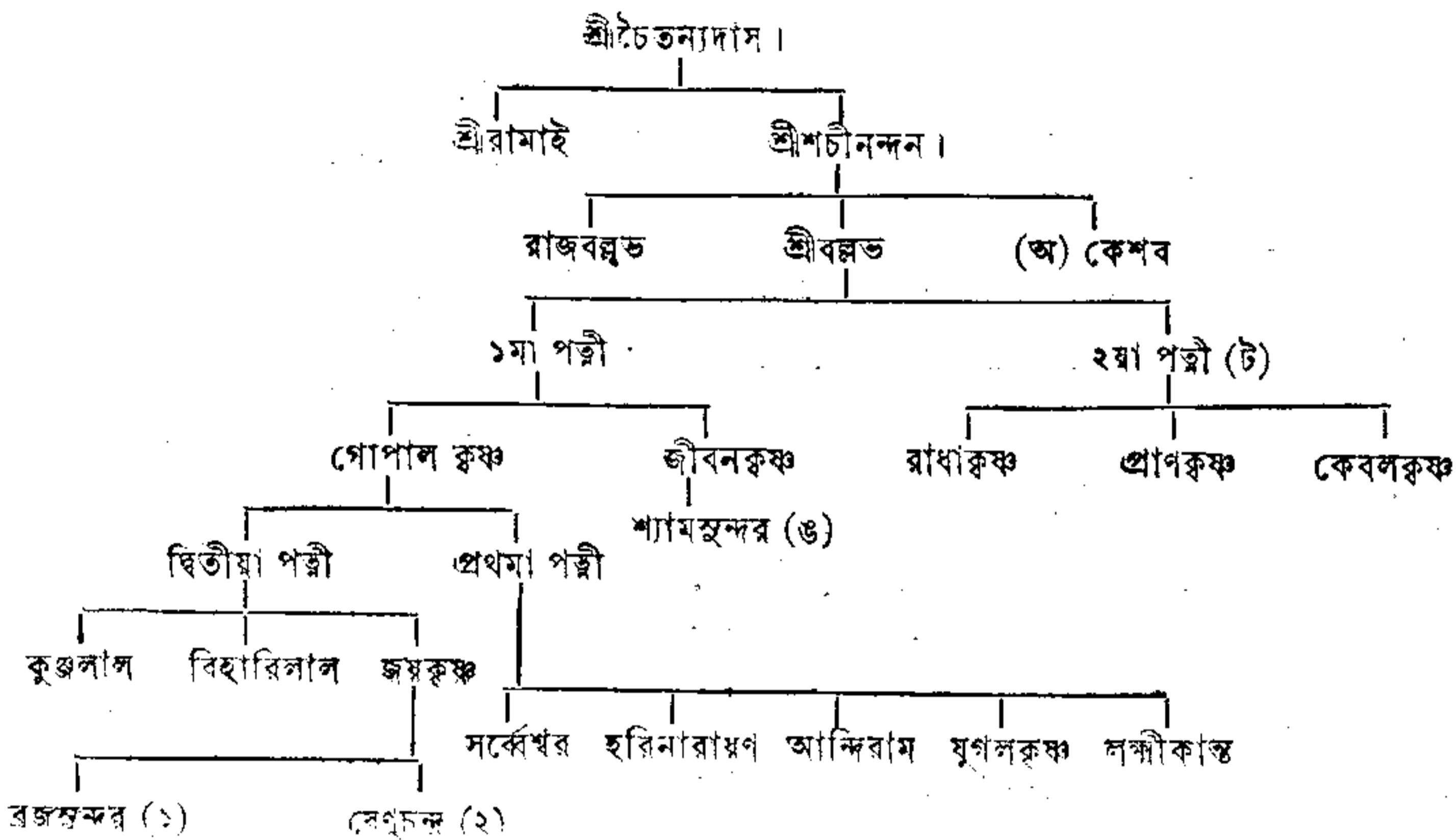
* ইনিই শ্রীরাম-কৃষ্ণবিগ্রহ সংস্থাপন ও বাঘনাপাড়া গ্রামের অধিষ্ঠান করেন্।

(১) ব্রজসুন্দর
নারায়ণ
গঙ্গাহরি
পরাণ
দাসু
রাধারমণ
বিশ্বরূপ
গুরুদাস
(২) বেণুচন্দ্র
গৌরহরি
নিমাই
প্যারীলাল
রাধাকিশোর
অচ্যুত
হরিনাথ
সীতানাথ
শ্রীনাথ
অটল
কৃষ্ণবিহারী
বদন
তিনকড়ি
মথুরামোহন
গিরিশ
নবীন
বিষ্ণু
কাঙ্গালী
জীবন
মহেন্দ্র
বিনোদ
কানাই
হেমচন্দ্র
নিবারণ
সর্ব্বেশ্বর (ক)
হরিনারায়ণ (খ)
রামনারায়ণ
প্রাণবল্লভ
দর্পনারায়ণ
নন্দলাল
অদ্বৈত
প্রেমলাল
ফকিরচাঁদ
বদন
নীলমণি
যাদব
নটবর
সীতানাথ
প্যারিলাল
বনমালী
দীননাথ
যশোদানন্দন
কিশোরিলাল
চন্দ্রভূষণ
রঘুনাথ
জগদ্দুর্ল্লভ
রামচন্দ্র
কাঙ্গালী
কৃষ্ণ
বিপিন
দ্বারকানাথ
হারাধন

যুগলকৃষ্ণ (গ)
বিনোদ
নরহরি
মাধব
রাধানাথ
প্রাণহরি
গোপীনাথ
নীলাম্বর
পীতাম্বর
তারাচাঁদ
কৃষ্ণচন্দ্র
রাধামোহন
রাইকিশোর
নবকিশোর
গৌরচন্দ্র
নিতাইচাঁদ

মথুরানাথ (চ)
*যদুনাথ
রাজকৃষ্ণ
রামনৃসিংহ (ছ)
কিশোরলাল
ঈশ্বরচন্দ্র
হরিনারায়ণ
মধুসূদন
আনন্দচন্দ্র
* যদুনাথ
মোহনলাল
রাধামোহন
কাঙ্গালী
হৃদয়বিহারী
আশুতোষ
ব্রজলাল
দীননাথ
বিহারী
গোপালচন্দ্র
বিনোদবিহারী

কেশব (অ)
(প্রথমা পত্নী)
(দ্বিতীয়া পত্নী)
রুদ্রেশ্বর
বৃন্দাবন
মুরলীমনোহর
নন্দদুলাল
দয়ারাম (ট)
আনন্দীরাম (জ)
রোহিণীনন্দন (ঝ)
উৎসবানন্দ (ঞ)

দয়ারাম (ট)
ভাগবত
কৃষ্ণচন্দ্র
মদনমোহন
গোলোকবিহারী
আনন্দীরাম (জ)
ব্রজকুমার
বীরচন্দ্র
রাইকিশোর
কিশোর লাল
স্বরূপ
সনাতন
*হিরালাল
বিশ্বম্ভর
নিমাই
অচ্যুত
নবদ্বীপচন্দ্র
বৈকুণ্ঠনাথ
গোপাল
বদন
নবীন
যজ্ঞেশ্বর
সাতকড়ি *
শ্রীগোপাল
শ্রীজীবন
অনুপচন্দ্র
মধুসূদন
বিনোদবিহারী
শ্রীপতি
অখিলানন্দ
সন্দীপ
কৃষ্ণকিশোর
যোগেন্দ্র
রাজেন্দ্র

রোহিণীনন্দন (ঋ)
হরিশানন্দ
মথুরানাথ
অদ্বৈত
বঙ্কবিহারী
রাসবিহারী
রাখাল
মাখনলাল
গোপালচন্দ্র
শ্যামলাল
তিনকড়ি

উৎসবানন্দ (ঐ)
* রোহিণীনন্দন
গোবিন্দ
হলধর
গিরিধারী
রাধাবিনোদ
সুবল
মধুসূদন
শ্রীনাথ
রাধাকান্ত
ঈশ্বরচন্দ্র
কুঞ্জলাল
হরলাল
হিরালাল
মতিলাল
বাণেশ্বর
ব্রজলাল
রামলাল
চুনিলাল
রঙ্গলাল
মাখনলাল
বিহারী
যদুনাথ
বলাইচাঁদ
কানাইলাল
তিনকড়ি
মহেন্দ্র
গোপালচন্দ্র
যুগলকিশোর
রসিকলাল
গোষ্ঠবিহারী
নিতাইচাঁদ
হরিচরণ
গৌরচন্দ্র

*শ্রীশ্রীবল্লভ গোস্বামী প্রভু অবশেষে বৈঁচীতে আসিয়া বাস করেন এবং শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউর সেবা সংস্থাপন করিয়া পুনর্ব্বার দার-পরিগ্রহ করেন, ঐ স্ত্রীর গর্ভসম্ভূত সন্তানগণ বৈঁচীতে আজ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতেছেন।

গোরাচাঁদ (ঠ)
রাসবিহারী
রাইমোহন
প্যারী
মতি
[১২]